তত্ত্বসন্দর্ভ

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে-

প্রথমঃ

তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ

শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়াচার্য্যবর-

শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিচরণৈঃ

প্রণীতঃ।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত টীকয়া, পতিতপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতকুলাবতংস প্রভুপাদ

শ্রীমদ্রাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্য-কৃতটীকয়া চ সমেতঃ।

অষ্টটীকোপেত শ্রীমদ্ভাগবত-সম্পাদকেন পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমৎস্বামিপ্রকাশানন্দসরস্বতী-পূজ্যপাদ-শিষ্যপ্রবরেণ

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারিণা

তথা—

শ্রীধামবৃন্দাবন-নিবাসি-

ভাগবতভূষণোপাধিক—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রগোস্বামি-ভাগবতসিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তিনা

সম্পাদিতোঽনুবাদিতশ্চ।

কাব্যতীর্থোপাধিক—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র-শাস্ত্রিণা সংশোধিতঃ।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষেণ

৮ সংখ্যক কলেজস্কয়ারস্থ-ভবনতঃ

প্রকাশিতঃ।
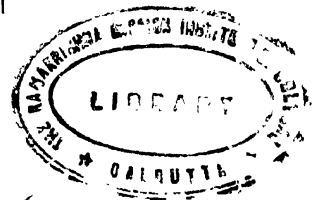
কলিকাতানগর্য্যাং ৬৬ সংখ্যক মাণিকতলাখ্যবর্ত্মস্থ

"শ্রীদেবকীনন্দনাখ্য-বৈদ্যুতিকযন্ত্রতঃ"

শ্রীপুলিনবিহারিদাসভক্তিরঞ্জনদ্বারা মুদ্রাপিতঃ।

শ্রীচৈতন্যাব্দাঃ—৪৩৩।
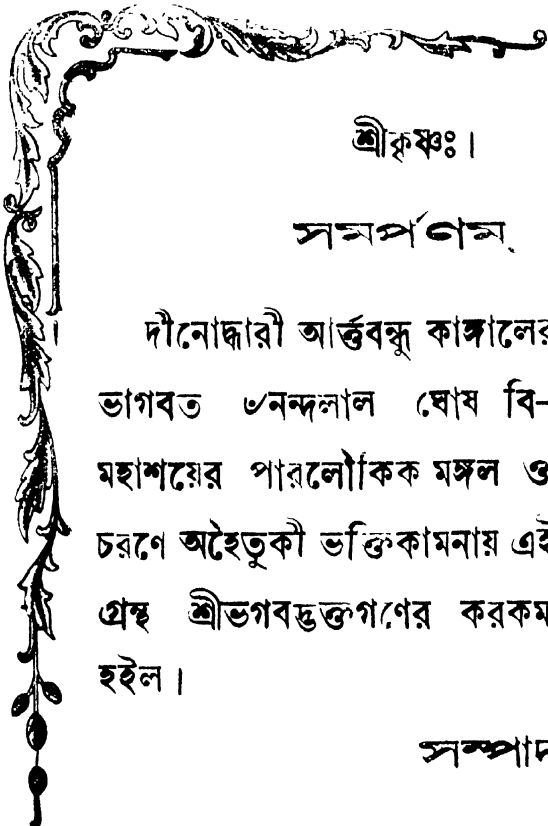
৺নন্দলাল ঘোষ বি.এল্.,

শ্রীকৃষ্ণঃ।

সমর্পণম্

দীনোদ্ধারী আর্ত্তবন্ধু কাঙ্গালের সখা পরম-ভাগবত ৺নন্দলাল ঘোষ বি-এ, বি-এল্, মহাশয়ের পারলৌকিক মঙ্গল ও শ্রীভগবৎ-চরণে অহৈতুকী ভক্তিকামনায় এই 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থ শ্রীভগবদ্ভক্তগণের করকমলে সমর্পিত হইল।

সম্পাদক—

পণ্ডিত শ্রীরাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ষট্‌সন্দর্ভের টীকার ১০৫ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথীর প্রতিলিপি।

তত্ত্বসন্দর্ভের সূচীপত্র।

ষট্‌সন্দর্ভনামক-

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে

প্রথমঃ—

তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্‌।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১॥

তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা।

শ্রীমদ্‌বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃতা।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারিনাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যরূপে তত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ॥
মায়াবাদং যস্তমঃ-স্তোমমুচ্চৈর্নাশং নিন্যে বেদ-বাগংশুজালৈঃ।
ভক্তির্বিষ্ণোর্দর্শিতা যেন লোকে জীয়াৎ সোঽয়ং ভানুরানন্দতীর্থঃ॥

গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতুঃ।
মায়াবাদ-মহান্ধকার-পটলী-সৎপুষ্পবন্তৌ সদা তৌ শ্রীরূপ-সনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ সুবর্য্যৌ স্তুমঃ॥

যঃ সাংখ্য-পঙ্কেন কুতর্ক-পাংশুনা বিবর্ত্ত-গর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্‌।
শুদ্ধং ব্যধাদ্‌বাক্‌সুধয়া মহেশ্বরং কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ।

আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্‌গ্রন্থবিস্তরে।
অতোঽত্র গূঢ়ে সন্দর্ভে টিপ্পন্যল্পা প্রকাশ্যতে॥
শ্রীমজ্জীবেন যে পাঠাঃ সন্দর্ভেঽস্মিন্‌ পরিষ্কৃতাঃ।
ব্যাখ্যায়ন্তে ত এবামী নান্যে যে তেন হেলিতাঃ॥

শ্রীবাদরায়ণো ভগবান্‌ ব্যাসো ব্রহ্মসূত্রাণি প্রকাশ্য তদ্ভাষ্যভূতং শ্রীভাগবতমাবিভাব্য শুকং তদধ্যাপিতবান্‌। তদর্থং নির্ণেতুকামঃ শ্রীজীবঃ প্রত্যূহকুলাচল-কুলিশং বাঞ্ছিতপীযূষ-বলাহকং স্বেষ্টবস্তু-

নির্দ্দেশং মঙ্গলমাচরতি—কৃষ্ণেতি। নিমিনৃপতিনা পৃষ্টঃ করভাজনো যোগী সত্যাদিযুগাবতারানুক্ত্বা "অথ কলাবপি তথা শৃণু"ইতি তমবধাপ্যাহ—কৃষ্ণবর্ণমিতি। সুমেধসো জনাঃ কলাবপি হরিং ভজন্তি। কৈঃ? ইত্যাহ—সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজ্ঞৈঃ—অর্চ্চনৈরিতি। কীদৃশং তম্? ইত্যাহ—কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যস্যান্তরিতি শেষঃ। ত্বিষা—কান্ত্যা তু অকৃষ্ণং—

"শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"—

ইতি গর্গোক্তি-পারিশেষ্যাদ্বিদ্যুদ্গৌরমিত্যর্থঃ। অঙ্গে—নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ,উপাঙ্গানি—শ্রীবাসাদয়ঃ, অস্ত্রাণি—অবিদ্যাচ্ছেতৃত্বাত্তগবন্নামানি, পার্ষদাঃ—গদাধর-গোবিন্দাদয়ঃ, তৈঃ সহিতমিতি মহাবলিত্বং ব্যজ্যতে। গর্গ-বাক্যে 'পীতঃ' ইতি প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া। অয়মবতারঃ—শ্বেতবরাহ-কল্পগতাষ্টাবিংশবৈবস্বত-মন্বন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ। তত্রত্যে শ্রীচৈতন্য এবোক্তধর্ম্ম-দর্শনাৎ। অন্যেষু কলিষু ক্বচিৎ শ্যামত্বেন, ক্বচিৎ শুকপত্রাভত্বেন ব্যক্তেরুক্তেঃ। "ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ" ইতি, "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ" ইতি, "কলাবপি তথা শৃণু"ইতি চ। যে বিমৃশন্তি তে সুমেধসঃ। ছন্নত্বঞ্চ—প্রেয়সী-ত্বিষাবৃতত্বং বোধ্যম্। অঙ্কাঃ পূর্ব্বাঙ্কতোঽত্রান্যে টিপ্পনীক্রমবোধকাঃ। দ্বিবিন্দবস্তে বিজ্ঞেয়া বিষয়াঙ্কাস্ত্রিবিন্দবঃ॥

অত্র গ্রন্থে স্কন্ধাধ্যায-সূচকা যুগ্মাঙ্কা গ্রন্থকৃতাং সন্তি। তেভ্যোঽন্যে যে টিপ্পনীক্রম-বোধায়াস্মাভিঃ কল্পিতাস্তে দ্বিবিন্দু মস্তকাঃ। বিষয়বাক্যেভ্যঃ পরে যেঽঙ্কাস্তে ত্রিবিন্দুমস্তকা বোধ্যাঃ॥ ১॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যচন্দ্রা জয়ন্তি।

চৈতন্যং পরমানন্দমদ্বৈতং দ্বৈত-কারণম্।
শ্রীকৃষ্ণং রাধয়া সার্দ্ধং প্রণমামি জগদ্গতিম্॥

অস্য গ্রন্থস্য মুখ্যাভিধেয়-শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনরূপমঙ্গলং কুর্ব্বন্ তস্য মুখ্যোপাস্যতাং প্রমাণয়ন্নেকাদশস্থ-পদ্যং দর্শয়তি,—ত্বিষাঽকৃষ্ণমিতি—কনকমিবোজ্জ্বলম্। সুমেধস ইতি—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনং কলৌ পরমশ্রেয়স্ত্বেন শাস্ত্রাচার্য্যবিবেচিতমিতি সূচয়তি॥ ১॥

অনুবাদ।

বন্দে তং গুরুরূপং, নিজ-নামদং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম্।
বহিঃকানক-কান্তিকং, অন্তর্নীলকান্তাভিখ্যম্॥

ইষ্টবস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, বেদের ঋগাদি চার বিভাগ এবং ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াও মনঃ প্রসন্ন না হওয়ায় দেবর্ষি শ্রীনারদের উপদেশ-ক্রমে, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবত—আবির্ভাব করিয়া নিজ-তনয় শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। অধুনা কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়-পার্ষদ—শ্রীজীব গোস্বামী, কাল-দোষে জীবের ধারণাশক্তির অল্পতা অনুভব করিয়া, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃতার্থ-সমন্বিত সিদ্ধান্ত-পূর্ণ ভাষ্যরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে, নির্ব্বিঘ্নে নিজ-বাঞ্ছিত বিষয়ের সিদ্ধি কামনায় শ্রীমদ্ভাগবতেরই করভাজন যোগীন্দ্রের কথিত পদ্য দ্বারা নিজের ইষ্টবস্তু-নির্দ্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন;—"যাঁহার অভ্যন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং অঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমদদ্বৈত, উপাঙ্গ—শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রভৃতি, অস্ত্র—অবিদ্যা-

নাশক শ্রীহরিনাম ও পার্ষদ—শ্রীগদাধর-গোবিন্দ প্রভৃতির সহিত যিনি সর্ব্বদা বলীয়ান্, সুমেধা ভক্তগণ শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।

(১) সকল গ্রন্থের প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণ করা শিষ্টাচার-সম্মত। মঙ্গলাচরণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ইষ্টবস্তু-নির্দ্দেশাত্মক হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি-ই ইহার উদ্দেশ্য। এই গন্থে তন্নিমিত্ত বিঘ্নবিনায়কদলন-কুলিশ এবং স্বীয় বাঞ্ছিত পীযুষ-কাদম্বিনীরূপে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত মঙ্গলাচরণের শ্লোক—শ্রীমদ্ভাগবতীয়। 'যুগে যুগে ভগবান্ কিরূপে জীবের উপাস্য হয়েন এবং কোন যুগে তাঁহার কিরূপ বর্ণ, কি প্রকার আকার ও কোন বিধিতে কি নামে পূজিত হইয়া থাকেন' এইরূপে নিমিরাজকর্ত্তৃক করভাজন যোগীন্দ্র জিজ্ঞাসিত হইয়া কলিযুগের উপাস্য প্রসঙ্গে ঐ শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। ইহাতে কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গাধীন শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের কিছু তত্ত্ব বলা যাইতেছে;—শ্রীগৌরাঙ্গ—অবতার শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ। ইঁহার লীলা-গ্রন্থের স্থানে স্থানে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গৌরাঙ্গ, চৈতন্য, গৌর, মহাপ্রভু—প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। যে শ্বেতবরাহ কল্পের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর-শেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দ্বাপরান্ত কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ নিয়ম প্রতিকল্পের অবতারেই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণাবতারের সহিত শ্রীগৌরাবতারের নিয়ত সম্বন্ধই এই নিয়মের মূল কারণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরিপূর্ণ ও স্বয়ং ভগবান্; তন্নিমিত্ত নিখিল অবতার তাঁহাতে লীন হইয়া পালনাদি নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ শ্রীগৌরাঙ্গেরও স্বয়ং ভগবত্তা এবং পরিপূর্ণতা। তাঁহাতেও যুগাবতার প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়া প্রয়োজন মত নিজ নিজ সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন;—

"পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে; কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে।
স্বয়ং ভগবানের নহে ভার হরণ; স্থিতি-কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ-পালন।
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার-কাল; ভার-হরণ কাল তাতে হইল মিশাল।
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে; আর সব অবতার আসি তাতে মিলে।

*　　*　　*　　*　　*

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ—পূর্ণ ভগবান্; যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম।
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন; যুগ-ধর্ম্ম কালের হৈল সে কালে মিলন।
(চৈঃ চঃ, আঃ, ৪পঃ)

"ত্বিষাকৃষ্ণং" এস্থলের "অকৃষ্ণ" শব্দের শ্রীগোস্বামিপাদগণ "গৌরবর্ণ" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের গর্গবচনে 'পীত' এই শব্দ আছে;—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"
(ভাঃ, ১০, ৮, ১৩)

এই বচনে—"ইদানীং কৃষ্ণতাং গত" থাকায়, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ আর "কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ" ও—

"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ" ইত্যাদি একাদশের প্রমাণ দ্বারা সত্যযুগাবতারের শুক্লবর্ণত্ব এবং ত্রেতাযুগাবতারের রক্তবর্ণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সুতরাং অবশিষ্ট পীতবর্ণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরই জানিতে হইবে। ইহা ছাড়া মহাভারতের শ্রীবিষ্ণু সহস্র নামেও পীতবর্ণরূপে শ্রীগৌরাবতার সূচিত হইয়াছেন ;—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ ॥"

উপনিষদেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" ইত্যাদি।

গর্গবচনের "আসন্" ক্রিয়ায় অতীত কালের নির্দ্দেশ আছে, সত্য ও ত্রেতাগত 'শ্বেত' ও 'রক্ত' এর ক্রিয়া অতীত হইতে পারে, কিন্তু কলির অবতার-সম্বন্ধে তাহা কিরূপে সম্ভবে ?—এ আশঙ্কার উত্তর এই যে; ইতঃপূর্ব্বের কল্পগত কলিতে যে সকল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাতেই পীতের অতীত কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অথবা—"বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বম্"—এই ন্যায় বলে ; যেমন "ছত্রিণো গচ্ছন্তি" অর্থাৎ 'ছত্রধারিগণ' গমন করিতেছে এই কথা বলিলে, তাহার মধ্যে দুই এক জন ছত্রহীন থাকিলেও ঐ বাক্যেই তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করা হয় ; এ স্থলেও তেমনি ভবিষ্যৎ-কালজ একমাত্র পীতকে তদধিক—শুক্ল ও রক্তগত অতীত ক্রিয়ার সঙ্গে বলা হইয়াছে।

অবতারাবলীর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, তাহা "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন ;—শ্রীগৌরাঙ্গের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—এই নামে দ্বাপরযুগের অবতারের 'কৃ' 'ষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ বিদ্যমান আছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণত্বেরই অভিব্যঞ্জক 'কৃ' 'ষ্ণ' এই দুইটি অক্ষর—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নতা প্রকাশ করিতেছে। অথবা-'কৃষ্ণ বর্ণ" শব্দে—"শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়তি"—শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করেন—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব কোন এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দময়-লীলা-স্মরণে বিবশ হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণলীলা-গুণ গান করেন এবং অমর্য্যাদকরুণা-পরবশ হইয়া আপামর সাধারণকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশ করেন। কিম্বা—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং "অকৃষ্ণ" গৌর হইলেও "ত্বিষা" কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ নিজ অদ্ভুত শোভার আবিষ্কার করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে নিজ-তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণত্বকে-ই স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে—সর্ব্বলোক-লোচনে "অকৃষ্ণ গৌর হইলেও ভক্ত-বিশেষের প্রেম-ময় লোচনে "ত্বিষা" প্রকাশ বিশেষে "কৃষ্ণবর্ণ"—অপ্রাকৃত শ্যামসুন্দররূপে প্রতিভাত হন।

"কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে ; অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে।
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এই অর্থ পরমাণ ; কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন।"

(শ্রীচৈঃ, চঃ, আঃ, ৩ পঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও তাঁহার সেই অপ্রাকৃত শ্যামসুন্দররূপ দেখিয়াছিলেন ;—

"শুনি ভট্টাচার্য্য—মনে হৈল চমৎকার ; প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে—আপনা ধিক্কার।

* * * *

দেখাইল আগে তারে—চতুর্ভুজরূপ ; পাছে—শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ।"

(শ্রীচৈঃ, চঃ, মঃ, ৬পঃ)

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সর্ব্ব প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ রূপেরই প্রকাশ থাকায় তিনি যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আর একটি বিশেষণে তাঁহার ভগবত্তা প্রকাশ করিতেছেন ;—"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" যাঁহার মনোহর অঙ্গ ও ভূষণ-নিচয় মহাপ্রভাবময় হওয়ায় অস্ত্রতুল্য এবং সর্ব্বদা একান্তে নিকটে বাস করায় পার্ষদ-তুল্য। এই বিশেষণের অপর অর্থ অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

কলিযুগের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনার বিষয় এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে। শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনপ্রধান পূজোপকরণই তাঁহার মুখ্যতম উপাসনা—এই কথা বলায় এবং শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত মহানুভব বৈষ্ণব-গোষ্ঠীতেও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের ব্যবহার থাকায় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনকেও এস্থানে অভিধেয়স্বরূপ জানিতে হইবে, কারণ ইহার পরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়াছেন এবং সেই ভক্তি নয় প্রকার, তার মধ্যে "কীর্ত্তন" একটি তাহার অঙ্গ।

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

'কৃষ্ণবর্ণ'-পদ্যব্যাখ্যা-ব্যাজেন তদর্থমাশ্রয়তি—অন্তরিতি, স্ফুটার্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

স্বভজনস্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনায়াবতীর্ণং গৌররূপেণ শ্রীকৃষ্ণং তদনুমতব্যাখ্যা-সম্পত্তয়ে পুনঃ প্রণমতি ;—অন্তঃকৃষ্ণমিতি। আশ্রিতা ইতি—বয়মিতি শেষঃ ॥ ২—১ ॥

অনুবাদ।

গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যে ; শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব শ্রীগৌরাঙ্গদেব—এইরূপে তদীয় তত্ত্বনিচয় নিশ্চয় করিয়া অধুনা উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাছলে বস্তু-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহাকেই স্তুতি করিতেছেন—যাঁহার ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ আর যিনি নিজের অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব জগৎকে দেখাইয়াছেন ; আমরা নাম-সংকীর্ত্তনাদিরূপ সাধন দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগত হই ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।

(২) "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং"—এই বিশেষণ নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে নিজ-প্রেয়সী গৌরাঙ্গী শ্রীরাধিকার ভাব ও অঙ্গ-কান্তিতে নিজ শ্যামকান্তি আচ্ছাদন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ—ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামি-পাদও তাহাই বলিয়াছেন—"রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্।" কবিরাজ-গোস্বামীও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

রাধা-ভাব কান্তি—দুই করি অঙ্গীকার ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
(শ্রীচৈঃ, চঃ, আঃ, ৪পঃ)

শ্রীরামানন্দ রায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ প্রকার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন—

"রায় কহে—প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি ; মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।
শ্রীরাধার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার ; নিজ রস আস্বাদিতে কৈলে অবতার।

* * * * *

তবে প্রভু হাঁসি তারে দেখান স্বরূপ ; রসরাজ মহাভাব * দুই একরূপ।

* * * * *

পহিলে দেখিনু তোমা-সন্ন্যাসী স্বরূপ ; এবে তোমা দেখি মুঁই—শ্যাম গোপরূপ।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ; তার গৌর-কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ, ৮পঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেয়সীর ভাব-কান্তিতে আচ্ছন্ন—এই কথা কেবল শ্রীগোস্বামি পাদ-গণই বলিয়াছেন তাহাই নহে ; সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতও শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের বাক্যের ভঙ্গীতে উহাই প্রকাশ করিয়াছেন ;—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্" (ভাঃ ৭, ৯, ৩৮) (প্রভু ! আপনি কলিযুগে ছন্ন অবতার বলিয়া আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয়।) এস্থানে প্রহ্লাদ ছন্নমাত্র কীর্ত্তন করিয়াই আচ্ছাদনের কারণ—প্রেয়সীর ভাব ও কান্তিটি ঐ বাক্যেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু আমার এ-বার ছন্নাবতার ; প্রমাণ সকলও এমনি ছন্ন যে ; বহিরঙ্গ লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চিনিতে না পারিয়া, কখন বলে—ভক্ত, কখন বলে সন্ন্যাসী, কখন বলে—প্রতিভাশালী-পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কেহই অবগত হইতে পারে না। পারিবেই বা কেন ? প্রভু যে আমার—'অবাঙ্‌মনসোগোচর' ? তিনি স্বপ্রকাশিকা শক্তি অঙ্গীকার করিয়া যাহাকে দেখা দেন, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়, নচেৎ কাহারও শক্তি নাই। এই কথাই-তো তিনি—শ্রীমুখে প্রিয় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ;—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" সুতরাং সাধারণে ঈশ্বরাবতারের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি কখনই হইতে পারে না—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রীয় এবং সার্ব্বজনীন পদ্ধতি।

জয়তাং মথুরা-ভূমৌ শ্রীলরূপ-সনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ † পুস্তিকামিমাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথাশীর্নমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি—জয়তামিতি। শ্রীলৌ—জ্ঞান-বৈরাগ্য-তপঃ-সম্পত্তিমন্তৌ, রূপ-সনাতনৌ—মে গুরু-পরমগুরু, জয়তাং—নিজোৎকর্ষং প্রকটয়তাম্। মথুরা-ভূমাবিতি—তত্র তয়োরধ্যক্ষতা

---

* রসরাজ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ।
মহাভাব—মহাভাব-স্বরূপিণী—শ্রীরাধিকা।
"মহাভাবস্বরূপেণ গুণৈরতিবরীয়সী" এইরূপে শ্রীরাধিকার স্বরূপও কথিত হইয়াছে।

† "তত্ত্ব-জ্ঞাপকৌ" ইতি বা পাঠঃ কচিৎ।

ব্যজ্যতে। তয়োর্জয়োঽস্ত্বিত্যাশাস্যতে। জয়তিরত্র—তদিতর-সর্ব্বসদ্বৃন্দোৎকর্ষবচনঃ। তদুৎকর্ষাশ্রয়ত্বাত্তয়োস্তৎসর্ব্ব-নমস্যত্বমাক্ষিপ্যতে। তৎসর্ব্বান্তঃপাতিত্বাৎ স্বস্য তৌ নমস্যাবিতি চ ব্যজ্যতে। তৌ কীদৃশৌ? ইত্যাহ—যাবিমাং সন্দর্ভাখ্যাং পুস্তিকাং বিলেখয়তঃ,—তস্যা লিখনে মাং প্রবর্ত্তয়তঃ, বৃদ্ধৌ সিদ্ধত্বাৎ 'ইমাম' ইত্যুক্তিঃ। তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ—

"তত্ত্বং বাদ্য-প্রভেদে স্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনি।"—

ইতি বিশ্বকোষাৎ, পরেশং সপরিকরং জ্ঞাপয়িষ্যন্তাবিত্যর্থঃ। কর্ত্তরি ভবিষ্যতি ণ্যন্, ষষ্ঠীনিষেধস্ত—"অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণয়োঃ" ইতি সূত্রাৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ। পূর্ব্বের দুই শ্লোকে বস্তুতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া এখন আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন;—মথুরামণ্ডলবর্ত্তিভূমি—শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল রূপ-সনাতনের জয় হউক। যাঁহারা সপরিবার—শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানাইবার জন্য আমাকে এই পুস্তিকা লিখিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।

(৩) এই শ্লোকে "শ্রীল" শব্দে ইহাই বলা হইতেছে যে—আমার গুরু—রূপ, ও পরমগুরু—সনাতন, ইঁহারা উভয়ে; শ্রী—জ্ঞান, (ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান) বৈরাগ্য ও ভক্তি সম্পত্তিমান্।

অতএব তাঁহারা আমা-দ্বারা ঐ সমস্ত সম্পত্তি, জগজ্জীবের নিমিত্ত বিতরণ করিয়া জগতে নিজের উৎকর্ষ প্রকট করুণ। পূজনীয় ব্যক্তির পূর্ব্বে সম্মানার্থেও শ্রীল শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, "শ্রীং লাতি—গৃহ্নাতি" এইরূপে শ্রীল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "মথুরাভূমৌ জয়তাং" এই কথার তাৎপর্য্য এই;—পূর্ব্বেও যেমন তাঁহারা গৌড়-ভূমিতে পাৎসার বিপুল ধনসম্পত্তির অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সপ্তপুরী-বরিষ্ঠ—মথুরামণ্ডলস্থ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াও শ্রীভগবানের প্রেমভক্তি সম্পত্তির অধ্যক্ষ ও ভাগবত-গোষ্ঠীর নায়ক হইয়াছিলেন।

শ্রীমথুরামণ্ডল যে অযোধ্যাদি সপ্তপুরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা মথুরা-মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে;—

"এবং সপ্ত-পুরীণান্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরম্। শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরিভক্তিঃ প্রজায়তে ॥"

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজ-বংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্‌গ্রন্থং লিখিতাদ্‌-বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ ॥ ৪ ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-খণ্ডিতম্‌।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

গ্রন্থস্য পুরাতনত্বং স্বপরিষ্কৃতত্বঞ্চাহ—কোঽপীতি। তদ্বান্ধবঃ—তয়োঃ—রূপ-সনাতনয়োর্বন্ধুঃ—গোপালভট্ট ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ—শ্রীমধ্বাদিভির্লিখিতাদ্‌ গ্রন্থাৎ তং বিবিচ্য—বিচার্য্য সারং গৃহীত্বা গ্রন্থমিমং ব্যলিখৎ ॥ ৪ ॥

তস্য—ভট্টস্য, আদ্যং—পুরাতনং গ্রন্থনালেখং পর্য্যালোচ্য; জীবকঃ—মল্লক্ষণঃ, পর্য্যায়ং কৃত্বা—ক্রমং নিবধ্য লিখতি। "গ্রন্থ সন্দর্ভে"—চৌরাদিকঃ, ততো "ণ্যাসগ্রন্থ"ইতি কর্ম্মণি যুচ্‌, গ্রন্থনা—গ্রন্থঃ, তস্য লেখং—লিখনং, ভাবে ঘঞ্‌। তং লেখং কীদৃশ? ইত্যাহ,—ক্রান্তম্‌—ক্রমেণ স্থিতম্‌, ব্যুৎক্রান্তম্‌—ব্যুৎক্রমেণ স্থিতম্‌, খণ্ডিতম্‌—ছিন্নমিতি স্বশ্রমস্য সার্থক্যম্‌ ॥ ৫ ।

অনুবাদ।

গ্রন্থের প্রাচীনতা ও নিজের সংস্কারকারিত্ব। বৃদ্ধবৈষ্ণব—শ্রীমধ্বাচার্য্য-শ্রীরামানুজ-শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সার-সঙ্কলন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন নামক মদীয় জ্যেষ্ঠতাত দ্বয়ের বান্ধব—দাক্ষিণাত্য বৈদিকব্রাহ্মণ শ্রীগোপালভট্ট এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কোন স্থানে ক্রমানুসারে, কোন স্থানে ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে যাহা লিখিত ছিল; এখন একটি ক্ষুদ্র জীব কর্তৃক উক্ত ভট্টপাদের ঐ পূর্ব্ব-লিখিত বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে লিখিত হইতেছে ॥ ৪—৫ ॥

তাৎপর্য্য।

(৪-৫) অল্পার্থে 'কন্‌' প্রত্যয় করিয়া 'জীবক' শব্দ সিদ্ধ করায় শ্রীজীব গোস্বামী 'একটি ক্ষুদ্রজীব'—এই বলিয়া নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে "জীব এব জীবকঃ" এইরূপে স্বার্থে কন্‌ প্রত্যয়-দ্বারা নিজের নামেরও উল্লেখ হইয়াছে।

শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী—শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রবাসী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ত্রিমল্ল বা বেঙ্কটভট্টের পুত্র। বেঙ্কট-ভট্ট শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে দক্ষিণ-তীর্থ ভ্রমণ করেন; সেই সময় ঐ ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন করিয়াছিলেন। একদিন মহাপ্রভুর শ্রীমুখে বেঙ্কটভট্ট, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, শ্রীনারায়ণাদি তাঁহারই বিলাস এবং তাঁহার প্রেয়সী শ্রীরাধিকা—লক্ষ্মীগণের পরমাংশিনী অর্থাৎ লক্ষ্মীগণও তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি—ইত্যাদি সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। কেবল

নিজেই নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া নিজের ভ্রাতা, পুত্র, এবং সমস্ত পরিবার-বর্গকেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত করাইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া শ্রীগোপালভট্টের উদ্দেশে বেঙ্কটভট্টকে বলিয়াছিলেন—"ভট্ট! তোমার পুত্র—এই গোপালভট্ট আমার অতিশয় কৃপাপাত্র এবং প্রিয়, ইহাকে যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করাইয়া সুপণ্ডিত করিও কিন্তু ইহার বিবাহ দিও না", তার পর মহাপ্রভু গোপালভট্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"বৎস! তুমি, তোমার পিতা মাতার জীবন পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া, তাঁহাদের দেহান্ত হইলে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিও।" সেই সময়, নিকটে অবস্থিত—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকেও প্রভু বলিয়াছিলেন—"তোমার এই শিষ্যকে শ্রীবৃন্দাবন পাঠাইও ইহার দ্বারা আমার অনেক প্রয়োজন আছে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বলিয়া বিদায় হইলে পর, বেঙ্কটভট্ট এবং তাঁহার পত্নীর দেহান্তে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, নিজ-গুরু—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের নিকট গমন করেন এবং উক্ত সরস্বতীর আজ্ঞাক্রমেই তাঁহাদের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস আস্বাদনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী অধস্তন জীবের মঙ্গল কামনায় বৈষ্ণবস্মৃতি—শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক একখানি গ্রন্থ সংক্ষেপ করিয়া রচনা করেন। তারপর ঐ গ্রন্থ সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিতে শ্রীসনাতন গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী উক্ত গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া তাহার দিগ্‌দর্শিনীনাম্নী টীকা রচনা করেন।

সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীই আবার এই ভাগবত-সন্দর্ভের সংক্ষেপ রচয়িতা। অধিকাংশ সময় স্মরণ-মননেই অতিবাহিত হয়, নিজের বয়ঃক্রমও ক্রমশঃ অধিক হইয়া পড়িল—তিনি এই মনে করিয়া, নিজে গ্রন্থ করিব বলিয়া যাহা কিছু সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামীকে অর্পণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার অনুমতি অনুসারে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিচারাদি সংগ্রহপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে বিষয়াদি সন্নিবেশ করিয়া তত্ত্ব-ভগবৎ প্রভৃতি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করত এই শ্রীভাগবতসন্দর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

যঃ শ্রীকৃষ্ণ-পদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ॥ ৬॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

গ্রন্থস্য রহস্যত্বমাহ,—যঃ শ্রীতি। কৃষ্ণপারতম্যেঽন্যেনানাদৃতে তস্যামঙ্গলং স্যাদিতি তন্মঙ্গলায়ৈতৎ, ন তু গ্রন্থাবজ্ঞা-ভয়াৎ। তস্য সুব্যুৎপন্নৈর্নিরবদ্যত্বেন পরীক্ষিতত্বাৎ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অধিকারি-নির্ণয়। এ গ্রন্থ অতি রহস্য, কেবল ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণোপাসকই ইহার অনুশীলনে অধিকারী; অন্যে নয়, ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন;—যিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দ ভজন করিতেই কেবল ইচ্ছুক, তিনিই এই গ্রন্থ দেখিবেন অন্যের দর্শন সম্বন্ধে সপথ থাকিল॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।

(৬) সাধারণকে গ্রন্থ-দর্শনে শপথ দিবার তাৎপর্য্য এই যে; 'গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয় শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ ও পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম-পরমাত্মা তাঁহারই অংশ-বৈভব' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সাধারণে আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতমতায় অবিশ্বাস করিলে তাঁহাদের অপরাধ হইবে—এই অমঙ্গল আশঙ্কাতেই প্রথমে সাবধান করিতেছেন; গ্রন্থের দোষ-আবিষ্কার হইবার ভয়ে নহে, কারণ সুব্যুৎপন্নমতি বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দোষরূপেই এই গ্রন্থ পরীক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার ইহা স্বকপোল-কল্পিত নহে—একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে; পরেও বলা হইবে।

অথ নত্বা মন্ত্র-গুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্॥ ৭॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথেতি। "গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥"—ইত্যভিযুক্তোক্তলক্ষণং সন্দর্ভং লেখিতুং বশ্মি—বাঞ্ছামি। শ্রীভাগবতং সংদৃভ্যতে—গ্রথ্যতেঽত্রেতি, "হলশ্চ" ইত্যধিকরণে "ঘঞ্"॥ ৭॥

অনুবাদ।

অনন্তর মন্ত্র গুরু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থোপদেষ্টা গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নামক সন্দর্ভ গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।

(৭) "ভাগবত সন্দর্ভ"—ভগবান্ এবং তাঁহার ভজনের প্রতিপাদক 'শ্রীভাগবত' নামক গ্রন্থের "সন্দর্ভ"—অর্থনির্ণায়ক বাক্য-সমূহ। যাহাতে গূঢ় অর্থের প্রকাশ, উক্তির সারবত্তা, শ্রেষ্ঠতা, নানা অর্থের সমাবেশ এবং জ্ঞান-বিষয়তা বিদ্যমান আছে, তাহাকে "সন্দর্ভ" বলা যায়। অভিযুক্ত কারিকায় বলা হইয়াছে;—

"গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥"

এই গ্রন্থকে ভাগবতের অর্থ-নির্ণায়কস্বরূপে স্থাপন করায়, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের নামও যে 'ভাগবত সন্দর্ভ', তাহাও স্পষ্টীকৃত হইল। ভাগবত-সন্দর্ভ—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি এবং প্রীতি সন্দর্ভ—এই ছয় ভাগে বিভক্ত হওয়ায় 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামেও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাং * ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

অথ শ্রোতৃ-রুচ্যুৎপত্তয়ে গ্রন্থস্য বিষয়াদীনমুবন্ধান্ সংক্ষেপেণ তাবদাহ ;—যস্যেতি। স স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, ইহ— জগতি, তৎপাদভাজাং—তচ্চরণপদ্মসেবিনাং স্ববিষয়কং প্রেম, বিধত্তাং—অর্পয়তু। স কঃ? ইত্যাহ,—যস্য—স্বরূপানুবন্ধ্যাকৃতিগুণবিভূতিবিশিষ্টস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য, চিন্মাত্রসত্তা—অনভিব্যক্ততত্ত্বদ্বিশেষা জ্ঞানরূপা বিদ্যমানতা,ক্বচিদপি নিগমে—কস্মিংশ্চিৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাস্তি ইত্যেবোপলব্ধব্যঃ" ইত্যাদিরূপে শ্রুতিখণ্ডে, ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং যাতি—তাদৃশতয়া চিন্তয়তাং তথা প্রতীতিমাসীদতীত্যর্থঃ। ভক্তিভাবিতমনসাং তু ব্যঞ্জিত-তত্ত্বদ্বিশেষা সৈব পুরুষত্বেন প্রতীতা ভবতীতি বোধ্যম্, "সত্যং জ্ঞানম্"ইত্যুপক্রান্তস্যৈবানন্দময়-পুরুষত্বেন নিরূপণাৎ। অত এবমুক্তং জিতন্তে স্তোত্রে ;—

"ন তে রূপং ন চাকারো নায়ুধানি ন চাস্পদম্। তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে।" ইতি। ন চৈবং প্রাচীনাঙ্গীকৃতমিতি বাচ্যম্, উক্তরীত্যা তস্যাপ্যনভীষ্টত্বাভাবাৎ। যস্য কৃষ্ণস্যাংশঃ পুমান্ মায়াং বশয়ন্নেব স্বৈরংশকৈর্বিভবতি। কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সংকর্ষণঃ কৃষ্ণাংশঃ প্রকৃতের্ভর্ত্তা, তাং বশে স্থাপয়ন্নেব স্ব-বীক্ষণক্ষুব্ধয়া তয়াণ্ডানি সৃষ্ট্বা, তেষাং গর্ভেষম্বুভিরর্দ্ধপূর্ণেষু সহস্রশীর্ষা প্রদ্যুম্নঃ সন্, স্বৈরংশকৈঃ—মৎস্যাদিভিঃ, বিভবতি—বিভবসংজ্ঞকান্ লীলাবতারান্ প্রকটয়তীত্যর্থঃ। যস্যৈব—কৃষ্ণস্য, নারায়ণাখ্যমেকং—মুখ্যং রূপম্, আবরণাষ্টকাদ্বহিঃস্থে পরমব্যোম্নি বিলসতি, স নারায়ণো যস্য বিলাস ইত্যর্থঃ। অনন্যাপেক্ষিরূপঃ স্বয়ংভগবান্, প্রায়স্তৎসমগুণবিভূতিরাকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ তু বিলাস ইতি সর্ব্বমেতচ্চতুর্থ-সন্দর্ভে বিস্ফুটীভবিষ্যদ্বীক্ষণীয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"—(১।২।১১)

ইতি শ্রীভাগবতীয়শ্লোক-তাৎপর্য্যং পদ্যেন দর্শয়তি—যস্যেতি। ক্বচিদপি নিগমে—ব্রহ্মসংহিতাদৌ, যস্য চিন্মাত্রসত্তা ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং যাতি—নিয়তমাশ্রয়তীত্যন্বয়ঃ। চিৎ—জ্ঞানং, তন্মাত্রং—তন্ময়ং স্বস্বরূপ-ভূতজ্ঞানবদ্বস্তুসত্তা, স্বস্বরূপভূতসৎপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তবদিত্যর্থঃ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ইতি শ্রুতেঃ। তথা চ,—শ্রীকৃষ্ণঃ—স্বস্বরূপভূতশ্রীবিগ্রহধারি ব্রহ্মেতি ভাবঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মপদং—জ্ঞানপরং জ্ঞানিপরঞ্চ; ধর্ম্ম-ধর্ম্মিণোরভেদাৎ প্রত্যেকং তয়োর্ভেদাচ্চ; এবং শরীর-শরীরিণোরপি ভেদাভেদৌ। এবং তচ্ছরীরাবশিষ্টস্যাপি ব্রহ্মত্বং,বিশিষ্টস্য বিশেষ্যানতিরেকাৎ। যস্যাংশঃ পুমাংশ্চ—পরমাত্মা প্রথমপুরুষঃ,মায়াং—প্রকৃতিং বশয়ন্ তদ্গুণযোগেন, স্বৈরংশকৈঃ—স্ব-স্বরূপভূতজীবাত্মরূপধর্ম্মৈঃ, বিভবতি—বিবিধো ভবতি। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসরূপত্বং দর্শয়তি—একমিতি। রসামৃতসিন্ধাবপ্যুক্তম্, "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-

* "স শ্রীকৃষ্ণস্বরূপঃ স্ফুরতুরু ভগবান্ প্রেম দদ্যাত্ত্বজদ্ভ্যঃ" ইতি বা পাঠঃ।

স্বরূপয়োঃ” ইতি। শ্রীশেতি—শ্রী-রাধয়োরৈক্যং সূচয়তি। স্ফুরতুর্ব্বিতি,—ভগবদ্বিশেষণং, প্রেমবিশেষণং বেতি। অত্রায়ং বিবেকঃ—যদা জ্ঞানানন্দ-তাৎপর্য্যেণ ব্রহ্মশব্দ-প্রয়োগস্তদা ধর্ম্মত্বম্, যদা জ্ঞানাদিমত্তাৎপর্য্যেণ ব্রহ্মশব্দ-প্রয়োগস্তদা অংশত্বম্; যদা শরীরিত্বেন জ্ঞানাদিমত্বেন চ প্রবোধয়িতুং প্রযুক্তো ব্রহ্মশব্দস্তদা সম্পূর্ণ-ভগবৎপরঃ। কৃষ্ণ-শরীরাদেরপি জ্ঞানানন্দস্বরূপকৃষ্ণস্বরূপতয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইত্যাদিপ্রয়োগ ইতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।

সংক্ষেপে অনুবন্ধ নির্ণয়। শ্রোতৃবর্গের রুচি উৎপাদনের জন্য আশীর্ব্বাদ ছলে সংক্ষেপে গ্রন্থের বিষয়াদি অনুবন্ধ বলিতেছেন,—যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা পুরুষই নিজ অংশ মৎস্যাদি লীলাবতার এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতাররূপ বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহারই 'নারায়ণ' নামক রূপ, পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতে তাঁহার চরণ-কমলসেবী ভক্তগণকে নিজের প্রেম অর্পণ করুন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।

(৮) স্বরূপভূত আকৃতি, গুণ এবং বিভূতিবিশিষ্ট স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আকৃতি, গুণ ও বিভূতির মধ্যে কোন একটিরও বিশেষরূপে অভিব্যক্তি নাই—এমন একটা অবস্থা-বিশেষকেই ব্রহ্ম বলা যায়। সেই অবস্থা-বিশেষকেই শ্রুতিতে চিদ্রূপ (জ্ঞানরূপ) সত্তা (বিদ্যমানতা) বলা হইয়াছে এবং তাহাকেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাঁহারা বিশুদ্ধজ্ঞানী—শ্রীভগবানের নিত্য বিদ্যমান স্বরূপভূত অনন্ত রূপ-গুণ-লীলা-বিভূতি ধারণা করিতে অসমর্থ; তাঁহারাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ চিদ্রূপ সত্তা (ব্রহ্মস্বরূপ) অনুভব করেন। পরমাত্মা—স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট হইয়াও সান্নিধ্য মাত্রেই মায়া-বৃত্তি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য করেন, ইনি ভগবানের অংশবিশেষ এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষরূপেও বিখ্যাত। এই শ্লোকস্থ 'পুমান্' শব্দে উক্ত পুরুষরূপী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পুরুষ তিন প্রকার; প্রথম—সঙ্কর্ষণ, দ্বিতীয়—প্রদ্যুম্ন, এবং তৃতীয়—অনিরুদ্ধ। সঙ্কর্ষণের একটি কার্য্য—মায়ার প্রতি ঈক্ষণ, প্রদ্যুম্নের লীলাবতার আবির্ভাবন এবং অনিরুদ্ধের গুণাবতার প্রকটন। গ্রন্থকার, এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ; নিজকৃত "সর্ব্বসম্বাদিনী"তে—"অংশকৈঃ—লীলাবতাররূপৈঃ গুণাবতাররূপৈশ্চ, পুমান্—পুরুষঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মাখ্যঃ।" পুমান্ শব্দে নির্ব্বিশেষে 'পুরুষ' এই অর্থ করিয়াছেন এবং মূলে সঙ্কর্ষণের কার্য্য "মায়াং বশয়ন্" এই বাক্যে প্রকাশ করিয়া, ব্যাখ্যা গ্রন্থে "অংশকৈর্বিভবতি" ইহার ব্যাখ্যায় প্রদ্যুম্নের কার্য্য—লীলাবতার ও অনিরুদ্ধের কার্য্য—গুণাবতার প্রকটন ব্যাখ্যা করিয়াছেন স্বতরাং এ গ্রন্থে সঙ্কর্ষণ ও তদবতার—প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই তিন পুরুষকেই যে এক করিয়া বলিয়াছেন; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভাদির স্থলবিশেষে এই সমস্ত বিষয়ের বিশেষরূপে আলোচনা হইবে অতএব এখানে সংক্ষেপেই ব্যাখ্যাত হইল।

পরব্যোম ও ভগবান্। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত; এই আটটি আবরণ আছে, তাহার বাহিরে এই ধাম অবস্থিত। নারায়ণ বা

মহানারায়ণ ইত্যাদি নামে শ্রীকৃষ্ণের 'বিলাস'মূর্ত্তি এই স্থানে বিরাজ করেন, ইনি-ই মূলে 'ভগবান্' শব্দে অভিহিত আর সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ং ভগবান্।'

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।"

"স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে"॥

যে স্বরূপ অন্যের অপেক্ষা করেন না তিনিই "স্বয়ংরূপ", আর মূল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে লীলা-বিগ্রহ-রূপে প্রকাশ হওয়ায় যাঁহার অঙ্গ সন্নিবেশ তদপেক্ষা কিছু বিভিন্ন, শক্তি-প্রকাশে প্রায় মূল-তুল্য; তাঁহাকেই "বিলাস" বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ কাহাকেও অপেক্ষা করেনন না, কারণ স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ—অন্য হইতে প্রকাশিত নহেন। এই স্বয়ংরূপকে-ই শ্রীমদ্ভাগবতে 'স্বয়ং ভগবান্' বলা হইয়াছে ;—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ, ১, ৩, ২৮)

সূত বলিয়াছিলেন ;—হে ঋষিগণ। আপনাদের নিকট এই যে সকল অবতার কীর্ত্তন করিলাম ; ইঁহারা সেই সহস্রশীর্ষা পুরুষের কেহ অংশ, কেহ বা কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্।

অবতারের কার্য্য। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই শ্রীভগবৎ বাক্যানুসারে ভূভার হরণ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনই অবতারের কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ কোন একটি অপূর্ব্ব রস আস্বাদন-ইচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ হইলেও, ভূভার হরণাদি কার্য্যও তাঁহা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া সাধারণ অবতারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি স্বয়ংভগবান্ সর্ব্বাবতারী, এমন কি—সকল অবতারের মূলপুরুষ সহস্রশীর্ষা ভগবানেরও তিনি অবতারী, সেই নিমিত্ত অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ করিবার অভিপ্রায়ে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই কথা বলিলেন।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ—

"সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ ; তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিলা গণন।
তবে সূত গোঁসাই মনে পাঞা বড় ভয় ; যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়।
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ ; কৃষ্ণ—"স্বয়ংভগবান্" সর্ব্ব অবতংস।"

(চৈঃ চঃ, আঃ, ২পঃ)

যাঁহার ভগবত্তা অন্যের অপেক্ষা করে না, প্রত্যুত যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যান্য বিলাসাদি অবতারের ভগবত্তা সিদ্ধ হয়—তিনি "স্বয়ং ভগবান্।"

"যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা ; 'স্বয়ংভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা।
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ; মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন।
তৈছে সব ভগবানের—কৃষ্ণ সে কারণ॥" * * * * (চৈঃ চঃ, আঃ, ২পঃ)

প্রেম। যাহার উদয়ে চিত্ত অত্যন্ত আর্দ্র হইয়া যায়, ইষ্ট বস্তুতে নিরতিশয় স্নেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন একটি প্রগাঢ় ভাবকেই "প্রেম" বলা হইয়াছে।

"সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

(ভঃ, রঃ, সিঃ, পূঃ, ৪র্থ)

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় ; তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়,
সাধু-সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন ; সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় ; নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়।
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর ; আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর।
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম।"

(চৈঃ, চঃ, মঃ ২২পঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থের বিষয় এবং তাঁহার সহিতই গ্রন্থের সম্বন্ধ,—'স শ্রীকৃষ্ণঃ' এই শব্দে বলা হইয়াছে। 'তৎপাদভাজাং' এই পদে অভিধেয়—সাধন-ভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আর 'প্রেম' শব্দ প্রযোজনরূপে কথিত হইয়াছে। এইরূপে 'যস্য ব্রহ্মেতি' ইত্যাদি শ্লোকে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনাছলে সংক্ষেপে বিষয়াদি চারটি অনুবন্ধের সূচনা মাত্র করিয়াছেন।

অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণতদ্বাচ্যবাচকতালক্ষণসম্বন্ধ-তদ্ভজনলক্ষণবিধেয়-সপর্য্যায়াভিধেয়-তৎপ্রেমলক্ষণপ্রয়োজনাখ্যানামর্থানাং নির্ণয়ায় তাবৎ প্রমাণং নির্ণীয়তে। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষ-চতুষ্টয়দুষ্টত্বাৎ সুতরামলৌকিকাচিন্ত্যস্বভাব-বস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথৈবমিতি। সূচিতানাং—ব্যঞ্জিতানাং চতুর্ণামিত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণশ্চ গ্রন্থস্য বিষয়ঃ, তদ্বাচ্য-বাচকলক্ষণশ্চ সম্বন্ধঃ, তদ্ভজনং—তচ্ছ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, তল্লক্ষণং যদ্বিধেয়ং, তৎসপর্য্যায়ং যদভিধেয়ং,—তচ্চ, তৎপ্রেমলক্ষণং প্রয়োজনঞ্চ—পুরুষার্থস্তদাখ্যানাম্। একবাচ্যবাচকত্বম্—পর্য্যায়ত্বম্। 'সমানঃ পর্য্যায়োঽস্য' ইতি সপর্য্যায়ঃ। সমানার্থকসহশব্দেন সমাসাৎ 'অস্বপদবিগ্রহো' বহুব্রীহিঃ। "বোপসর্জ্জনস্য"ইতি সূত্রাৎ সহস্য সাদেশঃ।

"সহশব্দস্তু সাকল্য-যৌগপদ্য-সমৃদ্ধিষু। সাদৃশ্যে বিদ্যমানে চ সম্বন্ধে চ সহ স্মৃতম্ ॥" ইতি শ্রীধরঃ।

তত্রেতি ; পুরুষস্য—ব্যবহারিকস্য ব্যুৎপন্নস্যাপি ভ্রমাদিদোষগ্রস্তত্বাত্তাদৃক্পারমার্থিকবস্তু-স্পর্শানর্হত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীনি চ সদোষাণীতি যোজ্যম্। 'ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবঞ্চ' ইতি জীবে চত্বারো দোষাঃ। তেষ্বতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ—ভ্রমঃ, যেন স্থাণৌ পুরুষ-বুদ্ধিঃ। অনবধানতান্যচিত্ততালক্ষণঃ—প্রমাদঃ, যেনান্তিকে গীয়মানং * গানং ন গৃহ্যতে। বঞ্চনেচ্ছা—বিপ্রলিপ্সা, যথা শিষ্যে স্বজ্ঞাতোঽপ্যর্থো ন প্রকাশ্যতে। ইন্দ্রিয়-মান্দ্যং—করণাপাটবম্, যেন দত্তমনসাপি যথাবৎ বস্তু ন পরিচীয়তে। এতে প্রমাতৃজীব-দোষাঃ প্রমাণেষু সঞ্চরন্তি। তেষু ভ্রমাদি-ত্রয়ং প্রত্যক্ষে, তন্মূলকেঽনুমানে চ ; বিপ্রলিপ্সা তু শব্দে ইতি বোধ্যম্। প্রত্যক্ষাদীন্যষ্টৌ ভবন্তি প্রমাণানি। তত্রার্থ-সন্নিকৃষ্টং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ং—প্রত্যক্ষম্।

* 'জায়মানং' ইতি পাঠান্তরম্।

অনুমিতিকরণং—অনুমানম্, অগ্ন্যাদিজ্ঞানং—অনুমিতিঃ, তৎকরণং—ধূমাদিজ্ঞানম্। আপ্ত-বাক্যং—শব্দঃ, (তর্কসংগ্রহ-শব্দ-প০পৃ০ ৩৯)। উপমিতিকরণং—উপমানম্, গো-সদৃশো গবয়ঃ—ইত্যাদৌ সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সম্বন্ধজ্ঞানং—উপমিতিঃ (তর্কসংগ্রহ-উপমান—প০ পৃ০ ৩৮), তৎকরণং—সাদৃশ্যজ্ঞানম্। অসিদ্ধ্যদর্থ-দৃষ্ট্যা সাধকান্যার্থ-কল্পনং—অর্থাপত্তিঃ, যথা—দিবাঽভুঞ্জানে পীনত্বং—রাত্রিভোজনং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে। অভাবগ্রাহিকা—অনুপলব্ধিঃ, ভূতলে ঘটানুপলব্ধ্যা যথা ঘটাভাবো গৃহ্যতে। 'সহস্রে শতং সম্ভবেৎ' ইতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা—সম্ভবঃ॥ অজ্ঞাতবক্তৃকং পরম্পরা-প্রসিদ্ধং—ঐতিহ্যং, যথেহ তরৌ যক্ষোঽস্তি;—ইত্যেবমষ্টৌ ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অথেতি প্রমাণং বিনির্ণীয়ত ইত্যনেনাস্যান্বয়ঃ। কিমর্থং প্রমাণবিনির্ণয় ইত্যত আহ,—এবং সূচিতানামিতি। তত্র শ্রীভাগবতসন্দর্ভং বচ্মীত্যনেন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-তদ্ভজনয়োরভিধেয়ত্বম্, তয়োর্ব্বাচ্যবাচকতা-লক্ষণসম্বন্ধশ্চ সূচিতঃ। "প্রেম দত্ত্বাদ্ভজদ্ভ্যঃ" ইত্যনেন ভজনস্য বিধেয়ত্বং, প্রেম্ণঃ ফলত্বং সূচিতম্। শ্রীকৃষ্ণেতি তদ্ভজনোপলক্ষণং; তেন কৃষ্ণ-তদ্ভজনয়োর্ব্বাচ্যতা, গ্রন্থস্য বাচকতেতি পরস্পরসম্বন্ধো দর্শিতঃ। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-কথনাৎ তস্যাভিধেয়তা-লাভঃ। ভজনস্য বিধেয়তয়াঽভিধেয়ত্বমিতি বিশেষায় স্বাতন্ত্র্যেণ তৎকীর্ত্তনম্। বিধেয়-পর্য্যায়াভিধেয়েত্যস্য—বিধেয়-লক্ষণাভিধেয়েত্যর্থঃ। এবঞ্চ; ভাগবতসন্দর্ভমিত্যস্য, ভগবত ইদং—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-তদ্ভজনম্,—তস্য সন্দর্ভম্—কাণ্ডং; তত্ত্বতো নির্ণায়কবাক্য-জাতমিতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। বচ্মীত্যস্য—কথয়ামীত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু ভাগবত-সন্দর্ভং—ভগবদ্ভজনপ্রতিপাদক-শ্রীভাগবতাখ্যগ্রন্থস্য সন্দর্ভম্,—অর্থনির্ণায়কবাক্য-জাতং বচ্মীত্যর্থঃ। এবঞ্চ শ্রীভাগবতস্য প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধা এবাস্য গ্রন্থস্য প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধা ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্রেতি—প্রমাণেম্বিত্যর্থঃ। তৎপ্রত্যক্ষাদীত্যত্রাস্যান্বয়ঃ। তৎপ্রত্যক্ষাদীনি—লৌকিকপুরুষ-প্রত্যক্ষাদীনি। তেনেশ্বর-প্রত্যক্ষস্য সদোষত্ব-ব্যাবৃত্তিঃ। আদিনা—অনুমানোপমানানুপলব্ধি-পরিগ্রহঃ, সদোষাণি—ভ্রম-জনকতয়া সম্ভাবিতানি। তেনাপুরুষ-প্রত্যক্ষাদেঃ ক্বচিদ্বস্তু-সাধকত্বে, অনুমানস্যেশ্বর-সাধকত্বেঽপি চ ন ক্ষতিঃ। প্রত্যক্ষাদেঃ সদোষত্বে হেতুঃ—দুষ্টত্বাদিত্যন্তম্। ভ্রমাদীত্যাদিনা—প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-পরিগ্রহঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।

অনুবন্ধ চতুষ্টয় নিরূপণ। পূর্ব্ব শ্লোকে যে চারিটি অনুবন্ধ সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে; তাহাই বিস্তাররূপে দেখান হইতেছে:—

পূর্ব্ব শ্লোকে সংক্ষেপে সূচিত গ্রন্থের 'বিষয়'—শ্রীকৃষ্ণ, গ্রন্থের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাচ্য-বাচাকতারূপ 'সম্বন্ধ', শাস্ত্রে কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট তদীয় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ ভজন-(ভক্তি) 'অভিধেয়' এবং তদীয় প্রেমই 'প্রয়োজন'—এই চারিটি অনুবন্ধের অর্থ-নির্ণয় অভিপ্রায়ে 'প্রমাণ' নির্ণয় করা হইতেছে। তার মধ্যে দেখা যায়; অতিব্যুৎপন্নমতি এবং ব্যবহারবিজ্ঞ হইলেও সকল পুরুষেরই বুদ্ধি, ভ্রমাদি চারটি দোষে দুষ্ট সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্যস্বভাব পারমার্থিক বস্তু-গ্রহণে অযোগ্য; এই নিমিত্ত তাহাদের কৃত প্রত্যক্ষাদি দশটি প্রমাণও দোষ-যুক্ত ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।

(৯) বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই চারিটি অনুবন্ধ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন কিন্তু শ্রীপাদ গোস্বামি ভট্টাচার্য্য—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিনটি বলিয়াছেন। শ্রোতৃ-বর্গের গ্রন্থ-শ্রবণে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য গ্রন্থের প্রথমে অনুবন্ধ বলা আবশ্যক; প্রাচীনেরা বলেন :—

"সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সবিধেয়কঃ।
সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য বস্তুনো বাপি কস্যচিৎ। যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে।"

সম্বন্ধ ও বিষয়তত্ত্ব। যেমন চক্ষুর বিষয় রূপ, চক্ষু কেবল রূপকেই গ্রহণ করিয়া থাকে; তেমনি এই গ্রন্থের 'বিষয়' শ্রীকৃষ্ণ। গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাচ্যবাচকতারূপ 'সম্বন্ধ'। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণের বাচক বা প্রতিপদাক, শ্রীকৃষ্ণ—গ্রন্থের বাচ্য বা প্রতিপাদ্য। যাহাকে বলা হয়, সেই—বাচ্য, যে বলে সেই—বাচক।

অভিধেয় তত্ত্ব। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন—এই নয় প্রকার সাধন-ভক্তিই 'ভজন', কারণ ভক্তি ও ভজন—উভয় শব্দই একার্থবোধক। অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্‌জ্ঞানের অভাবকেই ভগবদ্বিমুখতা বলা হয়, সেই বিমুখতার প্রতিকূল ভগবদুন্মুখতাই—অভিধেয়, ইহাকেই শ্রীভগবানের উপাসনা বা ভজন বলা হয়, সেই-টিই এস্থানে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ-রূপে কথিত হইল।

প্রয়োজন তত্ত্ব। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে ভিতর বাহিরে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারময় সমুদিত প্রেমই এস্থানে 'প্রয়োজন'রূপে কথিত হইয়াছে। "যমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্" (গৌতম সূত্র,) ভগবৎসাক্ষাৎকারময় অনন্ত সুখ প্রাপ্তি লালসাতেই জীবের ভজন-প্রবৃত্তি, তা-ই তৎসাক্ষাৎকারময় প্রেমই 'প্রয়োজন'। জগতে সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সর্ব্বত্রই দেখা যায় কিন্তু সুখপ্রাপ্তি না হইলেও দুঃখনিবৃত্তি হয় না, সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আনন্দই ভগবৎপ্রেম, যাঁহার হৃদয়াকাশে সেই প্রেম-সূর্য্য বিরাজমান, তাঁহার আবার দুঃখতিমিরের ভয় কোথায়? তা-ই সুখপ্রাপ্তিই জীবমাত্রের মূল প্রয়োজন হওয়ায়, সুখময় প্রেমকেই 'প্রয়োজন' বলা হইল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সন্দর্ভে ইহার সবিস্তার বর্ণন আছে সুতরাং এস্থানে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা হইল না।

ভ্রমাদি চারটি দোষ। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব। ভ্রম—মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যামতি, নৈয়ায়িকেরা যাহাকে 'অপ্রমা' বলেন অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান। ভ্রম দুই প্রকার—'বিপর্য্যাস' এবং 'সংশয়'। দেহে আত্মবুদ্ধি—'বিপর্য্যাস', এটি পুরুষ—না স্থাণু (শাখা-পল্লবহীন বৃক্ষ) এইরূপ বুদ্ধি—সংশয়ঃ। পিত্ত, দূরত্ব, মোহ এবং ভয় ইত্যাদি কারণে ভ্রম নানা প্রকারে হইয়া থাকে;—

"তৎ প্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ। আদ্যো দেহে আত্ম-বুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।
ভবেন্নিশ্চয়রূপা সা সংশয়োঽথ প্রদর্শ্যতে। কিং স্বিন্নরো বা স্থাণুর্বেত্যাদিবুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ॥

* * * * *

পিত্ত-দূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ। * * * (ভাষাপরিচ্ছেদ)

শর্করা অতি মধুর ; কিন্তু রসনা পিত্তরোগাক্রান্ত হইলে তাহা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা চন্দ্র-সূর্য্যকে একখানি ক্ষুদ্র থালার মত দেখি, বাস্তবিক তাহার আকার তেমন নয়, সে এত বড়—যে আমাদের কল্পনায় আসে না। মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণপাতে—নদী তরঙ্গায়িত বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং দূরত্বই এ ভ্রান্তির কারণ। আত্মা—'অহং' শব্দবাচ্য, অজ, নিত্য এবং পরিণাম-শূন্য, কিন্তু আমরা "স্থূলোঽহম্", "কৃশোঽহম্", আমি স্থূল, আমি কৃশ—এইরূপে স্থূলত্ব-কৃশত্ব-ধর্ম্মযুক্ত দেহে আত্মবোধক—'অহং' শব্দের প্রয়োগ করিয়া দেহই আত্মা—এই মনে করি, সুতরাং মোহই এ ভ্রমের মূল কারণ। কোন গৃহে কখন সর্প দেখা গিয়াছিল, তাহার পর সে গৃহে সর্প না থাকিলেও প্রতিপদেই সর্পের সত্তার অনুভূতি হয় ; এ ভ্রমের প্রতি একমাত্র কারণ—ভয়।

প্রমাদ—অনবধানতা অর্থাৎ আন্‌মনা ভাব। যেমন নিকটে কোন শব্দ হইতেছে, অথচ তাহার উপলব্ধি না হওয়া। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা, যেমন ভালরূপ জানা বিষয় ; শিষ্যের নিকটেও প্রকাশ না করা। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়বর্গের অপটুতা, মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তমরূপে অনুভব না হওয়া।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা। প্রমাণ ভিন্ন প্রমেয় সিদ্ধ হয় না, কারণ—"প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্" (বেদান্ত পরিভাষা ১ম পরিচ্ছেদ) যথার্থ জ্ঞানের নাম 'প্রমা', রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—যথার্থ জ্ঞান নয়—উহা ভ্রম জ্ঞান, তাই উহা প্রমা নহে ; রজ্জুতে রজ্জু-জ্ঞানই প্রমা। যাহা দ্বারা প্রমা জন্মায় অর্থাৎ বস্তুর যাথার্থ্য অনুভব হয়, তাহাই—প্রমাণ। আম্রফল দেখিয়া—আম্র বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে। এসকল স্থানে চাক্ষুষ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা, ফল (আম্র) বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রমাণ লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে অনেক মত-ভেদ আছে। চার্ব্বাক মতে—প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধ মতে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ। বৈশেষিক দর্শনেও প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, কারণ তাঁহাদের মতে শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ অনুমানেরই অন্তর্ভূত। সাংখ্যদর্শনে—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ) এই তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায় দর্শন—প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। মীমাংসক-প্রভাকর মতে পাঁচ প্রকার ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি। তন্মধ্যে ভাট্ট-মতাবলম্বীরা ইহার উপর 'অভাব'কেও স্বীকার করেন। বেদান্ত-পরিভাষাকার ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র—মীমাংসকের পাঁচটির উপর 'অনুপলব্ধি' লইয়া ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন। পৌরাণিকগণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব এবং ঐতিহ্য এই আটটি প্রমাণ স্বীকার করেন। গ্রন্থকার নিজকৃত ষট্‌সন্দর্ভের ব্যাখ্যা বা পরিশিষ্টরূপ গ্রন্থ—সর্ব্বসম্বাদিনীতে প্রথমে নির্দ্দিষ্ট দশটি প্রমাণ উল্লেখ করিয়া শব্দ প্রমাণকেই প্রমাজনক রূপে স্বীকার করিয়াছেন :—

"যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবদোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্।"

সাধারণতঃ দশটি প্রমাণ অবগত হওয়া গেলেও ন্যূনাধিক হইবার কারণ ইহাই বোধ হয়—দার্শনিক-গণ, কোনও কোনও প্রমাণে অপর দুই একটি প্রমাণ সন্নিবেশিত করিয়া 'আট-ছয়-পাঁচ' ইত্যাদি ক্রমে সঙ্কোচ করিয়াছেন। আপন আপন ইষ্ট-সমাধানের উপযোগিতা-বোধই ইহার মূল কারণ। আমাদের গৌড়ীয়

সম্প্রদায় যে সম্প্রদায় হইতে বহির্গত ; সেই মাধ্ব-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীপাদ মধ্বমুনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া, পৌরাণিকের অপর পাঁচটি প্রমাণকে ঐ তিনটির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন :—চক্ষুর নিকটস্থিত গবয়ের গো-সদৃশত্বজ্ঞান—প্রত্যক্ষ, গবয় শব্দ গো-এর সাদৃশ্য বলিতেছে ;—এই জ্ঞান—অনুমান, যেমন গো ; তেমনি গবয়—এ বাক্যও শব্দকে উল্লঙ্ঘন করে না, অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিন প্রমাণে 'উপমান' অন্তর্হিত। 'অর্থাপত্তি' ও পৃথক্ নহে, এটি নব্যনৈয়ায়িক মানিত 'কেবলব্যতিরেকি' নামক অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, দেবদত্ত দিবা ভোজন করে না অথচ স্থূল ; সুতরাং রাত্রিতে ভোজন করে—এই অনুমান করিয়া তাহার রাত্রিভোজিত্ব সাধ্য হইল। দশক অঙ্ক শতের অন্তর্গত, নচেৎ শতের সিদ্ধি হয় না—এ জ্ঞান অনুমানলব্ধই জানিতে হইবে ? সুতরাং 'সম্ভব'-ও অনুমানের অন্তঃপাতী। 'ঐতিহ্য' প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত, 'এই বটবৃক্ষে যক্ষ ছিল'—ইহার মূলে একজন অবশ্যই দ্রষ্টা আছে, যাহা হইতে ঐ কিম্বদন্তীর উৎপত্তি। 'অনুপলব্ধি'-ও প্রত্যক্ষ হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ঘটাভাবের বোধ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষলব্ধ—এই প্রকার অন্যান্য দার্শনিকগণেরও অন্তর্ভাবন-প্রক্রিয়া জানিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে জ্ঞান হয়। যেমন—চক্ষুর দ্বারা আমি ঘট দেখিতেছি। "প্রত্যক্ষং স্যাদৈন্দ্রিয়িকং" (অমরকোষ, বিশেষ্যনিঘ্ন বর্গ) ইন্দ্রিয়-গোচর প্রত্যক্ষ। গৌতম বলেন :—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং" নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় ও অর্থ—বিষয়, এই দুইটির সান্নিধ্যে যে জ্ঞান জন্মে, সেই অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ প্রমা বলা হয়। বেদান্ত পরিভাষাকার বলেন :—"প্রত্যক্ষপ্রমায়াঃ করণং প্রত্যক্ষ-প্রমাণম্‌" যাহা প্রত্যক্ষ-যথার্থ জ্ঞানের করণ ; তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিচার করিয়া দেখিলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষপ্রমা—এ উভয়ের ভেদ পাওয়া যায়। জ্ঞান বলিতে সাধারণ জ্ঞান, প্রমা শব্দে যথার্থ জ্ঞান বোধ করায়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই একটা না একটা জ্ঞান জন্মায়। তাহার মধ্যে কোন-টি প্রমা, কোন-টি ভ্রম বা কোন-টি সংশয়। অতিদূরতা, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, চিত্তের অস্থৈর্য্য, দৃশ্যের অতি সূক্ষ্মতা প্রভৃতি দোষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রমাদিসঙ্কুল হইয়া পড়ে। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শন, উহা কখনই প্রমা হইতে পারে না যেহেতু ঐ জ্ঞান ভ্রান্তি জন্য।

গৌতম-সূত্রের অব্যপদেশ্য শব্দটি প্রত্যক্ষের নির্দ্দোষত্ব বুঝাইবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শ মাত্রই হইতেছে কিন্তু বিষয়নিষ্ঠ রূপরসাদির নিশ্চয়াত্মক বোধ হইতেছে না ; এমন একটা প্রত্যক্ষের ভাবকেই 'অব্যপদেশ্য' বলা হয়। বিষয়ে যথাস্থিত জ্ঞান—'অব্যভিচারী' জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূল—ইন্দ্রিয়, মন তাহার অনুগত ; মনের এমন অধিকার নাই, যে ইন্দ্রিয়ের অভাবে বিষয় প্রত্যক্ষ করে সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎব্যবসায়, মনের অনুব্যবসায় মাত্র। সেই নিমিত্ত গৌতম ঋষি, ব্যবসায়াত্মক—এই বিশেষণটি দিয়াছেন।

ভাষাপরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার কথিত হইয়াছে ; ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, ত্বাচ এবং মানস।

"ঘ্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতম্‌।
ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধতাদিরপি স্মৃতঃ।
তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতৌ ॥"

ইত্যাদি।

উক্ত প্রত্যক্ষ—নির্ব্বিকল্পক সবিকল্পক ভেদে দুই প্রকার, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ (সংযোগ) মাত্রেই, আপাততঃ সাধারণরূপে (নির্ব্বিশেষরূপে) যে জ্ঞান জন্মে; সেইটি নির্ব্বিকল্পক, আর বিশেষরূপে—'এ বস্তুর এই ধর্ম্ম' এবম্বিধ যে জ্ঞান—সেইটি সবিকল্পক। "নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্ব্বিকল্পকং, সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্" (তর্কসংগ্রহ)। "বিশেষ্যতাশূন্যজ্ঞানত্বং সংসর্গতাশূন্যজ্ঞানত্বমিত্যপি লক্ষণং সম্ভবতি। ইদন্তাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিতডিথত্বপ্রকারতাশালিজ্ঞানং, ব্রাহ্মণত্বপ্রকারতাশালিজ্ঞানঞ্চ সবিকল্পকম্।" (তর্কসংগ্রহ ন্যায়বোধিনী টীকা)। পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী উক্ত প্রত্যক্ষকে—'বৈদুষ' ও 'অবৈদুষ' দ্বিবিধ বলিয়াছেন। বিদ্বানের প্রত্যক্ষ 'বৈদুষ', অজ্ঞের প্রত্যক্ষ 'অবৈদুষ।' বৈদুষ প্রত্যক্ষ ভ্রমাদিশূন্য হওয়ায় নির্দ্দোষ।

অনুমান—'অনু' শব্দের অর্থ—পশ্চাৎ, 'মান' শব্দের অর্থ—জ্ঞান। প্রথমে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ হইলে, পশ্চাৎ তৎসম্বন্ধি অন্য অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান 'অনুমান।' যেমন প্রথমে ধূম দেখিয়া 'এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে' বলা হয়; এস্থলে এইটিই অনুমান।

অনুমান সম্বন্ধে বেদান্ত-পরিভাষাকার বলেন;—"অনুমিতি-প্রমাকরণমনুমিতিঃ। অনুমিতিশ্চ ব্যাপ্তি-জ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যা।" (বেদান্তপরিভাষা ২য় পঃ) অনুমিতির প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) যাহা দ্বারা হয়; তাহাই অনুমান। ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বরূপে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, তাহা হইতে অনুমিতি জন্মে।

তর্কসংগ্রহকার বলেন:—"অনুমিতিকরণমনুমানম্। পরামর্শজন্যজ্ঞানমনুমিতিঃ। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ। যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্য্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ। ব্যাপ্যস্য পর্ব্বতাদিবৃত্তিত্বং পক্ষধর্ম্মতা।" (তর্কসংগ্রহ, অনুমান পরিচ্ছেদ)

যাহা দ্বারা অনুমিতির জ্ঞান হয়; তাহাই 'অনুমান।' পরামর্শ করিয়া যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে তাহাকেই 'অনুমিতি' বলা হয়। ব্যাপ্তিপ্রকার হইতে অভিন্ন—যে পক্ষসম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান, তাহাই পরামর্শ। যেমন—'এই পর্ব্বতটি অগ্নির ব্যাপ্য—ধূমযুক্ত' এই প্রকার জ্ঞান—পরামর্শ, 'ধূমযুক্ত বলিয়াই পর্ব্বত বহ্নিমান্'—এইরূপ জ্ঞান—অনুমিতি। 'যেখানে যেখানে ধূম, সেই সেই খানেই অগ্নি'—এইরূপ যে সাহচর্য্যের (সামানাধিকরণ্যের) নিয়ম; তাহাই ব্যাপ্তি অর্থাৎ ধূম ও অব্যভিচারি বহ্নির সামানাধিকরণ্য—ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তির আশ্রয়—ধূমাদির পর্ব্বতাদিতে যে প্রবর্ত্তনত্ব—তাহাই পক্ষধর্ম্মতা।

এস্থলে ন্যায়-দর্শনস্থ অনুমিতির মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, তাহা হইতে অনুমিতির লক্ষণ দেখান যাইতেছে:—

"ব্যাপ্য পদার্থের (ধূমাদির) দর্শনান্তর, ব্যাপক পদার্থের (বহ্ন্যাদির) নিশ্চয়কে 'অনুমিতি' কহে। যেমন কোন গৃহাদিতে দূর হইতে ধূম দর্শন করিলে, ঐ গৃহে বহ্নি আছে—এইরূপ নিশ্চয় সকলেরই হইয়া থাকে। এস্থলে উক্ত বহ্নির নিশ্চয় কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জন্মায় না। কিন্তু ব্যাপ্য ধূমাদি দর্শনান্তর জন্মাইতেছে; এ জন্য উক্ত নিশ্চয়কে অনুমিতি বলিতে হইবে। এই ধূমটি বহ্নির ব্যাপ্য ও বহ্নি ধূমের ব্যাপক। যে পদার্থ না থাকিলে; যে বস্তুর অভাব থাকে, সেই বস্তু ঐ পদার্থের ব্যাপ্য হয়। বহ্নি না থাকিলে ধূম কদাচ থাকিতে পারে না অতএব ধূম—বহ্নিপদার্থের ব্যাপ্য ও বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এস্থলে বহ্নি আছে; এই জ্ঞানটি—ধূম দর্শনের অনন্তর নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে। মধ্যে বহ্নি-ব্যাপ্য—ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বত ইত্যাদি পরামর্শ জন্মে, ঐ ধূমদর্শনাদি বহ্ন্যাদির অনুমিতির করণ, অনুমান শব্দে ইহাই বোধ করিবে।

বলা হইল—কোনও ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া অন্য কোন ব্যাপকের যে নিশ্চয় হয়; তাহাই অনুমিতি। এস্থলে, যে কোন পদার্থ দেখিলেই যে অন্যের নিশ্চয় হয়—এরূপ নহে; তাহা হইলে গো দেখিলে ঘোটকের নিশ্চয় হইত ও ঘট দেখিলে পটের নিশ্চয় হইত। অতএব ব্যাপ্য দেখিলেই ব্যাপকের নিশ্চয় হয়; ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। যথা—ধূম দর্শন করিয়া পর্ব্বত বা গৃহাদিতে অগ্নির নির্ণয় প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। এ স্থলে ধূমটি বহ্নির ব্যাপ্য, কারণ যে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়; তাহার নাম—ব্যাপ্য। সাধ্য,—(বহ্নি) শূন্য দেশে অর্থাৎ সাধ্যটি যে স্থানে না থাকে; সেই দেশে অসদ্ভাব (অর্থাৎ তদ্দেশে না থাকাকে) সাধ্যের ব্যাপ্তি কহে। যাহার অনুমিতি হয়; তাহার নাম—সাধ্য। এস্থলে বহ্নির অনুমিতি হইতেছে; এজন্য বহ্নি সাধ্য। বহ্নিশূন্য দেশে কদাচ ধূম থাকে না অর্থাৎ বহ্নি যে দেশে নাই, সে স্থলে ধূমের অসদ্ভাব আছে; এ কারণে ধূম—বহ্নির ব্যাপ্য। পর্ব্বতাদিতে বহ্নি-ব্যাপ্য ধূমাদির দর্শন হইয়া তৎপরে বহ্নি-ব্যাপ্য—ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি নিশ্চয় হয়। তদনন্তর বহ্নিমান্ পর্ব্বতাদি-অনুমিতি জন্মে।" (মহামহোপাধ্যায় হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ন্যায়দর্শন, ৫ম সূত্র)

প্রাচীন ন্যায়ে—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট—এই ত্রিবিধ অনুমান স্বীকৃত হইয়াছে। কারণকে হেতু করিয়া যে অনুমান হয়, তাহার নাম—পূর্ব্ববৎ। যেমন নিবিড় মেঘ দেখিয়া সত্বর বৃষ্টি হইবে—এই প্রকার অনুমিতি, কিম্বা ব্যাধির অবস্থা দেখিয়া মৃত্যু হইবে, এইরূপ অনুমিতি। কার্য্যকে হেতু করিয়া যে অনুমান, তাহার নাম—শেষবৎ। যেমন ধূম দেখিয়া, এখানে অগ্নি আছে—এই অনুমান অথবা নদীর বৃদ্ধি দেখিয়া, ইহার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়াছে—এই অনুমান। কার্য্য ও কারণকে হেতু না করিয়া যে অনুমান হয়; তাহার নাম—সামান্যতোদৃষ্ট। যেমন পদার্থের উৎপত্তি দেখিয়া বিনাশের অনুমান বা পশুর শৃঙ্গ দেখিয়া পুচ্ছের অনুমান।

নব্য নৈয়ায়িকগণ প্রাচীন ন্যায়ের উল্লিখিত তিনটি অনুমানের পরিবর্ত্তে—'কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি ও অন্বয়-ব্যতিরেকি—এই তিনটি অনুমান স্বীকার করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের 'কেবলান্বয়ি' অনুমান—প্রাচীন ন্যায়ের 'পূর্ব্ববৎ', কেবল 'ব্যতিরেকি'—'শেষবৎ' এবং 'অন্বয়ব্যতিরেকি'—'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান জানিতে হইবে।

তর্কসংগ্রহে এই অনুমানকে 'স্বার্থ' এবং 'পরার্থ' এইরূপ দ্বিবিধও বলা হইয়াছে। নিজের অনুমানের হেতু যে অনুমান, সেই—'স্বার্থ'। যেমন কেহ নিজ-গৃহের রন্ধন-শালায় ধূম দর্শনান্তর অগ্নি দেখিয়া 'যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি' এই ব্যাপ্তি স্থির করিয়া রাখে, পরে কখনও পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া পূর্ব্বের অনুভূত ব্যাপ্তি স্মরণপূর্ব্বক 'এই পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত'—এইটি অনুমান করে। উপদেষ্টা পুরুষ, স্বয়ং পুনঃ পুনঃ ধূম দর্শনে অগ্নির অনুমান করিয়া সেইটি পরকে বুঝাইবার জন্য যে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ করে; তাহাকে 'পরার্থ' অনুমান বলা হয়। 'পরার্থ' অনুমানের পঞ্চ অবয়ব;—'প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।' "পর্ব্বতো বহ্নিমান্"—পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত—এইটি 'প্রতিজ্ঞা।' "ধূমবত্তাৎ"—ধূম আছে বলিয়া—এইটি 'হেতু।' "যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্, যথা মহানসম্" যে যে বস্তু ধূমযুক্ত, সেই সেই বস্তু বহ্নিযুক্ত, যেমন মহানস (রন্ধনগৃহ)—এইটি 'উদাহরণ।' "তথা চায়ম্" তেমনি এই পর্ব্বতও ধূমযুক্ত —ইহাই 'উপনয়।' "তস্মাত্তথা" সুতরাং এ পর্ব্বতও সেইরূপ বহ্নিযুক্ত—ইহাকেই 'নিগমন' জানিতে হইবে।

ন্যায়-জগতে অনুমান মহোদধি যেমন বিস্তৃত, তেমনি গভীর। সাধারণ মানব-শক্তির তাহাতে অবগাহন অসম্ভব। অনুমানের জটিল সিদ্ধান্ত, অতি সূক্ষ্ম—ধীশক্তিসম্পন্ন অধ্যবসায়ী প্রবীণ বিচক্ষণেরই বোধগম্য। পদার্থ-বিজ্ঞানে অনুমানেরই একাধিপত্য। জড় পদার্থে চৈতন্য-সত্তার বিজ্ঞানও যে অনুমানেরই আয়ত্তে—ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহে অনুমানসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত—অতি জটিল ও বিস্তৃত সুতরাং গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে দিগ্ দর্শন-মাত্র করান হইল।

শব্দ—"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" (ন্যায় দর্শন ১।১।৭) আপ্ত—যথার্থবক্তার যে উপদেশ—তাহাই 'শব্দ।' "আপ্তবাক্যং শব্দঃ, আপ্তস্তু যথার্থবক্তা।" আপ্ত পুরুষের বাক্য—শব্দ, আপ্ত বলিতে যথার্থ-বক্তা বুঝাইবে। এস্থানে 'আপ্ত' শব্দের—বিশ্বস্ত অর্থও অমরসিংহ কর্তৃক স্বীকৃত। আপ্ত শব্দের ভ্রম প্রমাদাদি চতুষ্টয়-দোষশূন্য অর্থ—স্মৃতিসম্মত। ফল কথা; ত্রিবিধ অর্থের একই তাৎপর্য্য—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বেদান্ত পরিভাষাকার বলেন :—

"যস্য বাক্যস্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতসংসর্গো মানান্তরেণ ন বাধ্যতে তদ্বাক্যং প্রমাণম্।"

(বেদান্ত পরিভাষা, ৪পঃ)

যাহার বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত পদার্থের সম্বন্ধ—অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সেই বাক্যই প্রমাণ।

কোন প্রমাণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলাতে, এ বাক্যের কিছু বৈশিষ্ট নিশ্চয়ই থাকিবে। জগতে কপিল, কণাদ, গৌতমাদি তত্ত্ববাদী মহর্ষিগণ, প্রত্যক্ষাদি যে সমস্ত প্রমাণ বলিয়াছেন; তাহার কোনওটি দ্বারাও যে বাক্যের বাধা হয় না—এমন ঈশ্বরপ্রোক্ত বাক্যই এ স্থলের 'শব্দ' প্রমাণ জানিতে হইবে। কারণ এই ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষভ্রমাদিদোষময়তয়ান্যথাপ্রতীতিদর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসো বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ তস্য তদভাবাৎ।"

প্রত্যক্ষাদি দশটি প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও, ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়-শূন্য বচনাত্মক 'শব্দ'ই মূল প্রমাণ। অপর জীবের বাক্য প্রায়ই ভ্রমাদি দোষযুক্ত, তন্নিমিত্ত তাহাদের কথিত বাক্যে অন্য প্রকার জ্ঞান হইয়া পড়ে, যথার্থ জ্ঞান হয় না সুতরাং সেটি প্রমাণ, কি প্রমাণাভাস—ইহা নিশ্চয় করা যায় না।

তর্কসংগ্রহকারের বাক্যেও ইহাকে সমর্থন করা যাইতেছে :—

"বাক্যং দ্বিবিধং—বৈদিকং, লৌকিকঞ্চ। বৈদিকমীশ্বর-প্রোক্তত্বাৎ সর্ব্বমেব প্রমাণম্। লৌকিকং ত্বাপ্তোক্তং প্রমাণম্, অন্যদপ্রমাণম্।"

বাক্য দুই প্রকার—বৈদিক এবং লৌকিক, বৈদিক (বেদসম্বন্ধি) বাক্য ঈশ্বর-কথিত হওয়ায় তাহার সকল অংশই প্রমাণ। লৌকিকের মধ্যে বিশ্বস্ত যথার্থ বক্তার বাক্যই প্রমাণ, তদ্ভিন্ন অন্যের বাক্য অপ্রমাণ।

এখন 'ভ্রম প্রমাদাদি শূন্য' বা 'ঈশ্বরপ্রোক্ত' ঐরূপ বাক্যের বিশেষণ থাকায়, উহা কোন্ বাক্য—তৎসম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"যশ্চানাদিত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ, স এব নিখিলৈতিহ্যমূলরূপো মহাবাক্যসমুদায়ঃ শব্দোঽত্র গৃহ্যতে। স চ শাস্ত্রমেব, তচ্চ বেদ এব। য এবানাদিসিদ্ধঃ, সর্ব্বকারণস্য ভগবতোঽনাদিসিদ্ধং পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মা-দেবাবির্ভূতমপৌরুষেয়ং বাক্যম্। তদেব ভ্রমাদিরহিতং সম্ভাবিতম্। তচ্চ সর্ব্বজনকস্য তস্য চ সদোপ-দেশায়াবশ্যকং মন্তব্যম্। তদেব চাব্যভিচারি প্রমাণম্।"

অনাদি হেতু যে স্বয়ংসিদ্ধ; সেই নিখিল ঐতিহ্যের মূলীভূত মহাবাক্য সমষ্টিরূপ 'শব্দ'ই এ স্থলে প্রমাণরূপে গৃহীত। সেই শব্দই শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রই বেদ। যাহা অনাদি কাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। বেদ—শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ বাক্য; মহাপ্রলয়ে অবিনশ্বর—শ্রীভগবদ্ধামে অন্তর্হিত হইয়া, পরে সৃষ্টির আদিতে সেই শ্রীভগবান্ হইতেই জগতে অপৌরুষেয় বাক্যরূপে আবির্ভূত হয়েন মাত্র। এই বেদ-বাক্যই ভ্রমাদি দোষশূন্যরূপে সম্ভাবিত। সকল মানবের জনকস্বরূপ—শ্রীভগবানের, সন্তানস্থানীয় জীবগণকে সর্ব্বদা সদুপদেশ দিবার জন্যই ইহার আবশ্যক হইয়াছে জানিতে হইবে। অতএব সর্ব্বসুহৃদ্ ভগবানের বাক্যই ব্যভিচারশূন্য প্রমাণ!

আর্ষ্য—দেবতা বা ঋষিগণের বাক্য।

উপমান—প্রসিদ্ধ কোন একটা পদার্থের সাদৃশ্যে অপর কোন একটা পদার্থের পরিচয় দিতে হইলে, তাহার সাদৃশ্যজন্য যে জ্ঞান—তাহাকে উপমান বলা হয়। যেমন কোনও ব্যক্তি—"গোসদৃশঃ গবয়ঃ" গবয় আকৃতিতে গো-তুল্য—এই কথা বলিলে, যে গবয় দেখে নাই; তাহার সম্বন্ধে 'গো'এর তুলনায়, অদৃষ্ট গবয়ের একটা জ্ঞান হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীল গৌতম বলেন :—

"প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্।" (ন্যায় দর্শন, ৬সূত্র)

প্রসিদ্ধ পদার্থের সাধর্ম্ম্যকে (সাদৃশ্যকে) হেতু করিয়া সাধ্যের সাধন—(করণ)কেই উপমান বলা হয়। যেমন—"অয়ং গবয়ঃ, গো-সাদৃশ্যাৎ" এইটি গবয়, যেহেতু গো-এর সহিত সাদৃশ্য আছে। এস্থলে—'গো-সাদৃশ্যাৎ'—এইটি হেতু, 'অয়ং গবয়ঃ'—এইটি সাধ্য, ইহার সাধন (করণ) উপমান।

বেদান্তপরিভাষাকার বলেন :—"সাদৃশ্যপ্রমাকরণমুপমানম্।" (বেদান্তপরিভাষা, ৩পঃ)

সাদৃশ্যের যথার্থজ্ঞান যাহা দ্বারা হয়; তাহাই উপমান।

অর্থাপত্তি—অর্থ-সিদ্ধি হইতেছে না; ইহা দেখিয়া সাধকের আর একটি অর্থের কল্পনা করাকে 'অর্থাপত্তি' বলা হয়।

"উপপাদ্যজ্ঞানেন উপপাদককল্পনং—অর্থাপত্তিঃ।" (বেদান্তপরিভাষা, ৫ পঃ)

উপপাদ্য জ্ঞানের দ্বারা উপপাদক কল্পনাকে 'অর্থাপত্তি' বলা হয়। যেমন "পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে" স্থূল দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি, দিবাতে ভোজন করে না।

দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করে না অথচ তাহার শরীর স্থূল,—এই স্থূলত্বের কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে—দেবদত্ত যখন দিবা ভোজন করে না, তখন নিশ্চয়ই রাত্রিতে ভোজন করে; নচেৎ তাহার স্থূলত্ব হইতে পারে না। জগতে অভোক্তার কৃশত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ভোজন না করিলে কেহই স্থূল হইতে পারে না। রাত্রি ভোজনবিষয়ক জ্ঞান এ স্থলে কারণ; অতএব ইহার নাম—উপপাদক, আর স্থূলত্ব জ্ঞান এখানে ফল সুতরাং ইহার নাম উপপাদ্য। তাৎপর্য্য;—উপপাদ্য জ্ঞান হইতে যে স্থানে উপপাদকের কল্পনা করা যায়, সেই অর্থাপত্তি।

অভাব—'অভাবগ্রাহিণী বুদ্ধিঃ।' ভূতলে ঘট পাওয়া যাইতেছে না সুতরাং ঘটের 'অভাব।' এই অভাবকেই কোন কোন দার্শনিক 'অনুপলব্ধি' বলেন, ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে :—

"জ্ঞানকরণাজন্যাভাবানুভবাসাধারণকারণমনুপলব্ধিরূপং প্রমাণম্।"

জ্ঞানরূপ করণ হইতে অনুৎপন্ন যে অভাবের অনুভব ; তাহার অসাধারণ কারণকে 'অনুপলব্ধি' প্রমাণ বলা যায়। পদার্থের অনুপলব্ধি (অপ্রাপ্তি) হইলেই যে অভাব নিশ্চয় হয়—তাহা নহে ; কারণ তাহা হইলে—ঈশ্বর ও ধর্ম্মাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইয়া পড়িত, তবেই মানিতে হইবে—যোগ্যানুপলব্ধিই অভাবনির্ণায়ক। ফল কথা—জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির গ্রহণযোগ্য যে সকল পদার্থ; তাহাদেরই অভাব-নিশ্চায়ক—'অনুপলব্ধি।'

সম্ভব—এক শতের মধ্যে দশক আছে—এই প্রকার বুদ্ধিতে যে সম্ভাবনা ; তাহার নাম—'সম্ভব।'

ঐতিহ্য—যাহার বক্তাকে জানা যায় না ; অথচ সে ঘটনা পুরুষ-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ আছে, তাহার জ্ঞানকে 'ঐতিহ্য' বলে। যেমন—"ইহ যক্ষো নিবসতি" এই বট বৃক্ষে একটি যক্ষ বাস করে—এই কথার একটা প্রসিদ্ধি-ই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু বক্তা—কে তাহার নিশ্চয় নাই।

চেষ্টা—হস্তপদাদি দ্বারা যে সঙ্কেত করা হয় ; তাহার নাম—'চেষ্টা'। যেমন কেহ ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইল—বৃক্ষটি এত বড়।

উল্লিখিত প্রমাণ সকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং প্রমাতৃ-জীবের বুদ্ধি—ভ্রমাদি চারটি দোষে দুষ্ট হওয়ায়, বুদ্ধির ঐ সকল দোষ প্রমাণ-নিচয়ে সংক্রমিত হইয়া পড়ে ; সেই জন্য গ্রন্থকর্ত্তা বলিলেন—"তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি"।

প্রত্যক্ষাদির ব্যভিচার—এখন দেখা যাক্, জীবের ভ্রমাদি দোষে কোন প্রমাণ কিরূপে দুষ্ট হইয়া প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) অন্তরায় হয় ;—কোন মায়াবী যদি মায়া করিয়া দেবদত্তের সদৃশ একটা নর-মুণ্ড দেখায়, তবে দ্রষ্টার সত্যই প্রতীতি হইবে—এটি দেবদত্তের মুণ্ড! বাস্তবিক পক্ষে তাহা মায়াকল্পিত—মিথ্যা, তবেই বুঝিতে হইবে, এ স্থলে দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ ব্যভিচার-দুষ্ট হইল। দূর হইতে আমরা চন্দ্রকে একখানি ক্ষুদ্র থালার মত দেখি ; অথচ সে এত বৃহৎ যে, আমাদের ধারণার বহির্ভূত। এ স্থলেও প্রত্যক্ষের দোষ—সুস্পষ্ট।

দ্রষ্টার পর্ব্বত দর্শনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মেঘবারি বর্ষণে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, অথচ স্বাভাবিক নিয়মে তখনও তাহা হইতে প্রচুর ধূম উঠিতেছে,—ইহা দেখিয়া 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্, ধূমাৎ'—ধূম উঠিতেছে সুতরাং পর্ব্বতে অগ্নি আছে—ইহা বলিলে দ্রষ্টার তাৎকালিক 'অনুমান' যে সদোষ বা প্রমার অন্তরায় ; তাহা বলাই বাহুল্য।

'আর্ষ' প্রমাণও যথার্থ জ্ঞানের অন্তরায় হইয়া পড়ে ; কারণ এক ঋষি একটি বিষয় সমর্থন করিলেন, অন্য এক ঋষি তাহাতে দোষ দিলেন ; সুতরাং এস্থলে, অপরের বিষয় অবধারণ করার পক্ষে, ঐ 'আর্ষ' বাক্যরূপ প্রমাণটি কেমন অন্তরায় হইয়া পড়িল! এইরূপে মুখ্য মুখ্য প্রমাণগুলিই যখন দোষযুক্ত, তখন ইহাদের অনুগত অন্যান্য প্রমাণ যে সদোষ ; তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধ-সর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞান-নিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্য-স্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

ততস্তানি ন প্রমাণানীতি। ততঃ—ভ্রমাদিদোষযোগাৎ, তানি—প্রত্যক্ষাদীনি পরমার্থপ্রমা-করণানি ন ভবন্তি। মায়া-মুণ্ডাবলোকে 'তস্যৈবেদং মুণ্ডম্' ইত্যত্র প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি। বৃষ্ট্যা তৎকাল-নির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরং ধূম-প্রোদ্গারিণি গিরৌ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যনুমানঞ্চ ব্যভিচারি দৃষ্টম্। আপ্ত-বাক্যঞ্চ তথা, একেনাপ্তেন মুনিনা সমর্থিতস্যার্থস্যাপরেণ তাদৃশেন দূষিতত্বাৎ। অত উক্তম্; "নাসা-বৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" ইতি। এবং মুখ্যানামেষাং সদোষত্বাৎ তদুপজীবিনামুপমানাদীনাং তথাত্বং সুসিদ্ধমেব। কিঞ্চাপ্ত-বাক্যং লৌকিকার্থ-গ্রহে প্রমাণমেব, যথা—'হিমাদ্রৌ হিমম্' ইত্যাদৌ। তদুভয়-নিরপেক্ষঞ্চ তৎ,—'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদৌ। তদুভয়াগম্যে সাধকতমঞ্চ তৎ,—গ্রহাণাং রাশিষু সঞ্চারে যথা। কিঞ্চাপ্ত-বাক্যেনানুগৃহীতং তদুভয়ং প্রমাপকম্। দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডকেন পুংসা সত্যেঽপ্যবিশ্বস্তে তস্যৈবেদং মুণ্ডমিতি নভোবাণ্যানুগৃহীতং প্রত্যক্ষং যথা। 'অরে শীতার্ত্তাঃ পান্থাঃ! মাস্মিন্নগ্নিং সম্ভাবয়ত, বৃষ্ট্যা নির্ব্বাণোঽত্র স * দৃষ্টঃ কিন্ত্বমুষ্মিন্ ধূমোদ্গারিণি গিরৌ সোঽস্তি' ইত্যাপ্তবাক্যেনানুগৃহীতমনুমানং চ যথেতি। তদেবং প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানীত্যাহ মনুঃ;—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥" ইতি।
[মনু ১২, ১০৫]।

এবমস্মদ্‌বৃদ্ধাশ্চ। সর্ব্বপরম্পরাসু—ব্রহ্মোৎপন্নেষু দেব-মানবাদিষু সর্ব্বেষু বংশেষু।

"পরম্পরা পরীপাট্যাং সন্তানেঽপি বধে ক্বচিৎ।" ইতি বিশ্বঃ।

লৌকিকজ্ঞানং—কর্ম্মবিদ্যা, অলৌকিকজ্ঞানং—ব্রহ্মবিদ্যা। অপ্রাকৃতেতি—"বাচা বিরূপনিত্যয়া" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ,

'অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥"

ইতি স্মরণাচ্চ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

ততঃ—পুরুষ-প্রত্যক্ষাদেঃ সদোষত্বাৎ। তানি—পুরুষ-প্রত্যক্ষাদীনি, ন প্রমাণানি—নেশ্বর-তদ্ভজনয়োর্যাথার্থ্যেন সাধন-সমর্থানি। অত্রৈব হেত্বন্তরং—সুতরামচিন্ত্যালৌকিকবস্তু-স্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চেতি। অনুমানস্যেশ্বর-সাধনত্বসম্ভবেঽপি শ্রীকৃষ্ণরূপ-তদ্ভজন-সাধনাযোগ্যত্বম্। নন্বু বেদ এবেত্যেব-কারাসঙ্গতিঃ? বেদার্থ-বিবেকেঽনুমানাপেক্ষণাৎ, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অস্যার্থঃ;—আত্মা বৈ—আত্মৈব, দ্রষ্টব্যঃ—সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ, কথমিত্যপেক্ষায়ামাহ—শ্রোতব্য ইত্যাদি ত্রয়ম্। তত্র শ্রবণং—বেদেতিহাসপুরাণাদিভ্যঃ কার্য্যং; "শ্রোতব্যঃ শ্রুতি-বাক্যেভ্যঃ" ইতি শ্রবণাৎ। বহুবচনং—গণার্থম্; তেন পুরাণাদি-পরিগ্রহঃ। বেদার্থ-প্রতীতাবপি তত্রার্থান্তরপরত্ব-সম্ভাবনয়াঽপ্রামাণ্যশঙ্কা;

* ক্বচিৎ 'স' ইতি নাস্তি।

তস্যাঃ সম্ভবেনাহ—'মন্তব্যঃ' ইতি। মননং—বহুভির্হেতুভিরনুমানম্, "মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ" ইতি শ্রবণাৎ। তথা চ তর্কানুগৃহীতেন মননেন বেদাদবগতমর্থং সম্যক্তয়াঽবধার্য্য পুনঃ পুনর্ধ্যানরূপনিদিধ্যাসনং কার্য্যম্, তত আত্ম-সাক্ষাৎকার ইতি পর্য্যবসিতার্থঃ। আত্মপদঞ্চাত্র পরমেশ্বর-পরং—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইত্যাদি-শ্রুত্যেকবাক্যত্বাৎ। ন চ—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" [বৃ০, আ০, ২, ৪, ৫,] ইত্যাদি জীবাত্মানমুপক্রম্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যুক্তত্বাদাত্মপদং জীবাত্ম-পরমিতি বাচ্যং ; "ন বা অরে পত্যুঃ কামায়" ইত্যাদিনা স্বাত্মোপাধিক-পত্যাদিনিষ্ঠ-প্রিয়ত্বাখ্যানেন স্বাত্মসুখস্যৈব পরমপ্রয়োজনত্বমুক্ত্বা, পরমাত্ম-সুখস্য সর্ব্বতোঽতিশয়স্য প্রাপ্তয়ে সর্ব্বথা যতিতব্যমিত্যাশয়েন 'আত্মা দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যুপসংহারাৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

অচিন্ত্য পদার্থজ্ঞানে বেদের প্রামাণ্য। অচিন্ত্য ও অলৌকিক বস্তুর জ্ঞান বিষয়ে বেদই একমাত্র অব্যভিচারী প্রমাণ, ইহাই বলিতেছেন :—অতএব (পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাদি দোষদুষ্ট হওয়ায়) জীবের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, অচিন্ত্যস্বভাব বস্তুর নির্ণয়ে অসমর্থ সুতরাং তাহা তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। তবে আমরা—সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সকলের অচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাব বস্তু জানিতে ইচ্ছা করিলে, অনাদি কাল হইতে সকল পুরুষ-পরম্পরায় আগত, সমস্ত লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের কারণ, অপ্রাকৃত, বাঙ্ময় বেদই একমাত্র প্রমাণ স্বীকার করিব ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।

(১০) **শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তি নিরূপণে অনুমানের অস্বাতন্ত্র্য।—** "তানি ন প্রমাণানি"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে ; লৌকিক প্রত্যক্ষাদি, শ্রীভগবান্ এবং তঁহার ভজনবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলির মধ্যে অনুমানের কথঞ্চিৎ ঈশ্বর সাধনের সম্ভাবনা থাকিলেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং তাঁহার ভজন নিরূপণের যোগ্যতা নাই কিন্তু অনুমান যদি বেদের অনুগত হয় আর অনুমন্তা শ্রীভগবানের কৃপা-শক্তি পায়, তবে অনুকূল তর্কানুগৃহীত মনন দ্বারা বেদ হইতে অবগত অর্থ সম্যক্‌রূপে নিশ্চয় করিয়া, তাহাকেই পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসন করার পর ; তাহার আত্ম-সাক্ষাৎকার হইতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

লৌকিক জ্ঞান—কর্ম্মবিদ্যা। সংসারে আমরা যে নিয়মে পরস্পর ব্যবহার করি বা কর্ম্মাদি করি এবং মনুষ্য গো-অশ্ব-কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্ পদার্থের নাম-গুণ-ক্রিয়া-অবস্থাদি অবগত হইতেছি—এই সমস্ত জ্ঞানের প্রতি একমাত্র বেদই কারণ, বেদ হইতে আমরা এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারি।

তাহাই শ্রুতি ও স্মৃতি বলিয়াছেন :—

"বেদেন নাম-রূপে ব্যাকরোৎ সতাসতী প্রজাপতিঃ" (ছান্দোগ্য, ৬, ৩, ৩) "অনাদি-নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ।"

অলৌকিক জ্ঞান—ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাও আমরা বেদ হইতেই পাইয়া থাকি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ (গীতা, ১৫, ১৫) ইত্যাদি।

তচ্চানুমতং—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" [ব্র০, সূ০, ২, ১, ১১,] ইত্যাদৌ, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" [ম০, ভা০, ভী, প০, ৫, ২২,] ইত্যাদৌ, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" [ব্র০, সূ০, ১, ১, ৩,] ইত্যাদৌ, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" [ব্র, সূ০, ২, ১, ২৭] ইত্যাদৌ, "পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর ! শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরপি" [ভা০, ১১, ২০, ৪,] ইত্যাদৌ ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

নন্থ কোঽয়মাগ্রহো বেদ এবাস্মাকং প্রমাণং ? ইতি চেত্তত্রাহ—তচ্চানুমতমিতি, শ্রীব্যাসাদ্যৈরিতি শেষঃ। তদ্বাক্যান্যাহ,—তর্কেত্যাদীনি সাধ্যসাধনয়োরপীত্যন্তানি। তর্কেতি—ব্রহ্মসূত্র-খণ্ডঃ, তস্যার্থঃ ;— পরমার্থ-নির্ণয়স্তর্কেণ ন ভবতি, পুরুষবুদ্ধি-বৈবিধ্যেন তস্য নষ্টপ্রতিষ্ঠত্বাৎ। এবমাহ শ্রুতিঃ—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ !" [কঠ ১, ২, ৯,] ইতি।

ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ ;—'যদ্যয়ং নির্ব্বহ্নিঃ স্যাত্তদা নির্ধূমঃ স্যাৎ' ইত্যেবংরূপঃ, স চ ব্যাপ্তি-শঙ্কাং নিরস্যন্ননুমানাঙ্গং ভবেদতস্তর্কেণানুমানং গ্রাহ্যমিতি। "অচিন্ত্যাঃ" ইত্যাদ্যম্পর্ব্বণি দৃষ্টম্। "শাস্ত্রে"-তি ব্রহ্মসূত্রম্। 'ন' ইত্যানুষ্যম্। 'উপাস্যো হরিরনুমানেনোপনিষদা বা বেদ্যঃ' ইতি সন্দেহে, "মন্তব্যঃ" [বৃ০ আ০ ৪, ৪, ৫] ইতি শ্রুতেরনুমানেন স বেদ্য ইতি প্রাপ্তে, নানুমানেন বেদ্যো হরিঃ। কুতঃ ? শাস্ত্রম্— উপনিষদ্, যোনিঃ—বেদন-হেতুর্যস্য—তত্ত্বাৎ। "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" [বৃ, আ, ৩, ৯. ২৬] ইত্যাদ্যা হি শ্রুতিঃ। "শ্রুতেস্তু" ইতি ব্রহ্মসূত্রম্। 'ন'ইত্যনুবর্ত্ততে ; ব্রহ্মণি কর্ত্তরি লোক-দৃষ্টাঃ শ্রমাদয়ো দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ ? "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি সঙ্কল্পমাত্রেণ নিখিলসৃষ্টি-শ্রবণাৎ। নন্থ শ্রুতির্ব্বাধিতং কথং ব্রূয়াদিতি চেত্তত্রাহ,—শব্দেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণকত্বাৎ। দৃষ্টৈশ্চৈতন্মণি-মন্ত্রাদৌ। "পিতৃদেব"—ইত্যুদ্ধবোক্তিরেকাদশে। হে ঈশ্বর ! তব বেদঃ পিত্রাদীনাং শ্রেয়ঃ—শ্রেষ্ঠং চক্ষুঃ। ক ? ইত্যাহ—"অনুপলব্ধেঽর্থে" ইত্যাদি। তথা চ বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি মদ্বাক্যং সর্ব্ব-সম্মতমিতি নাপূর্ব্বং ময়োক্তম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চেতি চেন্ন, বেদ-নিরপেক্ষস্যানুমানস্য লোকাতীতশ্রীকৃষ্ণ-তল্লীলা-শ্রবণাদি-ভজনাসাধনত্বাৎ। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'ইতি বেদান্তসূত্রস্য—শাস্ত্রবিনাকৃতানুমানস্য বন্ধসাধক-ত্বাদিত্যর্থঃ। অচিন্ত্যাঃ—লোকাতীততয়া দুর্ঘটত্বেন প্রতীয়মানাঃ, ভাবাঃ—ঈশ্বর-গুণলীলাদিরূপাঃ শাস্ত্র-প্রসিদ্ধাঃ। তর্কেণ—স্বমতিকল্পিতানুমানেন, যোজয়েৎ—মায়িকত্বাদিরূপেণ কল্পয়েদিতি বচনার্থঃ

শাস্ত্রং যোনিঃ—প্রমাণমস্যেতি সূত্রার্থঃ, যদ্বা শাস্ত্রস্য যোনিঃ—কারণং তত্ত্বাৎ। তথা চ শাস্ত্রস্য পরমকারুণিক-যথার্থসর্ব্বার্থদর্শিপ্রতারণাদিদোষরহিত-পরমেশ্বর-প্রণীতত্বেন শাস্ত্রমেব গরীয়ঃ প্রমাণমিতি। নতু শাস্ত্রস্য পরমেশ্বর-প্রণীতত্বে কিং মানং? ইত্যতো বেদান্ত-সূত্রং দর্শয়তি—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি। তু-কারঃ—অনুপ্রমাণতঃ প্রামাণ্যসূচনায়। শ্রুতেঃ—বেদস্য, শব্দমূলত্বাৎ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদো জায়তে" [বৃ০ আ০ ১, ৪, ১৫] ইত্যাদি "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং বেদাংশ্চ তস্মৈ প্রহিণোতি" ইত্যাদিশ্রুতিরূপশব্দঃ, মূলং—পরমেশ্বর-প্রণীতত্বে প্রমাণং যস্যাঃ,—তত্ত্বাৎ। "পিতৃদেবে"-তি তব বেদচক্ষু-রিতি সমন্বয়ঃ। চক্ষুঃ—জ্ঞাপকং, শ্রেয়ঃ—উত্তমম্। অনুপলব্ধে—প্রত্যক্ষাদ্যগোচরে, অর্থে—ত্বৎস্বরূপগুণ-লীলাদিরূপে। সাধ্যং—প্রেমাদিরূপফলং, সাধনং—তৎসাধনং; তয়োরপীত্যর্থঃ। শ্রীমন্মাধ্বভাষ্যে ত্বেবং ব্যাখ্যা—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি। ন চেশ্বর-পক্ষে অয়ং বিরোধঃ। "যোঽসৌ বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধোঽনুরাগ-বাননুরাগবানিন্দ্রোঽনিন্দ্রঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ স পরঃ পরমাত্মা" ইতি পৈঙ্গ্যাদিশ্রুতেরেব শব্দমূলত্বাচ্চ ন বিরোধঃ। "যদ্বাক্যোক্তং ন তদ্যুক্তির্ব্বিরোদ্ধুং শক্নুয়াৎ ক্বচিৎ। বিরোধে বাক্যয়োঃ ক্বাপি কিঞ্চিৎ-সাহায্যকারণম্" ইতি পুরুষোত্তমতন্ত্রে ইতি। নতু বেদস্য প্রামাণ্যে সিদ্ধে এব বেদাবগত-পরমেশ্বর-প্রণীতত্বক-বেদস্য বলবত্ত্বমবধার্য্যং, তচ্চ ন সম্ভবতি; পরস্পরাশ্রয়াদিতি চেন্ন। স্থাবর-জঙ্গমপ্রাণিনাং সুখদুঃখাদি-বৈচিত্র্যেণ মন্দ-মধ্যোত্তমযোনিবৈচিত্র্যেণ চ তেষাং কর্ম্ম-বৈচিত্র্যমেব তদ্বৈচিত্র্যকারণং বাচ্যং, কারণান্তরা-দর্শনাৎ। তানি চ কর্ম্মাণি শাস্ত্রতোঽবগম্য অনাদিশিষ্ট-পরম্পরয়া ক্রিয়মাণানি দৃশ্যন্তে, শাস্ত্রোক্তকর্ম্মণাং কেষাঞ্চিৎ ফলানি চ দৃশ্যন্তে, জ্যোতিরায়ুর্ব্বেদাদিশাস্ত্রাণি দৃষ্টফলানি সুপ্রসিদ্ধানীতি বেদস্য প্রামাণ্যমব-ধার্য্যতে। এবং 'বেদঃ পৌরুষেয়ো বাক্যত্বাৎ' ইত্যাদ্যনুমানেনাপি পরমেশ্বর-প্রণীতত্বং বেদস্য সিধ্যতি; তদন্যস্যালৌকিকবেদার্থানবগন্তৃত্বাদিতি সিদ্ধং পরমেশ্বর-প্রণীতো বেদঃ প্রমাণম্। এবমনুমানেন বেদ-প্রামাণ্যসিদ্ধাবপি বেদস্য নিত্যনির্দ্দোষপরমেশ্বর-প্রণীতত্বেন তদর্থস্যানুমানাদিনা বাধস্যাযোগাৎ বেদস্য প্রামাণ্যম্। অনুমানস্য নানাবিধত্বেঽপি অনুকূলতর্ক-সহকৃতস্য প্রামাণ্যমবগন্তব্যম্। তথা বেদার্থ-বিচার এব সদনুমানং বিধেয়মিত্যপি বোধ্যমিতি দিক্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

তর্কের অপ্রতিষ্ঠা ও শব্দের প্রামাণ্য। 'বেদই আমাদের প্রমাণ' এ বিষয়ে এত আগ্রহ কেন? এই প্রকার প্রশ্নের আশঙ্কায় বলিতেছেন:—ব্রহ্মসূত্রে আছে; "পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি নানা প্রকার জন্য তর্কের স্থিরতা হয় না অতএব তর্কের দ্বারা পরমার্থ বস্তুরও নিশ্চয় হয় না।" মহাভারতেও আছে:—"যে সকল পদার্থ চিন্তার অবিষয় তাহা তর্কের উপযুক্ত নয়।" ব্রহ্মসূত্রে আরও বলিয়াছেন:—"শাস্ত্রই যাঁহার (ঈশ্বরের) জ্ঞানের হেতু।" "লোকে যে সমস্ত দোষ দেখা যায়, 'ব্রহ্ম কর্ত্তা' এই কথা বলিলে, সেই দোষ তাঁহাতে সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব শ্রুতিপ্রমাণ-সিদ্ধ। অবিচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ।" শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন:—"হে ঈশ্বর! সাধ্য—প্রেম, সাধন—তৎসাধনরূপ ভক্তি, অর্থ—শ্রীভগবানের স্বরূপ বিগ্রহ ও বৈভবাদি, এই সকল পিতৃ, দেব এবং মনুষ্যগণের বোধগম্য না হইলে আপনার বাক্যরূপ বেদই তাহাদের শ্রেষ্ঠ চক্ষু (জ্ঞাপক) অর্থাৎ তাহারা আপনার বেদবাণীরূপ উপদেশেই স্বয়ং অবগত হইয়া, অতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগকে সেই সকল তত্ত্ব বলিয়া থাকেন"—এই সকল স্থানে

মহর্ষি শ্রীবেদ ব্যাসই, 'ঈশ্বর বাণীরূপ' বেদ-শব্দই যে মূল প্রমাণ; তাহা স্বীকার করিয়াছেন (সুতরাং শব্দই আমাদের প্রমাণ; এই যাহা বলিয়াছি, তাহা সর্ব্বসম্মত, আমার স্বকপোলকল্পিত নহে)।১১।

তাৎপর্য্য।

(১১) 'তর্কের প্রতিষ্ঠা—স্থিরতা নাই'—এই কথা বলায় প্রথমে 'তর্ক' এই শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ—"ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ" ব্যাপ্যের (ধূমাদির) আরোপ করিয়া যে ব্যাপকের (অগ্নি-আদির) আরোপ—তাহার নাম 'তর্ক'। যেমন—'যদি পর্ব্বত অগ্নিহীন হয়, তবেই নির্ধূম হয়, ইত্যাদিরূপ। তাহার উপর অন্য একজন বলিল হঠাৎ বৃষ্টিপাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও ধূম দেখা যায় সুতরাং অগ্নি না থাকিলেই ধূম থাকে না—এ কথা অসঙ্গত,—এইরূপে তর্কের উপর তর্ক উঠিয়া তর্ক নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে। তাহাই ব্রহ্মসূত্রকার বলিলেন ঃ—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।" (২, ১, ১১)

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ঃ—

"ইতশ্চ নাগম-গম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং, যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্তি, উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোপেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্তে—ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ।............অথোচ্যেতান্যথা বয়মনুমাস্যামহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি, নহি প্রতিষ্ঠিতস্তর্কএব নাস্তীতি বক্তুং—এতদপি হি তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠাপ্যতে। কেষাঞ্চিত্তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনান্যেষামপি তজ্জাতীয়কানাং তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্ব্বতর্কপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্ব্বলোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হ্যনাগতেঽপ্যধ্বনি সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারায় বর্ত্তমানো লোকো দৃশ্যতে।.........তস্মান্ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। যদ্যপি কচিদ্বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বমুপলক্ষ্যতে, তথাপি প্রকৃতে তাবদ্বিষয়ে প্রসজ্যত এবাপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনির্ম্মোক্ষস্তর্কস্য।.........বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্ত্বং অতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্যং, অতঃ সিদ্ধমস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানত্বম্।"

তর্কে দোষের সম্ভাবনা থাকায়, তাহা দ্বারা নির্দ্দোষ পদার্থের সমন্বয় কখনই হইতে পারে না—ইহাই বলা হইতেছে ;—

প্রতিবাদিগণের তর্কস্থলে নিজের পক্ষেও সাধারণ দোষ সকল উপস্থিত হয় সুতরাং কেবল (শুষ্ক) তর্ক দ্বারা বেদবেদ্য অর্থ নিচয়ের সংস্থাপন সম্ভবপর নহে। জীবের অনবধানতা নিবন্ধন কাল্পনিক বেদ-বহির্ভূত তর্কের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, কারণ জীবের বুদ্ধির কল্পনা-বিদ্যাই চিরভ্রান্ত ; প্রকৃত অর্থের প্রতি প্রনিধান হয় না, তর্কও শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে ঈশ্বরসত্তা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া পড়ে। যেমন প্রথমে একজন তার্কিক একটি তর্ক অভিমত্রে সংস্থাপন করিল, অন্য একটি তার্কিক কর্তৃক সংশয়াদি উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডিত হইল, আবার অপর একজন তার্কিকও তাহা খণ্ডন করিল—এইরূপে জীবের বুদ্ধির বিচিত্রতায় তর্ক কোথায়ও আস্পদ (আশ্রয়) লাভ করিতে পারে না। ......অতঃপর সূত্রের মধ্যস্থিত আশঙ্কা ভাগের ব্যাখ্যা করিতেছেন ;—আমরা এ স্থানে অন্যরূপ অনুমান

করি,—যাহাতে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ আসিতে না পারে। প্রতিষ্ঠিত তর্কই নাই—এ কথা তো বলিতে পারা যায় না? কারণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব তর্কের দ্বারাই সংস্থাপিত হইতেছে? তর্কের মধ্যে কোনও তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দেখিয়া তজ্জাতীয় অপরাপর তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিলে, সমস্ত তর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জগতে সকল লোকেরই একটা ব্যবহারের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হয়। অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ের দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ বিষয়েও সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়। যেমন; কৃষি বাণিজ্যাদি পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তেমনি এখনও করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপই করা হইবে, অতীত বর্ত্তমান কালের ন্যায় ভবিষ্যতেও এই কার্য্যে সুখলাভ এবং দুঃখের পরিহার হইবে। অথবা যেমন; আমি ইতঃপূর্ব্বে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন পূর্ব্বক ভোজন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ সুখ পাইয়াছি, ইহার পরেও তদ্রূপ করিলে তাহাই পাইব—এই বিচার করিয়া পাক ভোজনে জীবের প্রবৃত্তি দেখা যায়। আর ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিষাক্ত বস্তুর ভক্ষণে দুঃখ পাইয়াছি, ইহার পরেও ঐরূপ করিলে দুঃখ পাইব—এইরূপ বিচার করিয়া বিষভক্ষণাদিতে জীবের নিবৃত্তি দেখা যায় অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে পারে না? যদি এই আশঙ্কা হয়; তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—"এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ" জাগতিক বিষয়ে কচিৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা হইলেও জগৎকারণরূপ কোনও অনির্ব্বচনীয় বিষয়বিশেষে তর্কের কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই সুতরাং প্রকৃত বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় অর্থাৎ তর্কের দ্বারা অচিন্ত্য বিষয় নিশ্চিত না হওয়ায় জীবের মুক্তির অভাব হইয়া পড়ে; বেদ যখন নিত্য এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র হেতু; তখন অব্যভিচারী সিদ্ধ অর্থও তাহারই বিষয় সুতরাং বেদজনিত জ্ঞানেরই পূর্ণতা। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালীন সমস্ত তার্কিকগণেরও এই জ্ঞানের অপলাপ করিবার ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ ঔপনিষদ জ্ঞান 'অসৎ' ইহা বলিবার শক্তি নাই। অতএব উপনিষৎ প্রতিপাদ্য জ্ঞানেরই সম্যক্‌জ্ঞানত্ব সুসিদ্ধ এবং সেই জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তির প্রসক্তি অন্যের দ্বারায় নহে; ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীভাষ্যে বলা হইয়াছে—

"তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্মকারণবাদ এব সমাশ্রয়ণীয়ো ন প্রধানকারণবাদঃ।"—

সাধারণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা থাকিলেও বেদমূলক তর্কসিদ্ধ ব্রহ্মের জগৎকারণতাবাদই আশ্রয়ণীয় কিন্তু প্রধানের জগৎকারণতাবাদ আশ্রয় করা যাইতে পারে না।

এ স্থলে পূজ্যপাদ শ্রীমান্ মাধ্বস্বামীও বলিয়াছেন :—

"এতাবানেব তর্ক ইতি প্রতিষ্ঠাপকপ্রমাণাভাবাৎ। যাবদেব প্রমাণেন সিদ্ধং তাবদহাপয়ন্। স্বীকুর্য্যান্নৈব চান্যত্র শক্যং মানমৃতে কচিৎ।"—

তর্কের এই পর্য্যন্ত সীমা—এমন কোন প্রতিষ্ঠাপক প্রমাণ নাই, বৈদিক প্রমাণ বলে যতখানি সিদ্ধ হয়; তাহা পরিত্যাগ করিবারও কোন উপায় নাই কিন্তু বেদবহির্ভূত কোন প্রমাণ কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও বলিয়াছেন :—

তর্কানবস্থানাচ্চোক্তসিদ্ধান্তস্য নাসামঞ্জস্যম্। দৃঢ়তর্কেণ বেদবিরুদ্ধে প্রধানাদিকে জগৎকারণেঽ-নুমিতে তু তাদৃশেন তর্কেণ সৎপ্রতিপক্ষসম্ভবাৎ। এবমেব তার্কিক-বিপ্রতিপত্ত্যা অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাদ্বেদোক্ত-মেবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্।" (বেদান্তপারিজাতসৌরভ)

লৌকিক তর্কের অনবস্থা হেতু বেদমূলক তর্কের অসামঞ্জস্য হইতে পারে না। লৌকিক দৃঢ় তর্কের দ্বারা বেদ-বিরুদ্ধ প্রধানাদি জগৎকারণরূপে অনুমিত হইলেও আবার কোনও সুনিপুণ প্রতিপক্ষ উপস্থিত হইয়া তাদৃশ তর্কের দ্বারা তাহাকে খণ্ডন করিতে পারে? এইরূপ শাক্য, উলূক্য, অক্ষপাদ, কণাদ, কপিল এবং পতঞ্জলি প্রভৃতি তার্কিকগণের পরস্পর বিরোধ হওয়ায় মোক্ষের অপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে সুতরাং বেদোক্ত অর্থই উপাদেয়—ইহা অবিরোধে সকলেই স্বীকার করিবেন।

এ সম্বন্ধে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ নিজকৃত শ্রীগোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন :—

"পুরুষ-ধী-বৈবিধ্যাত্তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথোবিহন্যমানা বিলোক্যন্তে। অতোঽপি তাননাদৃত্যৌপনিষদী ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকার্য্যা। ন চ লব্ধমাহাত্ম্যানাং কেষাঞ্চিত্তর্কাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, তথাভূতানামপি কপিল-কণভুগাদীনাং মিথোবিবাদসন্দর্শনাৎ।.........যদ্যপার্থবিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোঽয়ং নাপেক্ষ্যতে, অচিন্ত্যত্বেন তদনর্হত্বাৎ শ্রুতিবিরোধাচ্চেতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ ব্রহ্মণস্তর্কাগোচরতামাহ; "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইতি কঠানাম্। স্মৃতিশ্চ—"ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ। যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্" ইত্যাদ্যা। তস্মাৎ শ্রুতিরেব ধর্ম্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমাণম্।" ।৪।২৯৩

তার্কিকগণের পরস্পর বিবাদ-বাত্যাঘাতে বিচালিত হইয়া তর্ক যে কোনরূপেই আস্পদ লাভ করিতে পারে না দেখা যায়; ইহার প্রতি কারণ—জীবের বুদ্ধির নানা প্রকারতা। সেই জন্যই ঐ সকল তর্ক অনাদর করিয়া উপনিষদে কথিত ব্রহ্মের জগৎ উপাদানতাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন কোন তার্কিকের তর্কই স্বীকার্য্য—ইহাও বলা যায় না, কারণ প্রথিতযশাঃ কপিল-কণাদ প্রভৃতি তার্কিকগণের মধ্যেও পরস্পর বিবাদ দেখা যায়? যদিও অর্থ-বিশেষে তর্কের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে উক্ত তর্কের কোনই অপেক্ষা করে না। ব্রহ্ম—অচিন্ত্য পদার্থ অতএব তর্কের অগোচর, তদ্বিষয়ে তর্কের স্বীকার করিলে, শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে; তোমার উক্তি ও অসঙ্গত হয়। ব্রহ্ম তর্কের অগোচর ইহাই শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন;—"প্রিয় নচিকেত! তোমার এই পরতত্ত্ববোধসমর্থা বুদ্ধি যেন কুতর্ক-কর্কশ না হয়, কালে বেদগুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে তোমার এই বুদ্ধি পরতত্ত্ব অনুভবে সমর্থা হইবে।" স্মৃতিরূপ শ্রীমদ্ভাগতেও ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন :—"প্রশান্তাত্মা মুনিগণ যে বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মানুভব করেন, সেই বুদ্ধি অসৎ তর্কে আপ্লুত হইলে তিরোহিত হইয়া যায় অর্থাৎ আর সে বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্ম-তত্ত্বানুভূতি হয় না।" অতএব শ্রুতিই ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মপ্রতিপাদনে প্রমাণ।

কেবল তর্কের দ্বারা পরমতত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না, কারণ পুরুষের বুদ্ধির দোষে তর্ক কোন বিষয়েই সুস্থির হয় না—ইত্যাদি বিষয় উল্লিখিত কয়েকটি ভাষ্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইল। এখন গ্রন্থকারের 'পরতত্ত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অপৌরুষেয় বেদই মূল প্রমাণ'—এই বাক্যের পোষকতারূপে বিন্যস্ত "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, উক্ত ভাষ্য কয়েকটি দেখান যাইতেছে।

ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন :—

"মহত ঋগ্‌বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞ-কল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। ন হীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্‌বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি।.........কিমু বক্তব্যমনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্য বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোঃ

ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্‌যস্মান্মহতো ভূতাদ্‌যোনেঃ সম্ভবঃ "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিশ্রুতেস্তস্য মহতো ভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বঞ্চেতি। অথবা যথোক্তমৃগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাচ্ছাস্ত্রমুদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি।—(শারীরকভাষ্য ১, ১, ৩)।

অনেক প্রকার বিদ্যা স্থানের দ্বারা বিপুলীকৃত প্রদীপের ন্যায় সমস্ত বস্তুর প্রকাশক সর্ব্বজ্ঞসদৃশ মহান্ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ—ব্রহ্ম। এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য হইতে প্রকাশ সম্ভবপর নহে। বহু শাখাভেদে বিভক্ত—দেবতা, তির্য্যগযোনি, মনুষ্য, বর্ণ এবং আশ্রমাদির বিভাগের কারণ, নিখিল জ্ঞানের আকর স্বরূপ—ঋক্ প্রভৃতি বেদ, যে মহাপুরুষ হইতে সাধারণ জীবের নিশ্বাসতুল্য অনায়াসে প্রকাশ হইয়াছে; তিনি যে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্—এ কথা বলাই বাহুল্য। অথবা—উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপানুভূতির প্রতি একমাত্র অব্যভিচারী প্রমাণ। এক শাস্ত্র প্রমাণেই ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই পূর্ব্ব সূত্রে—"যে মহাপুরুষ হইতে এই সকল ভূত সৃষ্ট হইতেছে, যাঁহা কর্ত্তৃক পালিত হইতেছে এবং পরে ঐ সকল ভূত যাঁহাতে লীন হইতেছে, তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিবে"—এই শাস্ত্রের প্রমাণ উদাহৃত হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন :—

"শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণং তৎ শাস্ত্রযোনিঃ, তস্য ভাবঃ শাস্ত্রযোনিত্বং—তস্মাদ্, ব্রহ্মজ্ঞানকারণত্বাচ্ছাস্ত্রস্য তদ্‌যোনিত্বং ব্রহ্মণঃ। অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদুক্তস্বরূপং ব্রহ্ম—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়ত্যেবেত্যর্থঃ।"—(শ্রীভাষ্য)

ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র কারণ—শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্র-প্রমাণ বলেই ব্রহ্ম কি বস্তু—তাহা জানা যায় সুতরাং ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব। ব্রহ্মপদার্থ—অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির অবিষয়; সেই নিমিত্ত "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যই অতীন্দ্রিয়স্বরূপ ব্রহ্মকে জানাইতেছেন।

উল্লিখিত সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ মধ্বমুনি বলেন :—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।"—

ইতি স্কান্দে—শাস্ত্রং যোনিঃ প্রমাণমস্যেতি শাস্ত্রযোনিঃ।"—(মাধ্বভাষ্য)

ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ; ভারত (মহাভারত ও পুরাণ) রামায়ণ—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত, এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত গ্রন্থ—তাহা শাস্ত্রতো নহেই; বরং তাহাকে কুবর্ত্ম বলা যায়, সুতরাং উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহই ব্রহ্মানুভূতির একমাত্র প্রমাণ।

শ্রীপাদ নিম্বাদিত্য বলিয়াছেন :—

কিংপ্রমাণকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—শাস্ত্রমেব যোনিস্তজ্‌জ্ঞপ্তিকারণং যস্মিংস্তদেবোক্তলক্ষণলক্ষিতং বস্তু ব্রহ্মশব্দাভিধেয়মিতি।" (বেদান্তপরিজাত সৌরভ)

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা সূত্রে 'ব্রহ্ম'ই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন, তার পর লক্ষণ-সূত্রে—জগতের জন্ম, স্থিতি এবং লয় যাঁহা হইতে হয়; সেই সত্যত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত বস্তুই 'ব্রহ্ম'—এই লক্ষণ করা হইয়াছে, এখন তদ্বিষয়ে প্রমাণ

কি ?—এই আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হওয়ায় প্রমাণ নির্ণয় করা হইতেছে :—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র কারণ—শাস্ত্র সুতরাং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত বস্তুই ব্রহ্ম শব্দের অভিধেয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন :—

"ঈক্ষতের্নেত্যতো নেত্যাকৃষ্যং, মুমুক্ষুভিরসৌ নানুমেয়ঃ; কুতঃ?—শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রমুপনিষদ্‌ যোনির্বোধহেতুর্যস্য, তস্মাৎ—উপনিষদ্বোধ্যত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। অন্যথৌপনিষদ-সমাখ্যাবিরোধঃ। "মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুত্যা তু স্বানুসারিতর্কোঽভ্যুপগতঃ। "পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽর্থোঽত্রাভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্য মূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গৌতমাদিশুষ্কতর্কহেয়ত্বন্তু বক্ষ্যতে—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি। তস্মাদ্বেদান্তাদ্‌বিদিত্বাসৌ ধ্যেয় ইতি। ইদমেবাদুষ্টং প্রমাণমিতি সূত্রয়তি—শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি। ইত্থঞ্চ হরেরাত্মমূর্ত্তিত্বমনুভূতেরনুভবিতৃত্বং স্বাত্মকর্ম্মাধিষ্ঠানশালিত্বং চেত্যাদি শ্রূয়মাণরূপতয়া তস্যোপাসনং সিদ্ধ্যতি।"—(শ্রীগোবিন্দভাষ্য)

ইহার পরে বলা হইবে যে—"ঈক্ষতের্নাশব্দং" এই সূত্র; তাহা হইতে 'ন'—এই শব্দকে আকর্ষণ করিয়া—সেই শ্রীভগবান্‌ মমুক্ষু জীবগণের অনুমেয় নহেন, কারণ শাস্ত্র—উপনিষদই যাঁহার জ্ঞানের একমাত্র হেতু—এই অর্থের সঙ্গতি করিতে হইবে। নচেৎ—"ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছাম"—এই স্থলের "ঔপনিষদ"—এই নামের অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। 'অনুমেয় নহেন'—এই কথা বলা হইল; অথচ "মন্তব্যঃ—এই শ্রুতিতে ঈশ্বরবোধ বিষয়ে অনুমান স্বীকার করা হইয়াছে ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—মন্তব্য শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের 'অনুকূল' তর্ককেই স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় অনুকূলতর্ক-নিষ্পন্ন অনুমানকেই ব্রহ্মানুভূতির সহায়রূপে জানিতে হইবে। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে—পূর্ব্বাপর বিষয়ের অবিরোধে অর্থ জানিবার জন্য যে বিচার করা হয়, তাহার নামই তর্ক—এবং ইহাই গ্রহণীয় কিন্তু শুষ্ক তর্ক কদাচ অবলম্বন করিবে না। বক্ষ্যমাণ "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"—এই সূত্রেও তার্কিক গৌতমাদির শুষ্ক তর্কের হেয়ত্ব বলা হইবে। অতএব বেদান্ত-শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবে। শাস্ত্রোক্তিমূলক শব্দই নির্দ্দোষ প্রমাণ—ইহাই "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" এই সূত্রে প্রমাণিত করিবেন। এইরূপে ভগবান্‌ শ্রীহরির আত্মমূর্ত্তিত্ব, জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব, স্বাভিন্নগুণধামবিশিষ্টত্ব ইত্যাদি শাস্ত্রে যেরূপ শ্রবণ করা যাইতেছে, তদনুরূপ তাঁহার উপাসনা ও চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীভগবান্‌ অতীন্দ্রিয় ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, জীবের ইন্দ্রিয়ের এমন কোন শক্তি নাই যে; তাঁহাকে বিষয় করে তবে তাঁহার স্বকীয় বাক্যরূপ বেদই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে, তজ্জন্যই তাঁহাকে 'বেদ-বেদ্য' বলা হয়। সেই বেদও শব্দমূলক, শব্দই শ্রীভগবদনুভূতির প্রতি—মূল প্রমাণ, শাস্ত্রোক্ত শব্দ প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাকে জানিবার অপর উপায় নাই—এই কথা প্রতিপাদনের জন্যই গ্রন্থকার "শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সম্প্রতি,—উক্ত ভাষ্যকারগণ ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাতেই বা কে কি বলিয়াছেন, তাহাই ক্রমে দেখান হইতেছে—

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন :—

...."শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, তদ্‌যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যং।......লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে—অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎ-

প্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি। কিমূতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতেভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" ইতি। তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ।" (শারীরকভাষ্য)

ব্রহ্ম—শব্দমূল, শব্দই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াদিজন্য জ্ঞান তদ্বিষয়ে প্রমাণ নহে। দেশ-কাল নিমিত্তের বিচিত্রতা বশে লৌকিক মণি-মন্ত্র-মহৌষধি প্রভৃতির মধ্যে; এক একটি বস্তুতেও বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ অনেক শক্তি দেখা যায়, কিন্তু বিজ্ঞের উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কের দ্বারা, এই বস্তুর এতগুলি শক্তি, ইহার এই সহায়, এইটি ইহার বিষয় এবং এই বস্তুশক্তির ইহাই প্রয়োজন—এই প্রকারে কাহারও জানিবার কোনই সামর্থ্য নাই আর অচিন্ত্য-প্রভাবসম্পন্ন ব্রহ্মরূপ শব্দ ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা যে নিরূপিত হয় না; তাহা বলাই বাহুল্য। পৌরাণিকগণও তাহাই বলিয়াছেন—

যে সকল বস্তু অচিন্ত্য (চিন্তার অবিষয়) তাহা তর্কের উপযুক্ত নয়। প্রকৃতির পর যে বস্তু; তাহাই অচিন্ত্য। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, কেবল বৈদিক শব্দ হইতেই হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীল রামানুজ বলিয়াছেন :—

……"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" তু শব্দ উক্তদোষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈবমসামঞ্জস্যং কুতঃ—শ্রুতেঃ, শ্রুতিস্তাবন্নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসর্গঞ্চাহ, শ্রৌতেঽর্থে যথাশ্রুতি প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ।—(শ্রীভাষ্য)

উক্ত সূত্রের 'তু' শব্দ ব্রহ্মের অসামঞ্জস্য দোষ বারণ করিতেছে। শ্রুতির শব্দমূলতাই ইহার হেতু। এক শ্রুতিই ব্রহ্মের অবয়ব শূন্যতা এবং ব্রহ্ম হইতেই বিবিধ জগৎ সৃষ্টি বলিয়াছেন। অতএব শ্রুতির অর্থ যথাশ্রুত করিতে হইবে।

শ্রীপাদ মধ্বমুনি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে—

"নচেশ্বরপক্ষেঽয়ং বিরোধঃ। "যোঽসৌ বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধোঽণুরাগবাননণুরাগবানিন্দ্রোঽনিন্দ্রঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ স পরঃ পরমাত্মা" ইতি পৈঙ্গ্যাদিশ্রুতেরেব শব্দমূলত্বাচ্চ ন যুক্তিবিরোধঃ।"—(মাধ্বভাষ্য)

ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে যুক্তির কোনই বিরোধ নাই। শ্রুতির শব্দমূলত্ব থাকায় পৈঙ্গ্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা যুক্তির বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। জীবেই বিরুদ্ধধর্ম্মক গুণ সকলের সামঞ্জস্য হয় না কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে ঐ গুণগুলি তাঁহাতে অবিরুদ্ধরূপে অবস্থান করে।

উক্ত সূত্রের শ্রীনিম্বার্কস্বামিকৃত ব্যাখ্যা—

"সমাধত্তে—নোক্তদোষোঽস্তি, "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্, স্বয়মাত্মানমকুরুত, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে তথা পুরুষাদ্ভবতি বিশ্বম্"—ইত্যাস্যার্থস্য শব্দমূলত্বাদস্যং নির্ম্মূলম্।" (বেদান্তপারিজাত সৌরভ)

এই সূত্রের পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে,—"শ্রুতিবেদ্য জগৎকারণ ব্রহ্ম—নিরাকার কি সাকাররূপে থাকিয়া জগদাকারে পরিণত হয়েন? যদি নিরাকার ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণতি হয়, তবে দুগ্ধের দধি-রূপে পরিণামের মত ব্রহ্মের সাকল্যাংশেরই জগদাকারে পরিণাম হইবার প্রসক্তি হইয়া পড়ে। এমন কি, ইহাতে কার্য্যভিন্ন সংসারাতীত মুক্তগম্য—ব্রহ্ম বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না, ব্রহ্মের দুর্জ্ঞেয়ত্বাদি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়, ব্রহ্ম জগদ্রূপ হওয়ায়, জগদ্ব্যতীত ব্রহ্মের আর পৃথক্ সত্তাও থাকে না এবং তাদৃশ জগৎ প্রত্যক্ষীভূত হইবামাত্র সকল জীবেরই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলরূপ

মুক্তির সম্ভাবনা হয়, ফলতঃ—ব্রহ্মও জড়ধর্ম্মক হইয়া পড়েন। ব্রহ্মের সাকারত্ব অঙ্গীকারে—সাকল্যাংশে কার্য্যরূপতা প্রাপ্তি না হইলেও—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ"—ইত্যাদি জগৎকারণ ব্রহ্মের নিরাকারবিষয়ক শ্রুতি-শব্দের সহিত বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয় সুতরাং সাংখ্যের প্রধানই জগতের উপাদান কারণ হউক"—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধান জন্যই "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—এই সূত্রের অবতারণা।

সামাধান এই—ব্রহ্মের সাকল্যরূপে কার্য্যরূপতাপ্রাপ্তি এবং নিরাকারবিষয়ক শ্রুতি-শব্দের বিরোধাত্মক দোষ হইতে পারে না, কারণ—ব্রহ্মের জগৎ হইতে অভিন্ন—নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব থাকা সত্বেও জগৎ হইতে বিলক্ষণত্ব এবং শক্তিবিক্ষেপ-পরিণামে জগৎকারকত্ব—এই সকল বিষয় শব্দমূলা শ্রুতি হইতেই পাওয়া যাইতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন :—"ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, পরে নিজেই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন। জগৎ সৃষ্টি করিয়া সদ্রূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া সমস্ত জীবের শাসন করেন ; অথচ পৃথিবী তাঁহাকে জানিতে পারে না—এইরূপই তাঁহার মহিমা। যেমন উর্ণনাভি (মাকড়্সা) আপনার অঙ্গ হইতেই তন্তু সৃষ্টি করে ; তেমনি সেই মহাপুরুষ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।" অর্থাৎ যেমন উর্ণনাভি কোন বাহ্য উপকরণ না লইয়া আপনার শক্তিকেই তন্তুরূপে সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীর শক্তি বিশেষের পরিণতিতে যেমন ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, অথচ উর্ণনাভ ও পৃথিবী অক্ষয় এবং নির্ব্বিকাররূপেই প্রতীয়মান হয়, তেমনি নির্ব্বিকার অক্ষয়স্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপ পরিণামে এই জগদ্রূপে পরিণতি; স্বরূপত তাঁহার পরিণাম নাই। কেননা—অনন্তশক্তি ব্রহ্ম অপ্রচ্যুত-স্বরূপ থাকিয়াই ভোগ্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া আকাশাদি অচেতনরূপে পরিণত করান, তাহার পর চেতনানাম্নী ভোক্তৃশক্তিকে অধিদেবতারূপে বিক্ষিপ্ত করিয়া সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্য্যামিত্ব পুরস্কারে ফল ভোগ করান এবং পরিশেষে সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উপযুক্ত সময়ে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উপসংহার করেন ;—ইহাই শ্রুতির মূলস্বরূপ—শব্দ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। অন্যথা—'প্রধানাদি উপকরণে জগৎ হইয়াছে' স্বীকার করিলে মূলে একটা সত্য থাকে না এবং ব্রহ্মেরও ইতর বস্তুর অপেক্ষাধীন জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুশীলনে প্রতিপন্ন হইল—যখন অচেতন পদার্থের মধ্যেই পৃথিবী, বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদিরূপে পরিণত হইতেছে, অথচ তাহার কোনই বিকার দেখা যাইতেছে না, আবার তেমনি চেতন পদার্থের মধ্যেও উর্ণনাভির সূত্ররূপে পরিণাম হইতেছে কিন্তু তাহারও কোন রূপের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, তখন বেদাদি শাস্ত্রে যাঁহার অচিন্ত্য বৈভব পরিলক্ষিত হইতেছে—সেই সর্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র জগৎকারণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সম্বন্ধে অধিক আর কি বলা যাইবে? এখন ঈশ্বরের নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী—এই উভয় পক্ষই উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুশীলন করিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন—অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে, তজ্জন্য তাঁহার শক্তির একটী নাম—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী!

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন :—

শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। উপসংহারসূত্রান্নেত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্ম-কর্ত্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ—শ্রুতেঃ। অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ব্বকর্ত্তৃ নির্ব্বিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেবেত্যর্থঃ।......সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বঞ্চে-ত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যনুসারেণৈব স্বীকার্য্যং, ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি। নন্বু শ্রুত্যাপি বাধিতার্থকঃ

কথং বোধনীয়ং? তত্রাহ—শব্দেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ। তাদৃশে মণি-মন্ত্রাদৌ দৃষ্টং হ্যেতৎ প্রকৃতে কৈমুত্যমাপাদয়তি।"—(শ্রীগোবিন্দভাষ্য)

পূর্ব্ব সূত্রের আশঙ্কা নিরাস জন্য এই সূত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উপসংহার-সূত্র হইতে ন-শব্দের অনুবৃত্তি লইয়া অর্থ করিতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব পক্ষে সাধারণ লোকদৃষ্ট দোষ হইতে পারে না, কারণ—ব্রহ্ম লোকাতীত, অচিন্তনীয় এবং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও মূর্ত্তিমান্, জ্ঞানবিশিষ্ট এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত, অংশশূন্য হইয়াও অংশযুক্ত, পরিমিত হইয়াও অপরিমিত এবং সমস্ত জগতের কর্ত্তা হইয়াও নির্ব্বিকার—ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্র হইতেই শ্রবণ করা যাইতেছে সুতরাং শ্রুতি অনুসারেই ব্রহ্মের সর্ব্বকর্তৃত্বেও নির্ব্বিকারত্ব স্বীকার করা উচিত কিন্তু কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া একটা ধারণা করা বিধেয় নহে। যদি বল—শ্রুতি দ্বারা কিরূপে বাধিতার্থ বোধিত হইবে? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই—অবিচিন্ত্য পদার্থ বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ। লৌকিক মণি-মন্ত্রাদিরই যখন অচিন্ত্য-প্রভাব দেখা যাইতেছে, তখন তাহাদের কারণস্বরূপ প্রকৃত ব্রহ্ম-বস্তুতে তাদৃশ প্রভাব অঙ্গীকার করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ফল কথা—প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে কেবল তর্ক করিলেই কিছু ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না। মায়ামুণ্ড অবলোকন করিলে, ইহা দেবদত্তের মুণ্ড—এই প্রকার বিশ্বাস হওয়ায়; সেস্থলে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইয়া পড়ে। আবার মেঘবারি বর্ষণে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও, তথা হইতে দ্বিগুণ ধূমের উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমরা পর্ব্বতে অগ্নির সত্তা অনুমান করিতে পারি সুতরাং এস্থলে অনুমানেরও ব্যভিচার হওয়ায় ইষ্ট-সিদ্ধি হইল না! কিন্তু আপ্তবাক্যলক্ষণ শব্দের কোথাও ব্যভিচার দেখা যায় না। হিমালয়ে হিম থাকে এবং রত্নালয়ে রত্ন থাকে—ইহা চির-প্রসিদ্ধ; অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শব্দ প্রত্যক্ষাদির উপজীবক, আবার উহা—প্রত্যক্ষাদির অপেক্ষা না রাখিয়াও তাহাদের অগম্যস্থলে কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এই—যিনি কোথাও একবার মায়ামুণ্ড দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, পরে তিনি কখন সত্যমুণ্ড দেখিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ তাহাকে বিশ্বাস করিতে সাহসী হয়েন না, আবার আপ্তবাক্যরূপ আকাশবাণী-বলে তাঁহারই তাহাতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া থাকে। "অরে শীতার্ত্ত পথিক! এস্থানে বহ্নির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়াছি অগ্নি বৃষ্টিতে নির্ব্বাপিত হইয়াছে; পরন্তু ঐ ধূমযুক্ত পর্ব্বতে অগ্নি দেখিতে পাইবা!"—এইরূপ আপ্তজনের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেকেই সফলমনোরথ হইয়া থাকেন। এই সকল স্থানেই শব্দ—প্রত্যক্ষ ও অনুমানের পোষকরূপে সাধকতম হয়। একটি আপ্তজন, বিস্মৃতকণ্ঠমণি কোন ব্যক্তিকে বলিল—তুমি মণিকণ্ঠ অর্থাৎ তোমার কণ্ঠে মণি আছে,—এই কথা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ 'আমার কণ্ঠে মণি নাই'—এই মোহকে তিরস্কার করিয়া—'আমি মণিকণ্ঠ'—এইরূপ যথার্থ জ্ঞানযুক্ত হইল। এস্থলে শব্দ, প্রত্যক্ষাদির কোন অপেক্ষা রাখিল না বুঝিতে হইবে। সূর্য্যাদি গ্রহগণের রাশি-সঞ্চার বিষয়েও শব্দেরই বোধকতা, অন্যের নাই।—এইরূপে শব্দেরই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত হওয়ায় ব্রহ্মের বোধকরূপে শ্রুতি শব্দকেই জানিতে হইবে, কারণ শ্রুতিই ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ান্তর নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন:—

"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" যে বেদবেত্তা নয়, সে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না অতএব বেদই স্বতঃসিদ্ধ ও নির্দ্দোষ। বেদানুকূল তর্কই তত্ত্বনির্ণয়ে উপযুক্ত, বেদ-প্রতিকূল শুষ্ক তর্ক বা বিতণ্ডা দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় করা বিড়ম্বনা মাত্র।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"—এই অংশের 'অচিন্ত্য' পদের অর্থ লোকাতীত বলিয়া দুঃসাধ্যরূপে প্রতীয়মান। ভাব—শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ শ্রীভগবদ্‌গুণ-লীলাদিরূপ বস্তু। তর্ক—স্বমতিকল্পিত অনুমান। এতদ্ভূত অচিন্ত্য পদার্থকে স্বকপোলকল্পিত অনুমান দ্বারা মায়িক বলিয়া কখনই কল্পনা করিবে না।

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—ইহার এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে; অর্থাৎ যাঁহার প্রমাণ শাস্ত্র, যিনি শাস্ত্রের প্রকাশক সুতরাং সমস্ত অর্থের যথার্থদর্শী লোকপ্রতারণাদি-দোষহীন পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রণীত—শাস্ত্রই যে তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি-বিষয়ে বলবৎ প্রমাণ—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ইহার উপর যদি আশঙ্কা হয়—শাস্ত্র যে—পরমেশ্বর-প্রণীত তাহার প্রমাণ কি? সেই জন্যই উল্লেখ করিলেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" শ্রুতির (বেদের) শব্দমূলত্ব অর্থাৎ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত-মেতদৃগ্‌বেদো জায়তে" ইত্যাদি "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং বেদাংশ্চ তস্মৈ প্রহিণোতি"—ইত্যাদি শ্রুতি-রূপ শব্দই, শ্রুতির পরমেশ্বর-প্রণীতত্বের প্রতি মূল প্রমাণ।

গ্রন্থ-কর্ত্তা—বেদ-ন্যায়-পুরাণ-ইতিহাসকথিত প্রমাণ নিচয়ের দ্বারা, বেদ—শব্দাত্মক এবং সেই শব্দও—পরমেশ্বরসম্ভূত, পুরুষকল্পিত নহে; আমাদের প্রমেয়-বস্তু-নির্ণয়ে সেই বেদ-শব্দই অনন্য প্রমাণ—ইহাই স্থাপন করিলেন।

তত্র চ বেদ-শব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাদ্দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পর-বিরোধাদ্‌বেদরূপো বেদার্থ-নির্ণায়কশ্চেতিহাস-পুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ। তত্র চ যো বা বেদশব্দো নাত্ম-বিদিতঃ সোঽপি তদ্দৃষ্ট্যানুমেয় এবেতি সম্প্রতি তস্যৈব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্। তথাহি মহাভারতে মানবীয়ে চ,—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।" [ম০ ভা০ আ০ ১, ২৬৭]

ইতি, "পূরণাৎ পুরাণম্" ইতি চান্যত্র। ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি, ন হ্যপরিপূর্ণস্য কনক-বলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যতে। ননু যদি বেদ-শব্দঃ পুরাণমিতি-হাসঞ্চোপাদত্তে, তর্হি পুরাণ-* মন্যদন্বেষণীয়ম্। যদি তু ন, ন তর্হীতিহাস-পুরাণয়োরভেদো বেদেন। উচ্যতে;—বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদক—পদ-কদম্বস্যা-পৌরুষেয়ত্বাদভেদেঽপি স্বরক্রম-ভেদাদ্‌ভেদ-নির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে। ঋগাদিভিঃ সমমনয়োরপৌরুষেয়ত্বেনাভেদো মাধ্যন্দিনশ্রুতাবেব ব্যজ্যতে,—"এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃযদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" [বৃ০ আ০ ২, ৪, ১০] ইত্যাদিনা॥ ১২॥

---

* "পুরাণাদিকম্" ইতি পাঠান্তরম্'—তদন্তে "অন্যৎ" ইত্যত্র "অন্যবৎ" ইতি পাঠঃ—শ্রীমদগোস্বামি-ভট্টাচার্য্য-সম্মতঃ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

এবং চেদৃগাদিবেদেনাস্তু পরমার্থ-বিচারঃ? তত্রাহ,—তত্র চ বেদশব্দস্যেতি। তর্হি ন্যায়াদিশাস্ত্রৈ-র্বেদার্থনির্ণেতৃভিঃ সোঽস্তু? ইতি চেত্তত্রাহ,—তদর্থনির্ণায়কানামিতি। তস্যৈবেতি—ইতিহাস-পুরাণাত্মকস্য বেদরূপস্য ইত্যর্থঃ। সমুপবৃংহয়েদিতি—বেদার্থং স্পষ্টীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পূরণাদিতি—বেদার্থস্যেতি বোধ্যম্। ত্রপুণা—সীসকেন। পুরাণেতিহাসয়োর্ব্বেদরূপতায়াং কশ্চিচ্ছঙ্কতে—নম্বিত্যাদিনা। তত্র সমাধত্তে—উচ্যত ইত্যাদিনা। নিখিলশক্তি-বিশিষ্টভগবদ্রূপৈকার্থপ্রতিপাদকং যৎ পদ-কদম্বমৃগাদিপুরাণান্তং তস্যেতি। ঋগাদিভাগে স্বর-ক্রমোঽস্তি, ইতিহাস-পুরাণভাগে তু স নাস্তি—ইত্যেতদংশেন ভেদঃ। "এবং বা" ইতি মৈত্রেয়ীং পত্নীং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য-বচনম্। অরে—মৈত্রেয়ি! অস্য—ঈশ্বরস্য। মহতঃ—বিভোঃ, পূজ্যস্য বা। ভূতস্য—পূর্ব্বসিদ্ধস্য। স্ফুটার্থমন্যৎ॥ ১২॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

দুষ্পারত্বাদিতি—কেষাঞ্চিদ্বেদানামুচ্ছন্নত্বাৎ কেষাঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নত্বাচ্চেতি ভাবঃ। তদর্থ-নির্ণায়কানাং—বেদান্তসূত্রাদিকারিণাং মুনীনাং ব্যাস-কণাদাদীনাম্। বেদরূপঃ—গৌণ্যা নিরূঢ়লক্ষণয়া বেদশব্দপ্রতিপাদ্যঃ, নাত্মবিদিতঃ—অপ্রচরদ্রূপত্বাৎ। তদদৃষ্ট্যা—ইতিহাসপুরাণদৃষ্ট্যা। সমুপবৃংহয়েদিতি;—বেদয়তি—বিহিত-নিষিদ্ধং পরতত্ত্বস্বরূপং চ জ্ঞাপয়তীতি বেদস্তম্, অভিধেয়-প্রকাশতয়া পূরয়েৎ; ইতিহাস-পুরাণয়োর্ব্বেদ-শাস্ত্রান্তর্ভূতত্বং জানীয়াদিতি যাবৎ। নাম-ব্যুৎপত্ত্যাপি বেদ-সমুপবৃংহণমাহ—পূরণাদিতি,—বেদপূরণাদিত্যর্থঃ। পুরাণমিতি হ্রস্বঃ সংজ্ঞায়াম্। বৃংহণং—পূরণং, পুরাণং—বেদ-শব্দেনোপাদীয়মানং পুরাণম্। অন্তবৎ—উচ্ছন্নপ্রচ্ছন্নবেদবৎ, অন্বেষণীয়মিতি—ইদানীং প্রচরৎপুরাণেতিহাসয়োর্ব্বেদ-ব্যবহারাভাবাদিতি ভাবঃ। পদকদম্বস্যেতি—বেদ-ঘটকস্য পুরাণেতিহাস-ঘটকস্য চেত্যাদেঃ, অপৌরুষেয়ত্বাৎ—জীবাপ্রণীতত্বাৎ, পরমেশ্বর-প্রণীতত্বাদিতি যাবৎ। অভেদেঽপি—বেদশব্দ-প্রতিপাদ্যত্বেঽপি, স্বর-ক্রম-ভেদাৎ—স্বর-ক্রময়োর্ভেদাৎ, ভেদনির্দ্দেশঃ বেদ-পুরাণয়োর্ভেদেন ব্যবহারঃ। স্বরঃ—দাত্তোদাত্তাদিরূপঃ *। তথা চ দাত্তোদাত্তাদি-স্বর-ভেদেনাধ্যয়ন-বিধিবিষয়তা বেদস্য। পুরাণেতিহাসয়োর্ন দাত্তাদি-স্বরভেদেনাধ্যয়ন-বিধিবিষয়তা, কিন্তু—

"ইতিহাস-পুরাণানি শ্রুত্বা ভক্ত্যা বিশাম্পতে! মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মহত্যাদিভির্ব্বিভো!
ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ। শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্! বাচকান্নরকং ব্রজেৎ॥"

তথা,—"দেবার্চ্চামগ্রতঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। গ্রন্থিঞ্চ শিথিলং কুর্য্যাদ্বাচকঃ কুরুনন্দন!
পুনর্ব্বধ্নীত তৎ সূত্রং ন মুক্তং ধারয়েৎ ক্বচিৎ। হিরণ্যং রজতং গাশ্চ তথা কাংস্যোপদোহনাঃ।
দত্ত্বা চ বাচকায়েহ শ্রুতস্যাপ্নোতি যৎ ফলম্॥"

কাংস্যোপদোহনাঃ—কাংস্যক্রোড়াঃ।

"বাচকঃ পূজিতো যেন প্রসন্নাস্তস্য দেবতাঃ"

তথা,—"জ্ঞাত্বা পর্ব্ব-সমাপ্তিঞ্চ পূজয়েদ্বাচকং বুধঃ। আত্মানমপি বিক্রীয় স ইচ্ছেৎ সফলং ক্রতুম্॥"

তথা,—"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা। কলস্বর-সমাযুক্তং রসভাব-সমন্বিতম্॥

* উদাত্তানুদাত্তাদিভেদ এব স্বরস্যোপলভ্যতে। অত্র আদর্শান্তরাভাবান্ন টিপ্পনীপাঠশ্চালিতঃ।
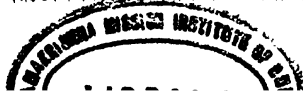
বুধ্যমানঃ সদা হ্যর্থং গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশো নৃপ ! ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থং চার্পয়েন্নৃপ !
য এবং বাচয়েদ্বিদ্বান্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে ॥"

তথা,—"সপ্তস্বরসমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে ! প্রদর্শয়ন্ রসান্ সর্ব্বান্ বাচয়েদ্বাচকো নৃপ !" ইতি—তিথিতত্ত্ব-নৈয়তকালিককল্পতরু ধৃত-ভবিষ্যপুরাণাদি-বচনানুসারেণাধ্যয়ন-বিষয়তেতি বিশেষাদিতি ভাবঃ। ক্রম-ভেদঃ—উপক্রমোপসংহার-বিশেষনিয়মিত আনুপূর্ব্বী-বিশেষঃ। ঋগাদ্যাখ্যানুপূর্ব্বী-বিশেষবত্ত্বং—বেদ-পদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, স্বরবিশেষেণাধ্যয়ন-বিধিবিষয়তাবচ্ছেদকং, শূদ্রস্যাধ্যয়ন-শ্রবণাদিনিষেধবিষয়তাবচ্ছেদকঞ্চ। পুরাণাদ্যানুপূর্ব্বীমত্ত্বঞ্চ—শূদ্রাদ্যধ্যয়ন-নিষেধবিষয়তাবচ্ছেদকং, শ্রবণ-বিধিবিষয়তাবচ্ছেকঞ্চেতি বেদ-পুরাণাদ্যোরপৌরুষেয়ত্বাবিশেষেঽপি ভেদ-নির্দ্দেশঃ। বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদকত্বাপৌরুষেয়ত্ব-সাম্যেন গৌণ্যা লক্ষণয়া পুরাণাদৌ বেদশব্দপ্রয়োগঃ। বস্তুত এবং বিধিনিষেধবাক্য-ব্রহ্মপ্রতিপাদকবাক্য-কদম্বানাং কেনাপি প্রমাণেন লোকে প্রাগনবগতার্থপরাণামপৌরুষেয়াণাং বেদত্বং, পুরাণাদীনাং চ পরম-দয়ালুনা ভগবতা স্বয়ং স্ত্রী-শূদ্র-ব্রহ্মবন্ধূনাং শ্রবণাদার্থং বেদাদনন্তরোক্তানাং বেদাদবগতার্থ-বোধকতয়া ন তত্র বেদশব্দস্য মুখ্যা বৃত্তিঃ; কিন্তু গৌণী বৃত্তিঃ। তথা ভেদেঽপি মুখ্য-গৌণ-বেদশব্দপ্রতিপাদিতানাং বেদ-পুরাণেতিহাসানামেকগ্রন্থত্বং—ব্রহ্মবেদনরূপৈকপ্রতিপত্তিরূপত্বাৎ, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। বেদ-পুরাণেতিহাসানামভেদেঽপি ন বেদমপেক্ষ্য পুরাণেতিহাসয়োর্ন্যূনত্বং, পরন্তু তুল্যপ্রধানভাবঃ, অপৌরুষেয়ত্বেন স্বতঃ প্রমাণতাতৌল্যাৎ। যদ্বা; বেদশব্দস্য শক্তিদ্বয়ী, একা—ঋগাদ্যানুপূর্ব্বী-বিশেষরূপেণ অপরা চ—অপৌরুষেয়ত্বেন ঋগাদি-বেদচতুষ্টয়-পুরাণেতিহাসসাধারণী;—ইতি বৃত্তিদ্বয়স্বীকারফলঞ্চোক্ত-মেবাবধেয়ম্। অত্র বেদপূরণং নাম—বেদোত্থাপিতাকাঙ্ক্ষা-নিবর্ত্তনম্। তদুক্তম্,—

"অর্থৈক্যাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষঞ্চেদ্বিভাগে স্যাৎ।" ইতি।

অর্থৈক্যং—তাৎপর্য্যবিষয়ার্থ-প্রতিপত্তেরৈক্যং, বেদস্থলে তাৎপর্য্যবিষয়প্রতিপত্তির্ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয়ঃ। একং বাক্যম্—একো গ্রন্থঃ, বিভাগে—গ্রন্থয়োঃ পৃথগুপন্যাসেঽপি। অত্রাকাঙ্ক্ষা—'বেদাদর্থ-প্রতীতৌ সত্যাং তত্রাসম্ভাবনাদিনা কথমেতদর্থ-সঙ্গতিঃ?' ইতি শিষ্য-জিজ্ঞাসা, তন্নিবৃত্তিশ্চ পুরাণেতিহাসাভ্যাং ক্রিয়ত ইতি বেদমপেক্ষ্য পুরাণেতিহাসয়োরুৎকর্ষ-প্রতীতিরিতি বেদ-পুরাণয়োরেকগ্রন্থত্বে পুরাণেতিহাসয়োর্বেদার্থ-সংগ্রাহকত্বেন পৌনরুক্ত্যদোষ ইতি পরাস্তম্; বেদ-চতুষ্টয়ার্থ-বিবরণরূপত্বাত্তয়োরিতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

ইতিহাস ও পুরাণের আবশ্যকতা। উল্লিখিতরূপে বেদই বিচারবিষয়ে মূল প্রমাণ স্থিরীকৃত হইল সুতরাং ঋগাদি বেদ অবলম্বনেই পরমার্থ বিচার হউক?—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন:—কলিকালে বেদের প্রচার অতি অল্প, তন্মধ্যেও কোন কোন বেদ বা বেদাংশ উচ্ছন্নপ্রায় হইয়াছে, বা কোনও বেদ প্রচ্ছন্নভাবে আছে আবার বেদার্থের গ্রাহকগণও কাল-বশে দুর্ম্মেধ হওয়ায় দুর্গম বিষয়ের ধারণাশক্তিহীন, তন্নিমিত্তই বেদের দুষ্পারত্ব এবং দুরধিগমত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। বেদার্থনির্ণায়ক ন্যায়াদি শাস্ত্রের দ্বারাও পরমার্থ বিচার কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ—বেদার্থ প্রতিপাদক বেদান্ত-সূত্রাদি গ্রন্থপ্রণেতা ব্যাস-কণাদ প্রভৃতি মুনিগণেরও পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, অতএব বেদার্থনির্ণায়ক বেদরূপ—ইতিহাস-পুরাণাত্মক শব্দ লইয়াই পরমার্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। বেদের তেমন প্রচার না থাকায়, বিচারবিষয়ে যে সকল বৈদিক শব্দ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই সমস্ত শব্দ-ইতিহাস-

পুরাণে দেখিয়াই বেদের বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয় সুতরাং সম্প্রতি এইরূপে ইতিহাস-পুরাণাত্মক বেদ বাক্যেরই প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) উৎপাদকত্ব স্থিরীকৃত হইল। মহাভারতে ও মনুস্মৃতিতে কথিত আছে ;—"ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে।" অন্যত্রও আছে ;—"বেদের পূরণ হয় বলিয়াই ইহার নাম—পুরাণ।" যাহা বেদ নয়, তাহা দ্বারা বেদের পূরণ অসম্ভব। সুবর্ণ-বলয়ের কোন অংশ পূরণের প্রয়োজন হইলে, সীসকের দ্বারা কখনই তাহার পূরণ হইতে পারে না।

এস্থানে এ আশঙ্কা হইতে পারে—'যদি বেদ-শব্দে পুরাণ-ইতিহাস বুঝায়, তাহা হইলে পুরাণাদি নামে অন্য কোন গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে হয় ; নচেৎ ইতিহাস-পুরাণের বেদের সহিত কোন অভেদ থাকে না।' ইহার সমাধান এই :—বেদ ও পুরাণাদি—এই উভয়ের বাক্যনিচয়ের দ্বারাই নিখিল-শক্তিবিশিষ্ট ভগবদ্রূপ-অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছেন এবং উভয়েরই অপৌরুষেয়ত্ব সুতরাং এ অংশে বেদের সহিত ইতিহাস পুরাণের কোন ভেদ নাই, তবে বেদের ঋক্—আদি ভাগে উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর-ভেদ এবং ক্রম-ভেদ আছে, কিন্তু ইতিহাস পুরাণভাগে তাহা নাই—এই অংশেই উভয়ের ভেদ দেখা যায়।

ঋগাদি বেদের সহিত পুরাণ-ইতিহাসের অপৌরুষেয়ত্ব পক্ষে অভেদ—ইহা মাধ্যন্দিন শ্রুতিতেই প্রকাশ পাইতেছে, যাজ্ঞবল্ক্য নিজ-পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন ;—"অয়ে মৈত্রেয়ি! ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ—এ সমস্তই পূর্ব্বসিদ্ধ বিভুরূপ এই পরমেশ্বরের নিশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ এই সকল শাস্ত্র নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে তাঁহা হইতে বাহির হইয়াছে। ১২।

তাৎপর্য্য।

(১২) বেদের উচ্ছন্নত্ব ও প্রচ্ছন্নত্ব আমরা এইরূপে দেখিতে পাই :—বেদে আছে—"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"—এই বাক্যে সন্ধ্যার নিত্যই অনুষ্ঠানের বিধি সমর্থিত হইল, আবার "সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ।"—এই পাক্ষিক নিষেধপর স্মৃতিবাক্যও তাদৃশ শ্রুতির অনুমাপক হওয়ায় ; উহাই প্রমা বলিয়া গৃহীত হইল। এইরূপ বেদে অনেক বিষয় উচ্ছন্ন (লুপ্ত) হইয়াছে বা কতকগুলি প্রচ্ছন্ন (গুপ্ত) ভাবে রহিয়াছে ; সেই সকল অংশই আমরা ইতিহাস-পুরাণাত্মক স্মৃতিতে দেখিতে পাই। আবার বেদে কোন বিষয় অতি সংক্ষেপে কথিত আছে ; তাহা পুরাণাদিতে অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই নিমিত্তই শ্রুতির আজ্ঞা আছে :—'যে ব্যক্তি ইতিহাস-পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া আমাকেই কেবল আলোচনা করে, সে আমাকে প্রহার করিয়া থাকে।' প্রহার বলিবার কারণ—অনেক সময় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বেদ আলোচনা করিতে বসিয়া প্রয়োজনীয়—বেদের লুপ্তাংশ ও প্রচ্ছন্নাংশ না পাওয়াতে তাহার অস্তিত্বের অপলাপ করিতে সাহস করেন কিন্তু স্মৃতি * আলোচনা করিলে এ অবসর বোধ হয় তাঁহাদের হইত না। স্মৃতির সহিত বেদের বাধ্যবাধকতা ভাব ; ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। যেমন স্মৃতির বেদের অপেক্ষা আছে, তেমনি বেদেরও স্মৃতির অপেক্ষা আছে ; তথাপি স্মৃতি এমন করিয়াই বেদার্থ আকর্ষণ করিয়াছেন যে, অনেক সময় কেবল স্মৃতির সাহায্যেই প্রমেয় নির্ণয় হইয়া পড়ে। ইহার বিস্তার পর বাক্যেই পরিস্ফুট হইবে।

---

* স্মৃতি বলিতে এস্থানে—ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি সকলই জানিতে হইবে, কেবল মন্বাদি সংহিতাই নহে। পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরিক ভাষ্যের অনেক স্থানে ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতিকেই 'স্মৃতি' বলিয়াছেন।

স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত ভেদে তিনি প্রকার। "উচ্চৈরাদীয়তে উচ্চার্য্যতে ইতি উদাত্তঃ" অর্থাৎ উচ্চভাবে উচ্চার্য্যমাণ স্বর—উদাত্ত। ইহার বিপরীত অর্থাৎ নীচ ভাবে উচ্চার্য্যমাণ স্বর—অনুদাত্ত এবং সমাহৃত স্বর—স্বরিত অর্থাৎ যাহা হইতে উচ্চ-নীচরূপে স্বর উৎপন্ন হয়—এইরূপ স্বরের সংগ্রাহক অবস্থাকে স্বরিত বলা যায়। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ক্রম—যজ্ঞাদির অঙ্গরূপ বৈদিক বিধান। অমর কোষে—কল্প ও বিধিনামক ইহারই আরও দুইটি পর্য্যায় বলা হইয়াছে। এই স্বর-ভেদ ও ক্রম-ভেদ বেদেই পরিলক্ষিত হয় সুতরাং এই অংশেই বেদের সহিত পুরাণ ও ইতিহাসের ভেদ ; তত্ত্বাংশে নহে।

অতএব স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডে ;—

"পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ। আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সষড়ঙ্গ-পদক্রমাঃ॥ ততঃ পুরাণমখিলং সর্ব্বশাস্ত্রময়ং ধ্রুবম্। নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্। নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাত্তস্য ভেদান্নিবোধত॥ ব্রাহ্ম্যং পুরাণং প্রথমং—" ইত্যাদি।

অত্র শতকোটিসংখ্যা ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধেতি তথোক্তম্। তৃতীয়স্কন্ধে চ ;—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ।" [ভা০ ৩, ১২, ৩৭।]

ইত্যাদিপ্রকরণে,—

"ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ। সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥" [ভা০ ৩, ১২, ৩৯] ইতি।

অপি চাত্র সাক্ষাদেব বেদ-শব্দঃ প্রযুক্তঃ পুরাণেতিহাসয়োঃ। অন্যত্র চ ;—

"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ—ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্॥" ইত্যাদৌ। অন্যথা—"বেদান্" ইত্যাদাবপি পঞ্চমত্বং নাবকল্পেত, সমানজাতীয়-নিবেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ। ভবিষ্যপুরাণে ;—

"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্।" ইতি।

তথা চ সাম-কৌথুমীয়শাখায়াং, ছান্দোগ্যোপনিষদি চ ;—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।" [৩, ১৫, ৭] ইত্যাদি।

অতএব "অস্য মহতো ভূতস্য" ইত্যাদাবিতিহাস-পুরাণয়োশ্চতুর্ণামেবান্তর্ভূতত্ব-কল্পনয়া প্রসিদ্ধ-প্রত্যাখ্যানং নিরস্তম্। তদুক্তম্ * ;—"ব্রাহ্ম্যং পুরাণং প্রথমং" ইত্যাদি॥ ১৩॥

---

* "তথোক্তং" ইতি পাঠঃ—গোস্বামিভট্টাচার্য্য-ধৃতঃ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

পূর্বোক্ত্যাদৌ বেদানাং পুরাণানাঞ্চাবির্ভাব উক্তঃ। সম্ভবে—আবির্ভাবয়ামাস। সমানেতি—যজুর্বেদ-পঞ্চমাদ্ বিপ্রানামক্রমব ইতিবৎ। কাষ্ণ মিতি,—কৃষ্ণেন—ব্যাসেনোক্তমিত্যর্থঃ। অতএবেতি—পঞ্চম-বেদত্বশ্রবণাদেবেত্যর্থঃ। চতুর্ণামেবান্তর্ভূতত্বেতি—ভগবন্নিঃশ্বসিতভূতে যে ইতিহাস-পুরাণে তে চতুর্ণা-মেবান্তর্গতে। 'তেষ্বেব যৎ পুরাবৃত্তং, যচ্চ পঞ্চলক্ষণমাখ্যানং, তে এব তদ্ভূতে গ্রাহ্যে; ন তু যে ব্যাসকৃতত্বেন ভুবি খ্যাতে শূদ্রাণামপি শ্রব্যে' ইতি কর্ম্মঠৈর্যৎ কল্পিতং তন্নিরস্তমিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

সমানজাতীয়-নিবেশিতত্বাদিতি—সমানজাতীয় এব পূরকেঽন্বয়াৎ, স্বান্বয়িতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেনৈব পূরণাদিতি যাবৎ। বেদগত-সংখ্যায়া অবেদেন পূরণং ন ভবতীতি পর্য্যবসিতম্। বেদানাং বেদমিতি—ঋগাদিচতুর্ণাং বেদানামর্থাবেদকং পুরাণমিত্যর্থঃ। অতএব—শ্রুতি-স্মৃতিভিরিতিহাস-পুরাণয়োঃ পঞ্চমত্ব-নিরুক্তেরেব। অন্তর্ভূতত্ব-কল্পনয়েতি,—চতুর্ণাং বেদানামন্তর্ভূতত্ব-কল্পনম্—'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্—ঋগ্বেদঃ প্রথমঃ, ততো যজুর্ব্বেদঃ, ততঃ সামবেদঃ, ততোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ—অথর্ব্ববেদঃ, তেষ্বিতিহাস-পুরাণম্,—ইতি শ্রুত্যর্থ-কল্পনাৎ। তত্রায়মভিপ্রায়ঃ—"তস্মাত্তপস্তেপানাচ্চত্বারো বেদা অজায়ন্ত, ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে"—ইত্যত্র সামান্যতো বেদচতুষ্টয়ত্বমুক্তং। তদ্বিবরণম্—ঋচ ইত্যাদি। তপস্তেপানাৎ—ঈশ্বরাৎ। তথা "মহতো ভূতস্য" ইতি শ্রুতাবপি বেদ-চতুষ্টয়-কথনানন্তরং তদ্ঘটকেতিহাস-পুরাণমাহ। অন্যথা ন বা * "অস্য মহতো ভূতস্য" ইতি শ্রুতৌ ইতিহাসঃ পুরাণমিত্যনন্তরং 'বিদ্যা উপনিষদ্' ইত্যাদি-শ্রবণাৎ বিদ্যোপনিষদামপি বেদ-চতুষ্টয়ানন্তর্গতত্বাপত্তিঃ, প্রসিদ্ধভারতাদীতিহাসব্রাহ্মাদিপুরাণানাং বেদার্থ-সংগ্রাহকত্বেন ব্যাসাদিকৃতত্বেন চ প্রসিদ্ধির্ন তেষামপৌরুষেয়ত্বম্, তথা ঋগাদিবেদমধ্যে "সংযুং প্রজাপতিং দেবা অব্রুবন্" ইত্যাদ্যুপক্রম্য, "যো ব্রাহ্মণায়াবগুরেত্তং শতেন যাতয়েৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "অবচনেনৈব প্রোবাচ" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চেতিহাসরূপত্বাৎ, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "স ব্রহ্মণা সৃজতি রুদ্রেণ বিলাপয়তি হরিরাদিরনাদিঃ" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ সর্গ-বিসর্গ-নিরোধ-ভগবদবতারাদি-কথনলক্ষণ-পুরাণরূপত্বাচ্চ কেষাঞ্চিচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্নতয়াধুনিকানাং জনানা-মজ্ঞাতত্বাৎ, প্রচররূপাণামপি দুরূহত্বাৎ ব্যাসেন তদর্থান্ সঙ্কলয্য ভারতাদীতিহাসপুরাণানি কৃতানীতি বোধ্যম্। প্রসিদ্ধপ্রত্যাখ্যানং—প্রসিদ্ধানাং ভারত-ব্রাহ্মাদীনাং বেদত্বপ্রত্যাখ্যানং নিরস্তমিতি। ইতিহাস-পুরাণয়োঃ শ্রুতৌ ক্রমিকজাতত্বেন কথনাদিতিহাসস্য পঞ্চমত্বম্, পুরাণস্য ষষ্ঠত্বং যদ্যপি বক্তুমুচিতম্, তথাপীতিহাসপুরাণয়োর্ব্বেদার্থ-বিবরণরূপত্বেনৈক্যমাদৃত্য পঞ্চমত্বমুক্তম্, স্বতন্ত্রেচ্ছত্বাদ্ভগবতঃ। শ্রুতৌ প্রাগিতিহাসনিঃসরণং ততঃ পুরাণমিতি ক্রমনির্দ্দেশাৎ ব্যাসেন তৎক্রমেণৈব তয়োরাবির্ভাবনম্। তেন ভারতীমত্রয়েব পুরাণ-সংগ্রহঃ কৃত ইতি।

"অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতী-সুতঃ। ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্॥"

* "ন বা" ইত্যস্য সঙ্গতিঃ সুধীভির্ব্বিচার্য্যা।

ইতি বচনস্থার্থং ;—সত্যবতী-সুতঃ অষ্টাদশপুরাণং কৃত্বা ভারতাখ্যানং অখিলং—পূর্ণং চক্রে, 'খিল' শব্দস্যোণার্থত্বাৎ। তদুপবৃংহিতং—বেদার্থৈর্যুক্তম্। যদ্বা ;—অখিলং—তদেব লোকাদিগতসর্ব্বং ভারতাখ্যানম্, তদুপবৃংহিতং—তৈঃ—পুরাণৈঃ, উপবৃংহিতং—পূর্ণঞ্চক্রে ইত্যন্বয়ঃ, ন তু অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা ভারতং চক্রে ইত্যন্বয়ঃ, শ্রুত্যাদি-বিরোধাপত্তেঃ। অতএব বক্ষ্যমাণগরুড়পুরাণ-ভাগবতলক্ষণে—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয় ইত্যুক্তম্"। তথোক্তমিতি—প্রসিদ্ধপুরাণস্য বেদত্বমুক্তম্॥ ১৩॥

অনুবাদ।

বেদ ও পুরাণাদির আবির্ভাব। উল্লিখিত মাধ্যন্দিন শ্রুতির সমর্থনকল্পে অন্যান্য শ্রুতি পুরাণাদির বচন উল্লেখ করিয়া বেদ ও পুরাণাদির আবির্ভাব বলিতেছেন :—

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে কথিত আছে ;—"পূর্ব্বকালে দেব-গণের পিতামহ ব্রহ্মা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তপস্যার ফলে—ষড়ঙ্গ পদ ক্রমের সহিত বেদ আবির্ভূত হয়েন। তারপর সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে নিত্য-শব্দময় শতকোটি শ্লোকে নিবদ্ধ পবিত্র সর্ব্বশাস্ত্রময় নিত্য পুরাণ আবির্ভূত হয়েন ; তাহার ভেদ বলিতেছি শ্রবণ কর,—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, শ্রীভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। উহার মধ্যে ব্রহ্ম-পুরাণই প্রথম।" ব্রহ্ম লোকে এই সমস্ত পুরাণের শ্লোক শতকোটিসংখ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কথিত আছে,—"চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নিজের পূর্ব্বাদি মুখ হইতে ক্রমে—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ প্রকাশ করেন। তারপর সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আপনার সমস্ত মুখ হইতে ইতিহাস-পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ আবির্ভাব করিয়াছিলেন।"

উল্লিখিত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে—পুরাণ ও ইতিহাসের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ 'বেদ' শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যত্রও তাহাই কথিত হইয়াছে,—"পুরাণই পঞ্চম বেদ। ইতিহাস এবং পুরাণই পঞ্চম বেদরূপে কথিত হয়। মহাভারত যাহার পঞ্চম—এমন বেদ সকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।" ইত্যাদি অনেক স্থলে পুরাণ-ইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়াই 'বেদ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা না হইলে—"মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদ সকল"—ইত্যাদি স্থলে মহাভারতের পঞ্চমত্বের অবধারণ হইত না। কারণ—সংখ্যা পরস্পর সমান জাতিতেই বিন্যস্ত হয়। ভবিষ্য পুরাণে কথিত আছে—"কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত মহাভারতকে পঞ্চম বেদরূপে জানিতে হইবে।" সামবেদের কৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই কথা বলা হইয়াছে ;—হে ভগবন্! আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ—অথর্ব্ববেদ, বেদের মধ্যে পঞ্চম বলিয়া বিখ্যাত—ইতিহাস এবং পুরাণ অধ্যয়ন করিতেছি।"

অতএব (শ্রুতি স্মৃতি বচন নিচয়ের দ্বারা ইতিহাস-পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব সিদ্ধ হওয়াতেই) "মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" ইত্যাদি স্থলে ইতিহাস-পুরাণ—বেদ-চতুষ্টয়েরই অন্তর্ভূত অর্থাৎ তাহাদেরই অংশবিশেষ—এইরূপ কল্পনা করিয়া, যাঁহারা প্রসিদ্ধ ইতিহাস-পুরাণের বেদত্ব স্বীকার করেন না ; তাঁহাদের এইরূপ প্রসিদ্ধ প্রত্যাখ্যান দোষ খণ্ডিত হইল। এই জন্যই স্কন্দ পুরাণে বেদের আবির্ভাব কীর্ত্তন করিয়া পরে প্রথমাদি ক্রমে ব্রহ্ম-পদ্ম প্রভৃতি পুরাণের আবির্ভাব কীর্ত্তন করা হইয়াছে॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য ।

(১৩) ষড়ঙ্গ—বেদের ছয়টি অঙ্গ ।

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং চিতিঃ ।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ ।"

অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ স্থলের বোধক—শিক্ষা। বেদবিহিত যাগাদি ক্রিয়ার উপদেশক—কল্প। সাধ্য-সাধন-কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ক্রিয়া-সমাসাদির নিরূপক—ব্যাকরণ। শব্দের শাব্দবোধের অতিরিক্ত কতিপয় অর্থের নির্ণায়ক—নিরুক্ত। অক্ষর ও মাত্রা সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট পদ্যবিশেষ—ছন্দঃ।

গ্রহ-গণনাদিরূপ গণনশাস্ত্র—জ্যোতিষ।

বৈদিক পণ্ডিতগণ এই ছয়টিকে বেদাঙ্গ বলিয়া জানেন। এই সকলকে অঙ্গ বলিবার কারণ স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে :—

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ কথ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

বেদের পদ—ছন্দ, হস্ত—কল্প, নেত্র—জ্যোতিষ, শ্রোত্র—নিরুক্ত, প্রাণ—শিক্ষা এবং মুখ—ব্যাকরণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। অতএব এই সাঙ্গ বেদ অধ্যয়নকারী ব্রহ্মলোকে বিরাজ করে।

পদক্রম—বেদের ক্রম-পাঠ ও পদ-পাঠ—এই দ্বিবিধ রীতির প্রসিদ্ধি আছে।

বেদ শব্দের অর্থ ন্যায় শাস্ত্রকার বলেন :—

"মীনশরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং—বেদঃ।"

বেদান্ত বলেন :— ধর্ম্ম-ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং—বেদঃ।

পুরাণ বলেন :— ব্রহ্মমুখনির্গতধর্ম্মজ্ঞাপকশাস্ত্রং—বেদঃ।

এই সমস্ত লক্ষণের আলোচনায় 'বেদ'—অপৌরুষেয়, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের জ্ঞাপক—এই পর্য্যন্ত অবগত হওয়া যায়। এ স্থানে ব্রহ্মশব্দ কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—এই দ্বিবিধ ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে। 'বেদ' শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়প্রতিপাদ্য অর্থ—"বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ" যিনি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব জানাইয়া থাকেন; তিনিই—বেদ।

ঋগ্‌বেদ—একবিংশতি শাখাত্মক। আয়ুর্ব্বেদ ইহার উপবেদ।

যজুর্ব্বেদ—শতশাখাত্মক। ধনুর্ব্বেদ ইহার উপবেদ।

সামবেদ—সহস্র শাখাত্মক। গান্ধর্ব্ববেদ ইহার উপবেদ।

অথর্ব্ববেদ—নবশাখাত্মক। স্থাপত্যবেদ ইহার উপবেদ।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করিয়া; প্রথমে পৈল ঋষিকে ঋগ্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ এবং সূতকে ইতিহাস পুরাণ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

"একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা। শাখানান্তু শতেনাথ যজুর্ব্বেদমথাকরোৎ॥

সামবেদং সহস্রেণ শাখানাঞ্চ বিভেদতঃ। অথর্ব্বাণমথো বেদং বিভেদ নবকেন তু॥
ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং প্রজগ্রাহ মহামুনিঃ। যজুর্ব্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ।
জৈমিনিং সামবেদস্য শ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত। তথৈবাথর্ব্ববেদস্য সুমন্তুমৃষিসত্তমম্।
ইতিহাস-পুরাণানি প্রবক্তুং মামচোদয়ৎ॥ (কূর্ম্মপুরাণ, ৪৯ অঃ)

"ইতিহাস-পুরাণানি প্রবক্তুং মামচোদয়ৎ" এই পাঠ দেখিয়া—'শ্রীবেদব্যাস সূত লোমহর্ষণকে পুরাণ পাঠ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যয়ন করান নাই'—এইরূপ ভ্রমপঙ্কে যেন কেহ নিমগ্ন না হন। শ্রীবেদব্যাস লোমহর্ষণকে পুরাণাদি অধ্যয়নই করাইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে সূতবাক্য :—

অধীয়ন্ত ব্যাস-শিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্ম্মুখাৎ। একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্।
কশ্যপোঽহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ। অধীমহি ব্যাস-শিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ। (ভাঃ, ১২, ৭,৬)

উগ্রশ্রবা সূত, নিজ পিতা লোমহর্ষণকে ব্যাসশিষ্য বলিলেন এবং কশ্যপ, সাবর্ণি এবং পরশুরামের শিষ্য অকৃতব্রণ এই তিন জনের এবং নিজের, লোমহর্ষণের নিকটে অধ্যয়ন স্বীকার করিলেন। সূতের পুরাণ পাঠাধিকার সম্বন্ধে বিস্তৃত সিদ্ধান্ত—পরে করা হইবে।

"সমানজাতীয়নিবেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ"—গ্রন্থকারের এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য—পরস্পর সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থেরই সংখ্যা দ্বারা গ্রহণ হইতে পারে। 'বেদ চারটি, ইতিহাস-পুরাণ লইয়া পাঁচটি'—একথা বলায়, পঞ্চমস্থানীয় বস্তুটিও যে বেদই; তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। যেমন—'যজ্ঞদত্ত পঞ্চমান্ বিপ্রানামন্ত্রয়স্ব'—অর্থাৎ যজ্ঞদত্তকে লইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর—বলিলে, যজ্ঞদত্তও ব্রাহ্মণ; অপর জাতি নহে—ইহাই বুঝিতে হইবে?

প্রসিদ্ধ প্রত্যাখ্যান—"জগতে প্রসিদ্ধ মহাভারতাদি ইতিহাস এবং ব্রহ্ম-পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ—বেদার্থের সংগ্রাহক ও মহর্ষি ব্যাসের কৃত বলিয়া বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় নহে কিন্তু ঋগাদি বেদের মধ্যে "সংযু প্রজাপতিং দেবা অব্রুবন্" এবং "ব্রাহ্মণাযাবগুরেত্তং শতেন যাতয়েৎ" ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাই 'ইতিহাস' আর—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," এতস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ" এবং "স ব্রহ্মণা সৃজতি রুদ্রেণ বিলাপয়তি হরিরাদিরনাদিঃ"—ইত্যাদি অংশই সর্গ-বিসর্গ-নিরোধ-ভগবদবতারাদি কথনাত্মক 'পুরাণ',—ইহাই বেদ তুল্য অপৌরুষেয়। তবে কাল-দোষে এই পুরাণ ও ইতিহাস-অংশ প্রায় বিলুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন আবার ইহার মধ্যে যে অংশের প্রচার আছে; তাহাও দুর্ব্বোধ্য, তন্নিমিত্তই আধুনিক লোক বুঝিতে পারে না—ইহা অনুভব করিয়া, বেদব্যাস সেই সমস্ত অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক স্ত্রী-শূদ্রাদির অবগ্যরূপে প্রসিদ্ধ পুরাণ ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।"—এই প্রকার একটা অভিনব মত কল্পনা করিয়া কোন কোন কর্ম্মঠ ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ইতিহাস পুরাণ বেদবৎ অপৌরুষেয় নহে—বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা যে 'প্রসিদ্ধ প্রত্যাখ্যান' নামক দোষদুষ্ট; তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান করেন না। এই কারণেই গ্রন্থকর্ত্তা—মাধ্যন্দিন শ্রুতি—ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ঋগ্‌যজু ক্রমে ইতিহাস-পুরাণ—এ সমস্তই সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাস-সম্ভূত, সকলেই অপৌরুষেয় ও বেদ-নির্ব্বিশেষ—ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যদি ঋগাদি বেদান্তর্গত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ঘটনাই ইতিহাস এবং পুরাণ হইবে; তবে মাধ্যন্দিনাদি শ্রুতিতে পুরাণ-ইতিহাসকে পৃথক্‌রূপে বলা হইত না, কারণ ঋগাদি চার বেদের বিষয় বলিলেই তদন্তর্গত

ইতিহাস পুরাণাংশও পাওয়া যাইত? ঋগাদি চার বেদ অনায়াসে আবির্ভূত হইলেন আর তদন্তঃপাতী পুরাণাদির অংশগুলি আবদ্ধ হইয়া পড়িল; তাহার পর "ইতিহাসঃ পুরাণং" বলিয়া সেই অংশগুলি বাহির করিলেন! এ কথা কি সঙ্গত হয়? সুতরাং শ্রুতিতে ক্রমিকভাবে ঋগাদি পুরাণান্ত বেদনিচয়ের আবির্ভাব কীর্ত্তন করায় পূর্ব্বোক্ত 'প্রসিদ্ধ প্রত্যাখ্যান' দোষ নিরস্ত হইল। আরও দেখা যাইতেছে—পদ্মপুরাণের প্রভাস খণ্ডে বেদের আবির্ভাবের পরে ব্রহ্ম পদ্ম প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়া পুরাণের আবির্ভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু প্রতিবাদিনির্দ্দিষ্ট বেদান্তর্গত ইতিহাস পুরাণাত্মক অংশতো ব্রহ্মপদ্মাদি নাম-উল্লেখে নির্দ্দেশ করা হয় নাই? তবে তাঁহাদের ঐরূপ বাক্য যে নিতান্তই ভিত্তিশূন্য তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পঞ্চমত্বে কারণঞ্চ বায়ু-পুরাণে সূত-বাক্যম্;—

"ইতিহাস-পুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি। মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ॥
এক আসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ। চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ। ঔদগাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজ-সত্তমাঃ! পুরাণ-সংহিতা-*শ্চক্রে পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥
যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদ ইতি শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ঃ। ইতি।

ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নে চ বিনিয়োগো দৃশ্যতেঽমীষাম্—"যদ্‌ব্রাহ্মণানীতিহাস-পুরাণানি" ইতি। সোঽপি নাবেদত্বে সম্ভবতি। অতো যদাহ ভগবান্ মাৎস্যে;—

"কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ! ব্যাস-রূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥" ইতি।

পূর্ব্বসিদ্ধমেব পুরাণং সুখসংগ্রহণায় সঙ্কলয়ামীতি তত্রার্থঃ। তদনন্তরং হ্যুক্তম্;—

"চতুর্লক্ষ-প্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা। তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রভাষ্যতে॥
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্য-লোকে তু † শতকোটি-প্রবিস্তরম্। তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেণ নিবেশিতঃ॥"
(মৎস্য০ ৫৩, ৮—১২,) ইতি।

অত্র তু ‡ "যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে" ইত্যুক্তত্বাত্তস্যাভিধেয়ভাগশ্চতুর্লক্ষস্ত্বত্র মর্ত্ত্য-লোকে সংক্ষেপেণ সার-সংগ্রহেণ নিবেশিতঃ, ন তু রচনান্তরেণ § ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

পঞ্চমত্বে কারণঞ্চেতি;—ঋগাদিভিশ্চতুর্ভিশ্চাতুর্হোত্রং চতুর্ভিশ্চ ঋত্বিগ্‌ভির্নিষ্পাদ্যং কর্ম্ম ভবতি, ইতিহাসাদিভ্যাং তন্ন ভবতীতি তদ্ভাগস্য পঞ্চমত্বমিত্যর্থঃ। আখ্যানৈঃ—পঞ্চলক্ষণৈঃ পুরাণানি। উপাখ্যানৈঃ—

---

* "সংহিতাং" ইতি বা পাঠান্তরম্। † "তৎ" ইতি বা পাঠঃ।
‡ "অত্র চ" ইতি চ পাঠান্তরম্। § "রচনান্তরেণ" ইতি পাঠঃ—গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ।

পুরাবৃত্তৈঃ, গাথাভিঃ—ছন্দো-বিশেষৈশ্চ, সংহিতাঃ—ভারতরূপাশ্চক্রে। তাশ্চ—"যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে" তদ্রূপা ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মেতি;—ব্রহ্মযজ্ঞে—বেদাধ্যয়নে, অমীষাং—ইতিহাসাদীনাং বিনিয়োগো দৃশ্যতে। সোঽপি—বিনিয়োগঃ তেষামবেদত্বে ন সম্ভবতি। কৃত্বা—আবির্ভাব্য। সঙ্কলয়ামি—সংক্ষিপামি। অভিধেয়-ভাগঃ—সারাংশঃ। ১৪॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

যজুর্ব্বেদস্য বেদ-সামান্যরূপত্বকথনং—ঋক্সামাথর্ব্ববেদাতিরিক্তস্য যজুর্ব্বেদত্বলাভায়। অতএবোক্তং "যজুঃ সর্ব্বত্র গীয়ত" ইতি চতুর্দ্ধা বিভাগনিমিত্তমধ্বর্য্যুত্বাদি কার্য্যভেদ ইতি ভাবঃ। "যচ্ছিষ্টন্তু যজুর্ব্বেদঃ" ইতি—অধ্বর্য্যুত্বলক্ষণ-বেদেভ্যঃ কাংশ্চিদ্বেদানাদায় যজুরাদিনাম-ভেদেন বিভাগে কৃতে যদবশিষ্টং, তদপি যজুর্ব্বেদনামকমিত্যর্থঃ। ন চ—"অস্য মহতো ভূতস্য" ইতি শ্রুতৌ ঋগাদিক্রমেণৈব জাতত্বাৎ কথমেকস্য যজুর্ব্বেদস্য ঋগাদিভেদেন বিভাগো ব্যাসকৃত ইতি বাচ্যম্। ঋগাদিক্রমেণ বেদ উদ্ভূতঃ; তত্র যজুর্ব্বেদস্য প্রচুরত্বেন সমুদিতস্য যজুর্ব্বেদত্বেনৈকত্বেন চ ব্যবহারাত্তথোক্তেঃ "আধিক্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়াৎ, ঋগাদিভেদেন বেদস্য চতুর্দ্ধাব্যবহারস্য প্রাক্ সত্ত্বেঽপি তদধিকারিভেদ-কার্য্যভেদব্যবস্থয়া ব্যাসেন ব্যবস্থাপনাত্তস্য বিভাগকর্ত্তৃত্বব্যপদেশ ইতি ভাবঃ। আখ্যানৈরিতি—প্রশ্নোত্তরবচননিবন্ধৈঃ সূতশৌনক-সম্বাদরূপৈরিত্যর্থঃ। উপাখ্যানৈঃ—প্রাথমিক-গ্রন্থাভিধেয়প্রকাশকৈঃ শুক-পরীক্ষিৎ সম্বাদাদি রূপৈঃ। গাথাভিঃ—পুরাবৃত্তেতিহাসসম্বাদাখ্যাভিরিতি। পুরাণ-সংহিতাং—পুরাণসংগ্রহং চক্রে ইতি। তথা চাখ্যানাদিভিঃ সুসজ্জীকৃত্য পুরাণানি প্রাদুশ্চকার। যথোক্তং গীতাব্যাখ্যায়াং স্বামিচরণৈঃ—"প্রায়েণ ভগবন্মুখনিঃসৃতানেব শ্লোকান্ ব্যলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ"—ইতি ব্যক্তং প্রথমস্কন্ধে;—

"স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্। শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তি-নিরতং মুনিম্॥" ইতি

ব্যাখ্যাতঞ্চ প্রথমস্কন্ধ-সন্দর্ভে;—"প্রথমতঃ সামান্যতঃ কৃত্বা নারদোপদেশানন্তরমনুক্রম্য তৎসম্মত্যাঽনুক্রমেণ বিশেষতঃ কৃত্বা" ইতি। বিনিয়োগঃ—অধ্যয়ন-বিষয়ত্বেন বিধেয়ত্বং, নাবেদত্বে সম্ভবতি—ব্রহ্মপদস্য বেদ এব শক্তেরিতি ভাবঃ। তদর্থ ইতি; তস্য—শতকোটিপ্রবিস্তরস্য অর্থঃ—তাৎপর্য্যবিষয়ার্থোপসংহারো যত্র সঃ, চতুর্লক্ষ ইত্যর্থঃ। 'তদর্থঃ' ইত্যস্য প্রকারান্তরেণ স্বয়মাহ—'অত্র চ' ইত্যাদি। পুরাণেতিহাসয়োরপি 'যচ্ছিষ্টম্' ইত্যনেন গ্রহণং, তস্যাপি যজুর্ব্বেদান্তর্গতত্বাদিতি ভাবঃ। তস্য যজুর্ব্বেদ-ভাগস্যাভিধেয়ভাগো যত্র সঃ। 'অত্র' ইত্যস্যার্থমাহ,—'মর্ত্ত্যলোক' ইতি। ন তু বচনান্তরেণেতি—যজুর্ব্বেদাভিধেয়-ভাগ-বিশেষাত্মকে পুরাণবিশিষ্টস্য চতুর্লক্ষত্বাশ্রয়স্য স্বরূপেণৈবাভিহিতঃ, ন তু বচনান্তররূপেণেতি ভাবঃ। বস্তুতঃ অভিধেয়ভাগঃ—পুরাণ-তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূতোঽর্থ ইত্যর্থঃ, ন তু বহুব্রীহিণা গ্রন্থ ইত্যর্থঃ। চতুর্লক্ষঃ—চতুর্লক্ষশ্লোকাত্মক-গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যঃ, সংক্ষেপেণ—সারসংগ্রহেণ, যজুর্ব্বেদাৎ—শতকোটি-প্রবিস্তরাত্মক-যজুর্ব্বেদভাগাৎ সারার্থ-সংগ্রাহক-তদ্ঘটকবাক্যেনেতি যাবৎ নিবেশিতঃ—কৃতঃ। অপৌরুষেয়পুরাণবচন-ঘটিতশ্চতুর্লক্ষঃ পুরাণমিতি পর্য্যবসিতম্।

"অম্বরীষ! শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।"—

ইত্যনেনাংশবিশেষস্যৈব ভাগবতত্বেন নির্দ্দেশঃ, তদ্যুক্তত্বেনাষ্টাদশসাহস্রাত্মকং ভাগবতমিতি গীয়ত ইতি। এবঞ্চ ভাগবত-শব্দোঽপৌরুষেয়-পুরাণভাগবিশেষপরঃ, "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি "বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ" ইত্যন্তগ্রন্থ-

পরশ্চ ; যথা বেদশব্দোঽপৌরুষেয়ত্বেন ঋগ্বেদাদিপুরাণান্তপরশ্চতুর্ব্বেদপরশ্চেতি । এবং ভারত-ব্রাহ্ম-পাদ্মাদিপদং, পুরাণেতিহাস-পদঞ্চ বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।

পুরাণাদির পঞ্চমবেদত্ব ও আবির্ভাবের কারণ। "ইতিহাস ও পুরাণ—পঞ্চম বেদ এবং ঋগাদিবেদতুল্য অপৌরুষেয়"—ইহা শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণ বলে স্থাপন করিয়া, সম্প্রতি পুরাণাদির পঞ্চমবেদত্ব এবং আবির্ভাবের প্রতি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চম বেদরূপে নির্দ্দেশের কারণ—বায়ু পুরাণের সূতবাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে ;— "ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু—(বেদব্যাস) আমাকে ইতিহাস-পুরাণের প্রধান বক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিলেন ; শ্রীবেদব্যাস সেই বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন, সেই বিভাগ চতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞকল্পনা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদ বিভাগে অধ্বর্য্যু-কর্ম্ম, ঋগ্বেদ বিভাগে হোতৃ-কর্ম্ম, সামবেদ বিভাগে উদ্গাতার কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদ বিভাগে ব্রহ্ম-কর্ম্ম—এইরূপে চারটি কর্ম্ম কল্পনা করা হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাহার পর সেই পুরাণার্থবিশারদ শ্রীবেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান এবং গাথা—এই কয়েকটির সন্নিবেশে পুরাণ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অধ্বর্য্যুলক্ষণ-বেদ হইতে কতকগুলি অংশ গ্রহণ করিয়া যজুঃপ্রভৃতি নামে বেদ চার প্রকারে বিভক্ত হইলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে ; তাহাও যজুর্ব্বেদ নামেই অভিহিত হয়, পরে তদ্দ্বারাই পুরাণ-ইতিহাসের প্রকাশ হয়—এইজন্যই পুরাণ-ইতিহাসকে 'পঞ্চম-বেদ' বলা হইয়াছে,—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের নির্ণীত অর্থ।

"ইতিহাস-পুরাণ—উভয়কেই বেদবৎ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য—এইরূপে ব্রহ্মযজ্ঞাত্মক বেদ অধ্যয়নেও ইতিহাস পুরাণাদির বিনিয়োগ দেখা যায় সুতরাং তাহাও বেদাতিরিক্ত বস্তুতে কখনই সম্ভাবিত হয় না।

অতএব মৎস্য পুরাণে যে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"হে দ্বিজোত্তমগণ ! 'কালদোষে মানবগণের বিপুল পুরাণ অর্থ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না' এই বিবেচনায় প্রতিযুগে আমি ব্যাসরূপ প্রকট করিয়া ঐ পুরাণকে সংহরণ করিয়া থাকি।"—এ স্থানে এই অর্থই বুঝিতে হইবে—'পুরাণ সকল পূর্ব্ব-সিদ্ধই ; লোকের অনায়াসে আয়ত্ত হইবার জন্য ভগবান্ সংহরণ—সংক্ষেপ করিয়া থাকেন।' অনন্তর এই অর্থকে বিশদ করিয়াছেন :—

"চার লক্ষ পরিমিত যে শ্লোক ; তাহাকেই প্রতিদ্বাপরে অষ্টাদশ ভাগে (আঠার পুরাণরূপে) বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে প্রচার করা হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই পুরাণ-সমষ্টি দেবলোকে শতকোটি শ্লোকে বিরাজ করিতেছেন, তাহারই সারাংশ—যাহা এই পৃথিবীতে চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রতিষ্ঠিত।"

যজুর্ব্বেদে যাহা অবশিষ্ট ছিল এই কথা বলায়, যজুর্ব্বেদের অবশিষ্টাংশের অভিধেয় ভাগ—চতুর্লক্ষ শ্লোক, তাহাই মর্ত্ত্যলোকে সারসংগ্রহরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু শ্রীবেদব্যাস পৃথক্ রচনা করিয়া সন্নিবেশ করেন নাই। ১৪।

তাৎপর্য্য ।

(১৪) চাতুর্হোত্র—ঋত্বিক্ চতুষ্টয়-নিষ্পাদ্য কর্ম্ম। "ব্রহ্মোদ্গাতা হোতাধ্বর্য্যুশ্চত্বারো যজ্ঞবাহকাঃ।"

(মৎস্য পুরাণ)

ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু—এই চারজন যজ্ঞসম্পাদক—ইহাদিগকেই ঋত্বিক্ বলা হয়। এই চারজনের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই চাতুর্হোত্র। প্রথমে কেবল এক বেদ হইতেই উক্ত চার জনের কার্য্য সম্পাদন হইত, তার পর চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সুবিধার জন্য; ঋগ্‌বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যুর—বেদী নির্ম্মাণাদিরূপ যজ্ঞশরীর সম্পাদনাত্মক কর্ম্ম—'আধ্বর্য্যব,' যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী হোতার—হোমাদি যজ্ঞালঙ্কাররূপ কর্ম্ম— 'হোত্র,' সামবেদাধ্যায়ী উদ্গাতার—যজ্ঞের বৈগুণ্যাদি নাশক শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ-কীর্ত্তনাদিরূপ কর্ম্ম 'ঔদ্গাত্র' এবং অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী ব্রহ্মার ত্রুটি সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদিরূপ কর্ম্ম—'ব্রহ্মত্ব' বা 'ব্রাহ্ম'—এই সমস্ত বিষয় ঋগাদি চার বেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীবেদব্যাসকর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হয়। পরে তিনি এই চাতুর্হোত্র কর্ম্মের দেশ-কালপাত্র নির্ব্বাচনে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাদি করিবার জন্য এবং অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাধারণে বিস্তার করিবার জন্য যজুর্ব্বেদের অবশিষ্ট—ইতিহাস পুরাণাত্মক একশত কোটি অংশের সার অংশ গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচলক্ষ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া ইতিহাস ও পুরাণ মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাবিত করেন। তন্মধ্যে ইতিহাস—মহাভারতের একলক্ষ এবং পুরাণ সকলের চারলক্ষ শ্লোক। এই জন্যই (বেদাত্মক বলিয়াই) ইঁহাদের নামও 'পঞ্চম বেদ' হইয়াছে।

আখ্যান—পঞ্চলক্ষণাত্মক * পুরাণ। উপাখ্যান—পুরাবৃত্ত। গাথা—ছন্দোবিশেষ—
এই সকল বিষয় লইয়া বেদব্যাস পুরাণও মহাভারত প্রকাশ করেন। (শ্রীবিদ্যাভূষণ)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ। পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ। পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥"
(বিঃ পুঃ, ৩ অংশ, ৬ অঃ, ১৬-১৭)

"স্বয়ংদৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ। শ্রুতস্যার্থস্য কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে।
গাথাস্তু পিতৃ-পৃথিব্যাদিগীতয়ঃ। কল্পশুদ্ধিঃ—বারাহাদিকল্পনির্ণয়ঃ।" (ইতি তট্টীকা)

আখ্যান—নিজের দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণন। উপাখ্যান—শ্রুত অর্থের বর্ণন। গাথা—পিতৃলোক এবং পৃথিবী প্রভৃতির গীতিকা। কল্পশুদ্ধি—বারাহ পাদ্মাদি কল্পের নির্ণয়।

"যচ্ছিষ্টস্তু যজুর্ব্বেদে"—এ কথায় বুঝিতে হইবে; অধ্বর্য্যুলক্ষণ যজুর্ব্বেদ হইতে কতকগুলি বেদাংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীব্যাসদেব কর্ত্তৃক যজুঃপ্রভৃতি নাম-ভেদে বিভক্ত হইলে পর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও

* পুরাণের পঞ্চলক্ষণ—স্বর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত। ত্রিগুণের বৈষম্যে কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে বিরাট্‌রূপে এবং স্বরূপতঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্ব—ইহাদের সৃষ্টি—সর্গ। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি—বিসর্গ। ব্রহ্মার সৃষ্ট রাজন্যবর্গের বংশাবলী—বংশ। মনু এবং মনুপুত্রগণের সচ্চরিত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সদুপদেশ—মন্বন্তর। পূর্ব্বোক্ত রাজন্যবর্গের এবং তাহাদের বংশধরগণের চরিত্র কীর্ত্তন—বংশানুচরিত।

এই যে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ বলা হইল; ইহা সাধারণ পুরাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জানিতে হইবে, মহাপুরাণের সম্বন্ধে নহে। মহাপুরাণের দশ লক্ষণ।—ইহার বিশেষ বিবরণ—শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

যজুর্ব্বেদ নামেই অভিহিত হইয়াছিল। সেই মহাপুরুষ হইতেই ঋগাদি চার বেদের আবির্ভাব। তাহার মধ্যে যজুর্ব্বেদই বৃহদাকার, সেই নিমিত্ত তাহাব সহিত অন্যান্য বেদের একতা গ্রহণ করিয়া যজুর্ব্বেদ হইতে বেদ-বিভাগের কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ন্যায়ও দেখা যায়—"আধিক্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি।"

শ্রীব্যাসদেবের বিভাগ করার পূর্ব্বেও বেদের ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারটিই নাম ছিল, তবে কোন্ বেদের কে অধিকারী, কোন বেদের কি কার্য্য ইত্যাদি বিষয়ের বিভাগ করাতেই ব্যাসদেবের বেদবিভাগকারিত্ব ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। বিভাগের পর অবশিষ্ট যে অংশগুলি ছিল; তাহাও যজুর্ব্বেদ-রূপেই পরিগৃহীত হয়, সম্ভব এই কারণেই সমগ্র বেদকে সাধারণতঃ যজুর্ব্বেদ বলা হইয়াছে; নচেৎ অবশিষ্টাংশের যজুর্ব্বেদ আখ্যা হইত না। সেই যজুর্ব্বেদের অবশিষ্টাংশ দেবলোকে শতকোটি শ্লোক সংখ্যায় বিদ্যমান। তাহারই সারাংশ অভিধেয় ভাগ—চারলক্ষ,—উহাই আবার মর্ত্ত্যলোকে তৎপরিমিত শ্লোকাকারে পুরাণরূপে সংস্থাপিত।

এখানে 'আখ্যান' প্রভৃতি শব্দের শ্রীপাদ গোস্বামীভট্টাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন:

আখ্যান—প্রশ্নোত্তরময় বাক্যের বন্ধন। যেমন সূত ও শৌনকের সম্বাদ।

উপাখ্যান—প্রথমে বক্তব্য গ্রন্থের অভিধেয় প্রকাশক: যেমন শ্রীশুক পরীক্ষিৎ সম্বাদ।

গাথা—পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস সম্বাদাত্মক।—উল্লিখিত আখ্যানাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া শ্রীবেদব্যাস পুরাণাদির প্রাদুর্ভাব করিয়াছিলেন।

"ইতিহাস-পুরাণাদি প্রকাশ করিতে শ্রীবেদব্যাস প্রায় শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত শ্লোকগুলিই লিখিয়াছিলেন, তবে বিষয় সঙ্গতির জন্য যে—কিছু কিছু শ্লোক স্বয়ংও রচনা করেন নাই, তাহা নয় এইরূপ আভাস শ্রীধরস্বামিপাদের গীতা ব্যাখ্যাতেও পাওয়া যায়।

ফল কথা—পুরাণ প্রভৃতি যে বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় সমালোচনায় বোধ হয়, কালের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে কখন কখন পুরাণ সকল প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকায় সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হওয়াতেই, দেবর্ষি নারদের প্ররোচনায় ব্যাস কর্ত্তৃক তাহা কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যরূপে সঙ্কলিত হয়। বৈশিষ্ট্য এই—যেমন শ্রীমদ্ভাগবতকে,—শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ, সূত-শৌনক-সংবাদ ও বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদগত আসন দান, কুশলপ্রশ্ন এবং গ্রন্থ করণ-প্রস্তাব ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে; সেইরূপ অন্যান্য পুরাণ-ইতিহাসকেও সাজাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তার মধ্যে শাস্ত্রের অভিধেয়াংশটি তাঁহার বর্ণনের পূর্ব্বে আবির্ভূত ভগবন্নিশ্বসিতরূপ অপৌরুষেয় বাক্য-দ্বারাতেই করা হইয়াছে, তবে ঐ বাক্যের সঙ্গতির জন্য প্রসঙ্গাধীন কিছু কিছু তাঁহার রচিত নাই বলিয়াও বোধ হয় না।

পুরাণের কোন কোন অংশ ব্যাস-কৃত বলিয়া পৌরুষেয় হইতে পারে না এবং সেই হেতু তাহাকে অনাদরও করা যায় না। কারণ এস্থানে 'পুরুষ বলিতে—জীব, আর তৎকৃত হইলেই—পৌরুষেয়, সুতরাং পুরুষ-ভিন্ন—ঈশ্বরকৃত হইলেই—"অপৌরুষেয়।" শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের তত্ত্ব আলোচনায়—ইহার পর-বাক্যেই তাঁহাকে ঈশ্বরবাবতার বলা হইয়াছে—

"অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্।"

সৃষ্টির প্রথমে; যে ঈশ্বরের মুখকমল হইতে অনায়াসে বেদাদি আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই ঈশ্বরই দ্বাপর যুগে পরাশরকে নিমিত্ত করিয়া সত্যবতী হইতে আবির্ভূত হইয়া কালধর্ম্মে বিলুপ্তপ্রায় বেদ ও পুরাণ সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন অতএব পুরাণের কোন কোন অংশ—সঙ্গতির জন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া বোধ হইলেও তাহা অপৌরুষেয় ভিন্ন অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না। শ্রীভগবদবতার ব্যাস-কর্ত্তৃক পুরাণাদির সংগ্রহ হওয়ায় তাহাও যে বেদের ন্যায় স্বতঃপ্রমাণ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

উল্লিখিত শ্রীপাদগোস্বামি-ভট্টাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কেহ কেহ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে—"প্রতিকল্পে ব্যাস যেমন বেদ সকলকে অবিকল আবির্ভাবিত করেন, তেমনি পুরাণাদিও আবির্ভাবিত করিয়া থাকেন, ইহার কোন অংশই ব্যাসের নূতন করা নয়। বেদাদি শাস্ত্র, যোগ্য জীবের বুদ্ধি-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীবের অভাব (শ্রীভগবানে লীন) হওয়াতে বেদাদির গ্রাহক কেহই থাকে না, তাই তখন তাঁহারা শ্রীভগবদ্ধামে বিরাজ করেন পরে সৃষ্টির প্রথমে পূর্ব্বোক্তক্রমে ঈশ্বর হইতে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়। এই আবির্ভাবের পরেও জগতের নৈসর্গিক নানাজাতীয় ঘাত-প্রতিঘাতে শাস্ত্র সকল বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন প্রয়োজন বোধে শ্রীভগবান্ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমাধি অবলম্বন করেন, সেই সমাধির বলে শাস্ত্র সকল তাঁহার হৃদয়ে অবিকল স্ফূর্ত্তি পাইলে প্রিয়শিষ্যগণকে তাহা উপদেশ দিয়া থাকেন, পরে পূর্ব্ববৎ বেদ-পুরাণাদির পুনরায় পঠন পাঠন সম্প্রদায় চলিতে থাকে, কিছুই নূতন প্রকারে রচিত হয় না। তবে নূতনের মধ্যে—শ্রীবেদব্যাসের বেদ বিভাগের পূর্ব্বে সামবেদীয় বা অন্য কোন বেদীয় কোন একটি কর্ম্ম করিতে হইলে, মিশ্রিতরূপে সন্নিবিষ্ট মন্ত্রাদির মধ্য হইতে তত্তৎ কর্ম্ম-উপযোগী সেই সেই বেদের মন্ত্র সকল অন্বেষণ করিয়া লইতে হইত, শ্রীবেদব্যাস সেই অসুবিধা নষ্ট করিয়া চাতুর্হোত্র কর্ম্মকে পৃথক্ পৃথক্ চার বেদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বেদের মন্ত্র এক এক স্থানে সন্নিবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ সামবেদের ঋক্‌বেদের এবং যজুর্বেদের মন্ত্রাদি পৃথক্ পৃথক্ করিয়াছেন মাত্র।"

তথৈব দর্শিতং বেদ-সহভাবেন শিবপুরাণস্য বায়বীয়-সংহিতায়াম্ ;—

"সংক্ষিপ্য চতুরো বেদাংশ্চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ। ব্যস্তবেদতয়া খ্যাতো * বেদব্যাস ইতি স্মৃতঃ। পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রমাণতঃ। অদ্যাপ্যমর্ত্ত্য-লোকে তু †শতকোটি-প্রবিস্তরম্॥"

[১, ২৩—২৪,] ইতি।

সংক্ষিপ্তমিত্যত্র তেনেতি শেষঃ। স্কান্দমাগ্নেয়মিত্যাদিসমাখ্যাস্তু প্রবচন-নিবন্ধনা কাঠকাদিবৎ; আনুপূর্ব্বী-নির্ম্মাণ-নিবন্ধনা বা। তস্মাৎ ক্কচিদনিত্যত্ব-শ্রবণং ত্বাবির্ভাব-তিরোভাবাপেক্ষয়া। তদেবমিতিহাস-পুরাণয়োর্ব্বেদত্বং সিদ্ধম্। তথাপি সূতাদীনা-মধিকারঃ—সকল-নিগমবল্লী-সৎফল-শ্রীকৃষ্ণনামবৎ। যথোক্তং প্রভাসখণ্ডে ;—

---

* "লোকে" ইতি বা পাঠঃ। † "তৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎ-স্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম॥" ইতি।

যথা চোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে ;—

"ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥" ইতি।

* অথ বেদার্থ-নির্ণায়কত্বঞ্চ বৈষ্ণবে ;—

"ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥"

ইত্যাদৌ।

কিঞ্চ ; বেদার্থ-দীপকানাং শাস্ত্রাণাং মধ্যপাতিতাভ্যুপগমেঽপ্যাবির্ভাবক-বৈশিষ্ট্যাত্তয়োরেব বৈশিষ্ট্যম্। যথা পাদ্মে ;—

"দ্বৈপায়নেন যদ্বুদ্ধং ব্রহ্মাদ্যৈস্তন্ন বুধ্যতে। সর্ব্ব-বুদ্ধং স বৈ বেদ তদ্বুদ্ধং নান্য-গোচরঃ" ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

ব্যস্তেতি ;—ব্যস্তাঃ—বিভক্তা বেদা যেন ; তত্ত্বয়া বেদব্যাসঃ স্মৃতঃ। স্কান্দমিত্যাদি,—স্কন্দেন প্রোক্তং ; ন তু কৃতমিতি বক্তৃহেতুকা স্কান্দাদিসংজ্ঞা, 'কঠেনাধীতং কাঠকম্' ইত্যাদিসংজ্ঞাবৎ। কঠানাং বেদঃ কাঠকঃ, "গোত্রচরণাদ্বুঞ্"—"চরণাদ্ধর্ম্মাম্নায়য়োরিতি বক্তব্যম্"—ইতি সূত্র-বার্ত্তিকাভ্যাম্। ততশ্চ 'কঠেনাধীতম্' ইতি সুষ্ঠূক্তম্। অন্যথা জন্যত্বেনানিত্যতাপত্তিঃ। আনুপূর্ব্বী—ক্রমঃ, 'ব্রাহ্মং' ইত্যাদিক্রমনির্ম্মাণহেতুকা বা সা সা সংজ্ঞেত্যর্থঃ। ব্রাহ্ম্যাদিক্রমেণ পুরাণভাগো বোধ্যঃ। তথাপি সূতাদীনামিতি,—ইতিহাসাদের্ব্বেদত্বেঽপি তত্র শূদ্রাদ্যধিকারঃ—'স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাম্' ইত্যাদিবাক্য-বলাদবোধ্যঃ। যথা রথকারস্যাগ্ন্যাধানাঙ্গে মন্ত্রে তদ্বাক্যবলাদিতি বোধ্যম্। ভারতব্যপদেশেনেতি ;—তৎকৃতভাগস্য ব্যাখ্যানাৎ, ছিন্নভাগার্থ-পূরণাচ্চ-পুরাণে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ—নৈশ্চল্যেন স্থিতা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি,—বেদার্থদীপকানাং মানবীয়াদীনাং মধ্যে যদ্যপীতিহাসপুরাণয়োঃ স্মৃতিত্বেনাভ্যুপগমস্তথাপি ব্যাসস্যেশ্বরস্য তদাবির্ভাবকত্বাত্তদুৎকর্ষ ইত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণম্—দ্বৈপায়নেনেত্যাদি॥ ১৫॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তেনেতি শেষ ইতি, তেন—ব্যাসেন। সমাখ্যাঃ—সংজ্ঞাবিশেষাঃ। প্রবচন-নিবন্ধনাঃ—সর্গাদৌ প্রথমাধ্যাপক-নাম-নিবন্ধনাঃ। আনুপূর্ব্বীতি—উপক্রমোপসংহার-পর্য্যন্তানুপূর্ব্বী-বিশেষ-নির্ম্মাণেন নিবন্ধনাঃ—নিবদ্ধাঃ, স্বতন্ত্রেচ্ছেন ভগবতৈব কৃতা ইতি যাবৎ। এবঞ্চেতিহাসমধ্যে পুরাণলক্ষণ-সর্গ-প্রতিসর্গাদি-বর্ণন-সত্ত্বেঽপি, পুরাণমধ্যে পৌরাণিকসম্বাদাদি-সত্ত্বেঽপি তয়োর্নাম-ভেদঃ স্বেচ্ছাময়ভগবৎকৃতত্বাদুপপন্ন ইতি। যদ্যপি চতুর্লক্ষ-সমুদিত-বাক্যস্যাপৌরুষেয়ত্বং যথাশ্রুতৈতদ্গ্রন্থতো লভ্যতে, তথাপি নারদোপদেশ-তদধীন বেদব্যাস-গ্রন্থকরণ-প্রস্তাবাদেঃ পরমেশ্বর-নিঃশ্বসিতত্বং ন ঘটতে, ব্যাসপ্রণয়নপূর্ব্বং প্রতীত-পুরাণাদেঃ প্রচ্ছন্ন-

---

* অত্র—"স্বরাদিভেদ-নির্দ্দেশস্তু পূর্ব্বমুদ্দিষ্ট এব" ইত্যধিকপাঠো বহরমপুরমুদ্রিতপুস্তকতো লব্ধঃ।

স্তেনাদর্শনাৎ নারদোপদেশানন্তরং ব্যাসেন পুনঃ প্রণয়নাদিত্যাদি-বিবেচনেন প্রচরদ্রূপ-পুরাণাদিকং ব্যাসেন সজ্জীকৃতম্, তত্রাভিধেয়ার্থ-সংগ্রহোঽপৌরুষেণ বাক্য-জাতেন কৃতঃ; তৎসঙ্গত্যর্থং প্রসঙ্গতশ্চ বাক্যান্তরাণ্যুক্তানীতি তথা ব্যাখ্যাতম্। অনিত্যত্ব-শ্রবণং—ব্যাসকৃতত্ব-শ্রবণনিবন্ধনম্। বেদত্বং সিদ্ধমিতি—অপৌরুষেয়ত্বরূপবেদত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। 'ব্যাসরূপমহং কৃত্বা' ইত্যনেন ব্যাসস্য ভগবদবতারত্বকথনাদ্ব্যাসকৃত-বেদপুরাণাদি-সংগ্রহস্য স্বতঃ প্রমাণত্বমপি বোধ্যম্। তথাপি—পুরাণাদৌ বেদত্বেঽপি, 'সূতাদীনাম্' ইতি—সূতাদের্বিশেষগ্রহণান্ন শূদ্র-সামান্যস্যাধিকারঃ।

"অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা। শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন ॥"—

ইতি পুরাণমধিকৃত্য ভবিষ্যপুরাণবচনাৎ সূতস্য চ ব্রাহ্মণানুগ্রহাদধিকারঃ। তথাহি প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত-পদ্মপুরাণে সূতবাক্যম্ ;—

"ন হি বেদেষ্বধীকারঃ কশ্চিচ্ছূদ্রস্য জায়তে। পুরাণেষ্বধিকারো মে দর্শিতো ব্রাহ্মণৈরিহ ॥" ইতি।

'বেদেষু' ইত্যত্র বেদপদম্—ঋগাদি-চতুর্ব্বেদপরম্ ;—

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" ইতি প্রথমাৎ।

তত্র ত্রয়ীতি—চতুর্ব্বেদোপলক্ষণম্। যথা শুক্রাচার্য্যাজ্ঞয়া তৎকন্যায়া দেবযান্যা বিবাহঃ ক্ষত্রিয়েণাপি যযাতিনা কৃতো ন দোষায় জাতঃ, তৎ সন্তান-যদুপ্রভৃতীনামুত্তমত্বঞ্চ,—

"সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।"—

ইত্যাদিবচনাৎ। সময়ঃ—প্রতিজ্ঞা' অতএব ব্রাহ্মণ-বচনেন পরশুরামভয়াদ্ব্রাহ্মণ-সভায়াং গূঢ়স্থিতস্য কস্যচিৎ ক্ষত্রিয়স্য ব্রাহ্মণত্বং জাতম্—ইত্যুক্তং মহাভারতে।

"তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসা। অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ ॥"—

ইতি প্রথমাৎ চতুর্ব্বেদ-পাঠস্য সূতাদীনামপ্যনধিকৃতত্বস্তত্র দ্বিজানামেবাধিকারাৎ। অতএব প্রথমে সূতং প্রতি শৌনক-বাক্যম্,—

"মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ।" ইতি।

ছান্দসাৎ—বেদাৎ। তত্র হেতুবচনমুক্তং স্বামিচরণৈঃ—"অত্রৈবর্ণিকত্বাৎ" ইতি। তথাহি প্রথমে—

"অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥
কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদ্‌যমনন্তমাহুঃ ॥" (ভা০ ১, ১৮, ১৮—১৯) ইতি।

টীকা চ—"ভাগবত-ব্যাখ্যানেন লব্ধ-প্রসঙ্গমাত্মানং মহত্তমাদরপাত্রং শ্লাঘতে দ্বাভ্যাম্। 'অহো' ইতি—আশ্চর্য্যে, 'হ' ইতি—হর্ষে। 'বয়ম্' ইতি বহুবচনং শ্লাঘায়াম্। প্রতিলোমজাতা অপি অদ্য জন্মভৃতঃ সফল-জন্মানঃ, আস্ম জাতাঃ, বৃদ্ধানাং শৌনকাদীনাং অনুবৃত্ত্যা আদরেণ, জ্ঞানবৃদ্ধঃ শুকস্তস্য সেবয়েতি বা। যচ্চ দুষ্কুলত্বং তন্নিমিত্তমাধিঞ্চ মনঃপীড়াম্, মহত্তমানামভিধানযোগঃ লৌকিকোঽপি সম্ভাষণ-লক্ষণ-সম্বন্ধঃ, বিধুনোতি অপনয়তি। কুতঃ পুনঃ কিং বক্তব্যং তস্যানন্তস্য নাম গৃণতঃ পুংসো মহত্তমানামভিধানযোগো দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতীতি। যদ্বা ; নাম গৃণতঃ কুতঃ পুনর্দৌষ্কুল্যম্। যদ্বা ; গৃণতঃ পুংসস্তস্য নাম দৌষ্কুল্যং বিধুনোতীতি কিং বক্তব্যমেব। অনন্তাঃ শক্তয়ো যস্যাতোঽনন্তঃ। কিঞ্চ ; মহৎসু গুণা যস্য মহদ্‌গুণস্তস্য ভাবস্তত্বং—তস্মাৎ, গুণতোঽপ্যনন্তমাহুঃ" ইতি।

বিলোমজাতত্বং "ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ" ইত্যুক্তলক্ষণম্। অতএব ভগবন্নামকথনাদিনা-ঽপ্যধিকারো জ্ঞাপিতঃ। এবঞ্চ—'সূতাদীনাং' ইতি 'আদি' পদেন ভগবদ্ভক্তিযোগাদি-লক্ষণগুণবতামন্যেষাং পরিগ্রহঃ। তথাহি ভারতে নহুষং প্রতি যুধিষ্ঠির-বাক্যম্,—

"সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

* * * * যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।" ইতি।

ক্ষত্রিয়াদিরপি ব্রাহ্মণঃ—তত্তুল্যঃ, সত্ত্ব-স্বভাবত্বাৎ। শূদ্রঃ—শূদ্রতুল্যঃ, তমঃ-স্বভাবত্বাৎ। তথা প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক-ধৃতাপস্তম্ববচনম্,—

"তেষাং তেজঃ-প্রভাবেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরজোঽবলঃ॥" ইতি। তেষাং—পূর্ব্বেষাম্। অবরজঃ—অর্ব্বাচীনঃ। এবমত্র বক্ষ্যমাণানি "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ" ইত্যাদি-বহুবচনানি তথাধিকারে দ্রষ্টব্যানীতি।

যত্তু—"বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুদ্ধ্যতি পাতকাৎ॥"—

ইতি দ্বাদশস্কন্ধ-বচনাৎ শূদ্র-মাত্রস্যাধিকার ইতি বদন্তি, তন্ন,—"শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ" ইত্যাদি-বচন-বিরোধাৎ, "স্বগতিমাপ্নুয়াৎ শ্রবণাচ্চ শূদ্রযোনিঃ" ইতি হরিবংশীয়াচ্চ। উদধিমেখলাং—পৃথ্বীং, সন্ধিরার্ষ ইতি। 'শূদ্রোঽধীত্য' ইত্যস্য চান্তর্ভূতণ্যন্তক্রিয়য়া 'পাঠয়িত্বা' ইত্যর্থঃ, 'পঞ্চভির্হলৈঃ কর্ষতি গৃহী' ইত্যাদিবৎ। ভক্তিরত্র প্রেমলক্ষণা। সামান্যভক্তিমভিপ্রেত্য ত্বাহ—মাধ্বভাষ্যধৃত-ব্যোমসংহিতাবচনম্,—

"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নাম-জ্ঞানাধিকারিণঃ। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা।
একদেশোপরক্তে তু ন তু গ্রন্থপুরঃসরে। ত্রৈবর্ণিকানাং বেদোক্তং সম্যগ্‌ভক্তিমতাং হরৌ॥
আহুরপ্যুত্তমস্ত্রীণামধিকারন্তু বৈদিকে॥" ইতি।

তন্ত্রপদং—বেদাতিরিক্ত-শাস্ত্রপরম্। একদেশোপরক্তে—মন্ত্রপূজাদৌ। "বেদমন্ত্রবর্জ্জং শূদ্রস্য" ইতি ছন্দোগাহ্নিক-ধৃতস্মৃতৌ বেদেতি বিশেষণাৎ "স্মার্ত্তং শূদ্রঃ সমাচরেৎ" ইতি মলমাসতত্ত্বধৃত-পিপানকারিকা-শ্রবণাৎ।

"চতুর্ণামপি বর্ণানাং যানি প্রোক্তানি শ্রেয়সে। ধর্ম্মশাস্ত্রাণি রাজেন্দ্র! শৃণু তানি নৃপোত্তম!
বিশেষতস্তু শূদ্রাণাং পাবনানি মনীষিভিঃ। অষ্টাদশ পুরাণানি চরিতং রাঘবস্য চ॥
রামস্য কুরুশার্দ্দূল! ধর্ম্মকামার্থ-সিদ্ধয়ে।"—

ইত্যত্র মোক্ষানুক্তিঃ—প্রাগ্বচনে 'শ্রেয়সে' ইত্যনেন মোক্ষস্য প্রধানতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ কথনাৎ। এবঞ্চ স্ত্রী-শূদ্রাদীনাং তন্ত্রোক্তমন্ত্র-পূজাদিনা লব্ধ-ভগবদ্ভাবাঃ সংসারং তরন্তীতি সূচনায় শূদ্রাণাং * পুরাণাধিকারে দৃষ্টান্তমাহ—কৃষ্ণনামবদিতি, কৃষ্ণনাম্নো বেদোপরিভাগত্বেঽপি তৎকীর্ত্তনাদৌ প্রমাণ-বশান্নরমাত্রাধিকারঃ, তৎকীর্ত্তনাদিনা নরমাত্রস্য সংসারতরণং; তথা পুরাণাদৌ প্রমাণবশাৎ সূতাদেরধ্যয়নাধিকারঃ। শূদ্রস্য পুরাণাদ্যুক্তমন্ত্রপাঠ-তদুক্তভজনাদিনা সংসারতরণঞ্চ ভবতীতি শূদ্রস্য শূদ্রসদৃশাচারানুলোমজাতেশ্চ—"স্ত্রী-শূদ্র-ব্রহ্মবন্ধূনাং" ইত্যত্র শূদ্রপদেন গ্রহণং; তদন্যস্য নামমাত্রাধিকার-কথনাদিতি। মধুরেতি,—মধুরং—সুখানুভাবকং, মধুরেভ্যো মধুরং—নিরতিশয়-মধুরমিত্যর্থঃ। নাম্নি কৃষ্ণস্যাবির্ভাবাৎ স্বরূপ-

* 'শূদ্রাণাং' ইত্যত্র 'সূতানাং' ইত্যেব সঙ্গতং মন্যেত, গ্রন্থ-দ্বিতীয়াভাবান্ন তথা কৃতমিতি।

তোঽর্থতশ্চ নাম্নি কীর্ত্তিতে সুখোদয়াদিতি বিষয়-সৌন্দর্য্যমুক্তম্। মঙ্গলং—ধর্ম্মার্থদং, মঙ্গলানামিতি—শ্রেষ্ঠমিতি শেষঃ। যদ্বা; মঙ্গলানামপি মঙ্গলমিত্যর্থঃ। এতদ্বিশেষণদ্বয়েন ত্রিবর্গ-সাধনত্বমুক্তং সকলনিগমবল্লী-পর্য্যালোচনেন তস্যাঃ সারতয়া সমুদ্ধৃতম্। চিৎ-স্বরূপং—নাম-নামিনোরভেদোপচারাৎ। হেলয়া—অশ্রদ্ধয়া, তারয়েদিতি—প্রেমলক্ষণ-ভক্তিদ্বারেতি শেষঃ। "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্তেঃ।" অধীতাঃ—অধ্যয়ন-ফলং প্রাপ্তা ইতি। তথা চ * বেদেতিহাস-পুরাণশ্রবণাবগত-তদর্থ-যাথার্থ্য-মননাদিদ্বারা-লব্ধাপরোক্ষজ্ঞানঃ সংসারান্মুক্তো ভবতি, তথা কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনাদ্যবগতপ্রেমা সংসারান্মুক্তো ভবতীতি ভাবঃ। পুরাণেতিহাসয়োরর্থগ্রন্থত্বে বেদার্থজ্ঞানাদ্বেদাধ্যয়নাপেক্ষা নাস্তীত্যভিপ্রায়েণাহ,—অথ বেদার্থ-নির্ণয়-কত্বঞ্চেতি।

ন চ—"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ"—

ইতি শ্রবণাৎ, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ; কথং পুরাণেতিহাসশ্রবণাদেব ব্রহ্মবেদনমিতি বাচ্যম্? 'শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ' ইতি বহুবচনাৎ পুরাণাদ্যুপগ্রহঃ। অতএবোক্তম্—

"বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত-পঞ্চমান্।" ইতি।

স্বাধ্যায়পদেনাপি বেদ-পুরাণাদ্যুপগ্রহঃ। প্রতিষ্ঠিতাঃ নির্ণীতার্থাঃ, বেদার্থ-দীপকানাং—বেদার্থ-প্রকাশকানাং—বেদব্যাখ্যায়ক-ভাষ্যাদীনাম্। সর্ব্ববুদ্ধং—সর্ব্বব্যস্তৈর্মিলিতৈশ্চ পণ্ডিতৈর্বুদ্ধং। তদ্‌বৃদ্ধমিতি—সমুদিতমিত্যর্থঃ। নন্বনেন বেদ-ব্যাখ্যাতৃমধ্যে ব্যাসস্যোত্তমত্বমুক্তং তথা চ কথং বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বমিতি চেন্ন, বেদার্থানুবাদ-পুরাণানাং বাহুল্যাৎ তদ্বিবেকেন যথা সারার্থ-বচন-সংগ্রাহকত্বং ব্যাসস্য; অন্যেষাং ন তথা যোগ্যতা। এবমপৌরুষেয়-পুরাণমেব বিকৃতমাকলয্য কানিচিদ্বচনানি বেদ-পুরাণাদি-তাৎপর্য্যার্থ-প্রকাশায় স্বয়ং কৃতানি, অত্র পুরাণাদৌ বচনতাৎপর্য্যাৎ॥ ১৫॥

অনুবাদ।

বেদব্যাস নামের কারণ। বেদের সহিত পুরাণ-সংক্ষেপের বিষয় শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতায় এই প্রকারে কথিত হইয়াছে :—

"প্রভু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন চতুষ্টয়াত্মক এক বেদকে সংক্ষেপরূপে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে বেদ বিভাগ করায় তিনি—'বেদব্যাস' নামে বিখ্যাত হয়েন। আবার পুরাণ সকলকেও তিনি চার লক্ষ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অদ্যাপিও যাহার বিস্তৃত ভাগ—দেবলোকে শতকোটি-সংখ্যক বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

উক্ত বচনস্থ 'সংক্ষিপ্ত'—এই ক্রিয়ার কর্ত্তা—'তেন'—এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে অর্থাৎ তিনি কেবল পুরাণ সংক্ষেপ করিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। অষ্টাদশ পুরাণের 'স্কান্দ' 'আগ্নেয়'—ইত্যাদি নাম যে দেখা যায়, সেটী সৃষ্টির আদিতে যে পুরাণের যিনি প্রথম অধ্যাপক—তাঁহারই নাম অনুসারে হইয়াছে। যেমন কঠ প্রভৃতি উপনিষদ্—প্রথমে কঠ কর্ত্তৃক অধীত হইয়াছে বলিয়া 'কাঠক' 'কাঠ' বা 'কঠ' ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ; এস্থানেও সেইরূপ জানিতে হইবে। অথবা গ্রন্থের উপক্রম উপসংহার পর্য্যন্ত কোনও এক আনুক্রমিক নির্ম্মাণ—নিবন্ধনই সেই সেই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ফল কথা—ব্রাহ্ম স্কান্দ আগ্নেয় প্রভৃতি পুরাণ, কোনরূপেই ব্রহ্মা, স্কন্দ, অগ্নি প্রভৃতির রচিত হইতে পারে না। পুরাণাদি

* অত্র 'যথা চ' ইতি সুষ্ঠু্ অনুভূয়তে, তত্তু্ চিন্ত্যম্।

"নিত্য"—এ কথা সত্য, তবে কোন কোন স্থানে যে বেদব্যাস কৃত বলিয়া তাহার অনিত্যত্ব শ্রবণ করা যায়, সেটি আবির্ভাব তিরোভাব অপেক্ষায় বলা হইয়াছে—এইরূপে ইতিহাস ও পুরাণের অপৌরুষেয়রূপে বেদত্ব সিদ্ধ হইল।

পুরাণাদির বেদত্ব-সত্বেও তাহাতে যে সূতাদির অধিকার দেখা যায়, এটি সমস্ত বেদ কল্পলতিকার পরমোৎকৃষ্ট ফলরূপ—শ্রীকৃষ্ণ নামের ন্যায় জানিতে হইবে। যেমন প্রভাসখণ্ডে বলা হইয়াছে,—

"হে ভৃগুবর! এই শ্রীকৃষ্ণ নাম—মধু হইতেও সুমধুর, সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ এবং নিখিল বেদলতিকার পরমোৎকৃষ্ট চিন্ময় ফল। শ্রদ্ধাতেই হউক বা অশ্রদ্ধাতেই হউক; যে একবারও এই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে, নাম তাহাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করেন।" বিষ্ণুধর্ম্মেও কথিত হইয়াছে :—

"যাহা কর্ত্তৃক "হরি"—এই দুইটি অক্ষর উচ্চারিত হয়, তাহার ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করা হয় অর্থাৎ তাহারা একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া চার বেদ অধ্যয়নের ফল পাইয়া থাকে।"

ইতিহাস এবং পুরাণে বেদের যাবতীয় অর্থ নিহিত আছে সুতরাং তাহার অধ্যয়নেই বেদার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, আর পৃথক্‌রূপে বেদ অধ্যয়নের কোন অপেক্ষা থাকে না—এই অভিপ্রায়েই বিষ্ণু-পুরাণে পুরাণের বেদার্থ নির্ণায়কতা বলা হইয়াছে :—

"মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারত প্রকাশ-ছলে সমস্ত বেদের অর্থ দেখাইয়াছেন এবং পুরাণেও যে নিখিল বেদ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই অর্থাৎ বেদের দুর্ব্বোধ্য ভাগের ব্যাখ্যা এবং তাহার ছিন্ন ভাগের অর্থ পূরণ হওয়ায়, বেদ পুরাণেই নিশ্চল ভাবে রহিয়াছে।"

আরও দেখা যায়—বেদার্থপ্রকাশক মন্বাদি শাস্ত্রের মধ্যপাতী বলিয়া ইতিহাস পুরাণকে স্মৃতি-শাস্ত্ররূপে লাভ করা গেলেও প্রকাশক শ্রীবেদব্যাসের বিশিষ্টতা-নিবন্ধন ইতিহাস পুরাণেরই উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে।

পদ্মপুরাণে শ্রীবেদব্যাসের এইরূপ বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে :—

"শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যাহা বুঝিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সমস্ত পণ্ডিতের বিদিত বিষয় তিনিই জানিতেন কিন্তু তাঁহার বিদিত (কথিত) বিষয় অপরে বুঝিতে পারে নাই।" ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।

(১৫) "আনুপূর্ব্বী-নির্ম্মাণ-নিবন্ধনা বা"—ইহার অপর তাৎপর্য্য এই—শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র; এ স্থানে কোন শব্দার্থের আদর না করিয়া কেবল মাত্র পুরাণগুলির ক্রমিক এক একটা নাম প্রচার করিবার জন্যই যেন স্কান্দ আগ্নেয় প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সর্গ-বিসর্গ প্রভৃতি লক্ষণে পুরাণকে লক্ষিত করা হইয়াছে কিন্তু সে সকল লক্ষণ ইতিহাসেও না পাওয়া যায়—তাহা নহে; আবার ইতিহাসের লাক্ষণিক ঘটনারও পুরাণে অসদ্ভাব নাই; তথাপি তাহাদের 'পুরাণ' এবং 'ইতিহাস'—এই যে পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—এটিও সেই স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতেছে বুঝিতে হইবে।

গ্রন্থকারের "আনুপূর্ব্বী-নির্ম্মাণ-নিবন্ধনা বা"—এই বাক্যের নিম্নলিখিত তাৎপর্য্যও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পুরাণাদির আবির্ভাবক—শ্রীবেদব্যাসই, তবে কিছু কিছু পুরাণের অংশ ব্যুৎক্রমে (উলট পালট ভাবে) ছিল ; ব্রহ্মা, স্কন্দও অগ্নি প্রভৃতি সেইগুলিকে সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইয়াছিলেন তন্নিমিত্তই পুরাণ সকল তাঁহাদের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পুরাণাদির আবির্ভাব-তিরোভাব—সৃষ্টির পর ব্যাসাদি মহর্ষির দ্বারা পুরাণাদির পৃথিবীতে যে প্রচার—ইহাই 'আবির্ভাব' এবং কখন কখন প্রলয়াদির সঞ্চারে গ্রাহকের অভাবে পৃথিবী হইতে পুরাণাদি অদৃশ্য হয়েন ; এইটিকে তিরোভাব বলা যায়। এই জন্যই কোনও স্থানে তদ্বিষয়ে অনিত্যত্ব শ্রবণ করা যায় , বাস্তবিক পক্ষে পুরাণাদি বেদবৎ নিত্য।

পুরাণ পাঠ ও শ্রবণের অধিকারিনির্ণয়।—"তথাপি সূতাদীনামপ্যধিকারঃ" ; —এ স্থলে 'সূত' এই শব্দের গ্রহণ থাকায় বুঝিতে হইবে—শূদ্র জাতির মধ্যে সূতেরই * ইতিহাস ও পুরাণ পাঠে অধিকার, অপর সাধারণ শূদ্রের নহে। কারণ, পুরাণ অধ্যয়ন বিষয়ে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে :—

"অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা। শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যের পুরাণ পাঠে অধিকার নাই। শূদ্র ইহা শ্রবণ করিবে মাত্র কিন্তু কখনই অধ্যয়ন করিবে না। উল্লিখিত বচনে 'ক্ষত্রিয়' শব্দদ্বারা বৈশ্যকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

'সূতও শূদ্রজাতি, পুরাণ পাঠে তাহার অধিকার কিরূপে হইতে পারে ?'—এ আশঙ্কার অবসর আপাততঃ হইলেও শাস্ত্রাদি আলোচনায় আর তাহার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সূত জাতিতে শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহেই তাহার পুরাণ পাঠে অধিকার জন্মিয়াছে—এ কথা প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকধৃত ভবিষ্য-পুরাণের সূতবাক্যেই প্রকাশ পাইতেছে :—

"ন হি বেদেষ্বধীকারঃ কশ্চিচ্ছূদ্রস্য জায়তে। পুরাণেষ্বধিকারো মে দর্শিতো ব্রাহ্মণৈরিহ।"

শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, পুরাণও বেদ, তথাপি ইহাতে আমার যে অধিকার—তাহা ব্রাহ্মণগণেরই প্রদর্শিত।

তপঃ প্রভাবসম্পন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের শক্তি অপরিমেয়, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অযোগ্য ব্যক্তিতেও যোগ্যতা সঞ্চার করিতে পারেন। "অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতম্"—আমরা এ নীতিরও

---

* ক্ষত্রিয়জাতি পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণজাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানকে "সূত" বলা হয়।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।"—(মনু, ১০, ১১)

উল্লিখিত সূত জাতিকে বিলোমজ বা প্রতিলোমজ বলা হয়। মূল—শূদ্র বা অনুলোমজ শূদ্র অপেক্ষা প্রতিলোমজ শূদ্র নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি পুরুষ হইতে ক্ষত্রিয়াদি নিম্নজাতি—পরিণীতা পত্নীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে ; তাহাকে অনুলোমজ বলা হয়। নিম্নজাতি পুরুষ হইতে উচ্চজাতি স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে প্রতিলোমজ বা বিলোমজ বলা হয়।

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্।

* * * * * *

বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু। প্রতীপমেতে জায়ন্তে পরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ॥"

(মনু, ১০, ৬ও ১৭)

যখন পক্ষপাতী; তখন সূতের ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিকে তাদৃশ যোগ্যতা দান করায় তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের কোনরূপ দোষেরই সম্ভাবনা করিতে পারি না! দেখিতে পাই—যযাতি রাজা ক্ষত্রিয়, দেবযানী ব্রাহ্মণ কন্যা,—ইহাদের পরস্পর বিবাহ প্রতিলোমজ হওয়ায় শাস্ত্র নিষিদ্ধ, কিন্তু মহান্ তেজস্বী দেবযানী-পিতা শুক্রাচার্য্যের অনুমতিতে সেটি দোষাবহ হয় নাই। দেবযানী-গর্ভজাত সন্তানগণও জগতে আদৃত ও প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। মহাভারতে আর একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়,—পরশুরাম যখন পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোনও ক্ষত্রিয়-সন্তান ভীত হইয়া ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, কৃপালু ব্রাহ্মণগণ তাহাকে শরণাগত অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার কোন ভয় নাই, আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণত্ব দিলাম।" ব্রাহ্মণদিগের এই প্রতিজ্ঞারূপ বাক্যে উক্ত ক্ষত্রিয় সন্তানের ব্রাহ্মণত্ব হইয়াছিল। শাস্ত্রেও আছে:—

"সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবত্তবেৎ।"

বেদের প্রমাণ যেমন 'স্বতন্ত্র'; সাধু ব্রাহ্মণগণের প্রতিজ্ঞা-বাক্যও তেমনি স্বতন্ত্র প্রমাণ। সেই জন্য তাঁহাদের বাক্য অনাদিকাল হইতেই শাস্ত্রের ন্যায় সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

সূত যে কেবল ইতিহাস পুরাণ অধ্যয়নই করিয়াছিলেন—তাহাই নহে, শ্রীবেদব্যাস এবং মুনি-ঋষির অনুগ্রহে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর মধ্যে পুরাণাদি ব্যাখ্যাও করিয়াছিলেন। শৌনকাদি ঋষি সূতকে বলিয়াছেন:—

"ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ। আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যান্যুত।
যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ। অন্যে চ মুনয়ঃ সূত! পরাবরবিদো বিদুঃ।
বেত্থ ত্বং সৌম্য! তৎসর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ॥" (ভাঃ ১, ১, ৬—৭)

সৌম্য সূত! তুমি ইতিহাস পুরাণ কেবল অধ্যয়নই করিয়াছ—তাহাই নহে, তাহার ব্যাখ্যাও করিয়াছ। ধর্ম্মশাস্ত্রেরও তুমি তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং অন্যান্য মুনিগণ যাহা অবগত আছেন, তুমিও তাঁহাদের অনুগ্রহে সে সকল অবগত আছ।

সূতের ইতিহাস পুরাণ-পাঠের অধিকার স্থাপন করিতে অধিক প্রয়াসেরও কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। কারণ—বেদার্থ প্রকাশক ইতিহাস-পুরাণ কীর্ত্তন দ্বারা সাধারণ জীবের বেদার্থ অবগতি করাইয়া পরিত্রাণ করাই—শ্রীভগবানের মুখ্যতম উদ্দেশ্য;—এই উদ্দেশ্যেই তিনি সূতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সূত ঋষিগণকে বলিয়াছেন:—

"বেণপুত্রস্য বিততে পুরা পৈতামহে মখে। সূতঃ পৌরাণিকো জজ্ঞে মায়ারূপঃ স্বয়ং হরিঃ।
প্রবক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ধর্ম্মজ্ঞো গুণবৎসলঃ। তং মাং বিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ! পূর্ব্বোদ্ভূতং সনাতনম্।
এতস্মিন্নন্তরে ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্। শ্রাবয়ামাস সম্প্রীত্যা পুরাণং পুরুষোত্তমঃ।
মদন্বয়ে চ যে সূতাঃ সম্ভূতা বেদবর্জ্জিতাঃ। তেষাং পুরাণবক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া।" (কূর্ম্ম, ১৩)

"পূর্ব্বকালে বেণপুত্র পৃথুরাজ, পিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইতে সর্ব্ব শাস্ত্রের আদি বক্তা ধর্ম্মজ্ঞ গুণবৎসল স্বয়ং হরি কৃপা করিয়া পুরাণ প্রচারের জন্য সূতরূপে আবির্ভূত হয়েন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাকে সেই সনাতন হরির অবতার—সূত বলিয়া জানিবেন। তার পর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করান। আমার বংশে

ইহার পর যে সমস্ত সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা বেদবর্জ্জিত হইলেও শ্রীভগবানের আজ্ঞা বলে তাহাদের পুরাণবাচকরূপ বৃত্তি হইবে।"

সূতের ইতিহাস-পুরাণ-পাঠেই অধিকার ছিল কিন্তু ঋগাদি চার বেদ পাঠে অধিকার ছিল না; ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেরই তাহাতে অধিকার; শ্রীমদ্ভাগবতে সূতের প্রতি শৌনকের বাক্যেই তাহা প্রমাণিত হইতেছেঃ—

"মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ।"

অর্থাৎ হে সূত! তুমি ঋগাদি চার বেদ-বাক্য ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রীয় বাক্যের যথার্থতত্ত্বদর্শী—ইহা আমরা উত্তমরূপে জানিয়াই তোমাকে পুরাণ-বক্তার আসন দান করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

উল্লিখিত শাস্ত্র যুক্তি-বলে সূতেরই কেবল ইতিহাস পুরাণ পাঠে অধিকার, অপর শূদ্রের নাই; ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এখন কোন মহদ্‌গুণযুক্ত শূদ্রের পুরাণাদি পাঠে অধিকার আছে কিনা; তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে:—

গ্রন্থকার "সূতাদীনামপ্যধিকারঃ"—এই বাক্যে 'সূত' শব্দের সঙ্গে আদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিযোগলক্ষণ-গুণবান্ শূদ্রজাতিগত ব্যক্তিও পুরাণাদি পাঠের অধিকারী, কারণ—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ"—ইত্যাদি বহু বাক্যে ভক্তিমান্ শূদ্রকে ব্রাহ্মণতুল্য বলিয়া সম্মান করা হইয়াছে।

এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক—'ভগবদ্ভক্ত' বলিতে সাধারণ ভক্ত নহেন। যিনি শ্রীভগবানের প্রেমলক্ষণ ভক্তিসম্পন্ন, প্রেম সূর্য্যের উজ্জ্বলতম অংশুজালে সমুদ্ভাসিত! তাঁহারই দুষ্কুলোৎপত্তি-সম্পাদক এবং পুরাণাদি পাঠের প্রতিকূল যাবতীয় দুরদৃষ্ট তিমির নষ্ট হইয়া যায়, তখন তাঁহার পুরাণাদি পাঠেও যোগ্যতা জন্মিয়া থাকে।

এ কথা প্রথম স্কন্ধে সূতও শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন:—

"অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্যহাস্ম বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ॥
কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদ্‌যমনন্তমাহুঃ॥"

(ভাঃ, ১, ১৮, ১৮)

"অহো মহৎসেবার কি অপার মহিমা! আজ আমরা প্রতিলোমজাত অধম শূদ্র হইয়াও জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীশুকদেবের সেবা এবং আপনাদের পরম আদরের গুণে সফলজন্মা হইয়াছি। মহত্তমগণের সম্ভাষণরূপ সম্বন্ধ, লৌকিক হইয়াও যখন দুর্জাতি-নিবন্ধন পাপ এবং তজ্জন্য মনঃপীড়ার শান্তি করিয়া থাকে; তখন অনন্তশক্তি শ্রীভগবান্ যে—তাঁহার নাম গ্রহণকারীর দুর্জাতি-নিবন্ধন পাপ সর্ব্বদাই নষ্ট করেন—এ কথা বলাই বাহুল্য!"

শ্রীসূত মহাশয়ের এই কথায় স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে—অনন্তশক্তি চিন্ময় শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনরূপ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে জাতপ্রেমা শূদ্র-জাত ভক্তেরও পুরাণাদি পাঠে অধিকার হইতে পারে। মহাভারতে আছে;—

"সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।

* * * * *

"যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প ! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।"—(মঃ ভাঃ, বন, ১৮০, ২১ ও ২৬)

অগস্ত্য ঋষির অভিসম্পাতে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্রাহ্মণের অপমানকারী রাজা নহুষ অজগরত্ব লাভ করেন। কোন সময় ভীম সেই অজগরগ্রস্ত হইলে, শ্রীযুধিষ্ঠির তাঁহার মুক্তি কামনায় তথায় উপস্থিত হইয়া অজগরের প্রশ্নানুসারে বলিয়াছিলেন :—"হে নাগেন্দ্র সর্প ! সত্য (যথার্থ পরহিতজনক বাক্য) দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য (অনিষ্ঠুরতা) তপঃ—(স্বধর্ম্মের আচরণ) এবং ঘৃণা (কৃপা)—এই সকল গুণ যাহাতে দেখা যায়, ক্ষত্রিয়াদি হইলেও সে ব্রাহ্মণতুল্য ; কারণ ব্রাহ্মণের সত্ত্ব-স্বভাব তাহাতে বিদ্যমান আছে। আর এই সকল গুণ যাহাতে নাই, সে ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্রতুল্য ; কারণ শূদ্রের তমঃস্বভাব তাহাতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে"। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার মহাত্মা নীলকণ্ঠও এই স্থানে বলিয়াছেন :—

"শূদ্রোঽপি সমদমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এবেত্যর্থঃ।" ব্রাহ্মণের গুণ—শম-দমাদি ; ইহা কোন শূদ্রে থাকিলে, সে ব্রাহ্মণতুল্য সম্মান্য। শূদ্রের গুণ—কামমোহাদি ; ইহা কোন ব্রাহ্মণে থাকিলে, সে শূদ্রবৎ বৈদিক কর্ম্মের অযোগ্য।

সম-দম-সত্য-দান-তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ-সমূহেরই যখন ঐরূপ ক্ষমতা ! তখন সর্ব্বসদ্‌গুণশিরোমণি শ্রীপ্রেমভক্তি দেবীর সুবিমল কিরণ-মালায় যাঁহার হৃদয় সমুদ্ভাসিত, তাঁহার নীচজাতিসম্পাদক পাপ যে সমূলেই নষ্ট হইয়া যায় ; তাহাতে আর কোন সন্দেহের অবসর থাকে কি ?

এ স্থানে একটা আশঙ্কা আপাততঃ হইতে পারে—

"বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্। বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুদ্ধ্যেত পাতকাৎ।
(ভাঃ ১২, ১২, ৪৮)

এই দ্বাদশ স্কন্ধের বচনে—"শূদ্রো অধীত্য পাতকাৎ শুদ্ধতি"—এই অন্বয়ার্থ থাকায় শূদ্রমাত্রেরই শ্রীভাগবতপ্রমুখ পুরাণ পাঠে অধিকার বলা হইল ? তদুত্তরে বক্তব্য—এ স্থলে ওরূপ অর্থ করিলে শাস্ত্রের পরস্পর সঙ্গতি রক্ষা হয় না, কারণ—"শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ" ইত্যাদি ভবিষ্যপুরাণের বচন এবং "সুগতি-মাপ্নুয়াচ্ছ্রবণাচ্চ শূদ্রযোনিঃ"—ইত্যাদি হরিবংশোক্ত বচনগুলির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় সুতরাং "অধীত্য"—এই ক্রিয়া 'অন্তর্ভূত নিজন্ত' ইহা স্বীকার করিয়া—অর্থাৎ শূদ্র অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়—এই অর্থ করিয়া, পরস্পর বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। যেমন 'পঞ্চভির্হলৈঃ কর্ষতি গৃহী'—এ স্থানে 'কর্ষতি' স্থলে 'কর্ষয়তি'—এই নিজন্ত ক্রিয়া করিয়া—'গৃহস্থ জন পাঁচটি হলের দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করাইতেছে'—এই অর্থ করিতে হইবে ; নচেৎ কর্ষণ করিতেছে এই অর্থ করিলে গৃহস্থের স্বয়ং ক্ষেত্র কর্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এখানেও তদ্রূপ অর্থ জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত স্থানান্তরেও বাক্‌ভঙ্গীতে 'ইতিহাস-পুরাণ স্ত্রী-শূদ্রের শ্রুতিগোচর'—ইহাই বলিয়াছেন—

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্ম্ম-শ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।"—(ভাঃ ১, ৪, ২৫)

"স্ত্রী-শূদ্রাদির চারবেদ শ্রবণে অধিকার নাই সুতরাং তাহাদের মঙ্গল কামনায় শ্রীবেদব্যাস কৃপা করিয়া মহাভারত ও পুরাণ প্রকাশ করেন।" উল্লিখিত শ্লোকে—বেদশ্রবণে স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার নাই বলিয়া যখন ভারত ও পুরাণের প্রকাশ, তখন স্ত্রী-শূদ্রাদির ভারত-পুরাণ শ্রবণেরই অধিকার দেওয়া হইল বুঝিতে হইবে। "যাদৃগ্‌-জাতীয়স্য বিপ্রতিষেধো বিধিরপি তাদৃগ্‌জাতীয়স্য" এই ন্যায় অনুসারে, এ স্থলে স্ত্রী-

শূদ্রাদির ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণেরই বিধি পাওয়া যাইতেছে ! বেদ-শ্রবণের নিষেধ করিয়া পুরাণ-ইতিহাস সম্বন্ধীয় যে বিধি করা হইল, তাহাও শ্রবণাত্মকই জানিতে হইবে। অধ্যয়নের বিধি কোনরূপেই সঙ্গত হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য এই—যাঁহারা শ্রীভগবানে সামান্য ভক্তিমান্ ; এমন অন্ত্যজজাতি ভক্তের কেবল শ্রীহরিনামেই অধিকার এবং শ্রীনামই তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতে সমর্থ। "বেদমন্ত্রবর্জ্জং শূদ্রস্য" এবং "স্মার্ত্তং শূদ্রঃ সমাচরেৎ"—এই সকল প্রমাণ থাকায় ; সাধারণ স্ত্রী, শূদ্রসদৃশ-আচারনিষ্ঠ—শূদ্র এবং ব্রাহ্মণাধমের, প্রণববর্জ্জিত তন্ত্রোক্ত ও পুরাণোক্ত মন্ত্র পূজা-অংশে অধিকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণের বেদোক্ত ও পুরাণাদি-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র কর্ম্মাদিতে অধিকার এবং শ্রীভগবানে উত্তম ভক্তি-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ-বর্ণগত স্ত্রীলোকের বৈদিক কর্ম্মেও অধিকার দেখা যায়। মাধ্বভাষ্যধৃত ব্যোম সংহিতায় আছে—

"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামমাত্রাধিকারিণঃ। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা ॥
একদেশোপবক্তে তু নতু গ্রন্থ পুরঃসরে। ত্রৈবর্ণিকানাং বেদোক্তং সম্যগ্ ভক্তিমতাং হরৌ।
আহুরপ্যুত্তমস্ত্রীণামধিকারন্তু বৈদিকে।"

স্ত্রী-শূদ্রাদির মধ্যে যাহারা শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত মন্ত্রপূজাদি অনুষ্ঠানে ভগবদ্ভাব লাভ করিয়াছে, তাহারাই সংসারমুক্ত হয়—এইটি সূচনা করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার সূতের পুরাণ অধিকার-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণনামবৎ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম নিখিল-বেদের উপরিচর হইলেও শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে তৎকীর্ত্তনাদি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার এবং সেই কীর্ত্তনাদি দ্বারা নির্ব্বিশেষে সকলেরই সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি হয়, তেমনি পুরাণ পঞ্চম বেদ হইলেও অনুকূল শাস্ত্রীয় প্রমাণ বশতঃ সূতাদির পুরাণ অধ্যয়নে অধিকার কিন্তু সাধারণ শূদ্রের পুরাণাদিস্থিত মন্ত্রপাঠ এবং পুরাণোক্ত ভজনাদির অনুষ্ঠানে সংসার মোচন হইবে—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

প্রসঙ্গাধীন এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক :—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ"—ইত্যাদি হরিভক্তের সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠত্ববিধায়ক প্রমাণ সকল, কেবল বক্তার আসনে কেন ? সর্ব্বপ্রকারেই ভক্তগণকে উচ্চাসনে বসাইয়াছেন। বড় হইবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, কিন্তু তাহার উপকরণ সংগ্রহ যথেষ্ট আছে। হরিভক্তের স্বভাব দৈন্যময়, তাঁহারা নিজের গুণগোপনে নিয়ত প্রযত্নশীল কিন্তু ভক্তি দেবী গোপনের বস্তু নহেন। কঠিন পেটিকায় সমাবৃত কস্তুরীর ন্যায় আপন সত্তার বিকাশ করিয়া থাকেন—"পিহিতমপি প্রযত্নাদ্ব্যনক্তি কস্তূরিকাং গন্ধঃ।" মেঘের আবরণে সূর্য্যের সত্তার বিলোপ হয় না। প্রেম স্বতঃপ্রকাশ বস্তু, তিনি আপনিই আপনার পরিচয় জগতে বিস্তার করিয়া, অধিষ্ঠান ভক্তের যোগ্যতা সম্পাদন করেন ; তখন শৌনকাদি ঋষির ন্যায় বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীও সূতসদৃশ সেই সুযোগ্য হরিভক্তকে অতি সমাদরে বক্তার আসন দান করিয়া তাঁহার মুখে পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণের অতিশয় তেজস্বিতা থাকায় তাঁহাদের সাধারণ দৃষ্টিতে—অনধিকাররূপে প্রতীয়মান কার্য্য করাতে তত্ত্বত কোনই প্রত্যবায় হয় নাই, কিন্তু সেই দৃষ্টান্তে অর্ব্বাচীন দুর্ব্বল লোক যদি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাদের পরিণাম যে দুঃখাবহ—তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আরও একটি কথা—আজকাল অনেক ব্রাহ্মণ কুমারই—"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ"—ইত্যাদি বচন-গুলির উপর নির্ভর করিয়াই সদ্‌গুণসম্পন্ন বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণোচিত বেদ-পুরাণাদিপাঠ এবং বৈদিক কর্ম্মাদির কর্ত্তা আপনাদিগকেই মনে করেন ; অথচ আপনাদের সদ্‌গুণ, বিদ্যা ও সদাচারের প্রতি কিছুই লক্ষ্য

রাখেন না। অনুরোধ—তাঁহারা যেন উল্লিখিত মহাভারতস্থ যুধিষ্ঠির-অজগরের সংবাদগত অংশটি ভাল করিয়া আলোচনা করেন। জন্মের দ্বারা ব্যাবহারিক ব্রাহ্মণত্ব হয় বটে; কিন্তু বৈদিক কর্ম্মোপযোগী হওয়াটা; যথাশাস্ত্র বৈদিক দীক্ষা, গুরূপদিষ্ট সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার এবং সদ্‌গুণকে অপেক্ষা করে।

শ্রীকৃষ্ণ নামের মুখ্যফল প্রেম,—এ বিষয় যদিও অন্যান্য সন্দর্ভে প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি প্রসঙ্গাধীন অতি সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে,—বেদ ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণে তত্তৎ শাস্ত্রগত যাথার্থ্য অনুভব হইলেই সাধকের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়; তারপর জ্ঞানের মুখ্যফলরূপ 'সংসার হইতে মুক্তি' হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভক্তগণের মুখ্যরূপে প্রেম লাভই হইয়া থাকে; আনুষঙ্গিক সংসারও নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ যে সংসার নাশ—অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল, তাহা ভক্তগণের নামাভাসেই হইয়া থাকে। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত——অজামিল!

শ্রীব্রহ্ম হরিদাস, পণ্ডিতগণকে বলিয়াছিলেন:—

"কেহো বলে নাম হইতে হয় পাপক্ষয়; কেহো বলে নাম হইতে জীবের মুক্তি হয়।
হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে, নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে:—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

"এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ; সবে কহে—'তুমি কহ অর্থ বিবরণ।'
হরিদাস কহে—যৈছে সূর্য্যের উদয়; উদয় না হইতে আরম্ভে তমঃ হয় ক্ষয়।
চৌর-প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ; উদয় হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ।
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়; উদয় কৈলে কৃষ্ণ-পদে হয় প্রেমোদয়।
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে; সেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে।
(চৈঃ, চঃ, অন্ত্য, ৩পঃ)

"পুরাণ বেদার্থ-নির্ণায়ক বলিয়া পুরাণ-পাঠেই বেদের অর্থ অবগত হওয়া যায়—সুতরাং বেদ অধ্যয়নের তেমন অপেক্ষা থাকে না"—এই কথা বলায় আশঙ্কা হইতে পারে—"শ্রোতব্যঃ শ্রুতি-বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ" এবং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" - ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রুতির অনুশীলনেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ইতিহাস পুরাণ বিচারে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়?" ইহার উত্তর—উক্ত আশঙ্কা কথিত শ্রুতিতে—"শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ"—এই বহু বচনান্ত পদ থাকায়, তাহা দ্বারা পুরাণ-ইতিহাসেরও গ্রহণ হইয়াছে এবং "বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্" - এই প্রমাণে শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট—'স্বাধ্যায়' শব্দেও ইতিহাস পুরাণ পরিগৃহীত হইয়াছে সুতরাং পঞ্চমবেদাত্মক ইতিহাস ও পুরাণ অনুশীলন করিলে বেদাধ্যয়ন এবং বেদ জন্য জ্ঞানের অভাব থাকে না - ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

স্কান্দে ;—

"ব্যাস-চিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ। অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিব * ॥" ইতি।

তথৈব দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর-বাক্যম্ ;—

"ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাস অষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে। বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥
"যথাঽত্র তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা। বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরন্যৈস্তথা ময়া ॥
তদনেনৈব ব্যাসানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম! চতুর্যুগেষু রচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয় ॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্। কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয়! মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥"
[বিঃ পুঃ ৩ অং, ৪, ২,] ইতি।

স্কান্দ এব ;—

"নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্। কিঞ্চিত্তদন্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্ ॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতাং গতে। সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্ম-রুদ্র-পুরঃসরাঃ ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্। তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্ ॥" ইতি।

বেদশব্দেনাত্র পুরাণাদিদ্বয়মপি গৃহ্যতে। তদেবমিতিহাসপুরাণ-বিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্। তত্রাপি পুরাণস্যৈব গরিমা দৃশ্যতে। উক্তং হি নারদীয়ে ;—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে! বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্যোনিমবাপ্নুয়াৎ। সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ ॥"
[ইতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

ব্যাসেতি ;—বাদরায়ণস্য জ্ঞানং মহাকাশম্, অন্যেষাং জ্ঞানানি তু তদংশভূতানি খণ্ডাকাশানীতি তস্যেশ্বরত্বাৎ সার্ব্বজ্ঞমুক্তম্। 'ততোঽত্র মৎসুতঃ' ইত্যাদৌ চ ব্যাসান্তরেভ্যঃ পারাশর্য্যস্যেশ্বরত্বান্মহোৎকর্ষঃ। 'নারায়ণাৎ'—ইত্যাদৌ চেশ্বরত্বং প্রস্ফুটমুক্তম্। গৌতমস্য শাপাৎ ইতি ;—'বরোৎপন্ননিত্যধান্যরাশি-র্গৌতমো মহতি দুর্ভিক্ষে বিপ্রানভোজয়ৎ। অথ সুভিক্ষে গন্তুকামান্ তান্ হঠেন ন্যবাসয়ৎ। তে চ মায়া-নির্ম্মিতায়া গোর্গৌতম-স্পর্শেন মৃতায়া হত্যামুক্ত্বা গতাঃ। ততঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তোঽপি গৌতমস্তন্মায়াং বিজ্ঞায় শশাপ, ততস্তেষাং জ্ঞান-লোপঃ' ইতি বারাহে কথাস্তি। অধিকমিতি—নিঃসন্দেহত্বাদিতি বোধ্যম্। অন্যথা কৃত্বা—অবজ্ঞায় ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

ব্যাস-চিত্তস্থিতাকাশাৎ—ব্যাস-হৃদয়াকাশাৎ, হৃদয়াকাশস্য বাক্যহেতুত্বাৎ অবচ্ছিন্নানি—উৎপন্নানি যানি বাক্যানীত্যর্থঃ। অন্যে—মুনয়ঃ, ব্যবহরন্তি—আ-পৃথিবীগতলোকা অধ্যয়নাধ্যাপনাদিরূপ-ব্যবহারং

* "গৃহাদিবৎ"—ইতি পাঠান্তরম্।

কুর্ব্বন্তি। গৃহাদিবৎ ইতি—গৃহ-ধর্ম্মান্ যথা নিয়তং সম্যক্ কুর্ব্বন্তি, তথা ব্যাসোক্ত-শাস্ত্রাধ্যয়নাদি-তদুক্তানুষ্ঠানাদিনা ব্যবহরন্তীত্যর্থঃ। গৃহাদিবেতি পাঠে—ব্যাস-চিত্তস্থিতাকাশস্য গৃহতুল্যত্বম্। গৃহাৎ—স্ব-গৃহাৎ দ্রব্যাণ্যাদায় তে ব্যবহরন্তি এবং ব্যাস-চিত্তাকাশাৎ কানিচিচ্ছাস্ত্রাণ্যাদায়েত্যর্থঃ। ততোঽত্রেতি,—ততঃ—দুর্ম্মেধত্বাদিনা সকল-বেদাধ্যয়নাদ্যসামর্থ্যাৎ। অত্র—ভূর্লোকে, অন্তরে—বৈবস্বত-মন্বন্তরীয়-দ্বাপরযুগে। তথা—বিভক্তা এব, তৈঃ—প্রসিদ্ধৈঃ। ব্যাসৈরিতি—শিষ্যাভিপ্রায়েণ বহুবচনম্। অন্যৈঃ—মুনিভিঃ, ময়া চ—পরাশরেণ চ; ব্যবহৃতা ইতি শেষঃ। তৎ—ততঃ, অনেনৈব—দুর্ম্মেধত্বাদি-দর্শনেন, ব্যাসানাং রচিতান্ শাখাভেদান্ ব্যাসৈরন্যৈঃ—বেদব্যাস-ভিন্নৈর্ব্যাসৈরিত্যর্থঃ। বেদব্যাসস্তু সংস্কৃতঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাখ্যঃ। অজ্ঞানতাং—নাস্তি জ্ঞানং স্বরূপহেতুজ্ঞানং যস্য তত্তাম্, সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ঃ—শুভাশুভ-বিচারহীন-বুদ্ধয়ঃ। বেদশব্দেন—'উৎসন্নান্ বেদান্' ইত্যত্র বেদশব্দেন। তদেবমিতি—পুরাণেতিহাসয়োরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদার্থ-নির্ণায়কত্বাচ্চ স্রষ্ঠ,-পরমার্থ-জ্ঞাপকত্বে ইত্যর্থঃ। ইতিহাস-পুরাণ-বিচার এব শ্রেয়ানিতি—ইদানীন্তনানামিত্যাদি। বেদানাং দুরূহতয়া মন্দবুদ্ধীনাং কলিযুগীয়-লোকানাং যথার্থাবধারণস্য বেদতোঽশক্যত্বাদিত্যেব-কারসঙ্গতিঃ। যদ্বা; ইতিহাস-পুরাণবিচারঃ শ্রেয়ানেবেতি যোজনা। তেন দ্বিজানাং বেদ-বিচারোঽপ্যাবশ্যকঃ, "তমেবং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইতি শ্রুতেঃ, "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বেদার্থাদিতি—বেদার্থাবধারণাদিত্যর্থঃ। যথাশ্রুতে বেদার্থ-পুরাণার্থয়োরেকত্বান্ন্যূনাধিকভাবানুপপত্তেঃ॥ ১৬॥

অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা।—স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে: "জগতের লোক স্ব-স্ব গৃহ হইতে দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া যেমন পরস্পর আদানপ্রদানরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমনি বেদব্যাসের হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন কতকগুলি বাঙ্ময় শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণ ও অপর লোকসকল অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।" বিষ্ণুপুরাণের পরাশর-বাক্যেও এইরূপই দেখা যায়;—"মানবগণ দুর্মেধ হওয়ায় সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়নে অসমর্থ হইয়া পড়িল; ইহা দেখিয়া আমার পুত্র ব্যাস, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় দ্বাপরযুগে চতুষ্পাদ এক বেদকে চারভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। সেই বুদ্ধিমান্ বেদব্যাস কর্তৃক যেমন এক বেদ চারভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ অন্যান্য ব্যাস এবং আমিও বেদ বিভাগ করিয়া থাকি অর্থাৎ তদ্বিষয়ে তাঁহার পদবীই আমরা অনুসরণ করিয়া থাকি। হে দ্বিজোত্তম! ইহা নিশ্চয় জানিও; মানবগণকে মেধাহীন দেখিয়া সকল চতুর্যুগেই অপরাপর ব্যাসগণ বেদের নানাবিধ শাখা রচনা করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! তুমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রভু নারায়ণের অংশ-স্বরূপ জানিবা। পৃথিবীতে তদ্ব্যতীত এমন কে আছে; যে মহাভারত প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়?"

স্কন্দপুরাণেও আছে:—"নারায়ণ হইতে প্রকাশিত জ্ঞান, সত্যযুগে সম্পূর্ণই ছিল, ত্রেতাযুগে সেই জ্ঞানের কিছু অন্যথা হয়, তাহার পর গৌতম ঋষির অভিশাপে জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায়, লোকে স্বরূপ-উপলব্ধি বিষয়ে অসমর্থ হইলে, ব্রহ্মরুদ্রপ্রমুখ দেবগণ শুভাশুভ-বিচারবিমূঢ় হইয়া শরণাগতপালক নির্ব্বিকার শ্রীনারায়ণের শরণ লইয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ শ্রীভগবানের নিকটে ঐ বিষয় নিবেদন করিলে, পুরুষোত্তম ভগবান্ স্বয়ং হরি, পরাশর-পত্নী সত্যবতী হইতে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় সমস্ত বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

'বেদ' শব্দে এস্থলে ইতিহাস-পুরাণও গৃহীত হইতেছে। পুরাণ-ইতিহাস অপৌরুষেয় এবং বেদার্থনির্ণায়ক; পরমার্থজ্ঞান সম্যক্‌রূপে ইহা হইতেই হইতে পারে সুতরাং অধুনা ইতিহাস-পুরাণ লইয়া বিচার করাই শ্রেয়ঃ। তাহার মধ্যেও আবার পুরাণেরই গৌরব দেখা যায়। নারদীয় পুরাণে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে :—

"হে বরাননে! বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি, কারণ নিখিল বেদশব্দ পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত; এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সুদান্তই হউক আর সুশান্তই হউক; যে ব্যক্তি পুরাণকে বেদ হইতে অন্য প্রকার মনে করে, সে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে, তাহার উত্তম গতি কখনই হয় না" ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।

(১৬) "ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাৎ"—এই বাক্যে বুঝিতে হইবে; ব্যাসের চিত্তনিষ্ঠ জ্ঞান—মহাকাশতুল্য এবং অন্যান্য সকলের জ্ঞান—খণ্ডাকাশতুল্য। মহাকাশ যেমন অপরিমেয়, তাহা হইতেই শব্দ উপলব্ধি হয়, তেমনি বেদব্যাসের জ্ঞানও অপরিমেয়, ইহা হইতেও শব্দময় শাস্ত্র সকল প্রকাশ পাইয়াছে। মহাকাশ সর্ব্বদা আপনার শব্দগুণে পরিপূর্ণরূপেই থাকে, জগতে ঘটাকাশ পটাকাশরূপ বিবিধ খণ্ডাকাশ, তাহারই অংশে প্রকাশ পাইয়া সেই গুণেই গুণবান্ হয়। তেমনি ব্যাসের জ্ঞানও অক্ষয় পরিপূর্ণ, তাহার কিছু কিছু অংশ লইয়া অর্থাৎ ব্যাসকৃত শাস্ত্রের অনুশীলনে জ্ঞানবান্ হইয়া অপর মুনি-ঋষি প্রভৃতি; জগতে তাহার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং তদুক্ত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শিষ্য-সম্প্রদায়ের বৈভব প্রকাশ করিতেছেন। এই শ্লোকে বেদব্যাসের সর্ব্বজ্ঞত্ব দেখান হইল।

"ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসঃ"—ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণু পুরাণের বচনগুলির দ্বারা অপরাপর ব্যাস অপেক্ষা পরাশরের পুত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসেরই ঈশ্বরত্ব স্থাপন করায় মহান্ উৎকর্ষ স্থাপন করা হইল।

"গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাৎ"—এই শ্লোকে যে; জ্ঞানের অজ্ঞানতা প্রাপ্তিরূপ অভিশাপ বলা হইল, এ সম্বন্ধে বরাহ-পুরাণে একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়;—"গৌতম ঋষির প্রতি একটি বর ছিল, সে জন্য নিত্যই তাহার রাশীকৃত ধান্য উৎপন্ন হইত। কোন সময় অতিশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ ধান্যের দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। পরে দুর্ভিক্ষের অবসানে সেই ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, গৌতম কোনরূপেই তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ প্রস্থানের উপায়ান্তর না দেখিয়া মায়া দ্বারা একটি গাভী নির্ম্মাণ করিলেন এবং গৌতমের যাতায়াতের পথে তাহাকে এমন ভাবে রাখিয়া দিলেন যে,—গৌতমের অঙ্গ স্পর্শেই গাভীটির মৃত্যু হইয়াছে; ইহাই সাধারণের ধারণা জন্মে। ফলেও তাহাই হইল! ব্রাহ্মণগণও গৌতমের গো-হত্যা বৃত্তান্ত রটনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করলেন। গৌতমও গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যখন জানিতে পারিলেন—সে গাভী সত্য নয়; ব্রাহ্মণগণেরই কপটতা! তখন তিনি অভিশাপ দিলেন যে— "তাহাদিগের জ্ঞান লোপ হউক অর্থাৎ জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হউক।"—এই অভিশাপই তদানীন্তন যাবতীয় জীবেরই জ্ঞান লোপের কারণ হইয়াছিল।

"ইতিহাস-পুরাণবিচার এব শ্রেয়ান্"—এ কথা বলায় বেদ-বিচারের কোনই আবশ্যকতা নাই— ইহা বোধ হয় না। 'সম্প্রতি কলিযুগ; কলিদোষে প্রায় জীবই মন্দবুদ্ধি, বেদের দুর্ব্বোধ্যতা হেতু প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে অসমর্থ। ইহার আরও একটি কারণ—"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ম্" বেদের

রোক্ষভাবে ভগবৎপরতা; সাধারণতঃ কর্ম্মপরতাই বোধ হয়; সুতরাং বেদাবলম্বনে ভগবত্তত্ত্ব বিচার রিতে গিয়া প্রায়ই কর্ম্মবাদী হয়, কদাচিৎ কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীও হইয়া পড়েন; কিন্তু পুরাণাদি লোচনায় সেরূপ হয় না। কারণ পুরাণ সাক্ষাৎভাবেই ভগবৎপর, বেদে সুগুপ্ত তত্ত্বনিচয় প্রকাশ রাই পুরাণ ইতিহাসের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। সম্প্রতি আমি 'শ্রীভগবত সন্দর্ভ' প্রকাশ করিতে প্রয়াসী, গবত্তত্ত্ব সম্বন্ধেই আমাকে বিচার করিতে হইবে; তাহাও ইতিহাস পুরাণেই যথেষ্ট পাইতেছি এবং এই ত্ত্ব অনুশীলন করিতে হইলে অপরের পক্ষেও পুরাণাদির প্রমাণই সুখবোধ্য হইবে অতএব প্রধানতঃ তিহাস-পুরাণ লইয়া বিচার করাই শ্রেয়ঃ,—এই অর্থই গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অভিপ্রেত লিয়া বোধ হয়।

স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডে চ;—

বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি। ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা॥
ন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ! উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ! পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥"
ইতি।

অথ পুরাণানামেবং * প্রামাণ্যে স্থিতেঽপি তেষামপি সামস্ত্যেনাপ্রচরদ্রূপত্বাৎ নানাদেবতাপ্রতিপাদকপ্রায়ত্বাদর্ব্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুরধিগম ইতি তদবস্থ এব সংশয়ঃ। যদুক্তং মাৎস্যে,—

"পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরৎ স্মৃতম্। সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ॥
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ॥
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে॥" ইতি।

অত্রাগ্নেস্তত্তদগ্নৌ প্রতিপাদ্যস্য † তত্তদ্‌যজ্ঞস্যেত্যর্থঃ। 'শিবস্য চ' ইতি চ'কারাচ্ছিবায়াশ্চ। সঙ্কীর্ণেষু—সত্ত্বরজস্তমোময়েষু কল্পেষু বহুষু। সরস্বত্যাঃ— নানাবাণ্যাত্মক—তদুপলক্ষিতায়া নানাদেবতায়া ইত্যর্থঃ। পিতৄণাং—"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি শ্রুতেস্তৎপ্রাপক-কর্ম্মণামিত্যর্থঃ ১৭॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

বেদবদিতি;—পুরাণার্থো বেদবৎ সর্ব্বসম্মত ইত্যর্থঃ। নন্ন পণ্ডিতৈঃ কৃতাদ্বেদ-ভাষ্যাত্তদর্থো গ্রাহ্য তি চেত্তত্রাহ,—বিভেতীতি; অকৃতে ভাষ্যে সিদ্ধে কিং তেন কৃত্রিমেণেতি ভাবঃ। অথেতি;—

* "পুরাণানামেব" ইতি বা পাঠঃ। † "সম্পাদ্যস্য"—ইতি পাঠান্তরম্।

অসন্দিগ্ধার্থতয়া পুরাণানামেব প্রামাণ্যে—প্রমাকরণত্বে ইত্যর্থঃ। অর্ব্বাচীনৈঃ—ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরিতি। যস্ত বিভূতয়োঽপীদৃশ্যঃ, স হরিরেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি তদৈকার্থ্যং—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

ইতি হরিবংশোক্তমজ্ঞানন্তিরিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

নিশ্চলঃ—নিশ্চিতপ্রামাণ্যকাবধারণবিষয়ীকৃততাৎপর্য্যবিষয়ার্থকঃ। স্মৃতিষ্বিতি—তাসামপি বেদার্থ-নির্ণায়কত্বাৎ,

"শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লংঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥"—

ইত্যাত্যুক্তত্বাচ্চ। 'ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণ' ইতি—ইতিহাসাদপি পুরাণস্যাধিক্যং দর্শয়তি, সম্যগর্থাবধারণরূপত্বা-দিতি। নানাদেবতা-প্রতিপাদকপ্রায়ত্বাৎ—অতিমুখ্যত্বেন নানাদেবতা-প্রতিপত্তিপ্রসঞ্জকত্বাদিত্যর্থঃ। অর্থঃ—তাৎপর্য্যার্থঃ। পঞ্চাঙ্গং—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"—

ইত্যুক্ত-বিশ্বসর্গাদি-পঞ্চবর্ণনাত্মকম্। ইতরৎ—পুরাণভিন্নম্। আখ্যানং—আখ্যানাখ্যং শাস্ত্রম্। যদ্বা, ইতরৎ—বিশ্বসর্গাদিপঞ্চলক্ষণাতিরিক্তমপি প্রসঙ্গাদাখ্যানম্—আখ্যায়কমিতি পুরাণবিশেষণম্। শাস্ত্রস্য সাত্ত্বিকত্বাদিকং—সাত্ত্বিকদেবতাতদুপাসকগুণকর্ম্মাদি-বর্ণনাধিক্যেন সাত্ত্বিকত্বাদিনা পরিভাষিতত্বম্। কল্পেষু—পুরাণাদি-শাস্ত্রেষু। তদ্বৎ—ব্রহ্মণ ইব। সরস্বত্যা ইতি—দেবতান্তরোপলক্ষকম্। উপলক্ষণত্বং বিবৃণোতি;—নানাবাণ্যাত্মকেতি—বাগধিষ্ঠাতৃরূপেত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র মাহাত্ম্যপদং স্বরূপোৎকর্ষপূজনাদি-ক্রিয়াপরম্॥ ১৭॥

অনুবাদ।

বেদের ন্যায় পুরাণের সর্ব্ববাদিসম্মতত্ত্ব ও সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রৈবিধ্য। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে কথিত আছে:—"দ্বিজোত্তমগণ! বেদের অর্থ যেমন অনাদি কাল হইতে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কেহই তাহাকে অন্যথা করিতে পারে না; সেইরূপ পুরাণার্থকেও আমি মনে করিয়া থাকি। বেদের যাবতীয় বিষয় যে—পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" নানাবিধ পণ্ডিতের রচিত বেদের ভাষ্য হইতে তো তাহার অর্থ অবগত হওয়া যায়? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন:—

"অল্পশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আমার অর্থ বিচার করিতে গিয়া, অপসিদ্ধান্ত করিয়া আমাকে বিচালিত করিবে" বেদের এইরূপ ভয় উপস্থিত হওয়ায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই ইতিহাস-পুরাণ দ্বারা বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! যে বিষয় বেদে পরিলক্ষিত হয় না, তাহা মন্বাদি স্মৃতিতে দেখা যায়; আবার বেদ ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে দেখা যায়; সুতরাং যে ব্যক্তি অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চার বেদ জ্ঞাত আছে, অথচ পুরাণার্থ অবগত নহে; তাহাকে বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না।"

এইরূপে পুরাণ যথার্থজ্ঞানের কারণরূপে স্থিরীকৃত হইলেও পুরাণের সম্পূর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায়—প্রচলিত অংশে নানাবিধ দেবতার মহিমা ও উপাসনা-বিধি পাওয়া যায় সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বানভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন ব্যক্তির পক্ষে পুরাণের তাৎপর্য্য অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়ে, তন্নিমিত্ত উপাস্য বিষয়গত সংশয়ও ক্রমে জটিলই হইতে থাকে। পুরাণে সাত্ত্বিকাদি ভেদে বিবিধ দেবতার মহিমা—মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে :—

"পুরাণ—সর্গ-প্রতিসর্গাদি ভেদে পঞ্চলক্ষণান্বিত এবং উক্ত লক্ষণের অতিরিক্ত—'আখ্যান' নামক একটি লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে—হরির মহিমাই অধিক করিয়া বলা হইয়াছে, রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে—ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে বলা হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ পুরাণে—সরস্বতী এবং পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।"

উল্লিখিত শ্লোকে—'অগ্নি' শব্দে বিবিধনামক অগ্নিতে করণীয় বিবিধ যজ্ঞ বুঝিতে হইবে। 'শিব' শব্দের সহিত 'চ'কার থাকায় শিবপত্নী দুর্গাও গৃহীত হইয়াছেন। 'সঙ্কীর্ণ' শব্দে—সত্ত্বরজস্তমোময় বিবিধ শাস্ত্র জানিতে হইবে। 'সরস্বতী' শব্দ—অন্যান্য দেবতার উপলক্ষণ * অর্থাৎ সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তদ্দ্বারা নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বিবিধ বাক্যের দ্বারা অন্যান্য দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'পিতৃ' শব্দে—'কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়'—এইরূপ শ্রুতি থাকায় পিতৃলোক প্রাপ্তির উপযোগী কর্ম্মসমূহ বোধ করাইতেছে ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।

(১৭) বেদের বহুবিধ ভাষ্য থাকিলেও তাহা কৃত্রিম, পুরাণ—বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য। বেদের যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির পক্ষে উহাই যথেষ্ট;—ইহাই উল্লিখিত প্রভাস খণ্ডের দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য।

"তদুক্তং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ"—এই বাক্যে মন্বাদি স্মৃতিরও বেদার্থ নির্ণায়কত্ব বলা হইল।

"শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥"

যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞাস্বরূপ শ্রুতি-স্মৃতিকে লঙ্ঘন করে, সে আমাকে ভজন করিয়া 'ভক্ত' নাম ধরিলেও প্রকৃত বৈষ্ণব নহে, প্রত্যুত তাহাকে আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী দ্বেষ্টাই বলা যায়।

"পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ"—এই বাক্যে ইতিহাস অপেক্ষাও পুরাণের শ্রেষ্ঠতা দেখান হইয়াছে, কারণ পুরাণেই বেদের অর্থ সম্যক্‌রূপে নিশ্চয় করা যায়।

শাস্ত্রের সাত্ত্বিকাদি সংজ্ঞা পারিভাষিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দেবতা এবং তাহার উপাসকের গুণ-কর্ম্ম প্রভৃতি বর্ণনার আধিক্য যে সকল শাস্ত্রে আছে; তাহাদিগকেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নামে বলা হইয়াছে।

---

* যে নিজেকে বুঝাইয়া অপরকে বুঝাইয়া থাকে, তাহার নাম উপলক্ষণ। "স্ববোধকত্বে সতি স্বেতরবোধকত্বম্" যেমন—'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাং' অর্থাৎ কাক হইতে দধি রক্ষা কর, একথা বলিলে—'কাক'—এই পদের দ্বারা দধির অনিষ্টকারী শৃগাল-কুক্কুরাদিকেও বোধ করায় এবং উপদিষ্ট ব্যক্তিও এই জ্ঞানে কাক-শৃগালাদি সকলকেই তাড়ন করে। তেমনি "সরস্বতী" শব্দের দ্বারাও এস্থানে অন্যান্য দেবতারও গ্রহণ হইয়াছে জানিতে হইবে।

তদেবং সতি তত্তৎকল্পকথাময়ত্বেনৈব মাৎস্য এব প্রসিদ্ধানাং তত্তৎপুরাণানাং * ব্যবস্থা জ্ঞাপিতা, তারতম্যস্তু কথং স্যাৎ, যেনেতরনির্ণয়ঃ ক্রিয়েত ? সত্ত্বাদিতারতম্যে-নৈবেতি চেৎ, "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" ইতি "সত্ত্বং যদ্-ব্রহ্মদর্শনম্" ইতি চ ন্যায়াৎ সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থ-জ্ঞানায় † প্রবলমিত্যায়াতম্। তথাপি পরমার্থেঽপি নানাভঙ্গ্যা বিপ্রতিপদ্যমানানাং সমাধানায় কিং স্যাৎ ? যদি ‡ সর্ব্বস্যাপি বেদস্য ¶ পুরাণস্য চার্থনির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতং, তদবলোকনেনৈব সর্ব্বোঽর্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে,তর্হি নান্যসূত্রকারমুন্যনুগতৈর্ম্মন্যেত। কিঞ্চাত্যন্তগূঢ়ার্থানা-মল্পাক্ষরাণাং তৎসূত্রাণামন্যার্থত্বং কশ্চিদাচক্ষীত, ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্ ? তদেব (১) সমাধেয়ম্;—যদ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং শাস্ত্রং সর্ব্ববেদেতিহাস-পুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপং স্যাৎ! সত্য-মুক্তম্ ; যত এব চ সর্ব্বপ্রমাণানাং চক্রবর্ত্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভবতা॥ ১৮॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

তদেবমিতি। মাৎস্য এবেতি—পুরাণসংখ্যা-তদ্দানফল-কথনাঙ্কিতেঽধ্যায়ে ইতি বোধ্যম্। তার-তম্যমিতি—অপকর্ষোৎকর্ষরূপম্, যেনেতরস্য—উৎকৃষ্টস্য পুরাণস্য নির্ণয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। 'সাত্ত্বিকপুরাণ-মেবোৎকৃষ্টং' ইতি ভাবেন স্বয়মাহ—সত্ত্বাদিতি। পৃচ্ছতি—তথাপীতি, পরমার্থ-নির্ণয়ায় সাত্ত্বিক-শাস্ত্রাঙ্গীকারেঽপীত্যর্থঃ। নানাভঙ্গ্যেতি—'সগুণং নির্গুণং জ্ঞানগুণকং জড়ং' ইত্যাদিকং কুটিলযুক্তি-কদম্বৈ-র্নিরূপয়তামিত্যর্থঃ। নান্যসূত্রকারেতি—গৌতমাদ্যনুসারিভিরিত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মসূত্রশাস্ত্রে স্থিতে কাপেক্ষা তদন্যসূত্রাণাং ? ইতি চেত্তত্রাহ ;—কিঞ্চাত্যন্তেতি—পৃষ্টঃ প্রাহ ;—তদেবেতি। ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যমিতি - যেন ব্রহ্মসূত্রং স্থিরার্থং স্যাদিত্যর্থঃ। পৃষ্টস্য হৃদ্গতং স্ফুটয়তি,—সত্যমুক্তমিত্যাদিনা॥ ১৮॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তারতম্যং—তত্তদ্দেবতানাং ন্যূনাধিক্যং,কথং স্যাৎ—কথং জ্ঞাতং স্যাৎ, যেন—তারতম্যনির্ণয়েন, ইতর-নির্ণয়ঃ—ভজনাদি-নির্ণয়ঃ। সত্ত্বাদি-তারতম্যেনৈবেতি—ইতর-নির্ণয়ঃ ক্রিয়ত ইত্যনেনান্বয়ঃ। ইতি চেদিতি—তদেতি শেষঃ। ইতি চ ন্যায়াৎ—ইতি ন্যায়াচ্চ, তথাপি—সাত্ত্বিক-পুরাণস্য পরমার্থ-সাধকত্বেঽপি। পরমার্থেঽপি—সাত্ত্বিকশাস্ত্রাবগতপরমার্থেঽপি নানা-ভঙ্গ্যা—শাস্ত্রান্তরপ্রদর্শিতযুক্তি-

* "পুরাণানামপি" ইতি পাঠস্তু বহুত্র। † "পরমার্থজ্ঞাপনায়" ইতি বা পাঠঃ।

‡ "চ" ইত্যধিকপাঠঃ ক্বচিৎ। ¶ "বেদস্য" ইত্যত্র "ইতিহাসস্য" ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

(১) "তদৈব" ইতি বা পাঠঃ।

নিবন্ধনচিত্ত-বিভ্রমেণ, বিপ্রতিপদ্যমানানাং—সংশয়বিপর্য্যয়বতাং, সমাধানায় তত্ত্ব-নির্ণয়ায় কিং স্যাদিতি। অর্থনির্ণয়ায়—অর্থ-নির্ণয়ে প্রামাণ্য-সূচনায়। ন মন্যেত—মুন্যন্তরোক্তযুক্ত্যন্তরেণ বিভিন্ন-চিত্ততয়া ব্রহ্মসূত্র-নির্ণীতার্থো ন মন্যেত। যদি চ বেদান্ত-সম্বাদ-প্রবল-ব্রহ্মসূত্রপ্রদর্শিতযুক্ত্যা মুন্যন্তর-সূত্রানুগতা নিরসনীয়া ইত্যুচ্যতে, তথাপি সন্দেহঃ; ইত্যত আহ কিঞ্চেতি। অপৌরুষেয়মিতি—পরমেশ্বর প্রণীতত্বেন সন্দেহাগোচর-মিতি ভাবঃ। উদ্ভাবিতং—স্মারিতম্॥ ১৮॥

অনুবাদ।

সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সূচনা। গ্রন্থকার প্রমেয় নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্নোত্তর ভঙ্গী করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকেই বিচারাসনে আনয়ন করিতেছেন;—মৎস্যপুরাণের পুরাণসংখ্যা ও পুরাণদানের ফল কীর্ত্তনাত্মক অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির মধ্যে কোনটি সাত্ত্বিক, কোনটি রাজসিক এবং কোনটি তামসিক—এইরূপ ব্যবস্থাই জানান হইয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে তারতম্য কিরূপে হয় অর্থাৎ কোন্ পুরাণ শ্রেষ্ঠ বা কোন্টি কনিষ্ঠ—ইহা কিরূপে জানা যায়?—যে তারতম্যের দ্বারা উৎকৃষ্ট পুরাণের নিশ্চয় হইতে পারে। তবে সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যেই পুরাণের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিশ্চয় করা যায়—এই অর্থ করিলে, "সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে" সত্ত্বই ব্রহ্মদর্শনের কারণ—ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে সাত্ত্বিক পুরাণই পরমার্থ জ্ঞান-সাধনে প্রবল—ইহা অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে একটি আশঙ্কা এই যে—উল্লিখিত পুরাণগুলির মধ্যে—কোথাও সগুণ, কোথাও নির্গুণ, কোথাও জ্ঞান গুণ এবং কোথাও বা জড়—ইত্যাদি বিষয় সকলের নানাবিধ কুটিল যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করাতে চিত্তের ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় যাহারা সংশয় এবং বিপর্য্যয়ের কিঙ্কর হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে সেই শাস্ত্রোক্তি সমাধানের উপায় কি?

যদি বলা যায়—সমস্ত বেদ এবং পুরাণের অর্থ নিরূপণের জন্য ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস স্বয়ং যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই অর্থ সকল নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য? তাহা হইলে, অন্যান্য সূত্রকার—গৌতমাদি মুনিগণের প্রদর্শিত কোন কোন যুক্তির অনুশীলনে দোদুল্যমান চিত্ত—তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিগণ তো ব্রহ্মসূত্রের নির্ণীত অর্থ মানিবে না! অথবা যদি বল, বেদান্তসম্বাদ-সমন্বিত—ব্রহ্মসূত্রের প্রদর্শিত প্রবল যুক্তি-বলে গৌতমাদিসূত্রের অনুগত ব্যক্তিগণকে পরাভব করিব? তথাপি সন্দেহের অবকাশ থাকিল! কারণ—ব্রহ্মসূত্রস্থ সূত্রগুলির অর্থ অতি গূঢ় এবং অল্পাক্ষরে নিবদ্ধ, তাহার উপর সূত্রের ভাষ্যকারগণও বিভিন্নমতাবলম্বী বলিয়া, তাঁহারা নিজ নিজ ভাষ্যে নানা অর্থের কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং কিরূপে এ বিষয়ের সমাধান হইতে পারে? উত্তর—হাঁ! তবে উহার একটি সমাধান এই—যদি সমস্ত বেদ, ইতিহাস এবং পুরাণের সারার্থযুক্ত—ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য অর্থাৎ যাহা দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ স্থির হয়—এমন একখানি অপৌরুষের পুরাণ এ জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত থাকেন; তবে তদ্দ্বারা সকল সন্দেহ দূর হইতে পারে। যথার্থ কথা বলিয়াছ! তুমি এই চরম সিদ্ধান্তের দ্বারা সকল প্রমাণের চক্রবর্ত্তী আমাদিগের অভিমত শ্রীমদ্ভাগবতকে স্মরণ করাইয়া দিলে॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।

(১৮) "শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভবতা"—এ স্থলে গ্রন্থকারের অবলম্বনীয় মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইল। অনেক স্থলে—'ভাগবত' এইমাত্র নাম দেখা গেলেও পূর্ণনাম—শ্রীমদ্ভাগবতই জানিতে হইবে, শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অভিপ্রায়ও ইহাই ;—

"ভাগবতত্বং—ভগবৎপ্রতিপাদকত্বম্, শ্রীমত্ত্বম্—শ্রীভগবন্নামাদেরিব তাদৃশস্বাভাবিকশক্তিমত্ত্বম্।" (ভা°, স্ক° ১অ° ৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ)—এই গ্রন্থ শ্রীভগবান্‌কে প্রতিপাদন করেন বলিয়া—'ভাগবত' এবং শ্রীভগবানের 'কৃষ্ণ' 'বিষ্ণু' প্রভৃতি নামের যেমন স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিমত্তা আছে ; যাহাতে নাম উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারীর আনুষঙ্গিক সমস্ত পাপ ধ্বংশ করিয়া প্রেম ফল দান করেন, তেমনি ভাগবতেরও 'শ্রীমৎ' এই শব্দের দ্বারা ঐরূপ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই শ্রীমৎ শব্দ ভাগবতের সামানাধিকরণাত্মক বিশেষণ, 'নীল উৎপল' বলিলে যেমন 'নীলত্ব' ও 'উৎপলত্ব'এর একনিষ্ঠত্ব অর্থাৎ এক বস্তুতে থাকা বোধ হয়। নীল—উৎপলের বিশেষণ হইলেও নীলের অভাবে উৎপল থাকে না আবার উৎপলের অভাবেও নীলের সত্তা থাকে না—উভয়েরই একাধারে প্রতীতি। শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষণ 'শ্রীমৎ' শব্দও তদ্রূপ সুতরাং এস্থলে নিত্যযোগে 'মতুপ্' প্রত্যয় স্বীকাব করিয়া গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম—'শ্রীমদ্ভাগবত' বুঝিতে হইবে। নিত্যযোগে 'মতুপ্' প্রত্যয় করার তাৎপর্য্য—ভাগবতের সহিত শ্রীমৎ—এই বিশেষণের নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ ভাগবত কখনই এ বিশেষণ ছাড়া থাকেন না। সেই জন্যই অনেক স্থলেই শ্রীমৎ শব্দ সহিতই ভাগবতকে উল্লেখ করা হইয়াছে ;—

"গ্রন্থোঽষ্টাদশ-সাহস্রো শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ" "শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা-পঠতে হরি-সন্নিধৌ" (গরুড়পুরাণ) শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুঃ।"

তবে কোন কোন স্থানে যে কেবল 'ভাগবত'—এই নাম দেখা যায়, সেটি—শাস্ত্রের স্থল বিশেষে যেমন 'ভামা' শব্দে সত্যভামা, এবং 'ভীম' শব্দে—ভীমসেন—এই পূর্ণ নাম গ্রহণ করা হয়, তেমনি জানিতে হইবে।

যৎ খলু পুরাণ-জাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজ-সূত্রাণামকৃত্রিম-ভাষ্যভূতং সমাধি-লব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ববেদার্থলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ। তথাহি তৎস্বরূপং মাৎস্যে ;—

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্ম-বিস্তরঃ। বৃত্রাসুর-বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমাং গতিম্॥
অষ্টাদশ-সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥" [৫৩, ২০] ইতি।

অত্র গায়ত্রীশব্দেন তৎসূচক-তদব্যভিচারি-‘ধীমহি’-পদসম্বলিত-তদর্থ এবেষ্যতে। সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণামাদিরূপায়াস্তস্যাঃ সাক্ষাৎকথনানর্হত্বাৎ *। তদর্থতা চ, “জন্মাদ্যস্য যতঃ” “তেনে ব্রহ্ম হৃদা” ইতি সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ববুদ্ধিবৃত্তি-প্রেরকত্বাদিসাম্যাৎ। ধর্ম্মবিস্তর ইত্যত্র ধর্ম্মশব্দঃ পরমধর্ম্মপরঃ, “ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ” ইত্যত্রৈব প্রতিপাদিতত্বাৎ †। স চ ভগবদ্ধ্যানাদিলক্ষণ এবেতি পুরস্তাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

শ্রীভাগবতং স্তৌতি ;—যৎ খল্বিত্যাদি,—অপরিতুষ্টেনেতি—পুরাণজাতে ব্রহ্মসূত্রে চ ভগবৎপারমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যয়োঃ সন্দিগ্ধতয়া গূঢ়তয়া চোক্তত্বাত্তত্র চাপরিতোষঃ, শ্রীভাগবতে তু তয়োস্তদ্বিলক্ষণতয়োক্তেস্তত্র পরিতোষ ইতি বোধ্যম্। তদর্থতা—গায়ত্র্যর্থতা। স চ ভগবদ্ধ্যানাদিলক্ষণ ইতি—বিশুদ্ধভক্তিমার্গবোধক ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অকৃত্রিমভাষ্যভূতমিতি—অকৃত্রিমত্বেন নিশ্চিত-প্রামাণ্যকং ব্যাখ্যান-সদৃশমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মসূত্রস্য বেদব্যাস-কৃতত্বেনাপৌরুষেয়-শ্রীমদ্ভাগবতস্য তদ্ব্যাখ্যান-রূপত্বাসম্ভবাৎ সদৃশার্থকভূত-নির্দ্দেশঃ। সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়ঃ - সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূতোঽর্থঃ। সর্ব্ববেদানাং তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূতোঽর্থঃ পরমেশ্বরঃ “সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।” ইতি শ্রুতেঃ ; তস্য সূত্রলক্ষণাং—সংক্ষেপেণ বোধিকাং, গায়ত্রীং গায়ত্রীপদ-ঘটক-ধীমহীতিপদসূচিত-তদর্থপ্রকাশনপথম্,অধিকৃত্য—স্বাভিধেয়মুখ্যার্থ-সংগ্রাহকতয়া সূচয়িত্বা। সাক্ষাল্লিখনানর্হত্বাদিতি—স্ত্রীশূদ্রাদ্যধিকার-শ্রবণযোগ্যগ্রন্থাদৌ গায়ত্রীস্বরূপ-লিখনস্যাযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। ইদমুপ-লক্ষণং গায়ত্র্যা অন্যার্থপরতাভ্রম নিরাসায়াপি তদর্থপ্রকাশন-পন্থারম্ভ ইতি। অষ্টাদশ-সহস্রাণি শ্লোকাঃ। তৎ—ভাগবতম্।

“তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।”

“ইতিশ্রুত্যা, পর-ব্রহ্মণো ভগবতঃ সাক্ষাৎকারস্যৈব মোক্ষ-হেতুতয়া সমীপ্সিতং, তৎকরণার্থং নিদিধ্যাসন-পদমিতি বাচ্যং, ধ্যানমেব মুখ্যং কারণং, তদেব প্রতিজ্ঞাতং ‘ধীমহি—ইতি। তৎফলঞ্চ ধ্যানকারণ-শ্রবণ-মননয়োরনেন পুরাণেন সম্পত্তিরিতি সূচনেন গ্রন্থাধ্যয়নে প্রবর্ত্তনমিতি ভাবঃ। “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” ইতি শ্রুতেঃ। সাম্যাদিতি, তথা চ গায়ত্রীশব্দো গৌণ্যা গায়ত্রীসমানার্থক-পন্থপর ইতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবের হেতু ও জন্মাদ্যস্য শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ।—ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস, নিখিল পুরাণ-ইতিহাস প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন

* “সাক্ষাল্লিখনানর্হত্বাৎ” ইতি পাঠঃ শ্রীমদ্‌গোস্বামিভট্টাচার্য্যসম্মতঃ। ক্রমসন্দর্ভেঽপ্যয়ং পাঠো দৃশ্যতে।

† “ইতি তত্রৈব প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ” ইতি বা পাঠঃ।

চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিলেন না, তখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধিতে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যসদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন; যে শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় (তাৎপর্য্যার্থ) দেখা যায়। তাহার প্রধান কারণ এই—যাহা হইতে সকল বেদের তাৎপর্য্য—পরমেশ্বরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সূত্ররূপ গায়ত্রী আশ্রয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি।

গায়ত্রী অবলম্বনেই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি—তাহা মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে :—"গায়ত্রী অবলম্বনে যাহাতে পরম ধর্ম্ম বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বৃত্রাসুরের বধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাই শ্রীমদ্‌ভাগবত নামে অভিহিত। যে, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত সুবর্ণময় সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক দান করিবে, সে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবে।" শাস্ত্রে আছে—"এই পুরাণ আঠার হাজার শ্লোকে পরিপূর্ণ।"

এস্থানে 'গায়ত্রী' শব্দে—গায়ত্রীর সূচক ও তাহা হইতে অভিন্ন 'ধীমহি'—এই পদের সহিত যে সমগ্র গায়ত্রীর অর্থ—ইহাই বুঝিতে হইবে, কারণ;—সমস্ত মন্ত্রের আদি-গায়ত্রীকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশ করা উচিত হয় না।

"যাঁহা হইতে জন্ম হইয়াছে এবং যিনি সংকল্প মাত্রেই ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন"—এই অর্থের—সর্ব্বলোকের আশ্রয়ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরকত্বাদিরূপ গায়ত্রীর অর্থের সহিত সমতা থাকায়, শ্রীমদ্ভাগবতের গায়ত্রীর অর্থের প্রকাশকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত মৎস্য পুরাণের বচনে—"ধর্ম্মবিস্তর" এই যে পদ আছে, সেটি পরম ধর্ম্মের বিস্তার জানিতে হইবে। কারণ—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ" এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় বচনেই ধর্ম্মের পরমত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা হইয়াছে এবং সেই ধর্ম্মও যে শ্রীভগবদ্ধ্যানাদি লক্ষণই; তাহা ইহার পরে প্রকাশ পাইবে॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।

(১৯) বেদবিভাগ, পুরাণ ইতিহাস আবিষ্কার এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও ভগবান্ শ্রীবেদ-ব্যাসের মনস্তুষ্টি না হইবার কারণ—তিনি সেই সকল শাস্ত্রে শ্রীভগবানের মহিমা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ লীলাদি সন্দিগ্ধ এবং গূঢ়রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদের বাক্যেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে :—

"ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্। যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥
যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ। ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥"

(ভাঃ, ১, ৫, ৮-৯)

পরে দেবর্ষির উপদেশ অনুসারে শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত বিষয়গুলি বিস্তাররূপে প্রকাশ করায় শ্রীবেদব্যাসের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছিল।

"অকৃত্রিমভাষ্যভূতম্"—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত অকৃত্রিম বলিয়া সুদৃঢ় প্রামাণ্য; ইহাতে বিষয়গুলি এমন ভাবে রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 'ভূত' শব্দের সদৃশ এই অর্থ করিয়া উল্লিখিত অর্থ নিষ্পন্ন করিতে হইবে, নচেৎ অপৌরুষেয় পূর্ব্বতন শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাসকৃত অধস্তন ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা অসঙ্গত হয়।

"সাক্ষাল্লিখনানর্হত্বাৎ"—শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রথম শ্লোকে গায়ত্রী-পদ্যের সাক্ষাৎ স্বরূপ না লিখিয়া তাহার অর্থ প্রকাশ করিবার সাধারণতঃ আর একটি কারণ এই—স্ত্রী-শূদ্রাদির শ্রবণযোগ্য গ্রন্থে গায়ত্রীর স্বরূপ লেখাটা যুক্তিসঙ্গত নহে, তবে এস্থলে আরও একটি কারণ মনে হয়—গায়ত্রীর স্বরূপ লিখিলে তাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয় না, সেইজন্য সাধারণের গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থে বোধ না থাকায় তাহারা ভ্রান্তি বশতঃ অন্যরূপ অর্থ করিয়া বসিবে সুতরাং তাহাদের ভ্রান্তি নিরাসের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম পদ্যেই গায়ত্রীর মুখ্য অভিধেয়ার্থ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রথম—"জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, শ্রীরাধারমণ দাস গোস্বামিপাদ এইরূপে দেখাইয়াছেন :—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই বাক্যে গায়ত্রীস্থ "সবিতুঃ"—পদের অর্থ করা হইয়াছে ; "যতঃ সূতে"—ইতি সবিতা—অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের জন্ম হয়, তিনি সবিতা—ইহা দ্বারা স্থিতি এবং প্রলয়ও উপলক্ষিত হইয়াছে। "পরং"—এই শব্দে গায়ত্রীর "বরেণ্যং" শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ উভয় শব্দই শ্রেষ্ঠবাচক। "সত্যং" এই শব্দে গায়ত্রীস্থিত "ভর্গঃ" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে, যে হেতু ব্রহ্মই সদ্বস্তু, তদ্ভিন্ন আর সকল পদার্থই অসৎ। মন্ত্রের "তৎ" পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার স্বতন্ত্র কোন অর্থ নাই, থাকিলেও মাত্র—'সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম'—এইরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হয়। 'স্বরাট্'—এই পদে গায়ত্রীর "দেবস্য" পদের অর্থ করা হইয়াছে, "দীব্যতি—স্বতঃ প্রকাশতে—ইতি দেবঃ" যিনি স্বতঃ প্রকাশ—যাঁহার প্রকাশ অপরের সাহায্যে হয় না, তাঁহাকেই স্বতঃ প্রকাশ বলা যায়। "স্বেনৈব রাজতে ইতি স্বরাট্"—এ পদের অর্থও ঐরূপ। এখানে প্রকাশ পদের অর্থ—জ্ঞান, কারণ জ্ঞানও স্বতঃ প্রকাশ। শাস্ত্রেও আছে :—"জ্যোতির্বজ্ জ্ঞানানি ভবন্তি"—সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, তাঁহার জ্ঞান কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া হয় নাই, কিন্তু জীবের জ্ঞান তাঁহার অধীন, তাহার কোন মতেই স্বতঃসিদ্ধতা নাই। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে"—এই পাঁচটি পদে—গায়ত্রীর "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—এই অংশের অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি বেদ প্রদান করিয়া ব্রহ্মার প্রজ্ঞা সঞ্চার করিয়াছেন, তিনিই আমাদের সকলের বুদ্ধিবৃত্তি বিবিধ বিষয়ে পরিচালিত করিতেছেন ; তদ্বিষয়ে অন্যের কোনই সামর্থ্য বা কর্তৃত্ব নাই। "ধীমহি"—এই শব্দ উভয় স্থলেই একরূপ এবং এক অর্থকেই প্রকাশ করিতেছে।

পক্ষান্তরে—গায়ত্রীস্থিত "তৎ" এই শব্দটিকে অব্যয় করিয়াও এরূপ অর্থ করা যায়—"তৎ—তৎ, ভর্গঃ—ভর্গং (দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা "সুপাং সুলুক্" ইত্যনেন) পরংব্রহ্ম ধীমহি—ধ্যায়ম" এ স্থানে ভর্গশব্দ—"বিভর্ত্তি—পুষ্ণাতি, পালয়তি" এই অর্থে গমাদির অন্তর্গত ভৃঞ ধাতুর উত্তর 'গ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং ভর্গশব্দে তাঁহাকে জগতের অধিষ্ঠান এবং পালক বলা হইল। আবার "ভৃজ্জতি নাশয়তি" এই অর্থে ভ্রস্জ ধাতুর উত্তর ঔনাদিক "গ" প্রত্যয় করিয়া তাঁহার প্রলয়কর্তৃত্বও স্থাপন করা যায়! ঐ ভর্গ শব্দের বিশেষণ—"সবিতুঃ—সবিতারং" অর্থাৎ পরমেশ্বর জগতের উদ্ভবের কারণ, এ স্থলেও দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি জানিতে হইবে। এখন বুঝিতে হইবে শ্রীমদ্ভাগবতীয় "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই বাক্যে, উল্লিখিত অর্থযুক্ত 'ভর্গ' এবং 'সবিতা' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে। গায়ত্রীস্থিত "তৎ" পদের অর্থ—"সত্যং পরং" এই দুই পদে করা হইয়াছে। ব্রহ্মই অবাধিত সত্য, তদ্ভিন্ন যত কিছু পদার্থ সমস্তই অসৎ। ভৃঞ ধাতু-নিষ্পন্ন "ভর্গ" শব্দে জগতের অধিষ্ঠান কথিত হওয়ায় ব্রহ্মের, প্রলয়ের অবধিত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুনরায় অন্যতম বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—"বরেণ্যং"—(বৃণোতি—সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি ইতি

বরেণ্যম্) অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপক—এই অর্থ "অন্বয়াদিতরতশ্চ"—এই অংশের দ্বারা কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদান, সেইরূপেই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। অথবা—বরেণ্য শব্দের অর্থ—"ব্রিয়তে-প্রার্থ্যতে চতুর্ব্বর্গান্ সর্ব্বৈরসৌ ইতি বরেণ্যস্তং, সর্ব্বস্য দাতারং সর্ব্বেশ্বরঞ্চেত্যর্থঃ" সকলে যাঁহার নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রার্থনা করেন, তিনি তাঁহাদিগের প্রার্থনা অনুসারে সেই সকল প্রদানও করেন, কারণ তিনিই সর্ব্বেশ্বর, তাঁহারই ধ্যান করা সর্ব্বথা সকলের কর্ত্তব্য ;—এই প্রকার বরেণ্য পদের অর্থ—"পরম্"—এই পদে প্রকাশ করা হইয়াছে। এখন উল্লিখিত পদ সমূহে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী, সমস্ত জগতের আধার, জগদ্ব্যাপী এবং সর্ব্বেশ্বর—সেই ব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি।

ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা ও জগতের আধার হইয়াও যে নির্লেপ অর্থাৎ জগতের মায়িক দোষে দুষ্ট নহেন—এই অর্থ গায়ত্রীর "দেবস্য" এই পদে বলিয়াছেন। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী হওয়ায় 'কর্ম্ম' স্বীকার করিতে হইবে। "দীব্যতি দ্যোততে প্রকাশতে ইতি দেবঃ তম্" অর্থাৎ যিনি নিত্যই স্বপ্রকাশ সুতরাং নিরঞ্জন—কখনই কোনরূপ দোষে লিপ্ত হয়েন না, এবং মায়া বা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারও যাঁহার নিকট থাকিতে পারে না, এই অর্থ—"স্বরাট্" এবং "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং"—এই দুই বাক্যে বলা হইয়াছে। অথবা—দেবয়তি অসদপি সদ্রূপেণ প্রকাশয়তি ইতি দেবঃ" অর্থাৎ যিনি অসৎ জগৎকেও সৎরূপে প্রকাশ করেন, গায়ত্রীর দেব পদের এই অর্থ—"যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা" এই অংশে উল্লেখ হইয়াছে। মায়ার সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের দ্বারা ক্রমে—ভূত, ইন্দ্রিয় এবং তাহাদিগের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা—এই তিন প্রকার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এ সমস্তই মিথ্যা ! তবে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতাই জগৎকে সত্যরূপে প্রতীতি করাইয়া দেয় মাত্র, বাস্তবিক তাহার সত্যতা নাই। তাহা হইলে মহামন্ত্র—গায়ত্রী এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—যিনি সকল জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বব্যাপী এবং সমস্ত জীবের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালক, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি ; তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সৎকর্ম্মে পরিচালনা করিয়া ভুক্তি মুক্তি দান করুন। এই প্রকার একই অর্থ উভয়ের প্রকাশ পাইয়াছে।

গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের সহিত গায়ত্রীর অর্থের এই প্রকার সমন্বয় করিয়াছেন :—

গায়ত্রীর ভগবৎপর ব্যাখ্যা—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম পদ্যস্থ—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এইবাক্যে গায়ত্রীর প্রণবের অর্থ দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহা হইতে শ্রীভগবানের ত্রিগুণময় অবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইতে ক্রমে জগতের জন্ম, স্থিতি এবং নাশ হইয়া থাকে, প্রণবও সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক ;—

"অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুরুকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারেনোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ।"

সুতরাং গায়ত্রীতে ওঁকারের দ্বারা উক্ত তিন দেবতাকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের কার্য্য—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কেও সূচনা করা হইয়াছে।

"যত্র ত্রিসর্গো মৃষা"—অর্থাৎ যাঁহাতে সত্ব-রজ-স্তমোময় ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা—এই বাক্যে "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ"—এই তিনটি ব্যাহৃতির কথা বলা হইয়াছে। "ভূঃ" শব্দে অতলাদি সপ্ততল ও ভূতল, "ভুবঃ" শব্দে অন্তরীক্ষ এবং "স্বঃ" শব্দে—স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ ও সত্য-লোক, এই চতুর্দ্দশ ভুবন বুঝিতে হইবে। এই

চতুর্দ্দশ ভুবন লইয়াই উল্লিখিত তিন প্রকার সৃষ্টি, সুতরাং গায়ত্রীতেও "ভূর্ভুবঃস্বঃ"—এই তিন শব্দের দ্বারা অভেদরূপে ত্রিবিধ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে। "স্বরাট্" এই শব্দে—"সবিতুঃ" ও "ভর্গঃ" এই দুই পদের ব্যাখ্যা হইয়াছে; শ্রীভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় দীপ্তিশালী অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশ জ্ঞানেরই ধর্ম্ম। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—অর্থাৎ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সংকল্প মাত্রেই বেদ সঞ্চার করিয়াছেন, তিনিই অল্পজ্ঞ সাধারণ জীবগণের বুদ্ধি-বৃত্তি বিজ্ঞানের পথে সঞ্চালন করিয়া থাকেন;—এই বাক্যে গায়ত্রীস্থিত "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" তিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি সৎপথে সঞ্চালনা করুন, এই অর্থের প্রকাশ পাইয়াছে। সেই অনাদি অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট তেজোময়মূর্ত্তি গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য—শ্রীভগবান্ই এস্থলে পরম-সত্য ভগবান্ 'শ্রীকৃষ্ণ।'

"জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য প্রকারান্তরে গায়ত্রীর সহিত উক্ত শ্লোকের সমন্বয় করিয়াছেন;—"জন্মাদ্যস্য" এই অংশের তাৎপর্য্য—গায়ত্রীস্থ "সবিতুঃ" পদে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহা হইতে জগতের সূতি (উৎপত্তি) হইয়াছে, তিনিই "সবিতা", এস্থলে সূতি উপলক্ষণ, অর্থাৎ ঐ শব্দে স্থিতি এবং লয়কেও গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ প্রত্যেক পদার্থের জন্মের পরক্ষণেই স্থিতি এবং তৎপরেই নাশ হয়, সুতরাং জন্ম থাকিলে তদ্দ্বারা অপর দুইটিকেও পাওয়া যাইতেছে। "পরং" এই পদে গায়ত্রীর "বরেণ্য" এই পদের অর্থ হইয়াছে, উভয় শব্দই শ্রেষ্ঠতা-বাচক। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং"—এই বাক্যে গায়ত্রীর 'ভর্গ' পদের অর্থ করা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার এতই অপরিমিত তেজ যে, তাঁহার নিকটে মায়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। যে স্থানে তেজঃ, সে স্থানে অন্ধকারের সত্তা থাকে না। মায়ার স্বরূপ তমোময়, অনন্তকোটি—সূর্য্যপ্রতিম তেজোময়বিগ্রহ শ্রীভগবানের নিকট তাহার সত্তার সম্ভাবনা কোথায়? পক্ষান্তরে—শ্রীভগবান্ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ আর মায়া অজ্ঞান-স্বরূপ, সুতরাং জ্ঞানের নিকটে অজ্ঞানের পরাভব ও স্বাভাবিক। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—এই অংশে গায়ত্রীর "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—এই অংশের অর্থ উক্ত হইয়াছে। "ধীমহি" এই পদটি উভয় স্থলেই একরূপ এবং এক অর্থে বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জীব মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়; ইহা ভিন্ন মুক্তির অপর উপায় নাই।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতা০ ৩।৮)

সুতরাং যে ভগবৎসাক্ষাৎকার মোক্ষের হেতু তাহাও প্রাবাহিক ধ্যান ব্যতীত সম্পন্ন হয় না—এই নিমিত্তই "ধীমহি" ক্রিয়ার অবতারণা। প্রথমে জীবগণ শ্রীভগবচ্চরিত্রাদি শ্রবণ মনন করিতে থাকে, তৎপরে তাহার ফল—ধ্যান সিদ্ধ হয়; এই ধ্যানই আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের ও গায়ত্রীর সম্পত্তি, "ধীমহি" শব্দে উহাই সূচনা করিয়া, এই গ্রন্থের অধ্যয়নে এবং গায়ত্রী জপে আধিকারিক জীবগণের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং স্বয়ংভগবান্ই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য। গায়ত্রীস্থিত 'ভর্গ'শব্দের অর্থ—তেজঃ বা চৈতন্য, সুতরাং চৈতন্য বলাতেই তাহা হইতে অভেদ—চেতন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন এই চেতন কি?—ইহার উত্তরে বলা যায়,—পর ব্রহ্মই চেতন এবং তিনিই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন:—

"প্রণব-ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

পক্ষান্তরে 'ভর্গ' শব্দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম-শব্দে নরাকৃতি-পরব্রহ্ম 'শ্রীকৃষ্ণ'ই অভিহিত হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে নারদের প্রতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণাখ্যন্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ।" "তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুঃ"।

সেই জ্যোতিই ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই "সবিতা"—প্রসবিতা অর্থাৎ জগজ্জন্মাদির কারণ এবং "দেব" বিবিধরূপে ক্রীড়ন-শীল, শরীর ব্যতীত ক্রীড়া হইতে পারে না, সুতরাং সবিতা ও দেব এই দুই বিশেষণে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণের—অনন্ত শক্তির আশ্রয় হেতু সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব থাকায় ভগবত্তা এবং স্বয়ং নিত্য অনন্ত ক্রীড়াপরায়ণ হেতু নিত্যশরীরিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই অংশে বুদ্ধি-বৃত্তির প্রবর্ত্তকত্ব থাকায় সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা লক্ষিত হইয়াছেন—এই রূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বস্তু, ইহা দেখান হইল।

"ধর্ম্মশব্দঃ পরমধর্ম্মপরঃ" ইহার তাৎপর্য্য এই—নিষ্কামতাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, যাহাতে কোন-রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহাকেই নিষ্কাম বলা যায়; উহাই পরম ধর্ম্ম এবং ইহাকেই শ্রীভগবদ্ধ্যানরূপ ভাগবতীয় ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। আর যাহাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে প্রকৃত ধর্ম্ম নহে; সেটি কামি-গণের স্বার্থ সিদ্ধির ছল মাত্র, ধর্ম্মের নামে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-সাধনাই উহার মূল উদ্দেশ্য।

এবং স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে চ ;—

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং" ইত্যাদি।

"সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যূর্নরামরাঃ। তদ্‌বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তচ্চ ভাগবতং স্মৃতম্॥ লিখিত্বা তচ্চ—" ইত্যাদি।

"অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।"—ইতি পুরাণান্তরঞ্চ *।

"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ-সম্মিতঃ। হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা॥ গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥" ইতি।

অত্র "হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা" ইতি বৃত্রবধ-সাহচর্য্যেণ নারায়ণ-বর্ম্মৈবোচ্যতে। হয়গ্রীব-শব্দেনাত্রাশ্বশিরা দধীচিরেবোচ্যতে †। তেনৈব চ প্রবর্ত্তিতা নারায়ণবর্ম্মাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। তস্যাশ্বশিরস্ত্বঞ্চ ষষ্ঠে,—"যদ্বৈ অশ্বশিরো নাম" [ভাঃ ৬, ৯, ৫২,] ইত্যত্র প্রসিদ্ধং, নারায়ণবর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যাত্বঞ্চ ;—

---

* 'পুরাণান্তরঞ্চ' ইত্যত্র 'অগ্নিপুরাণে চ' ইত্যপি পাঠঃ।

† 'উচ্যতে' ইত্যত্র 'লভ্যতে' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

"এতচ্ছ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তয়োঃ। প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সৎকৃতোঽসত্যশঙ্কিতঃ॥"—

ইতি টীকোত্থাপিতবচনেন চেতি। শ্রীমদ্ভাগবতস্য ভগবৎপ্রিয়ত্বেন ভাগবতাভীষ্টত্বেন চ পরমসাত্ত্বিকত্বম্। যথা পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গৌতম-প্রশ্নঃ ;—

"পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠসে পুরতো হরেঃ। চরিতং দৈত্যরাজস্য প্রহ্লাদস্য চ ভূপতে!"

তত্রৈব ব্যঞ্জুলীমাহাত্ম্যে তস্য তস্মিন্নুপদেশঃ ;—

"রাত্রৌ তু জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা॥ গীতা নাম-সহস্রঞ্চ পুরাণং শুক-ভাষিতম্। পঠিতব্যং প্রযত্নেন হরেঃ সন্তোষকারণম্॥"

তত্রৈবান্যত্র ;—

"অম্বরীষ! শুক-প্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্ব-মুখেনাপি যদীচ্ছসি ভব-ক্ষয়ম্॥"

স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে ;—

"শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরি-সন্নিধৌ। জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দ-সমন্বিতঃ" ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

'গ্রন্থ' ইত্যাদৌ হয়গ্রীবাদিশব্দয়োর্ভ্রান্তিং নিরাকুর্ব্বন্ ব্যাচষ্টে ;—অত্র হয়গ্রীবেত্যাদিনা। এতৎ শ্রুত্বেতি। দধ্যঙ্—দধীচি। প্রবর্গ্যমিতি—প্রাণবিদ্যাম্। নম্ন পাদ্মাদীনি সাত্ত্বিকানি পঞ্চ সন্তি, তৈরস্ত বিচার ইতি চেত্তত্রাহ ;—শ্রীমদিতি—এতস্য পরমসাত্ত্বিকত্বে পাদ্মাদি-বচনান্যুদাহরতি পুরাণং ত্বমিত্যাদিনা। কুলবৃন্দেতি—তৎকর্ত্তৃকশ্রবণমহিম্না তৎকুলস্য চ হরি-পদলাভ ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

গায়ত্রীমিত্যাদীতি—ইত্যাদ্যনন্তরমিত্যর্থঃ। তদ্বৃত্তান্তস্যোদ্ভবঃ—প্রকটনং যস্মাত্তৎ। হেমসিংহসমন্বিতং—হেমসিংহাসনমারূঢ়ং, পুরাণ-রাজত্বাদিতি। তস্যা বিদ্যায়াঃ প্রসিদ্ধমিতি—তথা চ হয়গ্রীবেণ প্রবর্ত্তিতত্বাদ্বিদ্যায়া অপি হয়গ্রীবত্বেন প্রসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ব্রহ্মবিদ্যাত্বঞ্চ—ব্রহ্মবিদ্যাত্বেন প্রসিদ্ধিশ্চ, সারস্বত-কল্পাভিধেয়াভিধাতৃত্বেনাস্যাপি সারস্বতকল্পত্বং সূচিতম্। তচ্চ গায়ত্র্যাখ্য-সরস্বতীমুপক্রম্যারব্ধত্বেন ব্যক্তমগ্রে ইতি। এতদিতি—অশ্বিভ্যামুক্তং প্রাগুক্তবচনমিত্যর্থঃ। ইতি টীকোত্থাপিতবচনেন চেতি—চকারাৎ ভাগবতে তস্যা বিদ্যাত্বেন ব্রহ্মত্বেন চ কথন-লাভঃ। কেচিত্তু ; হয়গ্রীবঃ—হয়গ্রীবাবতারঃ, ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মতত্ত্বঞ্চ ইত্যাহুঃ। হরেঃ সন্তোষ-কারণমিতি—অনেন ভগবৎপ্রিয়ত্বমুক্তং, ভবক্ষয়মিতি তৎপদং যাতীতি চ—ভাগবতানাং ভগবদ্ভক্তানামভীষ্টত্ব-সূচকম্॥ ২০॥

অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়। মৎস্য পুরাণের তুল্য স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডেও শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :—"যে শ্রীমদ্ভাগবতে গায়ত্রী অবলম্বনে পরম ধর্ম্মের বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে—" ইত্যাদি।

সারস্বত কল্প মধ্যে যে সমস্ত শ্রীভগবল্লীলা হইয়াছে এবং ঐ লীলা সম্বন্ধি যে সকল দেবতা ও

মনুষ্য হইয়াছিল; সেই বিষয় গুলি যে গ্রন্থের স্থল বিশেষে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। "লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাৎ" এবং "অষ্টাদশ সহস্রাণি—" ইত্যাদি মৎস্য পুরাণের অনুরূপ শ্লোকের দ্বারাও এখানে বলা হইয়াছে। স্কান্দ বা পুরাণান্তরেও আছে:—"যাহাতে হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রাসুর বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে এবং যাহার আরম্ভেই (প্রথম শ্লোকেই) গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে; এমন আঠার হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

উক্ত শ্লোকে "হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা"—যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বৃত্রবধের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহাকে "নারায়ণবর্ম্ম"ই বলা হইয়া থাকে। হয়গ্রীব শব্দে এস্থলে 'দধীচি' মুনি কথিত হইয়াছে, সেই দধীচিমুনির অশ্বমুণ্ড ছিল। তাঁহারই প্রচারিত "নারায়ণবর্ম্ম" নামক ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে, দধীচিমুনির অশ্বমুণ্ডত্বের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে:—"সেই দধীচিমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে 'অশ্বশিরো'নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন, যাহার বলে উভয়ে জীবন্মুক্ত হয়। দধীচির অশ্ব-শির ছিল, তদ্দ্বারা ঐ বিদ্যা কথিত হওয়ায়, বিদ্যার নামও অশ্বশির বা হয়গ্রীব হইয়াছিল।" ঐ স্থানের শ্রী-শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাধৃত বচনে নারায়ণ-বর্ম্মের ব্রহ্মবিদ্যাত্ব প্রকাশ পাইয়াছে:—"অথর্ব্ববেদবিৎ দধীচিমুনি অশ্বিনী কুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে, প্রবর্গ্য (প্রাণবিদ্যারূপ) ব্রহ্মবিদ্যা (নারায়ণবর্ম্ম) উপদেশ করিয়াছিলেন।"

যদি কেহ আশঙ্কা করেন—পদ্ম-পুরাণাদি যে পাঁচটি সাত্ত্বিক পুরাণ আছে, তদ্দ্বারাই পরমার্থ বিচার হউক?—তাহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন:—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অতিশয় প্রিয়, তন্নিমিত্ত তাঁহার ভক্তগণেরও অত্যন্ত অভীষ্ট, সুতরাং অন্যান্য সাত্ত্বিক পুরাণ অপেক্ষা ইঁহারই সাত্ত্বিকতার আধিক্য জানিতে হইবে।

পদ্ম-পুরাণে অম্বরীষ রাজার প্রতি গৌতম ঋষির প্রশ্নে উহা প্রকাশ পাইয়াছে:—"যাহাতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এবং প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণিত আছে, তুমি সেই ভাগবতকে শ্রীহরির অগ্রে পাঠ করিয়া থাক?" উক্ত পুরাণেই ব্যঞ্জুলীব্রত-মাহাত্ম্য প্রকরণে অম্বরীষকে গৌতম উপদেশ করিয়াছেন:—"ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর রাত্রিতে জাগরণ এবং শ্রীবিষ্ণুর লীলাগুণ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে শ্রীভগবানের প্রীতি কামনায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম এবং শ্রীশুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত।" পদ্মপুরাণের স্থানান্তরে বলা হইয়াছে:—"অম্বরীষ! তোমার যদি সংসারক্ষয় করিবার বাসনা থাকে, তবে নিত্য শ্রীশুক-প্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কর এবং স্বয়ং নিজ মুখেও পাঠ কর।" স্কন্দপুরাণের প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে:—"যিনি হরিবাসরের দিন শ্রীহরির নিকটে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি স্বয়ং তো শ্রীভগবদ্ধাম লাভ করেনই, এমন কি তাঁহার সমস্ত কুল পর্য্যন্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকে" ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।

(২০) নারায়ণ বর্ম্মের হয় গ্রীব নাম হইবার শাস্ত্রীয় একটী আখ্যায়িকায় এই রূপ পাওয়া যায়:—কোন সময়ে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, দধীচি মুনির প্রাণবিদ্যাত্মক ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে অতিশয় নিপুণতা অবগত হইয়া ঐ বিদ্যালাভের ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"ভগবন্! আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন।" অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের এই কথা শুনিয়া দধীচি বলিয়াছিলেন—"আমি এক্ষণে একটী কার্য্যে ব্যস্ত আছি, আপনারা এখন গমন করুন; পরে আমি বলিব।"

তাহার পর অশ্বিনীকুমার চলিয়া গেলে—ইন্দ্র আসিয়া দধীচিকে বলিয়াছিলেন—"মুনিবর! অশ্বিনী-কুমার জাতিতে বৈশ্য, ইহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা দিবেন না। যদি আমার এই বাক্য লঙ্ঘন করেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন—আপনার শিরশ্ছেদন হইবে"। এই কথা বলিয়া ইন্দ্র গমন করিলেন, পরে পুনরায় অশ্বিনীকুমার-দ্বয় দধীচির নিকটে আসিলেন, এবং মুনির মুখে ইন্দ্রের ঐরূপ অসদ্ব্যবহার অবগত হইয়া বলিলেন:—"মুনিবর! আপনি এজন্য কোন ভয় করিবেন না, আমরা প্রথমেই আপনার মস্তক ছেদন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী অশ্বমুণ্ড যোগবলে ঐ স্থানে লাগাইয়া দিই; ঐ মুখে আমা-দিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পরে ইন্দ্র যখন আসিয়া আপনার এই কার্য্যের প্রতিফল-স্বরূপ অশ্বমুণ্ড ছেদন করিবে, তখন আবার আমরা আপনার সেই পূর্ব্ব মস্তক শরীরে লাগাইয়া দিব এবং আপনার এই বিদ্যা দানের উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া চলিয়া যাইব।" তাহার পর দধীচি সত্য-লোপ-ভয়ে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের বাক্যে সম্মত হইয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যানামক নারায়ণ-বর্ম্ম অশ্বমুখে উপদেশ করিয়াছিলেন।

দধীচি মুনির সেই অশ্বমুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া প্রচারিত হওয়ায়, নারায়ণ বর্ম্মের "হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা" এই একটি নামও জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ "হয়গ্রীবেণ—দধীচিনা প্রবর্ত্তিতা—প্রচারিতা ব্রহ্ম-বিদ্যা—হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা"—এইরূপ মধ্যপদলোপী সমাস করিয়া ঐ অর্থের সঙ্গতি করিতে হইবে।

"পঠস্ব স্বমুখেনাপি"—এই 'অপি' শব্দে, স্বয়ং কেহ কখন পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে অন্ততঃ প্রতিনিধি দ্বারাও পাঠ করাইবে, এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

"শুক-প্রোক্তং"—এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষণ দেখিয়া অনেকের মনে সন্দেহ আসিতে পারে—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের কতক অংশ হইতে শেষ পর্য্যন্ত—এই অংশটি শ্রীমদ্ভাগবত নহে, কারণ—দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতেই পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক দেবের উক্তি, আর দ্বাদশস্কন্ধের ষষ্ঠ-অধ্যায়ের "জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ" এই স্থানেই শ্রীপরীক্ষিতের নিকট হইতে শ্রীশুকদেবের গমন বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যেও আবার কতকগুলি শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি এবং কতকগুলি শ্রীসূত-শৌনকাদির উক্তিও আছে। সূত-শৌনক সংবাদ তো শ্রীশুকদেবের পরবর্ত্তী! তবে শুকপ্রোক্ত কি কোন অংশবিশেষ এবং তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত?—এই আশঙ্কা নিরাস করিতেই শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেনঃ—"অনাগতাখ্যানেনৈবাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তেঃ" অর্থাৎ যে বৃত্তান্ত উপস্থিত হয় নাই; সেই ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি, সুতরাং এখানে বুঝিতে হইবে—গায়ত্রীর অর্থদ্যোতক, "জন্মাদ্যস্য—" ইত্যাদি শ্লোক হইতে "বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ।" ইত্যন্ত শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থই—শ্রীমদ্ভাগবত! ইহা অনাদিসিদ্ধ এবং এই সম্পূর্ণ অংশই শ্রীব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতস্থ শুক-পরীক্ষিতের এবং সূত-শৌনকাদির উক্তি প্রত্যুক্তি গুলিও অনাদিকাল হইতে সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। তবে পুরাণ-প্রকাশ কালে শ্রীবেদব্যাস সর্ব্বাংশে প্রকাশ না করিয়া শ্রীমদ্ভাগ-বতের মাত্র অভিধেয়াংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করেন, পরে—ভারত প্রকাশের পর ঐ গুলির দ্বারা সজ্জিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। একথা স্বীকার না করিলে অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত বিরোধ হয়;—

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশ-স্কন্ধসম্মিতঃ। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥" (মৎস্যপুঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ বর্ণন আছে, যদি প্রথম-স্কন্ধ ত্যাগ করা হয়; তবে উহার অস্তিত্ব থাকে না। বিশেষতঃ ঐ বচনের প্রতিপাদিত ভাগবত, আর—"অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং"—এই বচনস্থ ভাগবত দুই হইয়া পড়ে, "দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ"—এ কথাও নিরর্থক হয় এবং আঠার হাজার শ্লোকেরও সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীশুকদেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—ইহার প্রমাণ তো কোথাও পাওয়া যায় না? বরং দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত ভাগবতই বলিয়াছিলেন, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনায় বোধ হয়; —

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্। সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্॥

শ্রীবেদব্যাস যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান এবং শ্রীশুকদেবও উহাই শ্রীপরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন;—ইহাই ঐ বচনগুলির তাৎপর্য্য, সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রগুলি আলোচনা করিলে আর উল্লিখিত আশঙ্কার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

"পুরাণং ত্বং ভাগবতং—" ইত্যাদি শ্লোক হইতে "শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা—" ইত্যাদি কয়েকটি শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীভগবৎপ্রিয়ত্ব এবং ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদত্ব প্রমাণিত করিয়া পরম সাত্ত্বিকত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।

গারুড়ে চ ;—

"পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ॥
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ॥
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥" ইতি।

ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতম্ * তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতম্, পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমিতি। তস্মাত্তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্ব্বাচীনমন্যদন্যেষাং † স্বস্বকপোল-কল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।

"ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ—নির্ণয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ভারতং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ভারতং সর্ব্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতাঃ পুরা। দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ॥
ব্যাসস্যৈবাজ্ঞয়া তত্র ত্বত্যরিচ্যত ভারতম্। মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ ‡ মহাভারতমুচ্যতে॥"—

ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণস্য ভারতস্যার্থ-বিনির্ণয়ো যত্র সঃ। শ্রীভগবত্যেব তাৎপর্য্যং তস্যাপি। তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে শ্রীবেদব্যাসং প্রতি জনমেজয়েন ;—

---

* "আবির্ভাবিতম্" ইতি বা পাঠঃ। † "অন্যদন্যেষাং" ইত্যত্র "অন্যদন্যভাষ্যং" ইতি ক্বচিৎ।
‡ "ভারতত্ত্বাৎ" ইতি শ্রীগোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

"ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যান-বিস্তরাৎ। আমথ্য মতিমন্থেন জ্ঞানোদধিমনুত্তমম্ ॥
নবনীতং যথা দধ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা। আরণ্যং সর্ব্ববেদেভ্য ওষধীভ্যোঽমৃতং যথা ॥
সমুদ্ধৃতমিদং ব্রহ্মন্! কথামৃতমিদং তথা। তপোনিধে! ত্বয়োক্তং হি নারায়ণ-কথাশ্রয়ম্ ॥"

[ইতি ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

গারুড়বচনৈশ্চ পরমসাত্ত্বিকত্বং ব্যঞ্জয়ন্ ব্রহ্মসূত্রাদ্যর্থ নির্ণায়কত্বং গুণমাহ;—অর্থোঽয়মিতি। গারুড়-বাক্যপদানি ব্যাচষ্টে—ব্রহ্মসূত্রাণামিত্যাদিনা। তস্মাত্তদ্ভাষ্যেত্যাদি,—অন্তদ্বৈষ্ণবাচার্য্য-রচিতমাধুনিকং ভাষ্যং তদনুগতং শ্রীভাগবতাবিরুদ্ধমেবাদর্ত্তব্যং, তদ্বিরুদ্ধং শঙ্কর-ভট্ট-ভাস্করাদি-রচিতং তু হেয়মিত্যর্থঃ। ভারতার্থেতি পদং ব্যাকুর্ব্বন্ ভারতবাক্যেনৈব ভারতস্বরূপং দর্শয়তি,—নির্ণয়ঃ সর্ব্বেতি। ভারতং কিংতাৎপর্য্যকমিত্যাহ;—শ্রীভগবত্যেবেতি, তস্য ভারতস্যাপীত্যর্থঃ। ভারতস্য ভগবত্তাৎপর্য্যকত্বে নারায়ণীয়-বাক্যমুদাহরতি;—ইদং শতেত্যাদি ॥ ২১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অর্থঃ—অর্থয়তি বোধয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যাঽর্থবোধকঃ। বিবৃণোতীদং—তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইতি। সূক্ষ্মত্বেন—সকল-বেদতাৎপর্য্য-বিষয়-পরমার্থ-সংগ্রাহকত্বেন গূঢ়তয়া স্থিতত্বেন চ যৎ পদ্যং মনস্যাবির্ভূতং গায়ত্রীসমানার্থকং, তদেবেত্যর্থঃ। সূত্রত্বেন—উপক্রমরূপত্বেন, বিস্তীর্ণত্বেন—সদৃষ্টান্ত-যুক্ত্যুপন্যাসেতি-হাসাদিনা গায়ত্র্যর্থ-তত্তাৎপর্য্যবিস্তারকত্বেন। তস্মিন্—ভাগবতে। তদনুগতং—ভাগবতার্থ-সম্বাদি ন তু তদ্বিপরীতার্থকম্। বিনির্ণয়ঃ বিশেষেণ নির্ণায়কঃ। যদ্বা—'বিশিষ্য নির্ণয়ো যত্র তদ্ভাগবতম্' ইতি যত্তৎপদপূরণেনার্থো জ্ঞেয়ঃ। অত্যরিচ্যতেতি সকলবেদার্থানাং সহেতুকং বিবৃত্যাবির্ভাবকত্বাৎ। তদেবাহ;—মহত্ত্বাদিতি—ষষ্টিলক্ষ-শ্লোকাত্মকত্বেন সকল-বেদার্থসংগ্রাহকত্বাৎ। ভারতত্বাৎ—পরতত্ত্বস্মারক-পরমভাগবত-ভরত-বংশপ্রসঙ্গাৎ। ভারতাখ্যান-বিস্তরাৎ—ভারতাখ্যান-বিস্তারমালোচ্য তত্র স্থিতং জ্ঞানোদধিমামথ্য তস্মাদিদং কথামৃতং সমুদ্ধৃতমিত্যন্বয়ঃ। কথায়া অমৃতত্বে হেতুঃ—নারায়ণকথাশ্রয়মিতি। এতেন যথা নারায়ণস্য ভগবদপরনামকস্য স্বরূপ-গুণলীলাবর্ণনস্য সর্ব্বশাস্ত্র-সারত্বাত্তদাখ্যানাশ্রয়-ভারতমুত্তমং, তথা ভগবদ্গুণ-বর্ণনপ্রধানত্বেন শ্রীভাগবতমুত্তমমিতি দর্শিতং, ভারতস্যান্য-বর্ণনসম্বলিতস্য নারায়ণীয়াখ্যা-নাংশস্য উদ্ধৃতসারত্ব-কথনাত্ততোঽধিক-ভগবৎস্বরূপগুণাদি-বর্ণনমাত্রাত্মকস্য ভাগবতস্য ভারতাদাধিক্যঞ্চ সূচিতম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মসূত্রাদির অর্থনির্ণায়কত্ব। গরুড়-পুরাণের বচন দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের পরম সাত্ত্বিকত্ব স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মসূত্রাদির অর্থ-নির্ণায়কত্ব গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন:—"শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ,অতি প্রাঞ্জল অর্থ ইহাতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে; ব্রহ্মসূত্রের এবং মহাভারতের অর্থ ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া গায়ত্রীর ভাষ্য বলা যায়, বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যও শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবিষ্ট আছে। সামবেদ যেমন বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি ঐ সকল কারণে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মধ্যে প্রধান। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্

কর্ত্তৃক কথিত বলিয়া এই গ্রন্থকে "ভাগবত" বলা হয়। এই গ্রন্থে দ্বাদশটি (১২) স্কন্ধ, পঞ্চত্রিংশ অধিক তি শত (৩৩৫) অধ্যায় এবং অষ্টাদশ সহস্র (১৮০০০) শ্লোক বিদ্যমান আছে।"

"ব্রহ্মসূত্রাণাং অর্থঃ"—অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে সমাধিস্থ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপানের চিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হয়েন, পরে তিনি তাঁহার বিস্তৃত অর্থ সংক্ষেপ করিয়া সূত্ররূপে প্রকা করেন, তাহার পর তাঁহা হইতেই বিস্তাররূপে সাক্ষাৎ শ্রীমদ্‌ভাগবত জগতে প্রচারিত হইয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্ম সূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে আধুনিক অপর ভাষ্যকারগণের স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল হইলেই আদর করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণাক্রান্ত মহাভারতে অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে নির্ণীত হওয়ায় ইহাঁকে 'ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ'—এই বিশেষণ দেওয় হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে ;—"যাহাতে সকল শাস্ত্রের নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাকেই 'ভারত' বল হয়। পূর্ব্বকালে শ্রীবেদ-ব্যাসের অনুমতি অনুসারে ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষিগণের সহিত একত্রিত হইয় পরিমাপক যন্ত্রের একদিকে সমস্ত বেদ এবং অপর দিকে ভারতকে রক্ষা করেন, কিন্তু তখন ভারতই ভা হইয়াছিল।" এইরূপে বেদ হইতে ভারতের মহত্ত্ব এবং ভারবত্তা উপলব্ধি হওয়ায় ঐ গ্রন্থ "মহাভারত নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

মহাভারতেরও যে শ্রীভগবানেই তাৎপর্য্য, তাহা মহাভারতের মোক্ষ-ধর্ম্মের নারায়ণীয় উপাখ্যানে শ্রীবেদব্যাসের প্রতি জনমেজয়ের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেঃ—"হে তপোনিধে! যেমন দ হইতে নবনীত, মলয় পর্ব্বত হইতে চন্দন, সকল বেদ হইতে আরণ্যক—উপনিষদ্ এবং ওষধি হইতে অমৃ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তেমনি লক্ষ শ্লোকাত্মক বিস্তৃত মহাভারত আলোচনা-পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ জ্ঞানরূপ সমু মন্থন করিয়া, নারায়ণ কথাশ্রয় উপাখ্যানরূপ অমৃত আপনাকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে অর্থাৎ নারায়ণী উপাখ্যান আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন" ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।

(২১) "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং"—এ স্থলে 'অর্থ' শব্দে "অর্থয়তি—বোধয়তি"—এই ব্যুৎপ দ্বারা 'বোধক' এই অর্থ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থের জ্ঞাপক। গ্রন্থকার এই পদের অর্থ—"অকৃত্রিমভাষ্যভূতম্"—ইহা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমবিকাশ এইরূপ পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেকালে, কল্পান্তে অন্তর্হি শ্রীমদ্ভাগবতকে নিখিল জীবের পরম মঙ্গল কামনায় আবির্ভাব করাইতে ইচ্ছুক হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলে তখন সমস্ত বেদের অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য - পরমার্থের সংক্ষেপ-সংগ্রাহক একটি পদ্য তাঁহার মনে আবির্ভূ হইয়াছিল—তাহাই গায়ত্রীর সমান অর্থযুক্ত, পরে তাহা হইতেই সূত্ররূপে অর্থাৎ উপক্রমাত্মক গ্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিতরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তাহার পর দৃষ্টান্ত, যুক্তি, অবতারণা, ইতিহাস-ভা গায়ত্রীর তাৎপর্য্য এবং উপসংহার প্রভৃতির সহিত সুবিস্তৃত অর্থ সম্বলিত পরিদৃশ্যমান—এই শ্রীমদ্ভাগব জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য—এ কথা বলায় গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এইপ্রকার বো হয় ;—শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনও যাহা ; ব্রহ্মসূত্রেরও তাহাই জানিতে হইবে কারণ জগতে যত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে, তাহার বিষয় মূলগ্রন্থ হইতে পৃথক্ হয় না। মূল গ্রন্থের তত্ত্বনিচ

ব্যাখ্যা গ্রন্থেই পরিস্ফুট থাকে। এখন দেখা যাইতেছে ; শ্রীমদ্ভাগবতের আদি-মধ্য-অন্ত—এ সকল স্থানেই সগুণ সর্ব্বশক্তিমান্ সবিশেষ—শ্রীভগবানেরই তত্ত্ব বিকাশ হইয়াছে এবং সম্বন্ধতত্ত্ব ও অভিধেয়তত্ত্বও যে তিনি, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। আবার ভক্তিকেও অভিধেয়রূপে বলিয়া প্রেমকে প্রয়োজনরূপে স্থাপন করা হইয়াছে সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধাদিও যে তাহার অনুরূপ, ইহা বলাই বাহুল্য ! এমন অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে অন্যান্য ভাষ্যের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না,তবে কলি-জীবের বুদ্ধিবৃত্তির দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শ্রীমদ্ভাগবতের গভীর দুর্গম অর্থের বোধ না হওয়ায়, ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়া পড়েন, সেই নিমিত্ত কখন কখন ব্রহ্মসূত্রের আধুনিক ভাষ্যগুলির আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু সেটি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূলে হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ শ্রীমাধ্ব-রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কৃত ভাষ্য সকলের মধ্যে যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অবিরুদ্ধ তাহাই আমার আদরণীয়, অপব ভাগবতার্থ-বিরুদ্ধ ভাষ্যগুলি পরিত্যাজ্য।

আর এক কথা—মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় যদি ব্যাখ্যা গ্রন্থে পরিস্ফুট থাকে ; তবে শ্রীশঙ্কর-ভট্ট-ভাস্কর প্রভৃতি মহানুভবগণের রচিত ভাষ্যগুলিকে অনাদর করিবার হেতু কি ?—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—যেস্থলে মূলগ্রন্থকার এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থকার পৃথক্ পৃথক্ থাকেন, সেই স্থানেই মূলের অভিপ্রায় ব্যাখ্যায় প্রকাশ হইল কি না—এইরূপে একটা সন্দেহ আসিয়া পড়ে ; কিন্তু যেস্থানে মূল গ্রন্থকর্ত্তা এবং ব্যাখ্যা-গ্রন্থকর্ত্তা এক ব্যক্তিই হয়েন, সে স্থানে তো ঐরূপ সন্দেহের কারণ কিছুই দেখা যায় না ! এস্থলে ব্রহ্ম-সূত্রের যিনি প্রণেতা, অপৌরুষেয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশকও তিনিই। আবার শ্রীমদ্ভাগবতই যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—এ কথাও "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং"—এই শ্রীবেদব্যাসেরই গ্রন্থ—গরুড় পুরাণের বাক্যে জানা যাইতেছে, সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকাশ পাইয়াছে—ইহা অবধারিত। এই জন্যই গ্রন্থকার, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমেয় নির্ণয়-কল্পে শাঙ্কর-ভাষ্যাদিব মত অনুকূল না হওয়ায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহাভারতের অধিকাংশ স্থলেই ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গ-দেব-দানব-মুনি-ঋষি প্রভৃতির চরিত্র বর্ণন, রাজ-ধর্ম্ম-দানধর্ম্ম-ব্রত-নিয়ম প্রভৃতি কাম্য কর্ম্মের এবং জ্ঞানযোগ-মোক্ষধর্ম্মাদির কীর্ত্তন দেখা যায়। তাহার মধ্যে কেবল শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মের অন্তর্গত নারায়ণীয় প্রকরণেই ভগবান্ শ্রীনারায়ণের স্বরূপ-গুণ-লীলা বর্ণনের আধিক্য রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকাংশ স্থলেই শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং গুণ-লীলাদি বর্ণনের আধিক্য আছে। বিশেষতঃ মুখ্যরূপে শ্রীভগবানের গুণলীলাদি কীর্ত্তন করিয়া পূর্ণমনোরথ হওয়াই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য এবং এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ সুতরাং মহাভারত অপেক্ষাও যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে মহাভারতে সর্ব্বশাস্ত্রের সার—শ্রীভগবানের গুণ বর্ণন, সাধারণতঃ অধিক-রূপে থাকায় অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠতা—"নারায়ণকথাশ্রয়ম্"—এই বিশেষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তথা চ তৃতীয়ে ;—

"মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।

যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্য-কথানুবাদৈর্ম্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্॥" [ভা০ ৩, ৫, ১২] ইতি।

তস্মাৎ * গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ—তথৈব হি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ তদ্ব্যাখ্যানে ভগবানেব বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ। অত্র "জন্মাদ্যস্য" ইত্যস্য ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে। বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ—বেদার্থস্য পরিবৃংহণং যস্মাৎ। তচ্চোক্তম্ ;—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাম্" ইত্যাদি। পুরাণানাং সামরূপঃ—বেদেষু সামবৎ স তেষু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অতএব স্কান্দে ;—

শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ। ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥

কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ †। গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥

যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ!

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে! অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

[ইতি।

শতবিচ্ছেদসংযুতঃ—পঞ্চত্রিংশদধিকশতত্রয়াধ্যায়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ, স্পষ্টার্থমন্যৎ। তদেবং পরমার্থবিবিৎসুভিঃ শ্রীভাগবতমেব সাম্প্রতং বিচারণীয়মিতি স্থিতম্।

(হেমাদ্রের্ব্রতখণ্ডে—

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥"

ইতি বাক্যং শ্রীভাগবতীয়ত্বেনোত্থাপ্য ভারতস্য বেদার্থ-তুল্যত্বেন নির্ণয়ঃ কৃত ইতি তন্মতানুসারেণ ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ং ;—ভারতার্থস্য বিনির্ণয়ঃ—বেদার্থতুল্যত্বেন বিশিষ্য নির্ণয়ো যত্রেতি। যস্মাদেবং ভগবৎপরস্তস্মাদেব "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্"—ইতি কৃত-লক্ষণ-শ্রীমদ্ভাগবতনামা গ্রন্থঃ শ্রীভগবৎপরায়া গায়ত্র্যা ভাষ্যরূপোঽসৌ।

তদুক্তং—"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্"—ইত্যাদি। তথৈব হি অগ্নিপুরাণে তস্য ব্যাখ্যানে বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ।

তত্র তদীয়ব্যাখ্যা-দিগ্‌দর্শনং যথা ;—

"তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ।"

ইত্যারভ্য পুনরাহ ;—

"তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণম্। শিবং কেচিৎ পঠন্তি স্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ॥

---

* "তস্মাৎ" ইতি পাঠঃ ক্বচিন্নাস্তি। † "বিনা" ইতি বা পাঠঃ।

কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ। অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে॥" ইতি।

অত্র "জন্মাদ্যস্য" ইত্যস্য ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে। "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্" ইত্যুপসংহারবাক্যে চ "তচ্ছুদ্ধম্" ইত্যাদি-সমানমেবাগ্নিপুরাণে তদ্ব্যাখ্যানম্।

"নিত্যং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নিত্যভর্গমধীশ্বরম্। অহং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ধ্যায়েম হি বিমুক্তয়ে॥" [ইতি।

অত্রাহং ব্রহ্মেতি—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" ইতি ন্যায়েন যোগ্যত্বায় স্বস্য তাদৃক্ত্ব-ভাবনা দর্শিতা। ধ্যায়েমেতি—অহং তাবৎ ধ্যায়েয়ং, সর্ব্বে চ বয়ং ধ্যায়েমেত্যর্থঃ। তদেতন্মতে তু মন্ত্রেঽপি ভর্গশব্দোঽয়মদন্ত এব স্যাৎ। "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা ছান্দসসূত্রেণ তু দ্বিতীয়ৈকবচনস্য 'অমঃ' 'সু' ভাবো জ্ঞেয়ঃ।

যত্তু দ্বাদশে—"ওঁ নমস্তে" ইত্যাদিগদ্যেষু তদর্থত্বেন সূর্য্যঃ স্তুতঃ, তৎ পরমাত্ম-দৃষ্ট্যৈব; ন তু স্বাতন্ত্র্যেণেত্যদোষঃ।

তথৈবাগ্রে শ্রীশৌনক-বাক্যে ;—

"ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ।" ইতি।

ন চাস্য ভর্গস্য সূর্য্যমণ্ডলমাত্রাধিষ্ঠানত্বম্। মন্ত্রে বরেণ্যশব্দেন, অত্র চ গ্রন্থে পরশব্দেন পরমৈশ্বর্য্যপর্য্যন্ততায়া দর্শিতত্বাৎ। তদেবমগ্নিপুরাণেঽপ্যুক্তম্—

"ধ্যানেন পুরুষোয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্য-মণ্ডলে। সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥" ইতি।

ত্রিলোকী-জনানামুপাসনার্থং প্রলয়ে বিনাশিনি সূর্য্যমণ্ডলে চান্তর্য্যামিতয়া প্রাদুর্ভূতোঽয়ং পুরুষো ধ্যানেন দ্রষ্টব্যঃ—উপাসিতব্যঃ। যত্তু বিষ্ণোস্তস্য মহাবৈকুণ্ঠ-রূপং পরমং পদং, তদেব সত্যং—কালত্রয়াব্যভিচারি, সদাশিবং—উপদ্রবশূন্যং, যতো ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ। তদেতদ্গায়ত্রীং প্রোচ্য পুরাণলক্ষণ-প্রকরণে যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রী-মিত্যাদ্যপ্যুক্তমগ্নিপুরাণে। তস্মাৎ ;—

'অগ্নেঃ পুরাণং গায়ত্রীং সমেত্য * ভগবৎপরাম্। ভগবন্তং তত্র মত্বা জগজ্জন্মাদিকারণম্॥
যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিতি লক্ষণপূর্ব্বকম্। শ্রীমদ্ভাগবতং শশ্বৎ পৃথ্ব্যাং জয়তি সর্ব্বতঃ॥'

তদেবমস্য শাস্ত্রস্য গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবৃত্তির্দর্শিতা। যত্তু সারস্বতকল্পমধিকৃত্যেতি পূর্ব্বমুক্তং, তচ্চ গায়ত্র্যা ভগবৎপ্রতিপাদকবাগ্বিশেষরূপসরস্বতীত্বাদুপযুক্তমেব। যদুক্ত-মগ্নিপুরাণে ;—

"গায়ত্র্যুক্থানি শাস্ত্রাণি ভর্গং প্রাণাংস্তথৈব চ। ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এব চ।

* "সম্মত্য" ইতি পাঠঃ শ্রীগোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃ তঃ।

প্রকাশিনী সা সবিতুর্বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী ॥". ইতি।

অথ ক্রমপ্রাপ্তা ব্যাখ্যা ;—

বেদার্থপরিবৃংহিত ইতি—বেদার্থানাং পরিবৃংহণং যস্মাৎ, তচ্চোক্তমিতিহাস-পুরাণাভ্যামিতি। পুরাণানাং সামরূপ ইতি—বেদেষু সামবৎ পুরাণেষু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। পুরাণান্তরাণাং কেষাঞ্চিদাপাততো রজস্তমসী জুষমাণৈস্তৎপরত্বাপ্রতীতত্বেঽপি বেদানাং কাণ্ডত্রয়বাক্যৈকবাক্যতায়াং * যথা সাম্না তথা তেষাং শ্রীভাগবতেন প্রতিপাদ্যে শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবসানমিতি ভাবঃ।

তদুক্তম্ ;—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥" ইতি—

প্রতিপাদয়িষ্যতে চ তদিদং পরমাত্মসন্দর্ভে। সাক্ষাদ্ভগবতোদিত ইতি ;—'কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ং' ইত্যুপসংহারবাক্যানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। শতবিচ্ছেদসংযুত ইতি—বিস্তরভিয়া ন বিব্রিয়তে। তদেবং শ্রীমদ্ভাগবতং সর্ব্বশাস্ত্রচক্রবর্ত্তিপদমাপ্তমিতি স্থিতে 'হেমসিংহসমন্বিতং' ইত্যত্র 'হেমসিংহাসনারূঢ়ম্' ইতি টীকাকারৈর্যদ্ব্যাখ্যাতং তদেব যুক্তম্।

অতঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্যৈবাভ্যাসাবশ্যকত্বং † শ্রেষ্ঠত্বঞ্চ স্কান্দে নির্ণীতম্ ;—

"শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।।

*　　*　　*

তদেবং পরমার্থবিবিৎসুভিঃ শ্রীভাগবতমেব সাম্প্রতং বিচারণীয়মিতি স্থিতম্ ‡) ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

নন্বু শ্রীভাগবতস্য ভারতার্থ-নির্ণায়কত্বং কথং প্রতীতমিতি চেত্তত্রাহ ;—তথা তৃতীয়ে ইতি। মুনিরিতি—মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুরোক্তিঃ। তে—মৈত্রেয়স্য গুরুপুত্রত্বাৎ সখা, কৃষ্ণো—ব্যাসঃ। গ্রাম্যা—গৃহিধর্ম্ম-কর্ত্তব্যতাদি-লক্ষণা ব্যবহারিকী—মূষিক-বিড়াল-গৃধ্র-গোমায়ু-দৃষ্টান্তোপেতা চ কথা। তত্তৎস্বার্থ-

* "কাণ্ডত্রয়বাক্যতায়াং" ইতি পাঠঃ শ্রীমদ্‌গোস্বামিভট্টাচার্য্যসম্মতঃ।

† "অত্যাবশ্যকত্বং" ইতি শ্রীগোস্বামিভট্টাচার্য্য-সম্মতঃ পাঠঃ।

‡ ( )—এতদ্বন্ধনীমধ্যস্থিতো মূলাংশস্তু কস্মিংশ্চিৎ হস্তলিখিতপ্রাচীনপুস্তকে বহরমপুরমুদ্রিতসন্দর্ভে চ দৃষ্টঃ, ব্যাখ্যাতশ্চ শ্রীমদ্‌গোস্বামিভট্টাচার্য্যৈঃ, অতোঽস্মাভিরত্র মূলে সন্নিবেশিতঃ। নাস্য ক্বচিৎ ক্বচিৎ পাশ্চাত্যপুস্তকেষ্বসম্ভাবাদুপেক্ষণীয়ত্বম্, এতদংশোক্তাগ্নিপুরাণবচনানাং চ—"এবমগ্নিপুরাণে গায়ত্র্যর্থঃ শ্রীভগবানেবাভিমতঃ, তদ্বচনানি তত্ত্বসন্দর্ভে দৃশ্যানি" ইত্যনেনৈতদগ্রসূক্তিঃ শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈঃ ক্রমসন্দর্ভেঽঙ্গীকৃতত্বাৎ সুতরামাদরণীয় এব সঃ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

কৌতুককথা-শ্রবণায় ভারতসদসি সমাগতানাং নৃণাং শ্রীগীতাদি-শ্রবণেন হরৌ মতির্গৃহীতা স্যাদিতি তৎকথানুবাদ এব, বস্তুতো ভগবৎপরমেব ভারতমিতি শ্রীভাগবতেন নির্ণীতমিত্যর্থঃ। সামবেদবদস্য শ্রৈষ্ঠ্যে স্কান্দবাক্যম্—শতশোঽথেত্যাদি,—প্রকটার্থম্। তদেবমিতি—উক্তগুণগণে সিদ্ধে সতীত্যর্থঃ॥ ২২

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তদেবাহ—তথা চেতি। কৃষ্ণো—বেদব্যাসঃ, মুনিঃ—মননেন সর্ব্বদর্শী। ভগবদ্‌গুণানাং,—ভগবদ্‌গুণান্, বিবক্ষুঃ—নারায়ণোপাখ্যানেন বক্তুমিচ্ছুঃ সন্ ভারতমাহ। যস্মিন্—ভারতে, গ্রাম্যসুখানুবাদৈঃ—গ্রাম্য-সুখান্যনূদ্য তৎপ্রসঙ্গেন হরেঃ কথায়াং মতির্গৃহীতা—নীতা, হরিকথায়ামেব তাৎপর্য্যং দর্শিতং, গ্রাম্যসুখানু-বাদস্তু—প্রথমতঃ কামিনামপি প্রবৃত্ত্যর্থং, ততশ্চ তত্রৈব গ্রাম্যসুখনিন্দয়া ভগবত্তত্ত্বমাবেদিতং শ্রেয়সে। এবঞ্চ ভারত-তাৎপর্য্যবিষয়স্য ভগবত এব সামস্ত্যেন বর্ণনময়-ভাগবতস্য ভারতাদুত্তমত্বং দর্শিতম্। এবং 'ভগবত ইদং—ভাগবতম্' ইতি ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-নামাপি তদুৎকর্ষং দর্শয়তি। যদ্যপি ব্রহ্মত্ব-পরমাত্মত্বাভ্যামপি পরতত্ত্বং ভাগবতে দর্শিতং, তথাপি ভগবত্ত্বেন জ্ঞানস্য সংসার-নিবৃত্তয়ে প্রাধান্যাত্তদাধিক্যেন বর্ণনাৎ "অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়েন ভাগবতাখ্যত্বমস্য গ্রন্থস্যেতি। ভগবত্ত্বেনোপাসনায়াঃ প্রাধান্যং, ভগবদ্গীতায়াং ভগবদ্বাক্যং যথা—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥" ইতি।

তথা,—"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।" ইতি।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসাবিতি। এবঞ্চ ভগবৎপরৈর্দ্বিজৈরবশ্যং গায়ত্রী সমুপাস্যেতি। স্ত্রী-শূদ্র-ব্রহ্মবন্ধূনাং পৌরাণিকমন্ত্রেণোপাসনা কার্য্যা।

ন চ—"নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।"—ইত্যেকাদশোক্ত-জায়ন্তেয়বচনাৎ,

"য আশু হৃদয়-গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ। বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥"—

ইত্যেকাদশীয়ভগবদ্বচনাৎ,

"আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥"—

ইতি তন্ত্রসারধৃত-বচনাচ্চ তান্ত্রিকোপাসনৈব কার্য্যেতি বাচ্যং; তত্তদ্বচনানাং কলৌ প্রাধান্যেন তান্ত্রিকোপাসনায়াঃ কর্ত্তব্যতাপরত্বাৎ,

"বৈদিকী তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথানুক্রমযোগতঃ।"—

ইতি তন্ত্রসারধৃত-বচনাদিনা বৈদিক-তান্ত্রিকভজনসমুচ্চয়জ্ঞাপনাৎ,

"বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্।"—

ইত্যেকাদশীয়-ভগবদ্বচনাচ্চ। ন চ—দ্বাপরযুগোপাসনায়াং "যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং" ইত্যুক্তা।—

"নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।"—

ইত্যাদিবচনাৎ দ্বাপরযুগোপাসনায়াং বৈদিক-তান্ত্রিক-সমুচ্চয়ঃ; ন তু কলাবিতি বাচ্যম্। দ্বাপরে বেদস্য প্রাধান্যং, কলৌ চ তন্ত্রস্য প্রাধান্যমিতি, সমুচ্চয়স্তু যুগদ্বয় এবেতি বিশেষাৎ, অন্যথা নানাশ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-বিরোধাপত্তেরিতি। দিগ্দর্শনং—সংক্ষিপ্তার্থক-বচনম্, দিশো দর্শনং যত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ,

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

দিশং দর্শয়তীতি বা। তৎ জ্যোতিঃ—চেতনম্, ইদং ভর্গশব্দার্থঃ। তস্য ভর্গশব্দার্থত্বে হেতুমাহ,—ভর্গঃ—ভর্গশব্দঃ, যতস্তেজঃ তেজোবাচকঃ স্মৃতঃ। তেজঃ—স্বপরপ্রকাশকত্বাচ্চৈতন্যম্; চৈতন্য-তদাশ্রয়য়োরভেদাচ্চেতন এব তৎপর্য্যাপ্তেঃ। কিং তচ্চেতন-মিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তাৎপর্য্যং নির্দ্দিশতি,—পরমং ব্রহ্মেতি।

"প্রণব-ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

ইতি যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যবচনমপি তথা বোধয়তি। পাদ্মে চ নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্,—

"কৃষ্ণাখ্যন্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ॥" ইতি।

জাতম্ আবিভূর্তম্। এবঞ্চ ভর্গশব্দেন কৃষ্ণ এব নির্দ্ধারিতঃ। তদেব স্ফুটয়তি,—"তজ্জ্যোতি-র্ভগবান্ বিষ্ণুঃ" ইতি, স্বয়ংভগবত্বস্য কৃষ্ণে নিরুক্তত্বাদত্র ভগবচ্ছব্দ-সহচরিতত্বেন বিষ্ণু-শব্দঃ—শ্রীকৃষ্ণপরঃ। "জগজ্জন্মাদিকারণম্" ইত্যভেদার্থক-ষষ্ঠ্যন্ত-সবিতৃপদ-লভ্যম্; সবিতুঃ—প্রসবিতুরিত্যর্থাৎ। 'দেবস্য' ইতি বিশেষণেন ক্রীড়াযুক্তত্বং লভ্যতে, ক্রীড়া চ শরীরং বিনা ন—ইতি শরীরিত্বং ভগবত্বঞ্চ লব্ধম্; তচ্চ শরীরং স্বাভাবিকমিতি সাত্বতৈর্ব্যবস্থাপিতম্। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইত্যনেন বুদ্ধি-বৃত্তি-প্রবর্ত্তকত্ব-লক্ষণপরমাত্মত্বং ব্রহ্মণে দর্শিতম্—ইতি ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদাখ্যানকং বস্তু গায়ত্রী-প্রতিপাদ্যম্। যথা—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুত্যা জগৎস্রষ্টুরেব জগদন্তর্বর্ত্তিতয়া বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্ত্তকত্বাৎ "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইত্যনেন জগৎকারণত্বমপি দর্শিতম্। "দেবস্য সবিতুঃ" ইতি সূর্য্যপরং, ষষ্ঠ্যা অন্তর্গতত্বরূপসম্বন্ধো ভর্গপদার্থান্বয়ী লভ্যত ইতি। "শিবং কেচিৎ" ইত্যাদিকমপি বিষ্ণুপরমেবেত্যাহ—"অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি" ইতি। অত্র—গায়ত্রীব্যাখ্যানে। তথা বিষ্ণুপরতয়া। তচ্ছুদ্ধমিত্যাদিসমানমিতি—

"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাঽথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যতস্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥"

[ভাঃ ১২-১৩-১৯]

ইতি দ্বাদশস্কন্ধ-শেষীয়-তচ্ছুদ্ধমিত্যাদি-সমানার্থকমিত্যর্থঃ। অগ্নিপুরাণীয়-তদ্ব্যাখ্যানঞ্চ দর্শয়তি—"নিত্যম্" ইত্যাদি। অত্র পদ্যটীকা,—"কস্মৈ—ব্রহ্মণে, অয়ং—শ্রীভাগবতরূপঃ, পুরা—কল্পাদৌ, তদ্রূপেণ—ব্রহ্মরূপেণ, তদ্রূপিণা—নারদরূপিণা, যোগীন্দ্রায়—শুকায়, তদাত্মনা—শুকরূপেণ, তৎ পরং সত্যং—শ্রীনারায়ণাখ্যং ধীমহীতি। ধীমহীতি—গায়ত্র্যেব যথোপক্রমমুপসংহরন্ গায়ত্র্যাখ্যব্রহ্মবিদ্যেয়-মিতি দর্শয়তীতি।" শুদ্ধং—প্রকৃত্যতীতং, বিমলং—রাগাদিরহিতং, বিশোকং—দুঃখরহিতম্, অমৃতং—নিত্যম্। অগ্নিপুরাণ-বচনে. গায়ত্রীজপে তদর্থ-ধ্যানপূর্ব্বকত্বং মন্ত্রলিঙ্গেনাবগতমিতি দর্শয়ন্ ধ্যানাকার-মাহ;—ভর্গং ধীমহি—ধ্যায়েমহীতি মন্ত্রে যোজনা। তত্র ভর্গশব্দ-প্রতিপাদ্যতাবচ্ছেদকরূপেণ ধ্যান-পর্য্যবসানং দর্শয়তি;- নিত্যং—অবিনাশি, শুদ্ধং—প্রকৃতেঃ পরং, পরং—নিরতিশয়ং, নিত্যং—সর্ব্বদাসমং, অধীশ্বরং—সর্ব্বেশ্বরং ব্রহ্ম ধ্যায়েম। অধীশ্বরং ব্রহ্মেতি—ভর্গশব্দেন, শুদ্ধমিত্যাদি—বরেণ্য-শব্দেন বোধ্যত ইতি বা। আত্মনঃ স্বরূপমাহ - অহং জ্যোতিঃ ইতি, দেহাত্মতা-ব্যাবর্ত্তনায়—যজ্জ্যোতিঃ চেতনং পরং ব্রহ্মেতি। অত্র প্রমাণং—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" (ছান্দো০ ৬, ৮, ৭) "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ০ ১, ৪, ১০) ইত্যাদি শ্রুতিঃ। ইদন্তু ব্রহ্মাভেদেন স্বাত্ম-চিন্তনং—মুমুক্ষুপক্ষে অতএব 'বিমুক্তয়ে' ইতি বচনে দর্শিতম্।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" ইতি ন্যায়েন তত্ত্বমস্যাদি-শ্রুতিতাৎপর্য্যাবধারণেন 'নাদেব' ইত্যত্র দেবপদং—স্বাভীষ্টদেব-স্বরূপত্বেন স্বাত্মভাবনারহিত ইত্যর্থঃ। শুদ্ধভক্তানান্তু—'ভগবদ্দাসোঽস্মি' ইত্যাদিচিন্তনং, "তত্ত্বমস্যা-"দিশ্রুতীনাং তথৈব তাৎপর্য্যকল্পনাদিতি। যোগ্যত্বায়—ধ্যানযোগ্যত্বায়। 'ধ্যায়েম' ইত্যত্র বহুত্বমবিবক্ষিতম্। বহুবচনপ্রয়োগোঽপি 'ছান্দসঃ' ইতি দ্যোতয়ন্নাহ—অহং ধ্যায়েয়মিতি, ইদঞ্চ বয়ং ধ্যায়েম ইত্যর্থ-বিবরণম্। নন্থু ভর্গপদস্য ধীমহীতি-ক্রিয়া-কর্ম্মতয়া ভর্গমিত্যেব ভবিতুমর্হতি? ন চ—নপুংসক-সান্তভর্গঃশব্দপ্রয়োগোঽয়মিতি বাচ্যম্, অগ্নিপুরাণীয়বচনে ভর্গমধীশ্বরমিতি নির্দ্দেশাসঙ্গতেরিত্যত আহ,—এতন্মতেত্বিতি, 'তু' শব্দেন সান্তভর্গশব্দ-প্রয়োগো মতান্তরে বোধ্যঃ।

"ওঁ নমস্তে" ইত্যাদি-গদ্যেষ্বিতি ;—

"ওঁ নমস্তে ভগবতে আদিত্যায়াখিলজগতামাত্ম-স্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চ চতুর্বিধভূত-নিকায়ানাং ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চাকাশ ইবোপাধিনাঽব্যবধীয়মানো ভগবানেক এব ক্ষণলব-নিমেষাবয়বোপচিত-সম্বৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রামনুবহতি"—ইত্যাদি গদ্যেষ্বিত্যর্থঃ।

অত্র "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি পাঠঃ ক্বচিৎ। তদর্থত্বেন—গায়ত্রীপ্রতিপাদিতার্থত্বেন। তথাহি ভগবত্ত্বাখিলাত্মকত্বাকাশবৎ-সর্ব্বগতত্ব-লক্ষণব্রহ্মত্ব-কালাখ্যশক্তিত্বাদিনা এষু গদ্যেষু সূর্য্যস্য প্রতিপাদনাৎ গায়ত্রী-প্রতিপাদিতঃ সূর্য্য এবেতি বিরোধঃ। 'সবিতুঃ' ইত্যত্র ষষ্ঠ্যা অভেদার্থ-বিবক্ষণাচ্চ। গদ্যে 'অপামাদান-বিসর্গাভ্যাং' ইত্যাদিনা সূর্য্যস্য বৃষ্টিদ্বারা লোকপালকত্বমুক্তম্। বিরোধং পরিহরতি,—তৎপরমাত্মদৃষ্ট্যৈবেতি। তৎ—সূর্য্যস্তবনং, পরমাত্মদৃষ্ট্যা—অন্তর্য্যামি-ভগবদৈক্যবুদ্ধ্যা, সূর্য্যস্য ভগবদধিষ্ঠান-বিশেষত্বেনাধিষ্ঠাত্র্যধিষ্ঠানাভেদবুদ্ধ্যা চ বৈরাজস্য তদন্তর্য্যামি-ভগবদৈক্যবুদ্ধ্যা তদুপাসনমুক্তং দ্বিতীয়-স্কন্ধে, তথাচ সূর্য্যস্য ভগবদাবেশাবতারতাভিপ্রায়েণ তথোক্তমিতি ভাবঃ। এতদেব স্পষ্টয়তি,—"ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ" ইতি। ব্যূহং—অবতারং, সূর্য্যাত্মনঃ - সূর্য্য আত্মা—অধিষ্ঠানত্বেন স্বরূপো যস্য সঃ ;—সূর্য্যাত্মা—তস্য। অন্যথা "ভীষাঽস্মাদুদেতি সূর্য্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতি-বিরোধঃ স্যাদিতি ভাবঃ। এবঞ্চ জগৎকারণস্বরূপং সবিতৃত্বমুপচর্য্য সূর্য্যেঽপি সবিতৃপদপ্রয়োগ ইতি। অত এব গদ্যেষ্বপি 'পরমাত্মনা' ইত্যনুক্ত্বা 'পরমাত্মস্বরূপেণ' ইত্যুক্তম্। পরমাত্মস্বরূপত্বেনেতি তদর্থঃ। এবমন্যত্রাপি ক্বচিৎ সূর্য্যস্য পরমাত্মত্বমুক্তমেতদভিপ্রায়েণৈবেতি। অত্র চ শ্রীভাগবতাগ্নিপুরাণাদৌ দর্শিতত্বাদিতি। তথা চ যথাঽন্ত-র্যাগাদৌ হৃৎপদ্মে, বহিঃপূজাদৌ শ্রীবৃন্দাবনাদৌ ভগবদ্রূপধ্যানং বিধেয়তয়োক্তং তথা গায়ত্রীজপাদৌ সূর্য্যমণ্ডলে তদ্ধ্যানং, অতএব সন্ধ্যায়ামপি গায়ত্রীজপমন্ত্রজপয়োরপি সূর্য্যমণ্ডলে ভগবদ্ধ্যানমুক্তম্, অন্যদা তু,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" ইত্যাদি কথিতম্।

যত্র যদা যদ্ভাবনয়া ভগবদুপাসনমুক্তং তত্র তথৈব কার্য্যম্, অন্যথা—

"শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥"

ইত্যাদ্যুক্তদোষপ্রসঙ্গাৎ।

তদেবমিতি। সূর্য্যমণ্ডলে যদ্ধ্যানং—তৎ, এবং—বিধেয়মুপাসনরূপম্। ধ্যানেন ইতি 'দ্রষ্টব্যঃ' ইতি—আভ্যাং পদাভ্যাং ধ্যানাত্মকদর্শনং কার্য্যমিতি বিধেয়তা লভ্যতে। পুরুষঃ—অন্তর্য্যামী।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

ধ্যানমাহ—সত্যমিতি, সদাশিবং—সৎকল্যাণদং শান্তঞ্চ, পদং—স্বরূপং, ইদঞ্চ যথাশ্রুতং ব্যাখ্যাতম্। গ্রন্থকারস্তু—পূর্ব্বার্দ্ধং প্রকৃতাভিপ্রায়কমিতি। তস্য তাৎপর্য্যমুপসংহরতি—ত্রিলোকীজনানামিতি। প্রলয়-বিনাশিনি- ইত্যুক্ত্বা মণ্ডলাত্মকস্য সূর্য্যস্য জগৎকারণত্বাদিলক্ষণ-গায়ত্র্যর্থতাবিরহেণ ন সূর্য্যোপাসনে তাৎপর্য্যং, কিন্তু তদন্তর্য্যামিপুরুষস্যোপাসনমিতি দর্শিতম্। বচনদ্বিতীয়ার্দ্ধমন্য-তাৎপর্য্যকমিতি। তদ্ব্যাখ্যান-মাহ—যত্ত্বিতি—পূরণেন। তথা চ বিষ্ণোর্যন্মহাবৈকুণ্ঠাখ্যং পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং স্থানং; তৎ—তদেব। সূর্য্যমণ্ডলাত্মকাধিষ্ঠানস্যানিত্যত্বং মনসি বিচার্য্য 'ভগবতঃ কিমধিষ্ঠানং নিত্যং?' ইতি প্রষ্টুর্জিজ্ঞাসায়াং যদ্বিশেষাভিধানং, তদ্বিশেষস্যৈব নিত্যত্বে বক্তুস্তাৎপর্য্যস্য ক্লৃপ্ততয়াঽবগমাৎ তদেব - ইত্যেব-কারপূরণমিতি ভাবঃ। অত্র মহাবৈকুণ্ঠরূপমিতি যদুক্তং; তন্মহাবৈকুণ্ঠাদি-পরম্, অন্যথা মথুরাদীনাং নিত্যধাম্নাং সত্ত্বাৎ তদেবেত্যেব-কারাসঙ্গতিঃ স্যাৎ। ন চ—বিষ্ণোর্ধামস্তু তদেব সত্যমিত্যর্থে তাৎপর্য্যমিতি বাচ্যং, বিষ্ণুপদেনাত্র ভগবত্ত্বেন কৃষ্ণস্যাপি গ্রহণাৎ। অন্যথা গায়ত্র্যর্থত্বেন তস্যাঽপ্রাপ্তৌ গায়ত্রীতাৎপর্য্যার্থ-বিবরণরূপশ্রীভাগবতপ্রাধান্যেন তৎপরতা ন স্যাদিতি, "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ—কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ" ইতি রসামৃতসিন্ধু-কারিকয়া তয়োরৈক্যাচ্চেতি। ব্রহ্মস্বরূপত্বং ব্রহ্মাখ্যভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন। তদেতদ্গায়ত্রী-মিতি—সা সর্ব্ববেদসারভূতা যা এষা তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্মেত্যাদিনা ব্যাখ্যাসহিতা যা গায়ত্রী তাং প্রোচ্যেত্যর্থঃ। অগ্নিপুরাণে—"যত্রাধিকৃত্য" ইত্যাদ্যপ্যুক্তম্; অর্থাৎ মুনিনা ইত্যর্থঃ। অপিনা—পুরাণান্তরাদুৎকর্ষসূচকং বিশেষণান্তরমুক্তমিতি। যদ্বা,—প্রোচ্য ব্যাখ্যায়, তত্র ব্যাখ্যানক্রিয়াবিশেষণং,—তদেতদিতি। তৎ—সর্ব্ববেদ-তাৎপর্য্য-বিষয়পরং এতত্তজ্জ্যোতিরিত্যাদি-বাক্যাত্মকমিতি। তস্মাৎ—নিরুক্তগায়ত্র্যর্থপ্রকর্ষকথনপূর্ব্বকনিরুক্তভাগবতলক্ষণকথনাৎ। সম্মত্য—নিরুক্তব্যাখ্যানেন প্রদর্শ্য, তত্র—গায়ত্র্যাং, মত্বা—নির্ণীয়। জয়তি—সারার্থবর্ণনময়ত্বেনোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। উপসংহরতি—তদেতদিতি,—ক্রিয়াবিশেষণং, এবং দর্শনেন ভাগবতস্য সর্ব্বশাস্ত্রাধিক্যং দর্শিতমিতি ভাবঃ। গায়ত্যুক্‌থানীতি,—উক্‌থানি—বৈদিকমন্ত্রাত্মকশাস্ত্রাণি, গায়তি—প্রকাশয়তি, সর্ব্বমন্ত্রাণামাদিভূতাং গায়ত্রীমুপজীব্যৈব মন্ত্রান্তরাণা-মাবির্ভাবাৎ। অথবা 'দেবস্য' ইতি—গায়ত্রীস্থ-পদেন—বেদমন্ত্রকরণকহবিস্ত্যাগোদ্দেশ্যত্বরূপদেবত্বাবচ্ছিন্নস্য বোধনাৎ যজ্ঞাদিকর্ম্মাত্মকোক্‌থপ্রকাশকত্বং, 'সবিতৃ'পদেন—জগৎকর্ত্তুরিব বেদাদিশাস্ত্রকর্ত্তৃকত্বাবচ্ছিন্নস্যাপি বোধনাৎ শাস্ত্রপ্রকাশকত্বং গায়ত্র্যা ইতি। ভর্গং—ভর্গাখ্যং ব্রহ্ম, তথা প্রাণান্—ইন্দ্রিয়াণি, 'ধিয়ঃ' ইতি গায়ত্রীস্থ-'ধী'-পদেন ইন্দ্রিয়মাত্রগ্রহণাৎ। যদ্বা, প্রাণান্—বুদ্ধিবৃত্তীঃ, বস্তুতস্তু ভর্গ এব প্রাণাস্তান্,-"অন্যোঽয়মন্তর আত্মা প্রাণময়" ইতি শ্রুতেঃ, "প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ প্রাণস্য প্রাণত্বং, তদ্‌যোক্তৃত্বং তৎপ্রেরকত্বঞ্চ—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। 'গায়ন্তং ত্রায়তে' ইতি ব্যুৎপত্তিরপি দ্রষ্টব্যা, 'গায়তি ত্রায়তি চ' ইতি গায়ত্রীতি পর্য্যবসিতম্। তৎপরত্বাপ্রতীতত্বেঽপি—সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবৎপরত্বাপ্রত্যয়েঽপি, কাণ্ডত্রয়বাক্যতায়াং - কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-দেবতাকাণ্ডাত্মকার্থ-পরতায়াঃ সাক্ষাৎপ্রতীতত্বেঽপি, যথা সাম্না প্রতিপাদিতে ভগবতি সকলবেদানাং পর্য্যবসানং, তথা তেষাং সকলপুরাণানাং পর্য্যবসানং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া স্বপ্রয়োজ্যবোধবিষয়তেতি। "হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়ত ইতি সাক্ষাৎপরম্পরয়া বোধ্যত ইতি। তদিদমিতি—নিরুক্তং শ্রীভাগবতপ্রাধান্য-মিত্যর্থঃ। জ্ঞেয়ং—কর্ত্তৃবৈশিষ্ট্যেন বৈশিষ্ট্যমপি জ্ঞেয়ম্। অতঃ শ্রীভগবৎপরত্বাত্তৎকৃতত্বাচ্চ অত্যা-বশ্যকত্বগত্যাবশ্যকাধ্যয়নাদিবিষয়ত্বং তৎপ্রয়োজকতয়া শ্রেষ্ঠত্বঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভারতার্থ নির্ণয় ও বেদার্থ নির্ণয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ভারতার্থ-নির্ণায়কত্ব সম্বন্ধে তৃতীয় স্কন্ধের বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে কথিত হইয়াছে :— "মুনিবর! আপনার সখা মুনি (সর্ব্বজ্ঞ) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শ্রীভগবানের গুণবর্ণনে অভিলাষী হইয়া মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে গ্রাম্য-কথা অর্থাৎ গৃহস্থগণের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ব্যাবহারিক—মূষিক বিড়াল গৃধ্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তযুক্ত কথা কীর্ত্তন দ্বারা, ভারত সভায় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত হরি-কথা-রসে আকৃষ্ট হইয়াছিল।"

হেমাদ্রিকারের, ব্রতখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য উল্লেখ করিয়া মহাভারতকে বেদের সহিত তুলনা করিয়াছেন :—

"স্ত্রী শূদ্র এবং অধম ব্রাহ্মণগণের শ্রুতি—শ্রবণেরও অধিকার নাই। তাহারা বৈদিক ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে না পারিয়া কোন্‌টি সাধারণ জীবের কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে না পারায় বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে; এই নিমিত্ত পরমকৃপালু ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস, এই মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন।" "ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শব্দে মহাভারতকে বেদার্থের তুলনায় স্বীকার করা হইয়াছে—এই অর্থ হেমাদ্রির মতানুসারেই করা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য। উল্লিখিত প্রমাণে মহাভারত যখন ভগবৎপররূপে স্থিরীকৃত হইল; তখন সেই মহাভারতে বেদার্থ নির্ণয় হওয়ায়, বেদও ভগবৎপর এবং বেদমাতা গায়ত্রীও ভগবৎপরা—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য? সুতরাং "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং" এই লক্ষণাক্রান্ত ভগবৎপর শ্রীমদ্ভাগবতও—গায়ত্রীর অর্থ বিস্তাররূপে বর্ণন করায়, ভগবৎপর গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ; ইহা ঐ "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীম্" ইত্যাদি শ্লোকেই সমর্থিত হইয়াছে, এবং অগ্নিপুরাণের বচনেও তাহা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

"সেই জ্যোতিঃ—চেতনই পরব্রহ্ম, যেহেতু—'ভর্গ' শব্দ তেজের বাচক; তেজ স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াও অপরকে প্রকাশ করে সুতরাং তাহাকে 'চৈতন্য' বলা যায়, এবং চৈতন্য ও তাহার আশ্রয় ব্রহ্ম; এ দুই পদার্থের অভেদত্ব থাকায়, উহার চেতনেই তাৎপর্য্য।" এস্থলে বুঝিতে হইবে—'জ্যোতিঃ' শব্দে, গায়ত্রীর 'ভর্গ'—ইহার ব্যাখ্যা হইল।

এই অংশ উল্লেখ করিয়া পুনরায় কিঞ্চিৎ বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছেন;—"সেই জ্যোতিই জগতের জন্ম-স্থিতি-নাশের কারণ—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, তাঁহাকেই কেহ কেহ শিব, শক্তি, সূর্য্য, অগ্নি এবং অগ্নিহোত্রি-গণ নানা দেবতা নামে উপাসনা করিয়া থাকেন, কারণ বেদাদিতে এক বিষ্ণুকেই—কোন কোন স্থানে অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, কখনও বা তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সুতরাং এ সমস্তই বিষ্ণুপর—ইহাই জানিতে হইবে।"

"জন্মাদ্যস্য"—এই শ্লোকে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিতে বিষ্ণুপর ব্যাখ্যাই দেখান হইবে। কেবল ঐ প্রথম শ্লোকেই নহে; শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধের "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্"—ইত্যাদি উপসংহার বাক্যেও 'শুদ্ধং, বিমলং, বিশোকং, অমৃতং, সত্যং, পরং' এবং 'ধীমহি'—ইত্যাদি শব্দের সহিত, অগ্নি-পুরাণের 'নিত্যং, শুদ্ধং, পরং, ভর্গং, অধীশ্বরং, জ্যোতিঃ, অহং ব্রহ্ম এবং ধ্যায়েমহি'—এই সকল

বাক্যের সমতা রহিয়াছে। অগ্নিপুরাণে যে "অহং ব্রহ্ম"—এই শব্দটি দেখা যাইতেছে; তাহাতে ইহাই বোধ হয়—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—অর্থাৎ অদেব—অর্চ্চনের অনুপযুক্ত হইয়া, দেব—অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিবে না—এই ন্যায় অনুসারে ঐ 'ব্রহ্মাহম্' ভাবনাটি ভজনের যোগ্যত্বরূপে অর্থাৎ 'আমি নিত্যমুক্ত ভগবদ্দাস'—এইরূপ ভাবনাই সঙ্গত হইবে, কারণ—শুদ্ধ ভক্ত-গণের অহংগ্রহোপাসনা (আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ উপাসনা) আভীষ্ট নহে, তবে মুমুক্ষুগণের ঐরূপ ভাবনা—সাযুজ্য মুক্তির অনুকূল বটে।

অগ্নিপুরাণের ঐ বাক্যে যে 'ধ্যায়েমহি' ক্রিয়া আছে, ইহার বহুত্ব-বিবক্ষা না রাখিয়া 'অহং ধ্যায়েয়ম্' অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি এই অর্থেই—'আমরা সকলে ধ্যান করিতেছি'—এই অর্থ পর্য্যন্ত পৌঁছিবে।

মতান্তরে স-কারান্ত—'ভর্গস্' শব্দ থাকিলেও অগ্নিপুরাণের মতে অকারান্ত 'ভর্গ' শব্দই পাওয়া যাইতেছে, তবে গায়ত্রীতে যে 'ভর্গঃ'—এই বিসর্গযুক্ত পদ আছে, উহাও দ্বিতীয়ার একবচন—'অম্'-বিভক্ত্যন্তই বুঝিতে হইবে। কারণ "সুপাং সু লুক্"—এই ছান্দস সূত্রে 'অম্' এর স্থানে 'সু'—এই বিভক্তি করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে "ওঁ নমস্তে ভগবতে আদিত্যায়—" ইত্যাদি পদ্যে যে সূর্য্যকে স্তব করা হইয়াছে, সেটি—পরমাত্ম-দৃষ্টিতে অর্থাৎ সূর্য্যেরও পরমাত্মা শ্রীভগবান্;—তাঁহার সহিত সূর্য্যের ঐক্য বুদ্ধিতে এবং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান—সূর্য্য; ভগবান্ অধিষ্ঠাতা—এই অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার অভেদ বুদ্ধিতে জানিতে হইবে। এস্থলে স্বতন্ত্রভাবে সূর্য্যকে স্তব করা হয় নাই সুতরাং ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবৎপরতার হানি হয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশৌনক-বাক্যেই ঐ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইতেছেঃ—"সূত! আমরা শ্রদ্ধালু সুতরাং তুমি সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা ভগবান্ শ্রীহরির অবতার কীর্ত্তন কর।"

ঐ ভর্গের সূর্য্যমণ্ডল মাত্রই যে অধিষ্ঠান; তাহাই নহে, গায়ত্রীর 'বরেণ্য' শব্দের দ্বারা এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতের 'পর' শব্দের দ্বারা তাহার পরমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ত বৃত্তি দেখান হইয়াছে। এইরূপ অর্থ অগ্নিপুরাণেও পাওয়া যায়;—

"সূর্য্যমণ্ডলে এই পুরুষ—শ্রীবিষ্ণুর রূপ চিন্তা করিয়া দেখিবে অর্থাৎ ত্রিলোকীস্থিত জীবগণের উপাসনার নিমিত্ত প্রলয়কালে বিনশ্বর সূর্য্যমণ্ডলেও এই পুরুষ শ্রীবিষ্ণু অন্তর্য্যামিরূপে প্রাদুর্ভূত আছেন, এই ভাবে উপাসনা করিবে। সূর্য্যমণ্ডলাত্মক অধিষ্ঠান—অনিত্য, তবে শ্রীভগবানের কোন্ অধিষ্ঠান নিত্য?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন;—"শ্রীমহাবিষ্ণুর মহাবৈকুণ্ঠনামক যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান,—তাহা সত্য—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—এই তিনকালেই ব্যভিচারশূন্য অর্থাৎ তাহার কোনরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না এবং ঐ ধামে কোনই উপদ্রব নাই, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠকে কীর্ত্তন করা হইয়াছে।"

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে 'মহাবৈকুণ্ঠ' শব্দ আছে; তাহার দ্বারা মহাবৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত ভগবদ্ধামের কথাই বলা হইয়াছে, কারণ শ্রীমথুরাদি ধামও তো শাস্ত্রে নিত্যরূপে বিরাজমান! আরও দেখা যাইতেছে 'বিষ্ণু' শব্দে ভগবত্তানির্ব্বিশেষে 'শ্রীকৃষ্ণ'কেও গ্রহণ করা হইয়াছে সুতরাং অগ্নিপুরাণের গায়ত্রীর উপাস্য-নিশ্চয়রূপে ইহা স্বীকার না করিলে, শ্রীকৃষ্ণপর শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য—এ কথার সঙ্গতি হয় না। কারণ—"ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ—" এ পদ্যে গায়ত্রীর অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে এবং এই প্রকরণে ভাগবতের সহিত গায়ত্রীর অর্থের সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্লোকের 'বিষ্ণু' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ' না বুঝাইলে শ্রীমদ্ভাগবতের গায়ত্রীর ভাষ্যরূপতা সুসিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণুতে সিদ্ধান্ততঃ তেমন কিছু ভেদ দেখা যায় না। ·

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণো রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"

শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানের নিত্যাধিষ্ঠান; এই নিমিত্ত ইহাকেও ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে।

গায়ত্রীও শ্রীকৃষ্ণপর—এই নিমিত্ত অগ্নিপুরাণ, গায়ত্রীকে বলিয়া পরে পুরাণ লক্ষণ বলিবার সময়ে "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং"—ইত্যাদি পদ্য বলিয়াছেন। এই কারণেই অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থের উৎকৃষ্টতা কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ বলাতেই তাহার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে—"অগ্নিপুরাণ, ভগবৎপরা গায়ত্রীকে ব্যাখ্যা দ্বারা দেখাইয়াছেন এবং সেই গায়ত্রীতে জগতের জন্মাদির কারণ শ্রীভগবানকে নির্ণয় করিয়া সমস্ত জগতের সার অর্থের প্রকাশ করায় নিরন্তর জয়যুক্ত হইতেছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও সেইরূপ শ্রীভগবানকে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া জগতে সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।"

পূর্ব্বে যে শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বতকল্পত্ব অধিকার করিয়া প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে তাহাও অসঙ্গত নহে; কারণ সরস্বতীও গায়ত্রীর ভগবৎপ্রতিপাদক বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী; যেহেতু অগ্নিপুরাণেও বলা হইয়াছে :—

"উক্‌থ-(বেদমন্ত্রাত্মক-) শাস্ত্র, ভর্গাখ্য ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয় এবং সাবিত্রী গান (প্রকাশ) করেন বলিয়া 'গায়ত্রী' বলা হয়, বেদাদি শাস্ত্রকর্ত্তা-সবিতার বাক্যস্বরূপ হওয়ায়—সরস্বতী গায়ত্র্যর্থ প্রকাশ করেন।"

এইরূপই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি গ্রন্থে গায়ত্রীর ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীভগবানই বিস্তাররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এখানে "জন্মাদ্যস্য"—ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা গায়ত্রীর অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়া দেখান যাইবে।

এখন গারুড় বচনের অপর কয়েকটি বিশেষণ পদের ক্রমিক ব্যাখ্যা দেখান যাইতেছে :—

"পরিবৃংহিতঃ"—যাহাতে সমস্ত বেদার্থের বিস্তার রহিয়াছে;—এই অর্থ—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং"—ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ বেদে যে বিষয়গুলি স্বল্পাক্ষরে ও পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বিষয় বিস্তৃত এবং সুস্পষ্টরূপে রহিয়াছে।

"পুরাণানাং সামরূপঃ"—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ, অর্থাৎ বেদের মধ্যে সামবেদ যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ। কোন কোন পুরাণের আপাততঃ রজোগুণ এবং তমোগুণের আধিক্য দেখিয়া সাধারণের হৃদয়ে, ঐ সমস্ত পুরাণের সাক্ষাৎ ভাবে স্বয়ংভগবৎপরতা বিষয়ে প্রতীতি না হইলেও যেমন অন্যান্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং দেবতাকাণ্ডেই সাক্ষাৎভাবে তৎপরতা দেখা যায় কিন্তু সামবেদে প্রতিপাদিত ভগবানেই ঐ সকল বেদের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত হয়; তেমনি অন্যান্য পুরাণেরও, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবানেই পরম্পরারূপে পর্য্যবসান জানিতে হইবে। শাস্ত্রও বলিয়াছেন :—

"বেদ, রামায়ণ, পুরাণ এবং ভারত—এই সকল শাস্ত্রের আদি-মধ্য-অন্ত—সর্ব্বত্রই শ্রীহরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন।" এবং পরমাত্ম-সন্দর্ভেও ইহা প্রতিপাদিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে :—"কলিকালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র বর্ত্তমান নাই, তাহার অপরাপর শতসহস্র শাস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন কি? কলিতে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত

নাই, তাহাকে কি করিয়া বৈষ্ণব জানা যায়! 'সে ব্রাহ্মণ হইলেও অধম চণ্ডালতুল্য। হে বিপ্র নারদ! কলিতে যে সকল স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত বিরাজমান আছেন, ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবগণের সহিত সেই স্থানে আবির্ভূত হয়েন। মুনিবর! যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকও পাঠ করে সে অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লাভ করিয়া থাকে।"

"সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ"—সাক্ষাৎ ভগবান্ যে, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন; তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেরই দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের—"কস্মৈ যেন বভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা—" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং এস্থলেও উক্ত ভাগবতীয় বাক্য অনুসারেই ঐ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

"শতবিচ্ছেদসংযুতঃ"—(১) তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত। গরুড় পুরাণের উল্লিখিত আড়াই শ্লোকের অপর অংশের অর্থ সুস্পষ্ট জন্য ব্যাখ্যা করা হইল না। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে চক্রবর্ত্তিত্ব পদ লাভ করিয়াছেন বলিয়া "হেমসিংহসমন্বিতম্" এই পদের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ - হেম-সিংহাসনে আরূঢ়—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের এ ব্যাখ্যা উপযুক্তই হইয়াছে। এই নিমিত্তই "শতশোঽথ সহস্রৈস্ত—" ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন শ্রবণাদির আবশ্যকত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অনন্ত গুণরাশি থাকাতে—পরমার্থ জিজ্ঞাসু মানবগণের শ্রীমদ্ভাগবতই যে একমাত্র বিচারের বিষয় ইহা স্বিবীকৃত হইল। ২২।

তাৎপর্য্য।

(২২) "গ্রাম্যসুখানুবাদৈঃ"—একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই—সংসারে অধিকাংশ লোকেরই গ্রাম্য-চর্চ্চাতেই সুখানুভব হয় অর্থাৎ সর্পের গল্প, ভূতের গল্প, মূষিক বিড়ালাদির উপন্যাস বা কোনও রাজা রাণী, দৈত্যদানবাদির গল্প ইত্যাদি বিষয়পূর্ণ গ্রন্থাদির আলোচনাতেই অতিশয় আনন্দ হয়, কিন্তু যদি কোন গ্রন্থে কেবল কতকগুলি উপদেশই থাকে, তবে তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না এবং সুখ বোধও হয় না, এইটি অনুভব করিয়াই শ্রীবেদব্যাস ঐরূপ নানাবিধ গল্পপূর্ণ ইতিহাস—মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন আর গল্পগুলির মধ্যে প্রসঙ্গাধীন এমন ভাবে শ্রীভগবত্তত্ত্ব এবং নানাবিধ সদুপদেশ—সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, মহাভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা শ্রবণাভিলাষে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে সহসা নিষ্কাম ধর্ম্ম ও ভগবত্তত্ত্বের বীজ আরোপিত হইয়া যায়, পরে তদ্দ্বারায় তাহারা জীবনের অপ্রত্যাশিত উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। এমন কি;—ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে, ভগবৎ কথাপ্রসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি এতো অধিক হয় যে, তাহারা অতিশীঘ্র ঐ গ্রাম্য কথার প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন লোক-সংগ্রহের জন্যই মহাভারতে ঐরূপ প্রক্রিয়ায় উপদেশ দিয়াছেন, অন্য কোন কারণে নহে, এ গ্রন্থের তাৎপর্য্য—শ্রীভগবানেই বুঝিতে হইবে।

প্রসঙ্গাধীন ভগবত্তত্ত্ব কীর্ত্তন থাকাতেই মহাভারতের ভগবানে তাৎপর্য্য স্বীকৃত হইয়াছে, আর মহাভারতের তাৎপর্য্য—শ্রীভগবত্তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের সকল অংশেই কীর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ বচন

(১) এই শব্দের ব্যাখ্যা বহরমপুরের মুদ্রিত তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপ আছে—"বিস্তরভিয়া ন বিব্রিয়তে" অর্থাৎ গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইল না। সুতরাং এ কথায় তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়—এ অর্থ গ্রহণ করা যায় না, ঐ বাক্যের যে কি অর্থ তাহা বিচক্ষণ পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন।

উল্লেখ করাতেই ভারত অপেক্ষাও তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইল। বিশেষতঃ "ভগবতঃ—ইদং ভাগবতম্"—এই ব্যুৎপত্তিলব্ধ 'ভাগবত'—এই নামেও ভারত অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা বোধ হইতেছে।

'ভাগবত' নামের কারণ—শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মত্ব এবং পরমাত্মত্ব-রূপেও তো পরতত্ত্ব দেখান হইয়াছে, তবে এস্থানে এই গ্রন্থের নাম—'ভাগবত'ই বা কেন হইল?—এই প্রশ্নের উত্তর—ভাগবতে ব্রহ্ম-তত্ত্ব এবং পরমাত্ম-তত্ত্ব অল্প স্থানে বলা হইয়াছে কিন্তু ভগবত্তত্ত্বই অধিক স্থানে বলা হইয়াছে সুতরাং—"আধিক্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" অর্থাৎ যে বিষয় অধিকরূপে বলা হয় তাহাকে লইয়াই নাম করা হয়'—এই ন্যায় অনুসারে ভগবত্তত্ত্বের আধিক্য থাকায় গ্রন্থের 'ভাগবত'—এই নাম হইয়াছে।

"গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ"—শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ—এ কথা বলায়; শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য, উভয়েরই নির্ব্বিশেষে ভগবৎপরতা; নচেৎ শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য কিরূপে হয়?

বৈষ্ণব দ্বিজাতিরও গায়ত্রী উপাস্যা।—এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত,—শ্রীমদ্ভাগবত যেমন বৈষ্ণবগণের উপাস্য তেমনি গায়ত্রী ও বৈষ্ণব দ্বিজাতিগণের উপাস্যা গায়ত্রীর উপাসনায় কখনই বৈষ্ণবতার হানি হয় না, যাঁহারা গায়ত্রীকে শক্তি-মন্ত্র মনে করিয়া বৈষ্ণবের উপেক্ষণীয় সিদ্ধান্ত করেন; তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর—"তস্মাদ্ গায়ত্রী-ভাষ্য রূপোঽসৌ"—এই বাক্যের অমর্য্যাদাকারী।

এ কথার উপরেও একটি আশঙ্কা হইতেছে এই:—একাদশস্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয় উপাখ্যানে আছে;—"নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" কলিতে বিবিধ তন্ত্রবিধি অনুসারে কিরূপে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হয়—শ্রবণ কর। শ্রীভগবান্ ও বলিয়াছেন;—

"য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ। বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥"

মায়াবন্ধন মোচনাভিলাষী ব্যক্তির তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে ভগবানকে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তন্ত্রসারেও ঐরূপ একটি বচন ধরা হইয়াছে:—

"আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥"

কলিকালে সুবুদ্ধিজন তন্ত্রোক্ত বিধানে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, কারণ কলিতে অপর কোন বিধিতে দেবগণ প্রসন্ন হয়েন না। সুতরাং তান্ত্রিক উপাসনাই কলিতে কর্ত্তব্য, গায়ত্রী বৈদিক মন্ত্র, তাহার উপাসনার প্রয়োজন কি?—ইহার সমাধান এই—কলিতে তান্ত্রিক উপাসনার অনুকূলে যে বচনগুলি দেখান হইল, উহা কলিতে তান্ত্রিক উপাসনার প্রাধান্যকল্পে বলা হইয়াছে, কিন্তু কলিতে বৈদিক উপাসনার নিষেধকল্পে নহে, কারণ "বৈদিকী তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথানুক্রমযোগতঃ" এই তন্ত্রসারের উদ্ধৃত বচনে বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার উপদেশ পাওয়া যায় এবং "বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্" (ভা• ১১।১১।৩৷) এই একাদশ স্কন্ধের বচনেও বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষার বিধি পাওয়া যাইতেছে।

তবে—একাদশ স্কন্ধের দ্বাপর যুগের উপাসনা প্রসঙ্গে "যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং" এবং তাহার পর কলিযুগের উপাসনা বিষয়ে—"নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু"—এই দুই স্থানে দ্বাপরে বৈদিক ও তান্ত্রিক আর কলিতে কেবল তান্ত্রিক উপাসনা থাকিলেও উহার সংমিশ্রণ ভাবই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ দ্বাপরে বৈদিক-তান্ত্রিক—উভয় উপাসনাই বিহিত, কিন্তু বৈদিকের প্রাধান্য, আর কলিতে ঐ

উভয় উপাসনাই বিহিত, তবে তান্ত্রিকের প্রাধান্য,—এ সিদ্ধান্ত না করিলে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এবং সদাচারের সহিত বিরোধ হয়।

"শতবিচ্ছেদসংযুতঃ"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য—শ্রীমদ্ভাগবত তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদও প্রথমে গ্রন্থ-প্রশংসাত্মক শ্লোকে বলিয়াছেন :—দ্বাত্রিংশৎত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখাঃ"—অর্থাৎ যে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাত্রিংশৎ (৩২) তিন (৩) এবং তিনশত (তিনশত পঁয়ত্রিশ) শাখা (অধ্যায়) বিদ্যমান আছে। এ স্থলে—"দ্বাভ্যামধিকাঃ ত্রিংশৎ—দ্বাত্রিংশৎ, শতঞ্চ শতঞ্চ শতঞ্চ—শতানি; দ্বাত্রিংশচ্চ ত্রয়শ্চ শতানি চ,—তেষাং সমাহারঃ—দ্বাত্রিংশত্রিশতম্" এইরূপ প্রথমতঃ 'দ্বাত্রিংশৎ' শব্দের মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়, 'শত' শব্দের একশেষ দ্বন্দ্ব, তাহার পর—'দ্বাত্রিংশৎ' 'ত্রি' এবং 'শত'—এই তিন শব্দের সহিত বহুপ্রকৃতিক সমাহার-দ্বন্দ্বসমাস করিয়া 'দ্বাত্রিংশত্রিশতম্' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বত্রিশ আর তিনের যোগে পঁয়ত্রিশ আর একশেষ দ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন 'শত' এর তিনবার আবৃত্তিদ্বারা তিনশত সুতরাং সাকল্যে তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়।

কেহ কেহ ঐ পদের দ্বাত্রিংশৎ পৃথক্ আর 'ত্রি' এর সহিত 'শত' এর সম্বন্ধ রাখিয়া তিনশত বত্রিশ অধ্যায় স্বীকার করেন। তাঁহাদের ধারণা—'ত্রিশত' এই পদে যে 'শত' শব্দ আছে, তাহাকে এক শেষ দ্বন্দ্বসমাসে তিনবার আবৃত্তি করিয়া তিনশত স্বীকার করিবারই বা কারণ কি? শত শব্দের চার পাঁচ বা ততোধিকবার আবৃত্তির আপত্তিও তো হইতে পারে? বলা বাহুল্য, এই মতের পোষণকারী ব্যক্তিগণ, শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি অধ্যায় পরিত্যাগ করেন, সে তিন অধ্যায়ও দশম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ এবং ১৪শ অধ্যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐরূপ ব্যাখ্যায় ব্যাকরণ-দোষ আসিয়া পড়ে, কারণ "ত্রয়াণাং শতানাং সমাহারঃ" এই সমাহার দ্বিগুসমাসের বাক্যে 'ত্রিশতং' পদ সিদ্ধ হয় না। সপ্তশতী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি পদের ন্যায় 'ত্রিশতী' পদ হইয়া থাকে। আবার শ্রীদশম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ এবং ১৪শ অধ্যায় বাদ দিলে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন প্রাচীন মহানুভব ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণের সহিত মত-বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্বোপদেবের নিজকৃত মুক্তাফল-নামক শ্রীমদ্ভাগবতের নিবন্ধ গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুভক্তের অদ্ভুত রস বর্ণন করিতে "তদস্তু মে নাথ স ভূরি ভাগঃ " ইত্যাদি শ্রীদশম স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ের ত্রিশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া চৌত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহার 'কৈবল্যদীপিকা' নাম্নী টীকাও তাহা সমর্থন করিয়াছেন। আবার সেই বোপদেবেরই হরিলীলা নামক শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়ানুক্রমণিকা গ্রন্থে শ্রীদশমের ১২, ১৩ এবং ১৪শ অধ্যায়ের বিষয় সূচনা করিয়া ঐ তিন অধ্যায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন :—"বধশ্চ বৎসবকয়োস্তথাঘাসুরঘাতিনঃ। বৎসচৌরো ব্রহ্মমোহো ব্রহ্মণা স্তবনং হরেঃ।" শ্রীদশমের ১১শ অধ্যায়ে বৎস ও বকাসুর বধ, ১২শ অধ্যায়ে অঘাসুরবধ, ১৩শ অধ্যায়ে ব্রহ্মমোহন এবং ১৪শ অধ্যায়ে ব্রহ্মস্তুতি কথিত হইয়াছে এবং শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ও নিজকৃত টীকাতে উহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

যাঁহাদের শত শব্দের কেবল তিন বার আবৃত্তি করায় আপত্তি; তাঁহাদের তাদৃশ ধারণার মূল কিছুই পাওয়া যায় না, যেহেতু ঐরূপ আপত্তিতে;—একজন শত শব্দের চারবার আবৃত্তি করিয়া চারশত বলিলে আর একজন পাঁচশত বলিবে; পুনরায় হয়তো অপরে ছয়শত বলিবে সুতরাং তখন ঐরূপে একটা পক্ষের নিশ্চয় না হওয়ায় বাক্যের অনবস্থা দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, অতএব এক্ষেত্রে

'কপিঞ্জলালভন' ন্যায়, * স্বীকারে শত শব্দের সমাহার দ্বন্দ্ব করিয়া তাহার তিনবার আবৃত্তিতে তিনশত অর্থ করাই সঙ্গত।

বত্রিশ অধ্যায়বাদিগণের অঘাসুর বধ অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের বহু বহু প্রাচীন পুস্তকে দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে (শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়ানুক্রমণিকা যে অধ্যায়ে আছে) "অঘাসুরবধো ধাত্রা" এই বাক্যে অঘাসুর বধ স্বীকার করা হইয়াছে এবং পরমহংসপ্রিয়াদি প্রাচীন প্রাচীন টীকাতেও তদ্বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে আবার পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীদশম স্কন্ধের প্রথমে "কৃতা নবতিরধ্যায়াঃ" "এবং নবতিরধ্যায়াঃ" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত তিন অধ্যায়ের স্বীকার করিয়াছেন, নচেৎ নবতি (৯০) অধ্যায় না হইয়া শ্রীদশমের সপ্তাশীতি (৮৭) অধ্যায় হইয়া পড়ে; কেবল ৯০ অধ্যায় উল্লেখমাত্রই করিয়াছেন ইহাই নহে; শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত তিন অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, অতএব "শতবিচ্ছেদসংযুতঃ" এই পদের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী "পঞ্চত্রিংশদধিকশতত্রয়াধ্যায়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ" এই যে অর্থ করিয়াছেন; ইহা সুসঙ্গত এবং তিনশত বত্রিশ অধ্যায়বাদিগণের মত বহুবাক্য বিরুদ্ধ হওয়ায় সুদূর পরাহত।

অতএব সৎস্বপি নানাশাস্ত্রেষ্বেতদেবোক্তম্ ;—

"কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥" [ভাঃ ১, ৩, ৪৫.] ইতি।

অর্কতারূপকেণ তদ্বিনা নান্যেষাং সম্যগ্বস্তুপ্রকাশকত্বমিতি প্রতিপদ্যতে। যস্যৈব শ্রীমদ্ভাগবতস্য ভাষ্যভূতং শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্রপ্রস্তাবে গণিতং তন্ত্রভাগবতাভিধং তন্ত্রম্। যস্য সাক্ষাৎ শ্রীহনুমদ্ভাষ্য-বাসনাভাষ্য-সম্বন্ধোক্তি-বিদ্বৎকামধেনু-তত্ত্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকা-পরমহংসপ্রিয়া-শুকহৃদয়াদয়ো ব্যাখ্যাগ্রন্থাঃ, তথা মুক্তাফল-হরিলীলা-ভক্তিরত্নাবল্যাদয়ো নিবন্ধাশ্চ বিবিধা এব তত্তন্মতপ্রসিদ্ধমহানুভাবকৃতা বিরাজন্তে। যদেব চ হেমাদ্রিগ্রন্থস্য দানখণ্ডে পুরাণদানপ্রস্তাবে মৎস্যপুরাণীয়তল্লক্ষণধৃত্যা প্রশস্তম্। হেমাদ্রিপরিশেষখণ্ডস্য কালনির্ণয়ে চ কলিযুগধর্ম্মনির্ণয়ে,—"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ—ইত্যাদিকং যদ্বাক্যত্বেনোত্থাপ্য যৎপ্রতিপাদিতধর্ম্ম এব কলাবঙ্গীকৃতঃ। অথ যদেব কৈবল্যমপ্যতিক্রম্য ভক্তিসুখব্যাহারাদিলিঙ্গেন নিজমতস্যাপ্যুপরি বিরাজমানার্থং মত্বা যদপৌরুষেয়ং বেদান্তব্যাখ্যানং ভয়াদচালয়ত্যৈব শঙ্করাবতারতয়া প্রসিদ্ধেন বক্ষ্যমাণ-স্বগোপনাদিহেতুক—ভগবদাজ্ঞাপ্রবর্ত্তিতাদ্বয়বাদেনাপি তন্মাত্র-†বর্ণিতবিশ্বরূপ-

---

* যে ন্যায় দ্বারা বহুত্বকে ত্রিত্বসংখ্যায় পর্য্যবসিত করিতে পারা যায়, তাহাকে কপিঞ্জলালভন ন্যায়বলে শ্রুতিতে আছে—"কপিঞ্জলানালভেত" এস্থলে "কপিঞ্জলান্" এই বহুবচন দ্বারা কপিঞ্জলের বহুকে না বুঝাইয়া উক্ত ন্যায়বলে তিনটি মাত্রই বুঝান হইয়াছে।

† "তন্মহাপুরাণমাত্র" ইতি পাঠস্তু বহুত্র।

দর্শনকৃতব্রজেশ্বরীবিস্ময়—শ্রীব্রজকুমারী-বসনচৌর্য্যাদিকং গোবিন্দাষ্টকাদৌ বর্ণতয়া তটস্থীভূয় নিজবচঃসাফল্যায় স্পৃষ্টমিতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অতএবেতি—বর্ণিতলক্ষণাদুৎকর্ষাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। পুরাতনানামৃষীণামাধুনিকানাঞ্চ বিদ্বত্তমানা-মুপাদেয়মিদং শ্রীভাগবতমিত্যাহ;—যস্ত্বেবেতি। বিরাজন্তে—সম্প্রতি প্রচরন্তীত্যর্থঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রকৃতাঞ্চো-পাদেয়মেতদিত্যাহ—যদেব চ হেমাদ্রীত্যাদি। তৎপ্রতিপাদিতো ধর্ম্মঃ—কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনলক্ষণঃ। নমু চেদীদৃশং শ্রীভাগবতং, তর্হি শঙ্করাচার্য্যঃ কুতস্তন্ন ব্যাচষ্টেতি চেত্তত্রাহ—অথ যদেব কৈবল্যমিত্যাদি। অয়ং ভাবঃ—প্রলয়াধিকারী খলু হরের্ভক্তোঽহমুপনিষদাদি ব্যাখ্যায় তৎসিদ্ধান্তং বিলাপ্য তস্যাজ্ঞাং পালিত-বানেবাস্মি। অথ তদতিপ্রিয়ে শ্রীভাগবতেঽপি চালিতে স প্রভুর্ময়ি কুপ্যেদতো ন তচ্চাল্যম্, এবং সতি মে সারজ্ঞতা (রসজ্ঞতা) সুখসম্পচ্চ ন স্যাদতঃ কথঞ্চিত্তৎ স্পর্শনীয়মিতি তন্মাত্রোক্তং বিশ্বরূপদর্শনাদি স্বকাব্যে নিববন্ধেতি তেন চাদৃতং তদিতি সর্ব্বমান্যং শ্রীভাগবতমিতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তদ্বিনা নান্যে ইতি—বিশেষেণ পরমপ্রয়োজন-তৎসাধন-পরমোপাস্যবস্তুপ্রকাশকা ইতি শেষঃ। যস্ত্বেব—শ্রীভাগবতস্যৈব, 'এব'-কারেণ তদ্বিরুদ্ধবর্ণনরাহিত্যম্। ভাষ্যভূতং—অর্থপ্রকাশকং, যস্য ব্যাখ্যাগ্রন্থা ইত্যনেনান্বয়ঃ। যথা (হনুমদ্ভাষ্যাদয়ঃ) ব্যাখ্যাগ্রন্থা বিরাজন্তে তথা যস্য নিবন্ধাশ্চ বিরাজন্তে ইত্যর্থঃ। নিবন্ধঃ—তত্তাৎপর্য্যবর্ণনাত্মক-তদেকদেশসংগ্রহঃ। যদেবেতি প্রশস্তমিত্যত্রান্বিতম্। যদ্বাক্যত্বেন—শ্রীভাগবতবচনত্বেন, যৎপ্রতিপাদ্যধর্ম্মঃ—ভাগবত-প্রতিপাদ্যধর্ম্মঃ, অঙ্গীকৃতঃ—আবশ্যকত্বেন নির্ণীতঃ, যদেব—ভাগবতমেব, বিরাজমানার্থং—বিরাজমানার্থকং মত্বেতি। অত্র হেতুঃ—ভক্তিসুখ-ব্যাহারাদিলিঙ্গেনেতি। ব্যাহারঃ—সমুৎকর্ষপ্রকাশকত্বং, তদাত্মকেন লিঙ্গেন হেতুনেত্যর্থঃ। যদপৌরুষেয়ং—যদাত্মকমপৌরুষেয়ম্। অচালয়তা—যথাশ্রুতার্থপরিত্যাগেন স্বমতানুসারেণ ব্যাখ্যায়তা। নমু কথং যথাশ্রুতার্থপরতয়ৈব শঙ্করা-চার্য্যেণ ভাগবতং ব্যাখ্যাতমিত্যত আহ—বক্ষ্যমাণেতি,—"প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু" ইতি "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্" ইত্যাদিরূপেত্যর্থঃ। তটস্থীভূয়—শ্রীভাগবতবর্ণিতমিত্যনুল্লিখ্য ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতেরই প্রাধান্য। অতএব বহু শাস্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও পূর্ব্বের কথিত লক্ষণানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতেরই উৎকর্ষ হওয়ায়, তাহারই প্রাধান্য—প্রথম স্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে। "কলিতে অধুনা প্রায় লোকই অজ্ঞান; তাহাদের হৃদয়স্থিত অজ্ঞানতিমির বিনাশের নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের সূর্য্যের সহিত রূপক করায় তদ্ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রের যে সর্ব্বাংশে বস্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই—ইহাই প্রতিপাদন করা হইল।

ভাগবত প্রাচীন ও আধুনিকের আদরের সামগ্রী। পুরাতন ঋষিগণ এবং আধুনিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বদ্বর্গেরও ভাগবত আদরের সামগ্রী—ইহাই বলা হইতেছে:—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বিবিধ শাস্ত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে যে তন্ত্রভাগবতের নাম করা হইয়াছে; সেই তন্ত্রভাগবত—এই শ্রীমদ্ভাগবতের

ভাষ্যভূত — অর্থাৎ অবিরুদ্ধ অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ, আবার সাক্ষাৎ শ্রীহনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎ-কামধেনু, তত্ত্ব-দীপিকা, ভাবার্থ-দীপিকা ও পরমহংস-প্রিয়াদি শ্রীমদ্ভাগবতের বহু বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, মুক্তাবলী প্রভৃতি নিবন্ধগুলিও—প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মতপ্রচারক মহানুভবগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়া এখনও জগতে প্রচলিত রহিয়াছে।

ভাগবত ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচারকগণেরও আদরণীয়। হেমাদ্রিকৃত স্মৃতি-সংগ্রাহক গ্রন্থের দান খণ্ডে পুরাণ দানের প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণবিষয়ক মৎস্যপুরাণীয় বচন উল্লেখ করিয়াছেন এবং শেষ খণ্ডের কাল নির্ণয়-প্রকরণে কলিধর্ম্ম নিশ্চয় করিতেও—"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ ধর্ম্মই মুখ্য-ধর্ম্মরূপে (অত্যাবশ্যকতারূপে) স্বীকৃত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের ভাগবত ব্যাখ্যা না করার কারণ। যদি শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বজন সমাদৃত ; তবে তাহা শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইল না কেন ? ইহার যুক্তি এই—শঙ্করের (শিবের) অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, 'যে শ্রীমদ্‌ভাগবত মোক্ষকেও অতিক্রম করিয়া একমাত্র ভক্তি সুখেরই নিরতিশয় উৎকর্ষের প্রকাশক সুতরাং তিনি আমার মতের উপরেও বিরাজমান'—ইহা অনুভব করিয়া, পাছে ভগবান্ কুপিত হয়েন—এই ভয়ে অপৌরুষেয় বেদান্ত-ব্যাখ্যানরূপ—শ্রীমদ্ভাগবতকে চালনা করেন নাই, তবে ইহার পর বর্ণিত হইবে যে, শ্রীভগবানের নিজ তত্ত্ব গোপন-বিষয়ক আজ্ঞা—তদনুসারে, আপনার প্রবর্ত্তিত—অদ্বৈত মতাবলম্বনে, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীব্রজেশ্বরীর বিশ্বরূপ দর্শনজন্য বিস্ময় এবং শ্রীব্রজকুমারীগণের বস্ত্র হরণাদি লীলাগুলিকে নিজকৃত গোবিন্দাষ্টক নামক গ্রন্থে তটস্থভাবে বর্ণন করিয়া, নিজ বাক্যের সাফল্যবিধান মানসে স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র জানিতে হইবে। ২৩।

তাৎপর্য্য।

(২৩) ব্যাখ্যাগ্রন্থ—যে কোন একখানি গ্রন্থস্থিত বিষয়ের ক্রমিক ভাবে শব্দার্থ এবং তাৎপর্য্য-নির্ণয়াত্মক গ্রন্থ।

নিবন্ধগ্রন্থ—এক বা বহু গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ করিয়া তাহার শব্দার্থ ও তাৎপর্য্য নিশ্চয়াত্মক গ্রন্থ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যাবতারের কারণ। কাল অনন্ত অসীম এক হইয়াও পরিবর্ত্তনশীল, তাহার অনুগত নিত্য ধর্ম্মও নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। জল নিত্যই মধুর ; পার্থিব—কটু তিক্ত কষায়াদি গুণে যেমন তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য্য গুণের পরিবর্ত্তন হয়, আবার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহার নৈসর্গিকতাও আনয়ন করা যায়, তেমনি ধর্ম্মের সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। প্রকৃত ধর্ম্ম এক—অব্যভিচারী, কিন্তু কখন কখন মানবের প্রবৃত্তি দোষে তাহারও উপধর্ম্মের সংমিশ্রণে গুণান্তরাধান হয়, তখন ঐটিই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকে, বিশুদ্ধ-ধর্ম্মের অস্তিত্ব মানব হৃদয় হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

করুণাময় ভগবান্ যখন দেখিলেন—ঋষিযুগ অন্তর্হিত, অর্থাৎ ঋষিগণের অনুষ্ঠিত সর্ব্বভূত সমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়। লোকে বেদের গূঢ়ার্থ অনুভব করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়-পারবশ্যে হিংসাবহুল ধর্ম্মকেই বৈদিক মুখ্য ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতে লাগিল,

এবং ঐ ধারণাবশেই স্ত্রী-মদ্য-পশুহিংসাত্মক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে তৎপর হইয়া তান্ত্রিক বীর্য্যাচারের প্রচণ্ড ঢক্কানিনাদে জগৎ উন্মত্ত করিয়া তুলিল; তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—এই বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম সেই সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করাইলেন; তখন পঞ্চ-মকার উপাসনার স্রোতও ক্ষীণ হইতে লাগিল। কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে অধর্ম্মের স্রোত আবার অন্যরূপে প্রবাহিত। শ্রীবুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ ক্রমে বেদ ও বৈদিক ধর্ম্মের পরিপন্থী হইতে লাগিল। দেব-দেবীর পূজা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়া তো প্রায় সমূলেই নষ্ট করিতে উদ্যত হইল! এমন কি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরকেও আর কেহ স্বীকার করে না।. তখন আবার করুণা পরতন্ত্র শ্রীভগবান্ নিজপ্রিয়তম ভক্ত প্রণয়াধিকারী শ্রীশঙ্করকে বলিলেন—"শঙ্কর! জগতের এ শঙ্কটে শঙ্কর ভিন্ন 'শং' করে কে? বৌদ্ধগণের বিপুল প্রতাপে বৈদিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়, সুতরাং তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের এমন প্রলয় করিবে যে, বৌদ্ধগণের হৃদয় হইতে অবৈদিক ভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া বৈদিক ভাবের সঞ্চার হয়। দেখিও যেন আমার ভুবনমোহন সবিশেষ রূপ তাহাদের নিকট প্রকাশ না হয়।"

"প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥" (পং, পুং, উং, ৭২ অঃ, ৩১, শিবংপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্)

শঙ্কর, ভগবানের এই আজ্ঞা পাইয়া জগতে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং মানবগণের হৃদয় হইতে অবৈদিক ভাব দূর করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রসার করিলেন। নিজ-প্রভু শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে উপনিষদের যথার্থ্য তত্ত্ব—সবিশেষ ভগবত্তত্ত্ব গোপন করিয়া অসৎ মায়াবাদ স্থাপন করিলেন অর্থাৎ কতকগুলি কপটযুক্তিতর্ক অবলম্বনে—'নিরাকার ব্রহ্মই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য, জগৎ অসৎ—মায়া-বিজৃম্ভিত, জীব ও ব্রহ্মে আত্যন্তিক ভেদ নাই, মাত্র উপাধি অংশে ভেদ; মায়ার নাশেই ভেদের নাশ—পরে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভাব'—এই প্রকার প্রচ্ছন্নভাবে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মতই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"
(পং পুং, উং, ২৫ অঃ, ৭)

শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অপৌরুষেয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ, তাহাতে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের কোন ব্যাখ্যা না থাকার কারণ এই—ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, আপনার প্রভুর অনুমতি অনুসারেই ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ্ প্রভৃতির ভাষ্যে ব্যাসের অসম্মত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া মনে করিলেন—'শ্রীমদ্‌ভাগবত আমার প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়-দ্বিতীয়মূর্ত্তি সদৃশ,—এই গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া যদি বিধ্বস্ত করি, তবে প্রভু আমার প্রতি নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইবেন। তাহা হইলে আর আমার জগতে সারজ্ঞতা এবং সুখ সম্পৎ কিছুই থাকিবে না সুতরাং অদ্বৈতবাদের অজ্ঞাত আকাশে শ্রীমদ্ভাগবতকে আর উড়াইব না, তবে এতো কাল বেদ-বেদান্তের মুখ্যার্থ আবরণ করিয়া তাহাতে কেবল মায়াবাদের কুজ্ঝটিকাই দেখাইলাম, এখন একবার সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতকে তটস্থভাবে (এইটি ভাগবতের বর্ণিত বিষয়—এরূপ কিছু না বলিয়া) মাত্র স্পর্শ করিয়া নিজের বাক্যের সফলতা বিধান করি' এই অভিপ্রায়েই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিজকৃত কাব্য—শ্রীগোবিন্দাষ্টকে সেই মায়াবাদের কুয়াসার মধ্য হইতেই—পুত্রমুখে শ্রীব্রজেশ্বরীর বিশ্বরূপ দর্শনাদি বাল্যলীলা, শ্রীগোবর্দ্ধনধারণাদি পৌগণ্ডলীলা এবং শ্রীব্রজকুমারীগণের বস্ত্র হরণাদি কৈশোর লীলা দেখাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বরূপতত্ত্ব গোপন করিতে শ্রীমহাদেবকে উপদেশ করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই—সে সময় বৌদ্ধেরা বৈদিক কর্ম্মাদি তো মানিতই না, একজন ঈশ্বর আছেন—ইহাও স্বীকার করিত না সুতরাং ঐ সকল শূন্যবাদিগণের নিকটে প্রথমেই শ্রীমূর্ত্তিসহ ভগবানকে লইয়া গেলে, তাহারা অবিশ্বাস-প্রবণ বিদ্রূপ হাসির ঝঞ্ঝাবাতে, তাঁহাকে কোন এক অজ্ঞানাকাশে উড়াইয়া দিবে। প্রত্যুত তাহাদের এই শ্রীভগবদবজ্ঞাজনিত এতোই অপরাধ সঞ্চিত হইবে যে, আর পরে চিত্ত সংশোধনেরই কোন উপায় থাকিবে না; এই জন্যেই নিরন্তর নিখিল জীবের করুণায় তৎপর—শ্রীভগবান্ ঐরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

ঈশ্বরকে জানিতে হইলে প্রথমতঃ বেদ মানিতে হইবে, তাহার পর বেদাবলম্বনে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে। যাহারা মূলেই বেদ মানে না, তাহাদিগের নিকটে হঠাৎ একটি ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপন করা অপেক্ষা বেদবাক্যে আস্থা জন্মাইয়া 'মূলে একটি ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন; কিন্তু তাঁহার বিশেষ কোন আকার নাই'—এই কথাটি বুঝাইয়া দেওয়াই সহজ। কেবল 'নাস্তি' শব্দটিই যাহাদের চিরাভ্যস্ত, তাহাদিগকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইতে হইলে, কতক অস্তি—কতক নাস্তির মত কথাটাই ভাল লাগে ও ধারণার বিষয় হয়, এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবানের আজ্ঞানুরূপ, নাস্তিক বৌদ্ধগণের হৃদয় ক্ষেত্রে বেদ কল্পতরুর কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানময় প্রসূন-চয় সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বর আছেন, তাঁহার কোন আকার নাই—এই প্রকার অস্তি-নাস্তি ভাবটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে জীবগণের ভক্তিগ্রহণে উপযোগিতা বুঝিয়া শ্রীভগবান্ বায়ুদেবে জ্ঞান ও ভক্তি-শক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীমধ্বাচার্য্যরূপ প্রকট করাইয়াছিলেন, মধ্বাচার্য্য জ্ঞানময় পুষ্প হইতে ভক্তি ফল মাত্র উৎপাদন করিয়া অন্তর্হিত হয়েন, ক্রমে তাহার অনুশীলনে জীব যখন কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিল, তখন আবার শ্রীভগবানেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি—শ্রীসঙ্কর্ষণ, ভক্তি-শক্ত্যাবেশ অবতার—শ্রীরামানুজাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি ফলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কতকটা বৃদ্ধি করিয়া তিরোহিত হয়েন। তাহার পর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—'এখন কলির জীব অনেক উন্নত, অনেক দিনের প্রচারিত ভক্তির প্রভাবে অপরাধকুল প্রায় নির্মূল হইয়াছে, ভক্তিকে চরম সীমায় উন্নীত করিবার এই উপযুক্ত সময়'—তখন আবার তিনি স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীহরিনাম-কুলিশ পাতে বিঘ্নগিরি-কুলকে বিদলন করিলেন আর সাধন ভক্তিকেই পরিপাক প্রক্রিয়ায় সাধ্য—প্রেমময় করিয়া সুমধুর আস্বাদনীয় করিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শ্রীগোবিন্দাষ্টকে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা উল্লেখ করিয়া স্তুতি করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাহার একটি মাত্র শ্লোক এখানে দেখান যাইতেছে :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমাকাশং পরমাকাশং গোষ্ঠপ্রাঙ্গনরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্।
মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং ক্ষমানাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্" ॥১॥

এইরূপে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পদ্মপুরাণীয় সহস্রনাম ভাষ্যেও ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং অদ্বৈতবাদ-গুরু মহানুভবগণেরও সমাদৃত হওয়ায়, শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্ব্ববাদিসম্মত এবং সর্ব্বত্র মহামাননীয়; তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যদেব কিল দৃষ্ট্বা শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈর্ব্বৈষ্ণবান্তরাণাং তচ্ছিষ্যান্তরপুণ্যারণ্যাদিরীতিক-ব্যাখ্যাপ্রবেশশঙ্কয়া তত্র তাৎপর্য্যান্তরলিখদ্‌ভির্বর্ত্মোপদেশঃ কৃত ইতি চ সাত্বতা বর্ণয়ন্তি। তস্মাদ্‌যুক্তমুক্তম্ তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে ;—

"তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং * বরম্‌। সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্‌॥" [ভা০ ১, ৩, ৪১]

দ্বাদশে ;—

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥" [ভা০ ১২, ১৩, ১২]

তথা প্রথমে ;—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্‌।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥" [ভা০ ১, ১, ৩.]

অতএব তত্রৈব ;—

"যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্‌।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসসূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাম্‌॥" [ভা০ ১, ২, ৩,] ইতি শ্রীভাগবতমতং তু সর্ব্বমতানামধীশরূপমিতি সূচকম্‌। সর্ব্বমুনীনাং সভামধ্যমধ্যাস্য উপদেষ্টৃত্বেন তেষাং গুরুত্বমপি তস্য তত্র সুব্যক্তম্‌॥ ২৪॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

শ্রীমধ্যমুনেস্ত পরমোপাস্যং শ্রীভাগবতমিত্যাহ ;—যদেব কিলেতি, শঙ্করেণ নৈতদ্বিচালিতং কিন্ত্বাদৃতমেবেতি বিভাব্যেত্যর্থঃ। কিন্তু তচ্ছিষ্যৈঃ পুণ্যারণ্যাদিভিরেতদন্যথা ব্যাখ্যাতং, তেন বৈষ্ণবানাং নির্গুণ-চিন্মাত্রপরমিদমিতি ভ্রান্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কয়া হেতুনা তদ্ভ্রান্তিচ্ছেদায় তত্র তাৎপর্য্যান্তরং ভগবৎপরতারূপং ততোহন্যত্তাৎপর্য্যং লিখদ্ভিস্তস্য ব্যাখ্যানবর্ত্মোপদিষ্টং বৈষ্ণবান্‌ প্রতীতি। মধ্বাচার্য্যচরণৈরিতি—অত্যাদরসূচকবহুত্বনির্দ্দেশঃ, স্ব-পূর্ব্বাচার্য্যত্বাদিতি বোধ্যম্‌। বায়ুদেবঃ খলু মধ্বমুনিঃ সর্ব্বজ্ঞোঽতিবিক্রমী যো দিগ্বিজয়িনং চতুর্দ্দশবিদ্যং চতুর্দ্দশভিঃ ক্ষণৈর্নির্জ্জিত্যাসনানি তস্য চতুর্দ্দশ জগ্রাহ, স চ তচ্ছিষ্যঃ পদ্মনাভাভিধানো বভূবেতি প্রসিদ্ধম্‌। তস্মাদিতি—প্রোক্তগুণকত্বাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। আলয়মিতি—মোক্ষমভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। য ইতি—অন্ধং তমঃ—অবিদ্যাং অতিতিতীর্ষতাং সংসারিণাং করুণয়া যঃ পুরাণগুহ্যং শ্রীভাগবতমাহেত্যন্বয়ঃ। স্বানুভাবম্‌—অসাধারণপ্রভাবমিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

দৃষ্ট্বেত্যস্য—বৈষ্ণবমতপ্রবেশে হেতুত্বম্‌। তচ্ছিষ্যতাং—শঙ্করাচার্য্যশিষ্যতাং বর্ণয়ন্তীতি। যস্তে-বেত্যাদৌ যৎপদানামুত্তরবাক্যস্থতয়া ন তৎপদাপেক্ষেতি। তস্মাদিতি—এতৈর্ব্বহুতরপ্রেক্ষাবদ্ভিরাদৃতত্বেন

* "আত্মবিদাং" ইতিপাঠঃ শ্রীগোস্বামিভট্টাচার্য্য-ধৃতঃ॥

নির্ণীতসমুৎকর্ষাদিত্যর্থঃ। আত্মবিদাং—ব্রহ্মবিদাম্। 'সারং সারং' ইতি বীপ্সয়া সকলসারোদ্ধারো বোধ্যতে। সারশ্চ—ভগবন্মাহাত্ম্যং তদ্ভজনঞ্চ। তৎসারত্বং বিনা মুক্তস্যাপি শুকস্য কথমত্র প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। ফলমিতি—সকলবেদাদিশাস্ত্র-তাৎপর্য্যার্থাবগমলক্ষিতার্থরূপমিত্যর্থঃ। গুরুং মুনীনামিতি, গুরুত্বং—জ্ঞানাতিশয়ত্বং, ন তূপদেষ্টৃত্বং, মুনীনামিতি সামান্যতো নির্দ্দেশাৎ। এবঞ্চোপদেষ্টৃত্বেন ইত্যস্য—পরীক্ষিতং প্রত্যুপদেষ্টৃত্বেনেত্যর্থঃ * ॥ ২৪—২৫ ॥

অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমধ্বাচার্য্যেরও পরম উপাস্য। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য দেখিলেন—"অদ্বৈতবাদ গুরু শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে বিচালিত করেন নাই, প্রত্যুত আদরই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য 'পুণ্যারণ্য' প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা সাধারণ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া 'ভাগবত—নির্গুণ নিরাকার চিন্মাত্র—ব্রহ্মপর, এইরূপ একটা ভ্রম আনিতে পারে; সেই নিমিত্ত (অধস্তন বৈষ্ণবগণের ভ্রান্তি অপনোদন মানসে) 'শ্রীমদ্ভাগবত—সগুণ সবিশেষ ভগবৎপর' ইহা সমর্থন করিয়া তিনি, একটি ভাগবতের তাৎপর্য্য লিখিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা ঐ আকারের একটি সম্প্রদায়ও গঠন করিয়া যান"—প্রাচীন প্রাচীন ভক্তগণ এই কথা বলিয়া থাকেন।

বহুতর জ্ঞানিকুল-চূড়ামণি বিদ্বদ্গণ কর্তৃক সম্মানিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের নিরতিশয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, সুতরাং প্রথম স্কন্ধের বক্ষ্যমাণ বচনটি যুক্তি-যুক্তই বোধ হইতেছে :—"শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, আত্ম-জ্ঞানিগণের মধ্যে প্রধান শ্রীশুকদেবকে সমস্ত বেদ ও ইতিহাসের সারাংশ এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।" দ্বাদশস্কন্ধেও কথিত হইয়াছে :—"শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদান্তের সার, যিনি ইহার রসামৃতে পরিতৃপ্ত, তাঁহার অন্য কোথাও রতি হয় না।" প্রথম স্কন্ধেও তাহাই বলা হইয়াছে :—"অহো কি আনন্দ! সমস্ত পুরুষার্থ বিতরণে সমর্থ, নিগমরূপ কল্পতরুর ফল—এই শ্রীমদ্ভাগবত শুকের মুখ হইতে এই পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে নিপতিত হইয়াছে। ওহে রসবিশেষ—ভাবনাচতুর রসিকগণ! (আর কাল বিলম্ব কেন?) এই দ্রবীভূত অমৃতময় ফল—মোক্ষ পর্য্যন্ত নিরন্তর পান করিতে থাক।"

অতএব প্রথম স্কন্ধেই বলা হইয়াছে :—"যাহারা পথহারা পথিকের মত, নিবিড় অন্ধকারময় এই সংসার অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে বিষয় কণ্টকে ব্যথিত হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া যিনি—অসাধারণ শক্তিশালী, নিখিল বেদের সার, আত্মতত্ত্ব দর্শনের একমাত্র প্রদীপ—এই শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইয়াছেন, আমি সেই মুনিগণের পূজনীয় ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আশ্রয় করি।

শ্রীমদ্ভাগবতের মত—যে সর্ব্বশাস্ত্রের অধিনায়ক; তাহা উল্লিখিত শ্লোকে সূচিত হইয়াছে এবং মুনিগণের সভামধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া মহারাজ পরিক্ষিৎকে উপদেশ করায় শ্রীশুকদেবেরও সেই সকল মুনিগণ অপেক্ষা জ্ঞানের আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।

(২৪) পূজ্যপাদ গ্রন্থকার—"মধ্বাচার্য্যচরণৈঃ"—এ স্থলে বহুবচন নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সমাদর দেখাইয়াছেন। একে তিনি সবিশেষ ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের প্রথম পথ-প্রদর্শক,

* এতট্টিপ্পনীদৃষ্ট্যা কতিপয় পাঠান্তরমনুভূয়তে, তন্নাকলিতমস্মদবলম্বিতেষু গ্রন্থেষু ॥

তাহাতে আবার নিজের সম্প্রদায়ও তাঁহার সম্প্রদায়েরই শাখা, সুতরাং তিনি যে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের আদরের বস্তু, ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়—'মধ্বমুনি বায়ুদেবের অবতার; সেই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং অতিবিক্রমশালী ছিলেন। একজন চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমগ্র ভারতকে বিদ্যা-বলে পরাজয় করিয়া নিজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে চতুর্দ্দশ বিদ্যার চতুর্দ্দশটি মঠাসন স্থানে স্থানে স্থাপন করেন। মধ্বাচার্য্য সেই দিগ্বিজয়ীকে চতুর্দ্দশ ক্ষণে চতুর্দ্দশ বিদ্যাবিষয়ক তর্কে পরাভূত করিয়া তাহার চতুর্দ্দশ মঠাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তখন দিগ্বিজয়ী, মধ্বাচার্য্যের বিদ্যা-বিষয়ে এই অলৌকিক ক্ষমতা অনুভব করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; তদবধি তাঁহার নাম পদ্মনাভ হইয়াছিল।

যতঃ ;—

"তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥
অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বানরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদেধ্মবাহৌ॥
মেধাতিথির্দ্দেবল আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনির্দ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ।
অন্যে চ দেবর্ষিব্রহ্মর্ষিবর্য্যা রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরান্ সমেতানভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে॥
সুখোপবিষ্টেম্বথ তেষু ভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা উপস্থিতোঽগ্রে নিগৃহীতপাণিঃ॥" [ভাঃ ১, ১৯, ৮-১২]

ইত্যাদ্যনন্তরম্ ;—

"ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্।
সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ॥" (ভাঃ ১, ১৯, ২৪,)

ইতি পৃচ্ছতি রাজ্ঞি ;—

"তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ॥" (ভাঃ ১, ১৯, ২৫,)

ততশ্চ,—"প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যঃ"—(ভাঃ ১, ১৯, ২৮)

ইত্যাদ্যন্তে ;—

"স সংবৃতস্তত্র মহান্মহীয়সাং ব্রহ্মর্ষি-রাজর্ষি-সুরর্ষিবর্য্যৈঃ।
ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দুর্গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ॥"—(ভাঃ ১, ১৯, ৩০)

ইত্যুক্তম্॥ ২৫॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত-টীকা ।

মুনীনাং গুরুমিত্যুক্তং, তৎ কথমিত্যত্রাহ—যত ইতি। যত ইত্যস্য—ইত্যুক্তমিতি পরেণ সম্বন্ধঃ। ঔর্ব্ব ইতি—বিপ্রবংশং বিনাশয়দ্‌ভ্যো দুষ্টেভ্যঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো ভয়াদ্গর্ভাদাকৃষ্যোরৌ তন্মাত্রা স্থাপিতস্ততো জাতঃ ক্ষত্রিয়াংস্তান্ স্বেন তেজসা ভস্মীচকার ইতি ভারতে কথাস্তি। নিগৃহীতপাণিঃ—যোজিতাঞ্জলিপুটঃ। এবং কর্ত্তব্যস্য ভাবঃ—ইতি কর্ত্তব্যতা, তস্যাং বিষয়ে সর্ব্বাবস্থায়াং পুংসঃ কিং কৃত্যং, তত্রাপি ম্রিয়মাণৈশ্চ কিং কৃত্যং, তচ্চ শুদ্ধং হিংসাশূন্যং, তত্রামৃশত যূয়ম্। গাং—পৃথিবীম্। অনপেক্ষঃ—নিস্পৃহঃ। নিজস্য—শুদ্ধিপূর্ত্তিকর্ত্তুঃ স্বস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য লাভেন তুষ্টঃ। তত্র—সভায়াম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ।

শ্রীশুকদেব মুনিগণের পূজনীয় বলিবার হেতু শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকাশ পাইয়াছে :—"মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে বিবেক লাভ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন * করিলে, জগৎ পবিত্রকারী মহানুভব মুনিগণ নিজ নিজ শিষ্য সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান ছলে সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। যে সকল সাধুগণ প্রায়ই তীর্থ পর্য্যটন ছলে স্বয়ং তীর্থকুল পবিত্র করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের মধ্যে অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিসুত (বিশ্বামিত্র), রাম (পরশুরাম), উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্মবাহ, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিসেন, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, দ্বৈপায়ন ও ভগবান্ নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ আগমন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহু দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও অরুণাদি রাজর্ষিবর্গও তথায় আসিয়াছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিত, সেই সমস্ত নানা শ্রেণীর ঋষিগণ আগমন করিয়াছেন দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাহার পর ঋষিগণ রাজদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া শ্রমাপনোদন করিলে, বিশুদ্ধচেতা রাজর্ষি পরীক্ষিত পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের অগ্রে দাঁড়াইয়া প্রণামপূর্ব্বক নিজের অভীষ্ট বিষয় জানাইয়াছিলেন।" এই কথার পর ভাগবতে পরীক্ষিতের প্রশ্ন এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

"বিপ্রগণ! আমার বড়ই সৌভাগ্য যে—একত্রে আপনাদিগকে আমি পাইয়াছি! সুতরাং আপনাদিগের নিকটে সদুত্তর পাইব বিশ্বাসে আমার একটি জিজ্ঞাস্য এই—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি—এ সকলের অনুষ্ঠান করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কেবল ইহাই নহে ; এইরূপ বহু কর্ত্তব্য বিষয় শ্রবণ করা যায় কিন্তু ঐ গুলির মধ্যে সকলের সকল অবস্থাতে, বিশেষতঃ আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির সম্বন্ধে নির্দ্দোষ সর্ব্বোত্তম কার্য্য কি? তাহা সকলে একবাক্যে নিশ্চয় করিয়া আমাকে আদেশ করুন।"

"মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে পরমানন্দময়, আশ্রমাদিচিহ্ন-শূন্য, অবধূতবেশধারী, নিস্পৃহ, ব্যাসনন্দন ভগবান্ শ্রীশুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বালকগণে পরিবৃত হইয়া পরীক্ষিৎ সভায় উপস্থিত হইলেন।" তাহার পর "সেই গূঢ়তেজা শ্রীশুকদেবকে অবলোকন করিবামাত্র সমস্ত মুনিগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইলেন।"

---

* "প্রায়োঽনশনমৃত্যুঃ" ইতি মেদিনী। প্রায় শব্দের অর্থ—মৃত্যুর জন্য ভোজন ত্যাগ করা। পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ঐ ক্রিয়াকে 'প্রায়োপবেশন' বলা হইয়াছে।

ইত্যাদি বর্ণন করিয়া সূত পুনরায় বলিয়াছিলেন :—"মহত্তেরও মহৎ সেই শ্রীশুকদেব সভামধ্যে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং রাজর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-তারাগণে সুশোভিত শশধরের ন্যায় অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

অত্র যদ্যপি তত্র শ্রীব্যাস-নারদৌ তস্যাপি গুরু-পরমগুরু, তথাপি পুনস্তন্মুখ-নিঃসৃতং শ্রীভাগবতং তয়োরপ্যশ্রুতচরমিব জাতমিত্যেবং শ্রীশুকস্তাবপ্যুপদিদেশ দেশ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

* যদুক্তম্ ;—"শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্" ইতি।

তস্মাদেবমপি শ্রীভাগবতস্যৈব সর্ব্বাধিক্যম্। মাৎস্যাদীনাং † যৎ পুরাণাধিক্যং শ্রূয়তে, তত্ত্বাপেক্ষিকমিতি। অহো কিং বহুনা ? শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধিরূপমেবেদম্। যত উক্তং প্রথমস্কন্ধে ;—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।"

[ভাঃ ১, ৩, ৪৫] ইতি।

অতএব সর্ব্বগুণযুক্তত্বমস্যৈব দৃষ্টং, "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র" ইত্যাদিনা,

"বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ। বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুস্ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ"।—

ইতি মুক্তাফলে হেমাদ্রিকারবচনেন চ ‡।

তস্মান্মন্যন্তাং বা কেচিৎ পুরাণান্তরেষু বেদ-সাপেক্ষত্বং, শ্রীভাগবতে তু তথা সম্ভাবনা স্বয়মেব নিরস্তেত্যপি § স্বয়মেব লব্ধং ভবতি। অতএব পরমশ্রুতিরূপত্বং তস্য। যথোক্তম্ ;—

"কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ। সংবাদঃ সমভূৎ তাত ! যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ।" ইতি।

[ভাঃ ১, ৪, ৭] ইতি।

অথ যৎ খলু সর্ব্বং পুরাণজাতমাবির্ভাব্যেত্যাদিকং পূর্ব্বমুক্তং, তত্তু প্রথম-স্কন্ধগতশ্রীব্যাস-নারদসংবাদেনৈব প্রমেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত-টীকা।

বক্তব্যং যোজয়ত্যত্র যদ্যপীত্যাদিনা। তস্মাদেবমিতি,—তদ্বক্তৃঃ—শ্রীশুকস্য সর্ব্বগুরুত্বেনাপীত্যর্থঃ। আপেক্ষিকমিতি—এতদন্যপুরাণাপেক্ষয়েত্যর্থঃ। অথ পরমোৎকর্ষমাহ—অহো কিমিতি। অতএবেতি—

---

* "তদুক্তম্" ইতি বা পাঠঃ। † অত্র "তু" ইত্যধিকপাঠঃ ক্বচিৎ।

‡ "হেমাদ্রিকারস্য বচনেন চ" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

§ "পরাস্তেত্যপি" ইতি বা পাঠঃ।

কৃষ্ণপ্রতিনিধিত্বাৎ কৃষ্ণবৎ সর্ব্বগুণযুক্তত্বমিত্যর্থঃ। প্রিয়েব—কান্তেব। ত্রিবৃৎ—বেদাদিত্রয়গুণযুক্ত মিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি, বেদসাপেক্ষত্বং—বেদবাক্যেন পুরাণপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। অতএবেতি—পরমার্থ'-বেদকত্বাদ্বেদান্তস্যেব ভাগবতস্য পরমশ্রুতিরূপত্বমিত্যর্থঃ। যত্র—সংবাদে। সাত্বতী—বৈষ্ণবীত্যর্থঃ। অথেতি 'ইদং ভগবতা পূর্ব্বং' ইত্যাদিদ্বাদশোক্তের্ব্রহ্মনারায়ণসম্বাদরূপমষ্টাদশস্য মধ্যে প্রকটিতং, ব্যাস-নারদসম্বাদরূপং তত্রৈব প্রবেশিতং, তদুভয়স্য লক্ষণ-সংখ্যে তু মাৎস্যাদাবুক্তে ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ। এবমেব ভারতোপক্রমেঽপি দৃষ্টম্। আদাবাখ্যানৈর্বিনা চতুর্বিংশতিসহস্রং ভারতং, ততস্তৈঃ সহিতং পঞ্চাশৎসহস্রং, ততস্তৈস্ততোঽপ্যধিকমিতোঽপ্যধিকমিতি, তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অশ্রুতচরমিবেতি তদানীমস্মৃতত্বাদিতি ভাবঃ। তাবপ্যুপদিদেশেতি, তাবপি—ব্যাস-নারদাবপি। অপি-কারাৎ রাম-ভৃগ্বঙ্গিরো-বশিষ্ঠ-পরাশরাদীনাং গ্রহণম্, তেষামপি বেদপুরাণবেত্তৃত্বাৎ। উপদিদেশ—স্মারয়ামাস-যদ্বা, দেশ্যং—মধুরব্যাখ্যানকৌশলং উপদিদেশৈবেত্যর্থঃ, অশ্রুতচরমিবেত্যুক্তত্বাৎ। তথা চ তয়োরপি তথা ব্যাখ্যানকৌশলযোগ্যত্বেঽপি শুকদেবং প্রতি তথানুপদেশাদিতি ভাবঃ। আপেক্ষিকমিতি—ভাগবতান্য-পুরাণাপেক্ষিকমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহেতি—আদিনা ভক্ত্যাদিপরিগ্রহঃ, যথোত্তরমুত্তমত্বমেষাং। কলৌ নষ্টদৃশাং—নষ্টজ্ঞানাদীনাং সম্বন্ধে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ এষ পুরাণার্কোঽধুনা উদিত ইত্যন্বয়ঃ। চর্ম্ম-চক্ষুর্যথা সূর্য্যাংশস্তথা জ্ঞানচক্ষুঃ শ্রীভাগবতাংশ ইতি দ্যোতনায় শ্রীভাগবতস্যার্কতয়া রূপকমিতি ভাবঃ। বেদা ইতি—বেদাঃ প্রভুরিব বোধয়ন্তীত্যন্বয়ঃ। প্রভুপদেন 'রাজা' ইত্যুচ্যতে, তথা চ—রাজা যথাজ্ঞাপয়তি তথৈবামাত্যাদয়ঃ কুর্ব্বন্তি, ন তু তদ্বাক্যং 'ভদ্রমভদ্রং বা' ইতি বিচারয়ন্তি; তথা বেদবচনেন বিহিতং কর্ম্ম বিদ্বাংসো যথাযথাঽভিহিতং প্রমাণনিরপেক্ষং, তথৈব কুর্ব্বন্তি। পুরাণং মিত্রমিব প্রমাণযুক্তিসাপেক্ষং বোধয়তি, বিভক্তিবিপরিণামেনান্বয়ঃ। কাব্যং—কাব্যশাস্ত্রং, প্রিয়েব—কান্তেব সরসতামাপাদয়ন্বোধয়তি। ভাগবতং—ভাগবতাখ্যশাস্ত্রং, ত্রিবৃৎ—প্রভু-মিত্র-কান্তাসদৃক্, বেদ ইব প্রমাণনিরপেক্ষতয়া প্রভুরিব, ইতরপুরাণমিব প্রমাণ-যুক্তিসম্বলিতত্বেন হিতবোধকত্বেন চ মিত্রমিব, কান্তেব সরসতাপাদনঞ্চেতি সর্ব্বোত্তমমিত্যর্থঃ। হেমাদ্রি-কারস্য—বোপদেবস্য, হেমাদ্রিকারত্বেন তদুপাদানং যুক্তিশাস্ত্রদর্শিতত্ব-লাভায়। সাত্বতী—ভাগবতী ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।

শ্রীশুকদেব সকলেরই উপদেষ্টা। যদিও প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষিৎসভাতে উপস্থিত ব্যাসদেব শ্রীশুকদেবেব গুরু এবং দেবর্ষি নারদ—পরম গুরু; তথাপি পুনর্ব্বার (পরীক্ষিৎ সভায়) শ্রীশুকদেবের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট যেন 'পূর্ব্বে কোন দিন ইহা শ্রবণ করি নাই' বলিয়া বোধ হইয়াছিল—এই ভাবে শ্রীশুকদেব, ব্যাস ও নারদকে উপদেশ্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের বিষয় বিশেষে আবেশ থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতের অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য সে সময় স্মরণ ছিল না, শ্রীশুকদেব তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এ স্থানের ইহাই অভিপ্রায়। শ্রীবেদব্যাসও তাহাই বলিয়াছেন :—"শুক-মুখনিঃসৃত এই শ্রীমদ্ভাগবত দ্রবীভূত অমৃতময় ফল।"

বক্তা শ্রীশুকদেবের, সকলের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হইতেছে। পুরাণের মধ্যে মৎস্যাদি পুরাণের যে আধিক্য শ্রবণ করা যায়; সেটি আপেক্ষিক অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষায় মৎস্যাদি পুরাণ শ্রেষ্ঠ ইহাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। অহো! আর অধিক কি বলিব, এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বসদ্‌গুণযুক্ত, যাহা প্রথম স্কন্ধে বলা হইয়াছে :— "শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিপাদক—ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং বিবেকাদির সহিত নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলে, সম্প্রতি অজ্ঞানান্ধ (তাদৃশ ধর্ম্মাদিহীন) কলিজীবের সম্বন্ধে এই পুরাণ সূর্য্য (শ্রীমদ্ভাগবত) সমুদিত হইয়াছেন।" এই নিমিত্তই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র" ইত্যাদি শ্লোকে, শ্রীমদ্ভাগবতকেই নিখিল গুণের খনিরূপে অবগত হওয়া যায়, এবং "বেদ, পুরাণ ও কাব্যশাস্ত্র—ইহারা ক্রমান্বয়ে প্রভু, মিত্র এবং প্রেয়সীর ন্যায় হিতজনক উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত তিনরূপেই নিয়ত সদুপদেশ দিয়া জীবের কল্যাণ করিয়া আসিতেছেন।"—এইরূপে হেমাদ্রিকার শ্রীবোপদেবের মুক্তাফল-টীকাধৃত বচনেও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বগুণাকরত্ব দেখা যায়।

তবে 'বেদোক্ত বাক্য হইতেই পুরাণের প্রামাণ্য'—এইরূপে কেহ কেহ অন্যান্য পুরাণের বেদ-সাপেক্ষত্ব মনে করিতে পারেন বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সে সম্ভাবনা নাই—ইহাও ভাগবতীয় বাক্যেই পাওয়া গিয়াছে অতএব পরমার্থের জ্ঞাপক হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতও বেদান্তের ন্যায় পরম শ্রুতিস্বরূপ, এ কথা প্রথম স্কন্ধেই বলা হইয়াছে :—

"তাত সূত! কি প্রকারেই বা পাণ্ডুকুল-নন্দন পরীক্ষিতের শ্রীশুকদেবের সহিত সম্বাদ হইয়াছিল; যাহাতে এই সাত্বতী (বৈষ্ণবী) শ্রুতির (শ্রীমদ্ভাগবতের) আবির্ভাব হইয়াছে?" শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস সমস্ত পুরাণাদি আবির্ভাব করিয়া পরে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব করেন—এই যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তাহা প্রথম স্কন্ধগত শ্রীব্যাস-নারদের সংবাদ দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইবে॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।

(২৬) শ্রীবেদব্যাস বেদের বিভাগ এবং অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত প্রকাশ করিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা না পাইয়া যখন ভগ্নোৎসাহে সরস্বতী-তীরে দিনপাত করিতে থাকেন, সেই সময় শ্রীদেবর্ষি নারদ তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়া ঐ গ্রন্থকে বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতে অনুমতি করেন, শ্রীবেদব্যাসও তদনুসারে বিস্তৃতরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়া শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান; এই নিমিত্তই গ্রন্থকার—'ব্যাসদেব শুকদেবের গুরু এবং নারদ শুকদেবের—পরমগুরু' এই কথা বলিয়াছেন।

নারদ এবং ব্যাসের কোনরূপ জ্ঞানেরই অভাব ছিল না, তাঁহারা কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ভক্তি—এ সকল বিষয়েই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তবে প্রায় অধিকাংশ সময়েই নানাবিধ ধর্ম্ম-চর্চ্চায় থাকিতেন, শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে তেমন অনুশীলন হইত না। পরীক্ষিতের সভাতে শ্রীশুকদেবের মুখে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব সুমধুর ব্যাখ্যা-কৌশল শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের সেইটি যেন অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐরূপ সুমধুর ব্যাখ্যা করিতে, নারদ ও ব্যাস সমর্থ হইলেও; তাঁহাদের নূতনত্ব বোধ হইবার কারণ—ইহাই বোধ হয়; তাঁহারা শুকদেবকে বা অপর কাহাকেও কখন সেরূপ ব্যাখ্যার উপদেশ দেন নাই; অথচ তাঁহার মুখে শুনিতেছেন, এই জন্যই আনন্দে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হইয়া 'এইরূপ ভাগবত ব্যাখ্যা আজ এই নূতন উপদেশ পাইলাম' এই প্রকার ভাব—উভয়ের মনেই উদিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারও এই অভিপ্রায়েই—'তাবপ্যুপদিদেশ দেশ্যম্'—এই কথা লিখিয়াছেন।

"পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতকে সূর্য্যের সহিত রূপক করিবার তাৎপর্য্য—রাত্রিকালে

জীবগণের চক্ষু নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না, পরে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া সেই চক্ষুর দর্শন শক্তির অন্তরায় অন্ধকারকে যেমন দূর করিয়া থাকেন এবং জগতের সমস্ত বিষয় তাহার সম্মুখে প্রকাশ করেন, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতও উদিত হইয়া কলিগত অজ্ঞান তিমিরে আবৃত জীবের জ্ঞানচক্ষুর ঐ আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন এবং তাহার সম্মুখে অন্য যুগের দুর্লভ—ভক্তি, ভগবদ্‌জ্ঞান এবং প্রেম প্রকাশ করিয়া কলি-জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

"বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ"—ইত্যাদি শ্লোকে প্রভু, মিত্র এবং প্রিয় শব্দে ইহাই জানাইতেছেন ;—'প্রভু' (রাজা) নিজ অমাত্যবর্গের প্রতি যে আজ্ঞা করেন, তাহারা তাহার দোষগুণ বিচার না করিয়া অবনত মস্তকে তাহা প্রতিপালন করে, তেমনি ধার্ম্মিক মানবগণ, কোন প্রমাণ-যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাসে বেদের উপদিষ্ট নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

জগতে সর্ব্বদাই 'মিত্র' নিজের বন্ধুকে হিতোপদেশ দিয়া থাকে, এবং প্রয়োজন বোধে তদনুকূল নানাবিধ প্রমাণ যুক্তিরও অবতারণা করে ; তেমনি পুরাণও জীবগণকে সর্ব্বদাই সদুপদেশ দান করিতেছেন।

পতিহিতৈষিণী প্রেয়সী, প্রিয়তম পতির হিতকামনায় তাহার নিকট কত কত সুমধুর সরস ভাষায় আলাপ ও উপদেশ করিয়া থাকে, তেমনি কাব্য শাস্ত্রও শব্দালঙ্কার বাক্যালঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা বাক্যের সরসতা ও মধুরতা আবিষ্কার পূর্ব্বক উপাদেয়তা সম্পাদন করিয়া জগতে হিত উপদেশ দিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট কোন্ ভাগবত বলিয়াছিলেন ? ইহার উত্তর এই—শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরাণ গণনার প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাবতকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ;—

"ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে। স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্॥"

ব্রহ্মা যে কালে অনন্তশায়ী শ্রীনারায়ণের নাভি কমল হইতে উদ্ভূত হয়েন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে যে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন ; সেই অংশই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেবর্ষি শ্রীনারদের উপদেশ অনুসারে ঐ অংশ হইতেই বিস্তাররূপে প্রকাশ করিয়া প্রচার করেন, শ্রীশুকদেব এই বিস্তৃত শ্রীমদ্ভাগবতই পরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ; ইহাই পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অভিপ্রায়। এ বিষয়ের সংক্ষেপ ২১ নং বাক্যে প্রকাশ হইয়াছে এবং ইহার পরে ৪৮ নং বাক্যেও কিঞ্চিৎ বিস্তার রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য—অনন্তশক্তি বিভু ভগবানের যেমন প্রয়োজন বোধে লীলা ও ধামাদির সঙ্কোচ-প্রসারণ হয় অর্থাৎ একই লীলা বা ধাম-বিভূতি কোন কোন কল্পে সঙ্কোচ, বা কোন কোন কল্পে বিস্তার হয়, কিন্তু সেজন্য কোন লীলার কালবিশেষে প্রকাশ বা অপ্রকাশ হওয়ায় অনিত্যত্ব দোষ স্পর্শ হয় না, কারণ ভগবানের ন্যায় লীলাধামাদিও বিভু পদার্থ, তাঁহাদের ঐটি (সঙ্কোচ-বিস্তার) স্বাভাবিক নিয়ম। তেমনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতও কখন সংক্ষেপ কখন বা বিস্তাররূপে আবির্ভূত হয়েন ; ফলতঃ ইহাতে তাঁহার অনিত্যত্ব বা কৃত্রিমত্ব দোষ হয় না। তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য সম্বন্ধে বসুদেব যেমন দ্বার মাত্র, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্যকল্পেও শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্বারস্বরূপ ; এই নিমিত্তই "পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" এই বাক্যে সূর্য্যোদয়ের সহিত সাদৃশ্য বলায় শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবে স্বাতন্ত্র দেখান হইয়াছে।

তদেবং পরমনিঃশ্রেয়স-নিশ্চয়ায় শ্রীভাগবতমেব পৌর্ব্বাপর্য্যাবিরোধেন বিচার্য্যতে। তত্রাস্মিন্ সন্দর্ভষট্‌কাত্মকে গ্রন্থে সূত্রস্থানীয়ং—অবতারিকাবাক্যং, * বিষয়বাক্যং — শ্রীভাগবতবাক্যম্। ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা তু সম্প্রতি মধ্যদেশাদৌ ব্যাপ্তানদ্বৈতবাদিনো নূনং ভগবন্মহিমানমবগাহয়িতুং তদ্বাদেন কর্ব্বুরিতলিপীনাং পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধর-স্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেত্তর্হি যথাবদেব বিলিখ্যতে। ক্বচিত্তেষা-মেবান্যত্রদৃষ্ট-ব্যাখ্যানুসারেণ দ্রবিড়াদিদেশবিখ্যাতপরমভাগবতানাং, তেষামেব বাহুল্যেন তত্র বৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ, শ্রীভাগবত এব,

"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ—" (ভাঃ ১১, ৫, ৭৮)

ইত্যনেন—প্রমিতমহিম্নাং সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভৃতিতঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং শ্রীরামানুজভগবৎপাদবিরচিতশ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমতপ্রামাণ্যেন মূলগ্রন্থস্বারস্যেন চান্যথা চ। অদ্বৈতব্যাখ্যানন্তু প্রসিদ্ধত্বান্নাতিবিতায়তে ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

তদেবমিতি;—নমু বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি প্রতিজ্ঞায় পুরাণমেব তৎ স্বীকরোতীতি কিমিদং কৌতুকমিতি চেন্নৈবং ভ্রমিতব্যম্, "এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য" ইত্যাদিশ্রুত্যৈব পুরাণস্য বেদত্বাভিধানাৎ। বেদেষু বেদান্তস্যেব পুরাণেষু শ্রীভাগবতস্য শ্রৈষ্ঠ্যনির্ণয়াচ্চ তদেব প্রমাণমিতি কিমসঙ্গতমুক্তমিতি। অথ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরীত্যা সন্দর্ভস্যাস্য প্রবৃত্তিরিত্যাহ;—তত্রাস্মিন্নিতি, বিচারার্হবাকং—বিষয়বাক্যম্। ভাষ্যরূপা—তদ্ব্যাখ্যেতি। অয়মর্থঃ;—শ্রীধরস্বামিনো বৈষ্ণবা এব, তট্টীকাসু ভগবদ্বিগ্রহগুণবিভূতিধাম্নাং তৎপার্ষদ-তনূনাঞ্চ নিত্যত্বোক্তেঃ, ভগবদ্ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টমোক্ষানুবৃত্ত্যোরুক্তেশ্চ। তথাপি ক্বচিৎ ক্বচিন্মায়া-বাদোল্লেখস্তদ্বাদিনো ভগবদ্ভক্তৌ প্রবেশয়িতুং বড়িশামিষার্পণন্যায়েনৈবেতি বিদিতমিতি। শুদ্ধবৈষ্ণবেতি—যথা সাংখ্যাদিশাস্ত্রাণামবিরুদ্ধাংশঃ সর্ব্বৈঃ স্বীকৃতস্তদ্বদিদং বোধ্যম্। ক্বচিত্তেষামেবেতি—ক্বচিৎ স্থলান্তরীয়-স্বামিব্যাখ্যানুসারেণ শ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমতপ্রামাণ্যেন মূলশ্রীভাগবতস্বারস্যেন চান্যথা চ ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা ময়া লিখ্যতে; ইতি মৎকপোলকল্পনং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি প্রমাণোপেতাত্র টীকেত্যর্থঃ। নমু পূর্ব্বপক্ষজ্ঞানায়াদ্বৈতঞ্চ ব্যাখ্যেয়মিতি তত্রাহ—অদ্বৈতেতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায়—পরমনিঃশ্রেয়সতৎসাধননিশ্চয়ায়। শ্রীভাগবতমেবেতি—পুরাণাদিবচনান্যত্র শ্রীভাগবতবচনব্যাখ্যাসম্বাদার্থমেবোক্তানীতি বোধ্যম্। বিচার্য্যতে—বাস্তবতত্ত্বার্থকতয়া জ্ঞাপ্যতে, জ্ঞাপনং—জ্ঞানানুকূলব্যাপারঃ; স চ ব্যাপারঃ—শাস্ত্রান্তরং যুক্তিবাক্যঞ্চ। তত্রেতি—বিচারাত্মকেঽস্মিন্ গ্রন্থে ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তত্রেত্যস্য—'সূত্রস্থানীয়ং' ইত্যনেন 'বিষয়বাক্যং' ইত্যনেন চান্বয়ঃ। সূত্রস্থানীয়ং—মূল-স্থানীয়ম্। অবতারণিকাবাক্যং—ভাগবতবচনোত্থাপকাকাঙ্ক্ষোত্থাপকবাক্যম্। বিষয়বাক্যং—বিচার-

* "অবতারণিকাবাক্যম্" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

বাক্যম্। তদ্ব্যাখ্যা—ভাগবতব্যাখ্যা। অবগাহয়িতুং—বোধয়িতুং, তৎসম্প্রদায়ান্তর্গতত্বাদিতি। তদ্বাদেন—অদ্বৈতবাদিমতবোধত্বেন, কর্ব্বুরিতলিপীনাং—শুদ্ধবৈষ্ণবমত-তাৎপর্য্যকত্বেন বিচিত্রবাক্যানাং, পরম-বৈষ্ণবানাং—জ্ঞানমপেক্ষ্য কৃষ্ণভক্তেরৌৎকর্ষ্যবোধকব্যাখ্যাতৃতয়া বৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধানাং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানু-গতেতি—ব্যাখ্যেতি শেষঃ। চেদিতি—যদি দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। এতেন যত্র শুদ্ধাদ্বৈতবাদমতানুবাদব্যাখ্যা, সা নাত্র গ্রাহ্যা ইত্যাহ—ক্বচিদিতি, অন্যথা ইত্যনেনাস্যান্বয়ঃ। তেষামেব—শ্রীধরস্বামিচরণানামেব, অন্যত্র—বচনান্তরব্যাখ্যানে, দৃষ্টব্যাখ্যানুসারেণ—দৃষ্টশুদ্ধবৈষ্ণবমতার্থানুসারেণ। তত্র—দ্রবিড়াদৌ, আদিনা—কর্ণাট-তৈলঙ্গাদিপরিগ্রহঃ। দ্রবিড়েম্বিতি—বহুবচনেন কার্ণাটাদিপরিগ্রহঃ। শ্রীবৈষ্ণবাভিধানামিত্যস্য 'মতা' ইত্যনেনান্বয়ঃ। শ্রীভাষ্যেতি—বেদান্তসূত্রভাষ্যেত্যর্থঃ। মতপ্রামাণ্যেন—প্রাগুক্তযুক্ত্যা নির্ণীতপ্রামাণ্যক-মতানুসারেণ মূলবিরুদ্ধত্বেঽসঙ্গতং স্যাদিত্যত আহ—মূলস্বারস্যেনেতি। এতেন ক্বচিৎ তত্তন্মতপরি-ত্যাগেনাপি ব্যাখ্যেয়মিতি সূচিতম্। অন্যথা চেতি—'লিখ্যতে' পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, স্বামিচরণমতানুসারিমতে-নেত্যর্থঃ॥ ২৭॥

অনুবাদ।

এইরূপে যখন শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত হইল, তখন পরমমঙ্গলময় বস্তু এবং তাহার সাধন নির্ণয় কল্পে পূর্ব্বাপর অবিরোধে শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিচার করা যাইতেছে, অর্থাৎ 'শ্রীমদ্ভাগবতই বাস্তব-তত্ত্বের প্রকাশক' ইহা জানান হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রভৃতির রীতি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরূপ—এই 'সন্দর্ভ' গ্রন্থের রীতি বলা হইতেছে :—বিচারার্হ এই 'ভাগবতসন্দর্ভ' নামক ছয়টি সন্দর্ভে অবতারিকাবাক্য অর্থাৎ ভাগবতীয় বচনের সূচনা করিয়া দেয়; এমন যে আশঙ্কার উত্থাপক প্রথম-নির্দ্দিষ্ট বাক্য; তাহাকেই সূত্রস্থানীয় (মূলস্থানীয়) বাক্য জানিতে হইবে, আর শ্রীমদ্ভাগবতস্থ বাক্যকে বিষয়বাক্য অর্থাৎ বিচারার্হ বাক্যস্বরূপ বুঝিতে হইবে।

নিশ্চয়ই বোধ হয়—সম্প্রতি মধ্যদেশাদিতে পরিব্যাপ্ত অদ্বৈতবাদিগণকে শ্রীভগবানের মহিমাতে অবগাহন করাইবার নিমিত্ত, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভগবানের মহিমা বুঝাইয়া দিবার জন্য, পরম বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরূপ নিজকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থে অদ্বৈতবাদের সহিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মতের তাৎপর্য্যবোধক বাক্য সন্নিবেশ করিয়া উভয়মতে লিপি বিচিত্রিত করিয়াছেন, সুতরাং আমি তাঁহার ঐ ব্যাখ্যার যে অংশ,—শুদ্ধবৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনুগত বোধ করিব, তাহাকেই বিবেচনাপূর্ব্বক এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিব। (ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল—যে সমস্ত স্থানে শ্রীধরস্বামিপাদ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ মতের অনুবাদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা হইবে।)

শ্রীধরস্বামিপাদ স্থানান্তরেও যে সকল ব্যাখ্যা—শুদ্ধ বৈষ্ণব মতের অনুকূলে করিয়াছেন; তাহাও গ্রহণ করা যাইবে। আরও; দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে—বিখ্যাত বিখ্যাত যে সমস্ত পরম ভাগবতগণ বিদ্যমান আছেন, উক্ত প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যাও অল্প নহে; এবং চিরকালই যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগীন্দ্রের উপাখ্যানেও—"মহারাজ! কোন কোন স্থানে বৈষ্ণব থাকিলেও দ্রবিড়াদি প্রদেশেই তাঁহাদের সংখ্যা অধিক" ইত্যাদি বচনে তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সাক্ষাৎ শ্রী (লক্ষ্মী) হইতেই ইঁহাদের সম্প্রদায় প্রবৃত্ত এবং এই নিমিত্ত শ্রীবৈষ্ণব বলিয়াও ইঁহারা প্রসিদ্ধ, এই সম্প্রদায়ের নায়ক বা প্রচারক—ভগবান্ শ্রীরামানুজস্বামী। ইনি ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন, সেই

ভাষ্য এবং মাধ্বভাষ্য প্রভৃতিতে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা যে মত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অনুকূল হইলে শ্রীধরস্বামি পাদের কোন কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হইবে। তাহাও মূল—শ্রীমদ্ভাগবতার্থের সারম্ভে অর্থাৎ যেরূপ হইলে গ্রন্থের প্রকৃত অনুবন্ধাদির অনুরূপ হয় এবং রসাভাসাদি দোষ না হয়। আবার কোন কোন স্থানে শ্রীধর স্বামিপাদের অনুবর্ত্তী না হইয়াও লিখা হইবে। যদি কেহ বলেন—'পূর্ব্বপক্ষ জ্ঞানের জন্য অদ্বৈত মতের ব্যাখ্যা দেখান তো উচিত?' তৎ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—অদ্বৈত মতের ব্যাখ্যা অতি প্রসিদ্ধ, সুতরাং তাহার বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।

(২৭) পূর্ব্বে কেবল বেদকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া সম্প্রতি পুনরায় পুরাণকে প্রমাণরূপে স্বীকার করায় গ্রন্থকারের বাক্য অসঙ্গত হইতে পারে না, কারণ—পূর্ব্বেই "এবং বা অরে মহতো ভূতস্য—" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পুরাণেরও বেদত্ব স্থাপিত হইয়াছে আবার বেদের মধ্যে যেমন পুরাণের শ্রেষ্ঠতা, তেমনি পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতাও—শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বলেই নিশ্চয় করা হইয়াছে, সুতরাং পরম মঙ্গলময় বস্তুর প্রতিপাদন বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে বিচার করা কোনরূপেই অসঙ্গত হইতে পারে না।

"ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা তু"—ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য এই—শ্রীধর স্বামিপাদ নিশ্চয়ই পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার কারণ এই দেখা যায়—তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা প্রভৃতির টীকাতে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, গুণ, বিভূতি, ধাম ও তাঁহার পার্ষদগণের দেহের নিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোক্ষের পরেও ভগবদ্ভক্তির অনুবৃত্তি দেখাইয়াছেন অর্থাৎ মুক্তগণও শ্রীভগবন্নাম-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি স্বামিপাদের ঐ টীকাতে যে মায়াবাদের উল্লেখ রহিয়াছে; সে কেবল—ধীবরগণ যেমন বড়িশে আমিষাদি লাগাইয়া মৎস্য ধারণ করে, তেমনি অদ্বৈতবাদিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের চিত্ত শ্রীভগবানের সবিশেষ স্বরূপ এবং ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করাইবার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে।

"মূলসারম্ভেন চান্যথা চ"—এই কথায় বোধ হয়; গ্রন্থকার নিজের সাম্প্রদায়িক মতের গুরুত্ববোধে কখন কখন শুদ্ধ বৈষ্ণব-শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য প্রভৃতির মতকেও উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবে তাঁহাদের যে বিষয়টিকে নিজের মতের অনুকূল বোধ করিয়াছেন; তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সাধারণের গোচরার্থ পরবাক্যে এ বিষয়ের সংক্ষেপ আলোচনা করা যাইবে।

অত্র চ স্বদর্শিতার্থবিশেষ-প্রামাণ্যায়ৈব, ন তু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য-প্রামাণ্যায় প্রমাণানি শ্রুতি-পুরাণাদিবচনানি যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি ; ক্বচিৎ স্বয়মদৃষ্টাকরাণি * চ তত্ত্ববাদগুরূণামনাধুনিকানাং † প্রচুরপ্রচারিতবৈষ্ণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশ-বিখ্যাতশিষ্যোপশিষ্যীভূতবিজয়ধ্বজব্যাসতীর্থাদিবেদবেদার্থবিদ্বরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্য-চরণানাং ভাগবততাৎপর্য্য-ভারততাৎপর্য্য-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদিভ্যঃ সংগৃহীতানি। ‡ তৈশ্চৈবমুক্তং ভারততাৎপর্য্যে ;—

"শাস্ত্রান্তরাণি সংজানন্ বেদান্তস্য প্রসাদতঃ। দেশে দেশে তথা গ্রন্থান্ দৃষ্ট্বা চৈব পৃথগ্বিধান্॥ যথা স ভগবান্ ব্যাসঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ। জগাদ ভারতাদ্যেষু তথা বক্ষ্যে তদীক্ষয়া" ইতি।

তত্র তদুদ্ধৃতা শ্রুতিঃ—চতুর্বেদশিখাদ্যা ; পুরাণঞ্চ—গারুড়াদীনাং সম্প্রতি সর্ব্বত্রাপ্রচরদ্রূপমংশাদিকং ; সংহিতা চ—মহাসংহিতাদিকা ; তন্ত্রঞ্চ—তন্ত্রভাগবতাদিকং ব্রহ্মতর্কাদিকমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ২৮॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অত্রেতি। ইহ গ্রন্থে যানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি ময়া ধ্রিয়ন্তে, তানি স্বদর্শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব, ন তু শ্রীভাগবতবাক্যপ্রামাণ্যায়, তস্য স্বতঃপ্রমাণত্বাৎ। তানি চ যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি—মূলগ্রন্থান্ বিলোক্যোত্থাপিতানীত্যর্থঃ। কানিচিদ্বাক্যানি তু মদদৃষ্টাকরাণ্যস্মদাচার্য্যশ্রীমধ্বমুনিদৃষ্টাকরাণ্যেব ক্বচিন্ময়া ধ্রিয়ন্তে ইত্যাহ—ক্বচিদিতি। মদ্ব্যাখ্যানে ক্বচিদর্থবিশেষে প্রামাণ্যায় শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং ভাগবত-তাৎপর্য্যাদিভ্যো গ্রন্থেভ্যঃ সংগৃহীতানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি ধ্রিয়ন্ত ইত্যনুষঙ্গঃ। অত্রাস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ সত্যবাদিত্বং ধ্বনিতম্। 'কৌমারব্রহ্মচর্য্যবান্নৈষ্ঠিকো যঃ সত্যতপোনিধিঃ স্বপ্নেঽপ্যনৃতং নোচে চ' ইতি প্রসিদ্ধম্। তেষাং কীদৃশানামিত্যাহ,—তত্ত্বেতি। 'সর্ব্বং বস্তু সত্যম্' ইতি বাদস্তত্ত্ববাদস্তদুপদেষ্টৄণামিত্যর্থঃ। অনাধুনিকানাং—অতিপ্রাচীনানাং, (১) 'কেনচিৎ শাঙ্করেণ সহ বিবাদে মধ্বস্য মতং ব্যাসঃ স্বীচক্রে, শঙ্করস্য তু তত্যাজ' ইত্যৈতিহ্যমস্তি। প্রচারিতেতি—'ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ, দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, লক্ষ্যা জীবকোটিত্বং' ইত্যেবং মতবিশেষঃ। দক্ষিণাদিদেশেতি—তেন গৌড়েঽপি মাধবেন্দ্রাদয়-স্তদুপশিষ্যাঃ কতিচিদ্বভূবুরিত্যর্থঃ। শাস্ত্রান্তরাণীতি—তেন স্বস্য দৃষ্টসর্ব্বাকরতা ব্যজ্যতে, দিগ্বিজয়িত্বঞ্চেত্যু-পোদ্ঘাতো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২৮॥

---

* "অদৃষ্টচরাণি" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

† "শ্রীশঙ্করাচার্য্যশিষ্যতাং লব্ধ্বাপি শ্রীভগবৎপক্ষপাতেন ততো বিচ্ছিদ্য" ইত্যধিকপাঠঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে, সম্মতশ্চাপি শ্রীমদ্গোস্বামিভট্টাচার্য্যাণাম্।

‡ "পরিগৃহীতানি" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

(১) "শঙ্করসমসময়ানাং, শঙ্করেণ" ইতি পাঠান্তরমপি দৃশ্যতে।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

যথাদৃষ্টমিতি—উদাহরণক্রিয়াবিশেষণম্। স্বয়মদৃষ্টচরাণীত্যস্য—পরিগৃহীতানীতি * পরেণান্বয়ঃ। স্বয়মদৃষ্টচরাণীত্যনেন মতস্যৈতস্য গৌরবং সূচিতম্। তত্ত্ববাদগুরূণাং—তত্ত্ববিচারগুরূণাং, 'শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যশিষ্যতাং লব্ধাঽপি' ইত্যনেন তস্য তস্য জ্ঞাতস্যাপি ত্যাগে তস্য তস্য সদোষত্বং সূচিতম্। মতস্যৈতস্য প্রমাণসিদ্ধত্বং দর্শয়তি—তৈশ্চৈবমুক্তমিতি। তৈঃ—শ্রীমাধ্বাচার্য্যচরণৈঃ। জ্ঞেয়মিতি;—

অত্রেদমবধেয়ম্,—মহানুভাবশ্রীধরস্বামিপ্রভৃতিমতেষু যদ্যুক্তিশাস্ত্রনির্ণীতং, তত্তদেব মতং সঙ্কলয্য স্বমতমাবিষ্কৃতং, ন ত্বেতেষাং কস্যাপি সম্প্রদায়ান্তর্গতোঽয়ং গ্রন্থকার ইতি দর্শিতম্। তত্র নির্ব্বিশেষব্রহ্মোপাসকমায়াবাদি-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যমতমুপেক্ষিতং, স্বমতভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধত্বাৎ। কিন্তু তস্য হৃদ্‌গতং নিগূঢ়ং ভাগবতমতমপি গোপী-বস্ত্রহরণবর্ণনাদিদ্বারা নির্ণীয় তচ্ছিষ্যপরম্পরাসু ভক্তিপ্রধানমতমাশ্রিত্য সম্প্রদায়ভেদো জাত ইতি 'ভাগবতঃ' 'স্মার্ত্তঃ'—ইত্যদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়দ্বয়ম্। তত্র ভাগবতসম্প্রদায়ান্তর্গতঃ—শ্রীধরস্বামী, তস্য বৈকুণ্ঠনাথপ্রধানতয়া ভাগবতব্যাখ্যানেঽপি তদ্ব্যাখ্যাতভগবদ্রূপ-তদ্ভক্তিপ্রাধান্যমেবাদৃতং, ন তু সর্ব্বং তন্মতম্। তথা শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যঃ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী স্বয়ংভগবত্ত্বেন লক্ষ্মীনাথং সংস্থাপ্য তদুপাসকো জগদুপাদানতয়া প্রকৃতিমনঙ্গীকৃত্য পরমেশ্বরস্বরূপ-তদ্ধর্ম্মজড়াংশপরিণামেন জগদুৎপত্তিং স্বীকৃতবান্; তন্মতমপি সর্ব্বং শ্রীভাগবততাৎপর্য্যবিষয়ঃ। কিন্তু মায়াবাদনিরাস-জীবতত্ত্ব-জগৎসত্যত্বাদি-তদ্বর্ণিতাংশমাদায় স্বব্যাখ্যাপোষণমত্র গ্রন্থে কৃতম্। তথা শ্রীমাধ্বাচার্য্যস্য দ্বৈতবাদিনোঽপি ন সর্ব্বং মতং গৃহীতং, তন্মতেঽপি—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরেব, লক্ষ্ম্যা এব প্রধানশক্তিতয়া ব্রজলীলা-তৎপরিকরাণাং সর্ব্বতো মুখ্যতা ন তদভিপ্রেতা। এবং তেন 'জ্ঞানপ্রাধান্যং, মুক্তিঃ—প্রধানপুরুষার্থঃ' ইতি চ ভাষ্যে দর্শিতং, পরন্তু তন্মতসিদ্ধং—'ভগবতঃ সগুণত্বং, নিত্যা প্রকৃতিঃ, তৎপরিণামো জগৎ সত্যং, ব্রহ্মতটস্থাংশা জীবাস্ততো ভিন্নাঃ'—ইত্যাদিকং মতং গৃহীতম্। প্রকৃতের্ব্রহ্মস্বরূপতা তেনানঙ্গীকৃতা ইতি স্বমতাদ্বিশেষঃ। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদিভাস্করীয়মতং—'ব্রহ্মস্বরূপশক্ত্যাত্মনা পরিণামো জগৎ, সা চ শক্তিঃ ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ' ইতি তদেব স্বানুমতমিতি লভ্যতে। পরন্তৈতৎ সর্ব্বমতমেব সাধু, --"বহ্বাচার্য্য-বিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে" ইত্যুক্তত্বাদিতি। তথা চ শ্রীমন্মহাপ্রভুচরণানাং মতং সর্ব্বতো মহৎ, সর্ব্বমত-সারসংগ্রহরূপত্বাৎ। এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যো যথা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যশিষ্যোঽপি ব্রহ্মসম্প্রদায়মাশ্রিত্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যাদিকং কৃত্বা স্বাতন্ত্র্যেণ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ, তথা স্বয়ংভগবদবতারোঽপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—স্বমতমেব তৎসম্প্রদায়ান্তর্গতত্বং গুর্ব্বাশ্রয়ণস্যাবশ্যকত্বমঙ্গীকৃত্য প্রবর্ত্তিতবান্—স্বস্বরূপশ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদিদ্বারেতি, তদনুজ্ঞয়া চ গোস্বামিভিস্তৎপ্রকটীকৃতম্। তত্র ব্রহ্মসূত্রস্য ভাষ্যান্তরমকৃত্বা ভগবতা নারায়ণেন ব্রহ্মণে উপদিষ্টং শ্রীমদ্ভাগবতরূপভাষ্যমেব ব্যাখ্যাতুময়মারব্ধঃ। যদ্যপি—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ প্রীণাতি" (শ্বেতাশ্ব° ৬, ১৮) ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রাগ্দর্শিতশ্রুতিভিশ্চ সর্গাদৌ ঋগাদিপুরাণাদ্যাত্মকবেদসমুদায়ং ব্রহ্মণে ভগবান্ উপদিদেশ, তথাপি তদুপদেশোঽন্তর্য্যামিরূপেণ হৃদি প্রবর্ত্তনরূপ ইতি বেদানাং তাৎপর্য্যং দুরূহং মত্বা পৃচ্ছতে ব্রহ্মণে সাক্ষান্নারায়ণেন তদবধারণায় শ্রীভাগবতমেব স্ফুটমুপদিষ্টমিতি ভাগবতব্যাখ্যানমেবোচিতমিতি ॥ ২৮ ॥

---

* মূলে "সংগৃহীতানি" ইত্যেবমস্তি, তদেব সুগমং মন্যামহে, ন কৃতমিদং মূলানুরূপং, সাহায্যকগ্রন্থান্তরাভাবাৎ, সুতরাং পাঠান্তরত্বেনৈবোপন্যস্তং মূলেষ্বিতি।

অনুবাদ।

সংগৃহীত প্রমাণের আকর স্থান। শ্রুতি-পুরাণাদি মূল গ্রন্থে যে বচন যে ভাবে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা তদনুরূপে এই ভাগবত-সন্দর্ভে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা হইল; তবে সেই প্রমাণগুলি— শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্যের প্রামাণ্য অপেক্ষায় নহে, আমার প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত-বিশেষকে প্রামাণ্য করিবার অভিপ্রায়েই উহা গ্রহণ করা হইয়াছে। কখনও বা আকর—মূল গ্রন্থ দেখিতে না পাইয়া, বৈষ্ণব-মতবিশেষের বহুল প্রচারক দক্ষিণাদিদেশ বিখ্যাত বেদবেদার্থবিৎশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববাদগুরু—বিজয়ধ্বজ প্রভৃতির গুরু এবং ব্যাসতীর্থাদির পরম গুরু, অতিপ্রাচীন শ্রীমধ্বাচার্য্য-চরণ প্রণীত—ভাগবত-তাৎপর্য্য ও ভারততাৎপর্য্য গ্রন্থ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য হইতে অনেকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ঐ গ্রন্থগুলি বহু প্রমাণের আকর; তাহা তাঁহার এই ভারত তাৎপর্য্যের প্রতিজ্ঞা বাক্যেই প্রকাশ পাইতেছে :—

"নানা শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনায় এবং বেদান্তের প্রসাদে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবিধ গ্রন্থ দেখিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্ ব্যাসদেবের অভিপ্রায় অনুসারে ভারতাদির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিব।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভারতাদির তাৎপর্য্য গ্রন্থে যে সকল শ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছেন; তন্মধ্যে—চতুর্ব্বেদ-শিখাদি, পুরাণের মধ্যে—অধুনা সর্ব্বত্র অপ্রচলিত গরুড়াদি পুরাণের অংশগুলি, সংহিতার মধ্যে—মহা-সংহিতাদি এবং তন্ত্রের মধ্যে—তন্ত্রভাগবতাদি ও ব্রহ্মতর্কাদি হইতে প্রমাণ-নিচয় সংগ্রহ করা হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।

(২৮) "ন তু ভাগবতপ্রামাণ্যায়" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত বেদের ন্যায় স্বতঃ প্রামাণ্য; তাহার অর্থের প্রমাণ করিতে অন্যান্য শাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয় না, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সিদ্ধান্ত করিব; তাহাকেই অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি বলে সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

"তত্ত্ববাদগুরুঃ"—এই শব্দের অর্থ শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় করিয়াছেন :—"সর্ব্বং বস্তু সত্যং—ইতি বাদস্তত্ত্ববাদস্তদুপদেষ্টৃণাং ইত্যর্থঃ।" 'সকল বস্তুই সত্য' এই কথা যাঁহারা উপদেশ করেন, তাঁহারাই তত্ত্ববাদী। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যই এই মতের প্রবর্ত্তক। ইনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও নিজে দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া পৃথক্ একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত? তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক; শ্রীধরস্বামী শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি মহানুভব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, আপন আপন মতের অনুকূলে যে সকল শাস্ত্র ও যুক্তি তর্কাদি স্থাপন করেন, গ্রন্থকার সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া আপনার সাম্প্রদায়িক মত আবিষ্কার করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য—নির্গুণ-ব্রহ্মপ্রতিপাদক মায়াবাদী, সগুণ বিগ্রহ শ্রীভগবান্ এবং পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমের সংস্থাপন বিষয়ে তাঁহার মত বিরোধি হওয়ায় গ্রন্থকার তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ শঙ্করসম্প্রদায়ী হইলেও তাঁহার মত উপেক্ষা করেন নাই, ইহার কারণ এই—

শ্রীধরস্বামিপাদ 'ভাগবত সম্প্রদায়'-ভুক্ত ছিলেন। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের পর, তাঁহার কৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক গ্রন্থে মৃদ্ভক্ষণ বস্ত্রহরণাদি লীলার বর্ণন দেখিয়া পরবর্ত্তী অনেক শিষ্য মনে করিয়াছিলেন—আচার্য্যের 'ভাগবত' মতই নিগূঢ় অভিপ্রেত, অতএব সেই হইতেই অদ্বৈতবাদী

শাঙ্কর সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ভাগবত' এবং 'স্মার্ত্ত'—এই দুই ভেদ হইয়া পড়ে। আমাদের—শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এই 'ভাগবত' সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও, গ্রন্থকার তাঁহার ব্যাখ্যাত বিষয় হইতে শ্রীভগবানের রূপ, ধাম ও ভগবৎপার্ষদ দেহের নিত্যত্ব এবং ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য ; এই গুলিরই সমাদর করিয়াছেন, সর্ব্বাংশের আদর করেন নাই, অতএব গ্রন্থকারকে শ্রীধরসম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায় না !

শ্রীরামানুজাচার্য্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ইনি শ্রীলক্ষ্মীনাথকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, এবং প্রকৃতিকে জগতের উপাদানরূপে স্বীকার না করিয়া, পরমেশ্বরের স্বরূপগত ধর্ম্মের জাড্যাংশ পরিণামে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার সমর্থিত বিষয়গুলির মধ্যে ; মায়াবাদ নিরাস, জীব-তত্ত্ব, জগৎসত্যতাদি অংশ গ্রহণ করিয়া আপনার মতের পোষণ করিয়াছেন, সুতরাং গ্রন্থকার রামানুজসম্প্রদায়ীও নহেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য—দ্বৈতবাদী হইলেও গ্রন্থকার তাঁহার সমস্ত মত গ্রহণ করেন নাই। মধ্বাচার্য্যের মত—'শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং ভগবান্, লক্ষ্মী তাঁহার প্রধান শক্তি ; অথচ তাঁহার জীবকোটিত্ব, ব্রজলীলা এবং ব্রজপরিকর মুখ্য নহে, জ্ঞানেরই প্রাধান্য, মুক্তি প্রধান পুরুষার্থ, ব্রাহ্মণ জাতিগত ভক্তেরই মুক্তি, দেবতা—ভক্তগণের মধ্যে প্রধান, ব্রহ্মারই সাযুজ্য মুক্তি, অন্যের নহে।' গ্রন্থকার মধ্বাচার্য্যের সকল মত স্বীকার না করিয়া—'শ্রীভগবান্ সগুণ, প্রকৃতি নিত্যা, তাহার পরিণাম জগৎ ও তাহার সত্যতা, ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি জীব - ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইত্যাদি মত গ্রহণ করিয়াছেন। তবেই গ্রন্থকারকে মাধ্বসম্প্রদায়ীও বলা যাইতে পারে না। এখন এই গ্রন্থের উপক্রম উপসংহারাদি আলোচনা করিলে বোধ হয়—'শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়' নামে যে একটি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায় আজ প্রায় সার্দ্ধ চতুঃশত বৎসর যাবৎ এজগতে প্রভুত্ব লাভ করিয়া আসিতেছেন, গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামী এই সম্প্রদায়ভুক্ত—আচার্য্যপদবাচ্য।

আজ কিছুদিন হইতে শ্রীচৈতন্যচরণানুগত অনেক বৈষ্ণবেরই ধারণা চলিয়া আসিতেছে—'আমাদের সম্প্রদায়াচার্য্য—'শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য' সুতরাং আমরা 'মাধ্বসম্প্রদায়ী'। কিন্তু উল্লিখিত মাধ্বমত এবং নিম্নোক্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অংশটি আলোচনা করিলে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের ঐরূপ ধারণা আর চিত্তে স্থান পাইবে না।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণছলে স্বীয়মত প্রচার করিতে করিতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের গদীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যের মধ্যে নিজমত প্রচার উদ্দেশে প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

"সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে ; সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে।
আচার্য্য কহে—'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ ; এই হয় কৃষ্ণ ভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন।
পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠ গমন ; সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ।'
প্রভু কহে—'শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন ; কৃষ্ণসেবা ফলের পরম সাধন।'

* * * * *

আচার্য্য কহে—তুমি যেই কহ সেই সত্য হয় ; সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়।
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ ; সেই আচরিল সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ।

প্রভু কহে—কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন ; তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন।
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায় ; সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তদানীন্তন মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যকে "তোমার সম্প্রদায়ে দেখি এই দুই চিহ্ন" এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে আপনাকে মাধ্বসম্প্রদায়ী বলিয়া অভিমান করেন নাই ; ইহা সহজেই অনুমান করা যায়! মাধ্বসম্প্রদায়কে নিজের মনে করিলে, কখনই শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তোমার সম্প্রদায়' একথা বলিতেন না এবং বাক্‌চাতুর্য্যে ঐ সম্প্রদায়ের দোষও উদ্গীরণ করিতেন না।

এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, 'শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মাধ্যসম্প্রদায়ের শিষ্য ; তাঁহার শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীকে গুরু বলিয়া অভিমান করিয়াছেন, সুতরাং গুর্ব্বাশ্রয় রীতি অনুসারে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত কেন বলিব না?' তদুত্তরে বক্তব্য এই—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যেমন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইয়াও ব্রহ্মসম্প্রদায় আশ্রয়ে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন এবং স্বয়ং পৃথক্ একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া তাহার নেতা হইয়াছিলেন, তেমনি স্বয়ংভগবদবতার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগদ্‌গুরু হইয়াও সাম্প্রদায়িক গুর্ব্বাশ্রয় রীতি সাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য স্বয়ং শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়গত গুরুকে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যাদি প্রভুপাদগণ এবং শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি ছয় গোস্বামিপাদগণের দ্বারা নিজমত প্রচার করিয়াছেন এবং মাধ্বসম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌রূপে একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন।

তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণ নিজ নিজ মত প্রচার উদ্দেশে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তেমন কিছুই রচনা না করিলেও আপনার পার্ষদগণের প্রতি নিজমত প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। পরে তাঁহার শক্তিপ্রাপ্ত পার্ষদ গোস্বামিপাদগণ শ্রীচৈতন্যমত প্রচারকল্পে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে ব্রহ্মসূত্রের পৃথক্ ভাষ্য রচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেরই ভাষ্যস্বরূপ 'ষট্‌সন্দর্ভ' গ্রন্থ রচনা করিলেন।

গ্রন্থকারের আশ্রয়ণীয় অপর একটি মত আছে, যাহাকে 'দ্বৈতাদ্বৈত ভাস্করীয়' মত বলা হয়। এই ভাস্করীয় মত হইতে 'জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির পরিণাম, সে শক্তিও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।' এই মতটি নিজের মতের অনুকূলরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার ঐ সকল মত হইতে উপযোগিতা বোধে উপাদেয় তত্ত্ব-নিচয় সংগ্রহ করিয়া আপনার সম্প্রদায়ের অধিদৈবত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মতকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। আমাদের আচার্য্যপাদগণ উল্লিখিত মতপ্রবর্ত্তকগণের মতকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাহাকে অনাদর করা হয় নাই, কারণ অনাদর সূচক কোনরূপ কথা তাঁহারা কোন স্থানেই বলেন নাই। অনাদিকাল হইতেই বিবিধ সম্প্রদায় জগতে প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে, এবং তত্তৎ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও নানা বিধিতে শ্রীভগবানকে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন এবং জগৎকেও তাহাই উপদেশ দিতেছেন। শ্রীভগবানও তাহাতে প্রীত হইয়া ভজনানুরূপ ফল দান করিতেছেন সুতরাং কোন সম্প্রদায়ই ঘৃণা-দ্বেষের পাত্র নহে। তবে এ স্থানে গৌরব করিয়া এ কথা বলিতে পারি—'যে সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সার্ব্বকালিক পরম উপাস্য—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, সেই সম্প্রদায় উক্ত সমস্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!' এবং সকল মতের

সার সংগ্রহ করিয়া এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—ইহাও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতার অন্যতম কারণ বলিতে হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদ, প্রমেয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে প্রমাণ নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক বিবেচনায় শ্রীমদ্ভাগবতই যে প্রমেয় নির্ণয় বিষয়ে বিমল প্রমাণ, তাহা প্রতিপাদন করিয়া উপোদ্ঘাতের পরিসমাপ্তি করিলেন।

অথ নমস্কুর্ব্বন্নেব তথাভূতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তাৎপর্য্যং তদ্বক্তুর্হৃদয়নিষ্ঠাপর্য্যালোচনয়া সংক্ষেপতস্তাবন্নির্দ্ধারয়তি ;—

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ (ভাঃ ১২, ১২, ৬৮)

টীকা চ শ্রীধরস্বামিবিরচিতা ;—

"শ্রীগুরুং নমস্করোতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ। তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো ভাবনা যস্য তথাভূতোঽপ্যজিতস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং ধৈর্য্যং যস্য সঃ। তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত, তং নতোঽস্মি" ইত্যেষা। এবমেব দ্বিতীয়ে তদ্‌বাক্যমেব, * "প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্" ইত্যাদিপদ্যত্রয়মনুসন্ধেয়ম্। অত্রাখিলবৃজিনং তাদৃশভাবস্য প্রতিকূলমুদাসীনঞ্চ † জ্ঞেয়ম্। তদেবমিহ সম্বন্ধিতত্ত্বং ব্রহ্মানন্দাদপি প্রকৃষ্টো ‡ রুচিরলীলাবিশিষ্টঃ শ্রীমানজিত এব। স চ পূর্ণত্বেন মুখ্যতয়া শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞ এবেতি শ্রীবাদরায়ণসমাধৌ ব্যক্তীভবিষ্যতি। তথা প্রয়োজনাখ্যঃ পুরুষার্থশ্চ তাদৃশতদাসক্তিজনকং তৎপ্রেমসুখমেব। ততোঽভিধেয়মপি তাদৃশতৎপ্রেমজনকং তল্লীলাশ্রবণাদিলক্ষণং তদ্ভজনমেবেত্যায়াতম্। অত্র 'ব্যাসসূনুং' ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ শ্রীকৃষ্ণ-বরাজ্জন্মত এব মায়য়া তস্যাস্পৃষ্টত্বং সূচিতম্। ১২।১২। শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত-টীকা।

অথ যস্য ব্রহ্মেতি পদ্যোক্তং সম্বন্ধিকৃষ্ণতত্ত্বং, তদ্ভক্তিলক্ষণমভিধেয়ং, তৎপ্রেমলক্ষণং পুমর্থঞ্চ নিরূপয়তা পদ্যেন তাবদ্‌গ্রন্থং প্রবর্ত্তয়ন্ গ্রন্থকৃদবতারয়তি ;—অথেতি মঙ্গলার্থম্। যস্মিন্ শাস্ত্রবক্তুর্হৃদয়নিষ্ঠা প্রতীয়তে ; তদেব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যবস্তু, ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ। স্বেতি,—তদীয়ম্—অজিতনিরূপকং পুরাণমিত্যর্থঃ।

---

* "তদ্বাক্য এব" ইতি শ্রীমদ্গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ। † অত্র "সর্ব্বং" ইত্যধিকপাঠঃ ক্বচিৎ।

‡ "প্রকৃষ্ট" ইতি পাঠস্তু গোস্বামিভট্টাচার্য্যসম্মতঃ।

টীকা চেতি;—স্বসুখেনেতি—স্বমসাধারণং জীবানন্দাদুৎকৃষ্টং, গুড়াদিব মধু, যদনভিব্যক্তসংস্থানগুণ-বিভূতিলীলমানন্দরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মশব্দব্যপদেশ্যং বস্তু, তেনেত্যর্থঃ। রুচিরাভিরিতি—পারমৈশ্বর্য্য-সমবেতমাধুর্য্যসংভিন্নত্বান্মনোজ্ঞাভিরানন্দৈকরূপাভিঃ পানকরসন্যায়েন স্ফুরদজিত-তৎপরিকরাদিভির্লীলাভি-রিত্যর্থঃ। অত্রাখিলেতি। প্রতিকূলং—প্রত্যাখ্যায়কম্। উদাসীনং—ত্যাজকমিত্যর্থঃ। (অন্বয়ুগ্মং স্কন্ধাধ্যায়য়োর্জ্ঞাপকম্)। শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকং প্রতি নির্দ্ধারয়তীত্যবতারিকা-বাক্যেন সম্বন্ধঃ। এবমুত্তরত্র সর্ব্বত্র বোধ্যম্॥ ২৯॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

এতাবতা প্রবন্ধেন শিষ্যপ্রবর্ত্তনায়াভিধেয়প্রকর্ষং প্রদর্শ্য গ্রন্থমারভতে—অথেতি। তদ্বক্তুঃ—শ্রীভাগবতবক্তুঃ শুকস্য, হৃদয়নিষ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভজনাদিষু মনসঃ সমাধিঃ,—তৎ-পর্য্যালোচনয়া—পূর্ব্বাপর-তদ্বচনেষু তৎ-পর্য্যালোচনয়া। স্বসুখেতি—অস্য ব্রহ্মাত্মকতয়া স্বাত্মক-স্বপ্রকাশসুখেনৈব ইত্যর্থঃ। যদ্বা—স্বস্য যৎ সুখং, "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্" ইতি শ্রুতিসিদ্ধং তেনৈবেত্যর্থঃ। অস্যাং শ্রুতৌ জীবপরং ব্রহ্মপদং—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ" ইতি শ্রুতেঃ। যদ্যপি সাত্বতমতে জীবস্যাণুত্বং, তথাপি বৃহত্ত্বাংশং পরিত্যজ্য চেতনত্বেন জীবস্য ব্রহ্মপদেন নির্দ্দেশঃ—আত্ম-পদেনেবেতি। অত উক্তং—"ইতরেষাত্মশব্দস্তু সোপচারো বিধীয়তে" ইতি মাধ্বভাষ্যে। যদ্বা, স্বং—অসাধারণং ব্রহ্মানুভব-জনিতং সুখং তেনৈবেত্যর্থঃ। পূর্ণং—তৃপ্তং, তেনৈব—ব্রহ্মসুখতৃপ্তচেতস্ত্বেনৈব স্বসুখেনেত্যর্থঃ। অজিতস্য—কৃষ্ণস্য। ধৈর্য্যং—ব্রহ্মাকারে মনসো ধারণম্। অথবা, ধৈর্য্যং—নিরুক্ততৃপ্তত্বং, ইদঞ্চ শ্রীমদ্ভাগবত-চর্চ্চায়াং হেতুঃ। এবমেব—শুকস্যৈতাদৃশমনোবৃত্তি-পর্য্যালোচনমেব, তদ্বাক্য এব—শুকবাক্যেঽপি। তাদৃশভাবস্যেতি—মুক্তানামপ্যাকর্ষকস্য ভগবদ্ভাবস্যেত্যর্থঃ। সম্বন্ধিতত্ত্বং—শ্রীভাগবতপ্রতিপাদ্যতত্ত্বম্। প্রকৃষ্টরুচিরা—প্রকৃষ্টসুখময়ী যা লীলা—শ্রীমদ্বৃন্দাবনাদিধামক্রীড়া তদ্বিশিষ্টঃ। পূর্ণত্বেন—স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানশক্ত্যাদিমত্ত্বেন, বাদরায়ণসমাধৌ—ব্যাসসমাধিলব্ধার্থবোধকে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যাদিবাক্যে। তদাসক্তিজনকং—শ্রীকৃষ্ণসংলগ্নচেতস্ত্বপ্রযোজকং, প্রেমসুখং—প্রেমাখ্যভক্ত্যা সুখানুভবঃ। ততঃ—শ্রীকৃষ্ণাখ্যমুখ্যাভিধেয়াসত্ত্বার্থং প্রেমসুখপ্রয়োজনত্বাৎ, তদ্ভজনমেব—তদ্ভজনমপি কৃষ্ণ-তৎপ্রেমসুখাদেরপ্যভিধেয়ত্বাৎ। শ্রীসূতঃ শৌনকং প্রতীতি—অস্য "অথ নমস্কুর্ব্বন্নেব" ইত্যাদি চূর্ণিকাবাক্যস্থেন "নির্দ্ধারয়তি" ইত্যনেনান্বয়ঃ। এবমুত্তরত্র "নির্দ্ধারয়তি" ইতি পদেন 'শ্রীসূতঃ শৌনকং প্রতি' ইত্যস্যান্বয়ঃ॥ ২৯॥

অনুবাদ।

গ্রন্থারম্ভ। গ্রন্থকার, পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে শিষ্যবর্গের অধ্যয়নাদিতে প্রবৃত্তি হইবার জন্য অভিধেয় বস্তুর প্রকর্ষতা দেখাইয়া অধুনা গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন :—

অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা প্রকৃত বিষয়ের প্রারম্ভে মূল গ্রন্থের বক্তা শ্রীশুকদেবের নমস্কার করিতে বক্তার (শুকদেবের) পূর্ব্বাপর বাক্যের পর্য্যালোচনায় তাঁহার হৃদয়ের নিষ্ঠা অনুভব করিয়া তদনুযায়ি সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে নির্দ্ধারণ করিতেছেন :—"জীবানন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দে যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত এবং এই নিমিত্ত তদিতর বিষয় বাসনাতেও যাঁহার কোন

আসক্তি ছিল না ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর রুচির লীলা শ্রবণে যাঁহার তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ-চিত্তের ধৈর্য্য আকৃষ্ট হইয়াছিল অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাকার মনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, এই কারণেই যিনি করুণা-পরবশ হইয়া পরমার্থপ্রকাশক লীলাময় শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ প্রচার করিয়াছেন, সেই নিখিল পাপরাশিনাশী ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করি।" (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদও—'সূত, নিজ গুরুরূপে শ্রীশুককে প্রণাম করিয়াছেন' এই বলিয়া উল্লিখিত অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন) দ্বিতীয় স্কন্ধে শুকের বাক্যেও ঐরূপই তাঁহার মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে—"হে রাজন্! প্রায়ই দেখা যায় ; নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের অতীত মুনিগণও শ্রীহরির গুণানুবাদে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি তিনটি পদ্যে তদীয় ভাব অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

সামান্যাকারে সম্বন্ধ প্রয়োজন ও অভিধেয় তত্ত্ব। উক্ত শ্লোকের 'অখিল বৃজিন' শব্দে—মুক্তগণেরও চিত্তাকর্ষক—ভগবদ্ভাবের প্রতিকূল এবং ত্যাজক দুরদৃষ্ট বুঝিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ হইতেও অতি উৎকৃষ্ট সুখময় শ্রীবৃন্দাবনাদিধামগত লীলা-বিশিষ্ট শ্রীমান্ অজিতই এ স্থানে সম্বন্ধিতত্ত্ব। পরিপূর্ণস্বরূপ হওয়ায় যিনি সমস্ত অবতারের মুখ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই এ স্থানের 'অজিত' শব্দের বাচ্য ; ইহা শ্রীবেদব্যাসের সমাধি-বিষয়ে পরিস্ফুট হইবে। শ্রীকৃষ্ণে চিত্তের আসক্তিজনক ভগবৎপ্রেম-সুখের অনুভবই প্রয়োজনাখ্য পুরুষার্থ এবং তাদৃশ ভগবৎ প্রেমের জনক শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণাদি-লক্ষণ তদীয় ভজন (সাধন ভক্তিই) যে অভিধেয়, তাহাও পদ্যে উপলব্ধি হইতেছে। এই শ্লোকে 'ব্যাসসূনু' এই শব্দের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের বরে জন্ম হইতেই যে শুকদেবকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই ; তাহা সূচিত হইয়াছে। শ্রীসূত মহাশয় শৌনক ঋষিকে ঐ কথা—("স্বসুখনিভৃতচেতাঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে) বলিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।

(২৯) গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য—'সন্দর্ভ' গ্রন্থের প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করিতে তদ্বিষয়ক গুরু শ্রীশুকদেবকেই প্রথমে নমস্কার করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ, স্বকপোলকল্পিত কিছুই বলিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাই প্রমাণ নির্ণয়ের প্রথমেও "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকেই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, আবার এখন প্রমেয় নির্ণয় করিতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে সেই ভাগবতীয় শ্লোক উল্লেখেই ভাগবত গুরুকে প্রণাম করিলেন। এই পদ্যদ্বারা সূত মহাশয়, গুরু বুদ্ধিতে শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিয়াছেন।

শ্রীগুরু—বুদ্ধিসাক্ষী, তাঁহার করুণাতেই বুদ্ধির পরতত্ত্ব গ্রহণে ক্ষমতা জন্মে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ প্রয়োজন এবং অভিধেয় তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন ; এ অলৌকিক তত্ত্ব, বিনা তজ্জাতীয় গুরুর কৃপায় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীসূতের কথিত প্রণাম বাক্যে যেন তাঁহারই (সূতেরই) অনুগত হইয়া প্রণাম ছলে শ্রীমদ্ভাগবত-গুরু যোগীন্দ্র শ্রীশুকদেবের নিকট কৃপা ভিক্ষা চাহিতেছেন।

শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার অনন্ত ভক্তগণ একই উদ্দেশে একটি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্দ্বারায় আর পাঁচ সাতটি কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। যদিও ঐ পদ্যটি প্রণাম উদ্দেশেই গ্রহণ হইয়াছে, কিন্তু উহার দ্বারা প্রণাম-ছলে সংক্ষেপে বক্তা-গুরু শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের নিষ্ঠা কোন বস্তুতে

অর্থাৎ তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপে কোন্ বস্তু স্বীকার করিয়াছেন—তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"স্বসুখনিভৃতচেতাঃ" এই বিশেষণের পক্ষান্তরে এ অর্থও অসঙ্গত নহে :—আনন্দময় যে জীবের স্বরূপ,- যাহা মোক্ষে প্রতিষ্ঠিত, তদবস্থাতেই শ্রীশুকের মন পূর্ণ ছিল। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্।" এই শ্রুতিতে যে 'ব্রহ্ম' পদ আছে; তাহা 'জীব'পর জানিতে হইবে কারণ কোন কোন শ্রুতিতে জীবকে 'ব্রহ্ম' শব্দেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন :— "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।" (মৈত্র : ৬, ২২) যিনি অতিশয় বৃহৎ—ব্যাপক, তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলা হয়—"বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" (অথর্ব্বঃ ৪) কিন্তু সাত্বত মতে জীবকে 'অণু' বলা হইয়াছে; সুতরাং উল্লিখিত শ্রুতিতে জীবকে কেন 'ব্রহ্ম' বলা হইল? ইহার উত্তরে এই বলা যায়—ব্রহ্মও চেতনরূপ এবং জীবও চেতনরূপ, অতএব ব্রহ্মের বৃহত্ত্বাংশ পরিত্যাগে, কেবল চৈতন্যাংশ গ্রহণ করিয়া জীবকে 'ব্রহ্ম' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—যেমন অনেক স্থলে 'আত্মা' শব্দে জীবকে বলা হইয়া থাকে। মাধ্বভাষ্যে বলিয়াছেন—ঈশ্বর ভিন্ন অন্যস্থানে 'আত্ম' শব্দের উপচার—মুখ্যবৃত্তি নাই। "ইতরেষ্বাত্মশব্দস্ত উপচারো বিধীয়তে।"

অথবা "স্বসুখনিভৃতচেতাঃ" এ বিশেষণের এই অর্থ :—স্ব—অসাধারণ ব্রহ্মানুভবজনিত সুখে শ্রীশুকদেবের হৃদয় নিভৃত—পূর্ণ অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহা হইতে অতিনিকৃষ্ট বিষয়-গুলি তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কারণ বিষয়ে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে বেদব্যাস শুকের পাছে পাছে 'পুত্র পুত্র' বলিয়া ধাবিত হইয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু যখন ব্যাসদেব বুঝিলেন—'আমার পুত্রের চিত্ত নির্ব্বিশেষব্রহ্মনিষ্ঠ, বিষয়ে আকৃষ্ট হইবার নহে; ব্রহ্মানন্দ হইতেও অতি উৎকৃষ্ট স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ লীলাদিই ইহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ 'তোমাকে মায়া স্পর্শ করিতে পারিবে না'—এই শ্রীকৃষ্ণের বরেই ইহার জন্ম তখন পুত্রকেও নিজের সমাধিলব্ধ পুরুষোত্তমের প্রেমে আকর্ষণ করিবেন বলিয়া সবিশেষ ভগবত্তত্ত্বের অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক তিনি স্মরণ করিলেন,—যে শ্লোকে, আত্মারাম-চিত্তাকর্ষী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা বর্ণিত আছে।

একদিন শ্রীব্যাসদেব কাঠুরিয়াগণকে ডাকিয়া বলিলেন—কাঠুরিয়াগণ! তোমরা বনে বনে 'শুক' (তোতা পাখী) ধরিয়া বেড়াও, আমি এই চারটি মন্ত্র বলিতেছি, ইহা ঐ সময়ে উচ্চৈস্বরে বলিও, তাহা হইলে সহজেই শুক ধরা পড়িবে। কাঠুরিয়াগণ ব্যাসের মুখে ঐ শ্লোক কয়েকটি শুনিয়া বনে বনে সেই প্রকার কার্য্য করিতে লাগিল। আর কি শুক (ব্যাসনন্দন) থাকিতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতীয় সর্ব্বাকর্ষক ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরম সুমধুর শ্রীভগবানের রূপগুণলীলাত্মক পদ্যগুলি শুনিয়া শুকদেবের ব্রহ্মকূপ—সলিলনিমগ্ন মনোমকর ভগবৎপ্রেমসিন্ধুতে গিয়া পড়িল। তখন দৌড়িয়া গিয়া কাঠুরিয়াগণকে বলিলেন—'ওরে এ সুমধুর আকর্ষণী মন্ত্র তোরা কোথায় শিখিয়াছিস্?' শুকদেবের নিকট তাহারা পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পর, শ্রীশুকদেব নিজ পিতা শ্রীবেদব্যাসের নিকট আগমন করিয়া সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন।

এই আখ্যায়িকা স্মরণ করিলে, শ্রীশুকদেবের হৃদয় কোন তত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত; তাহা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমাধিতে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি এবং প্রেমকে অবগত হইয়া

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও উহাই সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীশুকদেবকেও ঐভাবেই অধ্যয়ন করাইলে, তিনিও পিতার উপদিষ্ট তত্ত্বগুলি সমীচীনরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদ্ভাব-বাসিত অন্তঃকরণে শ্রীপরীক্ষিৎ সভায় শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন।

গ্রন্থকর্ত্তা এবং বক্তার হৃদয়নিষ্ঠা যদি এক হয়, তবে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় তো অন্যপ্রকার হইতে পারে না? এই নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যগ্রন্থকার—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, ব্যাস ও শুকের হৃদয়-নিষ্ঠার অনুরূপ, গ্রন্থের সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়—ভক্তি এবং প্রয়োজন—প্রেম; এই তাৎপর্য্য সংক্ষেপে সূচনা করিয়া ভাগবতীয় সূত্তের কথিত শ্লোকে শ্রীশুককে শ্রীগুরুরূপে নমস্কার করিলেন।

"শ্রীসূতঃ শৌনকম্‌" এই পদের "অথ নমস্কুর্ব্বন্—" ইত্যাদি চূর্ণিকা বাক্যস্থ—"নির্দ্ধারয়তি" এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইবে অর্থাৎ সূত শৌনক ঋষির প্রতি এইরূপে তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পর পর বাক্যেও এইরূপ নিয়মই জানিতে হইবে।

———

তাদৃশমেব তাৎপর্য্যং করিষ্যমাণতদ্‌গ্রন্থপ্রতিপাদ্যতত্ত্ব-নির্ণয়কৃতে তৎপ্রবক্তৃ-শ্রীবাদরায়ণকৃতে সমাধাবপি সংক্ষেপত এব নির্দ্ধারয়তি ;—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্‌॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্‌। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্‌॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্‌। শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্‌॥
(ভাঃ ১, ৭, ৪—৮)

তত্র ;— "স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ॥"—(ভাঃ ১, ৭, ৯)

ইতি শ্রীশৌনকপ্রশ্নানন্তরঞ্চ ;—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্‌ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥"
(ভাঃ ১, ৭, ১০—১১)

ভক্তিযোগেন—প্রেম্না ;—

"অস্ত্বেবমঙ্গ! ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌"।—
(ভাঃ ৫, ৬, ১৮)

ইত্যত্র প্রসিদ্ধেঃ। প্রণিহিতে—সমাহিতে, "সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্" (ভাঃ ১, ৫, ১৩)
ইতি তং প্রতি শ্রীনারদোপদেশাৎ। পূর্ণপদস্য মুক্তপ্রগ্রহয়া বৃত্ত্যা,—
"ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি। বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।"—
ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনাবষ্টম্ভেন, তথা—
"কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্।" "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ॥
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"—(ভাঃ ২, ৩, ৯—১০)
ইত্যস্য বাক্যদ্বয়স্য পূর্ব্ববাক্যে "পুরুষং—পরমাত্মানং প্রকৃত্যেকোপাধিম্," উত্তরবাক্যে "পুরুষং—পূর্ণং নিরুপাধিং" ইতি টীকানুসারেণ চ, পূর্ণঃ পুরুষোঽত্র—স্বয়ংভগবানেবোচ্যতে॥ ৩০॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

গ্রন্থবক্তুঃ শুকস্য যত্র নিষ্ঠাবধারিতা, তত্রৈব গ্রন্থকর্ত্তুর্ব্যাসস্যাপি নিষ্ঠামবধারয়িতুমবতারয়তি;—তাদৃশমেবেতি। নিবৃত্তিনিরতং—ব্রহ্মানন্দাদন্যস্মিন্ স্পৃহাবিরহিতম্। কস্যেতি—সংহিতাভ্যাসস্য কিং ফলমিত্যর্থঃ। অধ্যগাৎ অধীতবান্। মুক্তপ্রগ্রহয়েতি—যথাশ্বঃ প্রগ্রহে মুক্তে বলাবধি ধাবত্যেবং পূর্ণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ পূর্ণত্বাবধি প্রবর্ত্তেতেতি বক্তুং, তদবধিশ্চ স্বয়ংভগবত্যেবেতি তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তন্নির্দ্ধারণমেব দর্শয়তি—ভক্তিযোগেনেত্যাদিনা। মনসোঽমলত্বং—বিষয়পরিত্যাগঃ, তথা চ প্রত্যাহৃতে চেতসি ভক্তিযোগেন পূর্ণং পুরুষং—স্বয়ংভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং। তদপাশ্রয়াং—তদ্বহির্ভূতাং।
"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ। সর্ব্বসংশ্রয়ত্বঞ্চ তস্য "অস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা তদিচ্ছয়া সর্ব্বধৃতিনিবন্ধনং গগনবৎ সর্ব্বসম্বন্ধরূপঞ্চ, মায়া চ তদিচ্ছয়া জীবং মোহয়তীত্যাহ—যয়েতি। মোহনঞ্চ—ভগবত্তত্ত্বাবরণরূপং, ত্রিগুণাত্মকং দেহং মনুতে—স্বাভেদেন মনুতে। অনর্থং—সুখ-দুঃখাদি, তৎকৃতং—তেন নিমিত্তীভূতেন লিঙ্গদেহেন কৃতং, অভিপদ্যতে—প্রাপ্নোতি। সাত্বতসংহিতাং—শ্রীভাগবতং, শোক মোহভয়াপহেতি—মায়া-নিবৃত্তিদ্বারেতি শেষঃ। মুনিঃ—ব্রহ্মমননশীলোঽপি। কস্যেতি—হেতোরিতি-শেষঃ। আত্মারাম ইতি,—তথা চ ব্রহ্মবিচারাত্মকমননে পরতত্ত্বং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম নির্দ্ধার্য্য প্রত্যাহারেণাত্মনা ব্রহ্মানুভবসুখেন মগ্নঃ কথমেতৎ সমভ্যসদিতি ভাবঃ। নির্গ্রন্থাঃ—দেহাভিমানরূপগ্রন্থিশূন্যতয়েতরনিরপেক্ষাঃ। ভক্তিং—কৃষ্ণভক্তিং, অহৈতুকীং—মুমুক্ষাদিহেতুরহিতাম্। ইত্থম্ভূতাঃ—ব্রহ্মানন্দাদপ্যাকর্ষকা গুণা রূপমাধুর্য্যাদয়ো যস্য সঃ। হরিরিতি—মনোহরতি সর্ব্বস্মাদিতি তদর্থঃ। প্রেম্নেতি—তস্যৈব শ্রীকৃষ্ণানুভাবকত্বাদিতি। মুক্তিং—ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপাম্। অতো হরের্গুণেন—শ্রবণবিষয়ীভূতেন, আক্ষিপ্তা—ব্রহ্মানন্দানুভবাত্মকসমাধিতোঽপ্যাকৃষ্টা মতির্যস্য সঃ। ভগবান্—"বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবান্" ইত্যুক্তলক্ষণঃ।

বিষ্ণুজনপ্রিয় ইতি। পরীক্ষিতাসঙ্গে হেতুতয়োক্তম্। পূর্ণপদস্তেতি ; মুক্তপ্রগ্রহয়া—বাধকরহিতয়া মুখ্যয়া বৃত্ত্যা পূর্ণোঽত্র স্বয়ংভগবান্ উচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ। তত্র পূর্ণঃ—পূর্ণপদবোধ্যঃ, তথা চ নির্ব্বিশেষণ-পূর্ণপদস্য সর্ব্বসুখপরিপূর্ণপরতয়াঽন্যত্র বাধেন স্বয়ংভগবানেবাত্র শ্লোকে উচ্যতে ইত্যর্থঃ। পুরুষ ইত্যপি—পুরুষশব্দোঽপি। নিরুপাধিঃ—অন্যতাৎপর্য্যগ্রাহকপদাদিসমভিব্যাহাররহিতঃ। বচনাবষ্টম্ভেন—বচনাবগতমুখ্যবৃত্ত্যা,—অস্য, 'টীকানুসারেণ চ' ইত্যস্য চ 'পুরুষোঽত্র স্বয়ংভগবানেবোচ্যতে'—ইত্যনেনান্বয়ঃ। তত্র, পুরুষঃ—পুরুষপদবোধ্যঃ, প্রকৃত্যুপাধিমিতি—পুরুষপদেন বৈরাজস্যাপি বোধনাৎ পরশব্দসমভিব্যাহৃত-পুরুষপদেনাত্র প্রকৃত্যুপাধেরীশ্বরস্য গ্রহণমিতি ভাবঃ। কামনাভেদেন অধিকারিভেদেন ভজনীয়ভেদস্য প্রকৃতত্বাৎ পূর্ব্ববাক্যস্থপুরুষপদার্থভেদায় তদুত্তরবাক্যস্থপুরুষপদার্থবিবরণং টীকাকারোক্তং দর্শয়তি—'পুরুষং পূর্ণং নিরুপাধিম্'ইতি। তত্র পুরুষমিতি—উত্তরবাক্যস্থপুরুষপদবিবরণং, তদ্বাক্যস্থপরশব্দস্যাপি গ্রাহকং ; তেন 'পরম্' ইত্যস্যার্থঃ—'পূর্ণম্' ইতি, উপাধিঃ—প্রকৃতিঃ,—তদ্রহিতম্। তত্র পুরুষপদার্থতা-বচ্ছেদকং ন নিরুপাধিকং, কিন্তু পুরুষত্বং—"পুরি শেতে পুরুষঃ" ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরবিশেষাবচ্ছিন্ন-চেতনস্বরূপং, শরীরঞ্চ প্রকৃতি-প্রাকৃতাপ্রাকৃত-ভেদেন ত্রিবিধমিতি। ত্রিবিধ এব পুরুষপদার্থঃ, তত্র চ পূর্ণার্থক 'পর' পদসমভিব্যাহারেণাপ্রাকৃতশরীরঃ স্বয়ংভগবান্ লব্ধ ইতি সূচনায় 'নিরুপাধিং' ইত্যুক্তম্। ন চ—নিরুপাধিমিতি টীকা নির্ব্বিশেষব্রহ্মপরেতি বাচ্যং, যজেতেত্যনুপপত্তেঃ। নির্ব্বিশেষস্য "যজি দেবপূজায়াম্" ইত্যুক্তযজনাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

বেদব্যাসের সমাধি। পূর্ব্ববাক্যে গ্রন্থের বক্তা—শ্রীশুকদেবের যাহাতে হৃদয়ের নিষ্ঠা নির্ণয় করা হইয়াছে, এখন গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নেরও তাহাতেই হৃদয়ের নিষ্ঠা—এইটি প্রতিপাদন করিতে তাঁহার (ব্যাসের) সমাধির বিষয় বলিতেছেন।

শ্রীবেদব্যাস যে গ্রন্থ প্রকাশ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব কি?—ইহাই নির্ণয় করিবার মানসে যে সমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সমাধিতেও শুকদেবের হৃদয়-নিষ্ঠানুযায়ীই তাৎপর্য্য নিহিত, তাহাই সংক্ষেপে নির্দ্ধারণ করিতেছেন :—

"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মন নির্ম্মল (বিষয়বাসনাশূন্য) এবং উত্তমরূপে সমাহিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঐ মনে পূর্ণপুরুষ—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অপাশ্রয়া—বহির্ভূতা (বহিরঙ্গা) মায়াকে দেখিয়াছিলেন। জীব স্বয়ং ত্রিগুণাতীত চেতনস্বরূপ হইয়াও মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত, সেই নিমিত্ত আপনাকে ত্রিগুণাত্মক দেহের সহিত অভেদ বলিয়া মনে করে, পরে নিমিত্তস্বরূপ—লিঙ্গ দেহের কৃত অনর্থ—সুখ-দুঃখাদি লাভ করিয়া থাকে ; সেই জীবকেও দেখিয়াছিলেন এবং অধোক্ষজ—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীভগবানের, অনর্থনাশকারী ভক্তিযোগকেও অবলোকন করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব এই সকল অনুভব করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ঐ সমস্ত বুঝাইবার জন্য সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত আবিষ্কার করিলেন, যে ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা জীবের শোক, মোহ এবং ভয় বিদূরিত হইয়া যায়।

বেদব্যাস প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা সংক্ষেপে প্রকাশ করেন, তারপর দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে তাহা বিশেষরূপে অর্থাৎ বিস্তাররূপে প্রকাশ করিয়া বৈরাগ্যবান্ মননশীল আত্মজ শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় সূত্রের এই কথার পর শৌনক ঋষি প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—"শুকদেবমুনি—নিবৃত্তিমার্গনিষ্ঠ, সর্ব্ববিষয়েই উপেক্ষাবান্ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত অপর বিষয়ে নিস্পৃহ এবং আত্মারাম হইয়াও কি করিয়া এই বিস্তৃত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ?"

শৌনক ঋষির এই প্রশ্নের উত্তরে সূত মহাশয় বলিয়াছিলেন :—"যাঁহারা দেহাভিমানরূপ গ্রন্থিশূন্য হইয়া নিরপেক্ষ হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মারাম মুনিগণও অনন্ত-বিচিত্রলীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মুমুক্ষাদি-হেতুশূন্য ভক্তি করিয়া থাকেন। কেন না—সর্ব্বমনোহারী হরির গুণই এমনি—অসাধারণ স্বীয় রূপমাধুর্য্যাদি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ হইতেও আত্মারাম মুনিগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন।" অতএব ভগবান্ বাদরায়ণি শুকদেব যখন পিতৃনিয়োজিত কাষ্ঠাহারীদের মুখে সংক্ষেপে ভাগবতীয় শ্রীহরিগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার মন—ব্রহ্মানন্দানুভবাত্মক সমাধি হইতেও আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং নিজ-পিতা শ্রীব্যাসদেবের নিকট এই বৃহৎ আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অহো! শ্রীমদ্ভাগবতের কি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য! তখন হইতেই হরিভক্তগণ শ্রীশুকদেবের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব শ্লোকের 'ভক্তিযোগ' শব্দের 'প্রেমভক্তি' অর্থ করিতে হইবে, কারণ—"শ্রীভগবান্ তাঁহার ভজনকারী ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিযোগ (প্রেম) দান করেন না" এই স্থানে ভক্তিযোগ শব্দের 'প্রেম' অর্থেরই প্রসিদ্ধি আছে। 'প্রণিহিত' শব্দের 'সমাহিত' অর্থ হইবে। শ্রীদেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছেন :—"তুমি সমাধিস্থ হইয়া শ্রীভগবল্লীলা অনুস্মরণ কর, অর্থাৎ সমাধি দ্বারা লীলা অবগত হইয়া বর্ণন কর।" এই শ্লোকের 'পূর্ণ পুরুষ' শব্দের 'মুক্তপ্রগ্রহ' বৃত্তি-স্বীকারে 'স্বয়ংভগবান্' অর্থ করিতে হইবে। "ভগবান্ এবং পুরুষ—এই দুইটি শব্দই নিরুপাধি অর্থাৎ অন্য তাৎপর্য্যের গ্রাহক কোন পদেরই বাচক নহে, সুতরাং এদুই শব্দের অখিলাত্মা ভগবান্ বসুদেব-নন্দনেই মুখ্যা বৃত্তি।"—এই পদ্মপুরাণের বাক্যে 'পূর্ণ পুরুষ' শব্দের মুখ্যবৃত্তি যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে উহার স্বয়ংভগবানেই তাৎপর্য্য, এবং "সাধারণ বিষকামী ব্যক্তি সোম দেবতার অর্চ্চনা করিবে। কামনাহীন-জন পরমপুরুষ ঈশ্বরকে উপাসনা করিবে অথবা—অকামী, সর্ব্বকামী বা মোক্ষকামী ইঁহারা সকলেই প্রসন্নমনে সুতীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পূর্ণ পুরুষ ভগবান্‌কে ভজন করিবে।" এই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দুই বাক্যের প্রথম বাক্যে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন :—"পুরুষ বলিতে প্রকৃত্যুপাধিক পরমাত্মা" আর দ্বিতীয় বাক্যে :—"পুরুষ শব্দে পূর্ণ নিরুপাধি" এই শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুসারেও এস্থানে 'পূর্ণ পুরুষ' শব্দে কেবল স্বয়ংভগবান্‌কেই বলা হইয়াছে। ৩০।

তাৎপর্য্য।

(৩০) "তদপাশ্রয়াং" এই বিশেষণে মায়াকে 'বহিরঙ্গা' শক্তি বুঝিতে হইবে, কারণ গ্রন্থকার পরবাক্যে—"মায়ায়া ন স্বরূপভূতত্বমিত্যাপি লভ্যতে" বলিয়া তাহার বহিরঙ্গত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের শক্তি দ্বিবিধা—অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা। অন্তরঙ্গাকে স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গাকে মায়াশক্তি বলা হইয়াছে। ঐ অন্তরঙ্গা—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ নামে আবার ত্রিবিধা। ইনি ভগবানের স্বরূপে নিত্য-বিদ্যমান বলিয়া অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি আর ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি অপ্রাকৃত গুণবর্জ্জিত শ্রীভগবানের পশ্চাতে

থাকেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন না ; তাই তাঁহাকে বহিরঙ্গা বলা হইয়া থাকে। এখানে 'অপাশ্রয়া' শব্দের বাচ্যও বহিরঙ্গা মায়াই।

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

"যয়া সম্মোহিতঃ" ইহা দ্বারা যে জীবের 'মোহ' বলা হইল, এ মোহ—ভগবত্তত্ত্বের আবরণ। মায়া কর্ত্তৃক জীবের ভগবদ্ভাব আবৃত হইবা মাত্র, সে ত্রিগুণাত্মক দেহের সহিত আপনাকে পৃথক্‌ভাবে আর দেখেনা, তখন নিমিত্তস্বরূপ লিঙ্গ দেহের দ্বারা কৃত সুখ-দুঃখাদি লাভ করিতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস সমাধিতে, অনাদি কাল হইতেই জীবগণের দুঃখদায়িনী দুর্দ্দমনীয়া মায়াকে অবলোকন করিয়া দুঃখিতচিত্তে মায়া নিরাসের উপায় চিন্তা করিবা মাত্র, মায়া নিবৃত্তির অনন্ত সুগম সাধনরূপে ভক্তিযোগকে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এই ভক্তি হইতে যখন মায়ার নিরাস হয়, তখন জীবের শোক মোহ এবং ভয় প্রভৃতি সমস্তই সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবত'ই ঐ ভক্তিতত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাপক ইহাও স্থির করিয়া, পূর্ব্বে সমাধিতে যে গ্রন্থকে সংক্ষেপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে বিস্তাররূপে প্রকাশ করিলেন।

'আত্মারাম' জ্ঞানিগণ ব্রহ্মবিচার মানসে মনন করিতে করিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্বরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকেন, পরে নিখিল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত মনের দ্বারা ব্রহ্মানুভব সুখে নিমগ্ন হয়েন ; এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই 'আত্মারাম', সুতরাং ঐরূপ শুকদেবের ভাগবত পাঠে রুচি কি করিয়া হইয়াছিল ! এই শৌনক ঋষির প্রশ্ন।

'নির্গ্রন্থ' শব্দে চিজ্জড়াত্মক গ্রন্থিশূন্য, চিৎ—'জীব', তাহার 'জড়' দেহে 'অহং' অভিমানে যে আবদ্ধ হওয়া ইহাকেই 'গ্রন্থি' বলা যায়।

ব্যাসদেব সমাধিতে শ্রীভগবদনুভবে নিমগ্ন ছিলেন, তাই গ্রন্থকার 'ভক্তিযোগ' শব্দের 'প্রেম' অর্থ করিলেন। প্রেমেরই শ্রীকৃষ্ণের অনুভাবকত্ব, অন্তরে এবং বাহিরে ভগবৎসাক্ষাৎকারই প্রেম, এই প্রেম হইতে স্বতই জীবের শ্রীভগবদ্‌বিস্মৃতিজনিত সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতও বলিয়াছেন— "ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ।" "প্রয়োজনঞ্চ তদনুভবঃ, স চান্তর্বহিঃ সাক্ষাৎকারলক্ষণঃ, যত এব স্বয়ং কৃৎস্নদুঃখ-নিবৃত্তির্ভবতি।" (ভক্তি-স● ১)

গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রীতি-সন্দর্ভেও সামান্যতঃ প্রেমের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন :— "পরতত্ত্বলক্ষণং তজ্জ্ঞানমেব পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ, সৈব পরমপুরুষার্থ ইতি। স্বাত্মাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিশ্চ—নিদানে তদজ্ঞানে গতে সতি স্বত এব সম্পদ্যতে। (প্রীতি-স ● ১)

জীবের ভগবৎপ্রেম লাভের জন্যই প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য, ভগবদনুভবময় প্রেম আনন্দস্বরূপ, তাঁহার উদয় হওয়া মাত্রই, স্বরূপাস্ফূর্ত্তি এবং আত্যন্তিক দুঃখের নিদান অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, তখন কার্য্যরূপ ঐ দুইটিও (স্বরূপাস্ফূর্ত্তি এবং দুঃখও) আপনা আপনিই নষ্ট হইয়া থাকে, তাই শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষদ্ বলিয়াছেনঃ—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" (ভা● ১, ২, ২১। মুণ্ডক● ৩, ১, ১) "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" অতএব এই অন্তর্ব্বহির্ভগবৎসাক্ষাৎকারময় অনুভবাত্মক প্রেমের প্রভাবেই ব্যাসদেব—শ্রীভগবত্তত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং ভক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

'মুক্তিং দদাতি' এ স্থলে 'মুক্তি' শব্দে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারময় মুক্তিকেই বুঝিতে হইবে, কারণ—ভগবৎসাক্ষাৎকারময় প্রেমের—তদপেক্ষা অতিদুর্লভত্ব।

'মুক্তপ্রগ্রহা বৃত্তি'—শব্দের বাধকরহিত মুখ্যা বৃত্তি। শব্দের দুই প্রকার বৃত্তি—'সঙ্কোচাত্মিকা' ও 'মুক্তপ্রগ্রহা।' গ্রন্থকার এস্থলে 'মুক্তপ্রগ্রহা' বৃত্তিই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন অশ্বের প্রগ্রহ (লাগাম) ছাড়িয়া দিলে, অশ্ব আপনার শক্তি অনুসারে ধাবিত হইতে থাকে, পরে তাহার শক্তির চরম স্থানে অবস্থান করে। সেইরূপ এই স্থানের 'পূর্ণ' শব্দটি শ্রুত্যুক্ত 'পূর্ণ' শব্দের পূর্ণত্বাবধির ন্যায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিতি করিতেছে।

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

গ্রন্থকার—"কামকামঃ" ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যের অর্দ্ধবচন ধরিয়া তাহার শ্রীধরস্বামিপাদের "পুরুষং পরমাত্মানং প্রকৃত্যেকোপাধিং" এই টীকার অংশ উল্লেখ করতঃ পরশব্দবিশিষ্ট পুরুষ শব্দে প্রকৃত্যুপাধি ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছেন। পুরুষ শব্দে 'বৈরাজ' পুরুষকেও বোধ করায়, এই নিমিত্ত 'প্রকৃত্যুপাধি' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

যে সাধকের যেমন কামনা, তেমনি তাহাদের অধিকারেরও তারতম্য হইয়া থাকে, আবার ভজনীয় বস্তুর তারতম্যও তদ্রূপই দেখা যায়; এটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তাই গ্রন্থকার, বিবিধকামী ব্যক্তির ভজনীয় পূর্ব্ববাক্যস্থ 'পুরুষ' পদের সহিত পরবাক্যস্থ 'পুরুষ' পদের ভেদ দেখাইতে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা উল্লেখ করিয়া 'পুরুষ' পদার্থের বিবৃতি করিলেন :—"পুরুষং পূর্ণং নিরুপাধিং" এই টীকাংশের 'পুরুষ' শব্দটি—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা" এই উত্তর বাক্যের 'পুরুষ' শব্দের বিবৃতি, এবং ঐ পুরুষ শব্দে 'পর' শব্দকেও গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই জন্য 'পর' শব্দের 'পূর্ণ' অর্থ এবং 'পুরুষ' শব্দের 'নিরুপাধি' অর্থ করিয়াছেন। ঐ বাক্যে 'পুরুষ' শব্দে মাত্র পুরুষ পদার্থকেই বোধ করাইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা নিরুপাধিত্ব বোধ হয় না। 'পুরি শেতে পুরুষ' এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীরবিশিষ্ট চেতনরূপ পদার্থই পুরুষ, শরীরও প্রকৃতি, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত ভেদে তিন প্রকার, পুরুষ পদার্থও ঐ তিন প্রকার; তাই এস্থলে পূর্ণার্থক পরশব্দে অপ্রাকৃতশরীর স্বয়ং-ভগবান্‌কে পাওয়া গিয়াছে—এই অর্থ সূচনা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীস্বামিপাদ 'নিরুপাধি' এই কথা বলিলেন। 'নিরুপাধি' শব্দে কেহ যেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মনে না করেন—সে অর্থ করিলে 'যজেত' এই ক্রিয়ার সঙ্গতি হয় না, কারণ যজ ধাতুর দেবপূজা অর্থ, নির্ব্বিশেষ বস্তুতে পূজার সম্ভাবনা নাই।

গ্রন্থকার—ঊনত্রিংশ ও ত্রিংশ বাক্যে ভাগবতীয় বচনাদি উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের বক্তা শ্রীশুকদেব এবং প্রকাশক শ্রীবেদব্যাসের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রেম এই তিন পদার্থে হৃদয়ের নিষ্ঠা প্রতিপাদন করিলেন এবং ঐ তিনটি পদার্থই ক্রমান্বয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তাহাও নিশ্চয় করিলেন। প্রকারান্তরে—শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরূপ এই সন্দর্ভ গ্রন্থের সম্বন্ধাদিও যে মূলের অনুরূপ, তাহাও পরিস্ফুট হইল।

পূর্ব্বমিতি পাঠে "পূর্ব্বমেবাহমিহাসম্"ইতি "তৎ পুরুষস্য পুরুষত্বম্"ইতি শ্রৌতনির্ব্বচন-বিশেষপুরস্কারেণ চ স এবোচ্যতে। তমপশ্যৎ শ্রীবেদব্যাস ইতি স্বরূপশক্তিমন্ত-মেবেত্যেতৎ স্বয়মেব লব্ধম্; 'পূর্ণং * চন্দ্রমপশ্যৎ' ইত্যুক্তে 'কান্তিমন্তমপশ্যৎ' ইতি লভ্যতে। অতএব—

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥"
(ভাঃ ১, ৭, ২৩)

ইত্যুক্তম্। অতএব, "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" ইত্যনেন তস্মিন্ অপ—অপকৃষ্ট আশ্রয়ো, যস্যাঃ, নিলীয় স্থিতত্বাদিতি মায়ায়া ন তৎস্বরূপভূতত্বমিত্যপি লভ্যতে। বক্ষ্যতে চ;—"মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা" ইতি। স্বরূপশক্তিরিয়মত্রৈব ব্যক্তীভবিষ্যতি—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে" ইত্যনেন "আত্মারামাশ্চ" ইত্যনেন চ।

পূর্ব্বত্র হি ভক্তিযোগপ্রভাবঃ খল্বসৌ মায়াভিভাবকতয়া স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিত্বেনৈব গম্যতে, পরত্র চ তে গুণা ব্রহ্মানন্দস্যাপ্যুপরিচরতয়া,† স্বরূপশক্তেঃ পরমবৃত্তিতামেবার্হন্তীতি। মায়াধিষ্ঠাতৃপুরুষস্ত তদংশত্বেন, ব্রহ্ম চ তদীয়নির্ব্বিশেষাবির্ভাবত্বেন, ‡ তদন্তর্ভাব-বিবক্ষয়া § পৃথক্ নোক্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। (১) অতোঽত্র পূর্ব্ববদেব সম্বন্ধিতত্ত্বং নির্দ্ধারিতম্॥ ৩১॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

পাঠান্তরেণাপি স এবার্থ ইতি ব্যাখ্যাতুমাহ—পূর্ব্বমিতি; ঈশ্বরস্যৈব পূর্ব্ববর্ত্তিত্বাৎ পুরুষত্বমিত্যর্থঃ। স এবেতি—স্বয়ংভগবানেব। স্বরূপশক্তিমত্বে প্রমাণমাহ—ত্বমিতি। শ্রুতিশ্চাত্রাস্তি;—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি।—

এষৈব "হ্লাদিনী সন্ধিনী" ইত্যাদিনা স্মর্য্যতে। ইত্যুক্তমিতি—কণ্ঠতঃ পাঠিতমর্জ্জুনেনেত্যর্থঃ। মায়াতোঽন্যেয়ং বোধ্যেত্যাহ—অতএবেত্যাদিনা। মূলবাক্যেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরিয়ং বোধিতাস্তীত্যাহ—স্বরূপেত্যাদিনা, 'পট্টমহিষীব স্বরূপশক্তিঃ, বহির্দ্বার-সেবিকেব মায়াশক্তিঃ' ইত্যুভয়োর্মহদন্তরং বোধ্যম্। ভগবদ্ভক্তের্ভগবদ্‌গুণানাঞ্চ স্বরূপশক্তিসারাংশত্বং সযুক্তিকমাহ—পূর্ব্বত্র হীত্যাদিনা, ব্রহ্মানন্দস্যেতি—

* "অতএব পূর্ণং" ইতি বা পাঠঃ। † "উপরিবর্ত্তিতয়া" ইতি চ পাঠান্তরম্।

‡ "আবির্ভাবরূপত্বেন" ইতি শ্রীগোস্বামিভট্টাচার্য্য-সম্মতঃ পাঠঃ।

§ "তদন্তর্ভাবেণাপৃথগ্‌দৃষ্টত্বাৎ পৃথগ্‌নোক্তে" ইত্যেব পাঠোঽত্র শ্রীমদ্গোস্বামিভট্টাচার্য্য-সম্মততয়োপ-লভ্যতে।

(১) "তদেতদ্‌দ্বিতীয়-তৃতীয়সন্দর্ভয়োঃ স্পষ্টং প্রতিপৎস্যতে" ইত্যধিকপাঠঃ কচিদ্দৃশ্যতে।

অনভিব্যক্তসংস্থানাদিবিশেষস্তেতি বোধ্যম্। নহু পরমাত্মরূপস্তাদৃশব্রহ্মরূপশ্চাবির্ভাবঃ কুতো ব্যাসেন ন দৃষ্টঃ? ইতি চেত্তত্রাহ—মায়াধিষ্ঠাত্রিতি॥ ৩১॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

'তং পূর্ব্বমেবাহমিহাসম্' ইতিশ্রুতিপ্রতীতিকস্য পূর্ব্বং—সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং, প্রলয়েঽহমেবাসমিত্যর্থঃ। তৎ—সৃষ্টিপূর্ব্বকালসত্ত্বং, পুরুষত্বং পুরুষপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং পুরুষসম্বন্ধীত্যপরশ্রুতিপ্রতীতিকার্থঃ। তথা চ সৃষ্টি-প্রাক্কালসত্তাবদ্রূপাবচ্ছিন্নঃ স্বয়ম্ভগবানেব পুরুষপদমুখ্যার্থঃ, তত্রৈব "পুরি শরীরে শেতে" ইতি "পুরা আসীৎ" ইতি ব্যুৎপত্তিদ্বয়সিদ্ধপুরুষপদপ্রবৃত্তিসত্ত্বাদিতি। স্বরূপশক্তিমত্ত্বমিতি—

"জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ—

ইত্যুক্তেস্তস্য শক্তিমত্ত্বস্য স্বাভাবিকত্বাৎ প্রত্যক্ষাত্মকতজ্জ্ঞানে স্বাভাবিকশক্ত্যাদেরপ্যবশ্যভানাদিতি ভাবঃ। প্রকৃতেঃ পর ইতি—প্রকৃতেরন্তর্ব্বহির্ব্বর্ত্তমানোঽপি প্রকৃত্যাশ্রয়োঽপি চ প্রকৃত্যনাসঙ্গঃ, পদ্মপত্রজলমিবেত্যর্থঃ। কথমসঙ্গত্বম্? ইত্যত আহ—"মায়াং ব্যুদস্য" ইতি;—আবরণশক্তিনিরাকরণেন তটস্থীকৃত্য, চিচ্ছক্ত্যা চিন্ময়শক্ত্যা, কৈবল্যে—সুখময়ে, আত্মনি—স্ব-স্বরূপে দেহে স্থিত ইতি। তথা চ—জীবা মায়াকৃতাবরণেন তিরোহিতজ্ঞানাঃ প্রকৃত্যাসক্তাঃ, ন ত্বয়ং তথেত্যর্থঃ। পরৈতি—নিলীয় তিষ্ঠতি। পূর্ব্বত্র—'অনর্থোপশমং' ইতি শ্লোকে, অসৌ—অনর্থোপশমত্বরূপভক্তিঃ, স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেনৈব—ভক্তেঃ স্বরূপভূতচিচ্ছক্তিসারাংশত্বেনৈব। পরত্র—'আত্মারামাশ্চ' ইতি শ্লোকে, ব্রহ্মানন্দস্য—ব্রহ্মাকার-মনোবৃত্তিবিষয়সুখস্য, উপরিচরতয়া—তদধিকসুখবিষয়তয়া, পরমবৃত্তিতাং—সারাংশবৃত্তিতাং—অর্হতীতি। তথা চৈতাদৃশভক্ত্যধিষ্ঠিত-মনোবৃত্তিরেব প্রেমাখ্যা ভক্তির্ভগবন্তং বিষয়ীকরোতি। মনোবৃত্তিশ্চ—মনঃ-পরিণামবিশেষাত্মকং জ্ঞানমাত্মনিষ্ঠধর্ম্মঃ, মনঃ সহকৃতাত্মজন্য আত্মনিষ্ঠ এব বা ধর্ম্মঃ। উক্তঞ্চ রসামৃতসিন্ধৌ—"আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্। কৃষ্ণাদিকর্ম্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে" ইতি। তদীয়নির্ব্বিশেষাবির্ভাবরূপত্বেন—শরীরানবচ্ছিন্নস্বরূপভূত-জ্ঞানসুখাদিমত্ত্বেন। তদন্তর্ভাবেণ—তদ্রূপত্বেন, অপৃথগ্দৃষ্টত্বাৎ—অভিন্নত্বাৎ, বিশেষ্যনির্ব্বিশেষং শরীরাদিবিশেষাবিষয়কমাবির্ভবতীতি নির্ব্বিশেষপ্রকাশং জ্ঞানসুখাত্মকং যদ্রূপং স্বরূপং, তদীয়ং—ভগবদীয়ং। তদ্বিনেতি, অপৃথগ্দৃষ্টত্বাৎ—পৃথগ্দর্শনাভাবাৎ বিশেষ্যস্য শরীরিণঃ শরীরমপুরস্কৃত্য, ব্রহ্মপদবাচ্যত্বাদিতিভাবঃ। যদ্বা—নির্ব্বিশেষে আবির্ভাবো যস্য সঃ তদীয়ো বিশেষণত্বেনেতি। অথবা—নির্ব্বিশেষো বিশেষাকাররহিতো য আবির্ভাবঃ জ্ঞানং, তদাত্মকো যস্তদীয়ো বিশেষণত্বেনেতি। সম্বন্ধিতত্ত্বং—এতদ্গ্রন্থতাৎপর্য্যবিষয়-প্রতিপত্তিবিষয়তত্ত্বম্ *॥ ৩১॥

অনুবাদ।

ব্যাসের ভগবদ্দর্শন—'ভক্তি যোগেন মনসি' এই শ্লোকে যদি 'পূর্ণ' পাঠের পরিবর্ত্তে 'পূর্ব্ব' পাঠ থাকে, তথাপি 'পূর্ব্ব' শব্দে 'স্বয়ম্ভগবান্'ই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। "পূর্ব্বে—সৃষ্টির পূর্ব্বে (প্রলয়ে) একমাত্র আমিই ছিলাম" "সৃষ্টির পূর্ব্বকালে বিদ্যমানতাই পুরুষের পুরুষত্ব" সুতরাং ঐ দুই শ্রুতির নির্ব্বাচন অনুসারে সৃষ্টির প্রথমে বর্ত্তমান স্বয়ম্ভগবান্ই পুরুষ পদের মুখ্য বাচ্য। শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন—এ কথা বলায়, তিনি যে শ্রীভগবান্‌কে স্বীয় স্বরূপ-শক্তির

* এতট্টিপ্পনীদৃষ্ট্যা পাঠান্তরমনুভূয়তে তত্তু সুধীভিশ্চিন্ত্যম্।

সহিতই দেখিয়াছেন—ইহা সহজেই অনুমেয়। 'পূর্ণচন্দ্র দেখিয়াছে' এ কথা বলিলে, যেমন কান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদর্শন বুঝায় না, ষোলকলায় পরিপূর্ণ কান্তিমান্ চন্দ্রকে দেখিয়াছে, ইহাই বোধ করায়; সেইরূপ এস্থলেও বেদব্যাস, স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে :—"প্রকৃতির ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়াও যিনি আবরণ—শক্তিরূপা মায়া নিরাস করিয়া পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় তাহাতে অনাসক্ত, সেই আদ্য পুরুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর সর্ব্বদা চিচ্ছক্তির সহিত সুখময় স্বরূপভূত দেহে, দেহ-দেহি বিভাগশূন্য হইয়া বিদ্যমান আছেন।" এই নিমিত্তই "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ মায়া শ্রীভবানের নিকট লজ্জায় লুক্কায়িত হইয়া থাকেন বলিয়া মায়া তাঁহার স্বরূপ-ভূতশক্তি নহে; ইহাও পাওয়া যাইতেছে।

ইহার পর, দ্বিতীয়-স্কন্ধেও বলা হইবে :—"মায়া ভগবানের অভিমুখে আসিতে লজ্জায় লুক্কায়িত হইয়া পড়ে।" তবে ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়া যে বস্তু; তাহা "অনর্থোপশমং—" এবং "আত্মারামাশ্চ—" ইত্যাদি শ্লোকে পরিস্ফুট হইবে। পূর্ব্ব শ্লোকে অর্থাৎ 'অনর্থোপশমং' এই শ্লোকে, যাহার প্রভাবে জীব—মায়া পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, সেই ভক্তিকে ভগবানের স্বরূপভূত চিচ্ছক্তির সারাংশরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে এবং পরশ্লোকে ('আত্মারামাশ্চ' শ্লোকে) যে গুণকে ব্রহ্মানন্দেরও উপরিচর বলিয়া নিশ্চয় করা হইয়াছে, সে গুণ তো সাধারণ নয়? ভগবানের সেই স্বরূপ শক্তির সারাংশবৃত্তি হওয়াই উপযুক্ত।

মায়ার অধিষ্ঠাতা পুরুষ—(পরমাত্মা) শ্রীভগবানেরই অংশ, এবং ব্রহ্মও তাঁহারই নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব, সুতরাং উভয়েই স্বয়ম্ভগবানের অন্তর্ভুক্ত—এইটি প্রকাশ করার অভিপ্রায়েই সূত মহাশয় ব্যাস-সমাধিতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার দর্শন পৃথক্‌রূপে কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব এস্থলে পূর্ব্বের মতই সম্বন্ধিতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইল ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।

(৩১) **পুরুষ শব্দের অর্থ।** 'পুরি—শরীরে শেতে' যিনি শরীরে শুইয়া থাকেন অর্থাৎ অন্তর্যামী তিনিই পুরুষ'। অথবা—'পুরা আসীৎ' যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে (প্রলয়কালেও) থাকেন, তিনি 'পুরুষ'। পুরুষ শব্দের এ দুই অর্থই স্বয়ম্ভগবানে বিদ্যমান্ সুতরাং গ্রন্থকার 'পূর্ব্ব' এই বিশেষণ বিশিষ্ট পুরুষকেও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি বলে স্বয়ম্ভগবান্ রূপেই স্থাপন করিলেন।

"স্বরূপশক্তিমন্তং"—ব্যাস শ্রীভগবান্‌কে স্বরূপশক্তির সহিত দেখিয়াছিলেন। বাস্তবিক ভগবান্ বলিতে নির্ব্বিশেষ ভাবকে বুঝায় না, বিবিধ অনন্তশক্তিবিশিষ্ট বস্তুই 'ভগবান্'। "এবঞ্চানন্দমাত্রং বিশেষ্যং, সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি, বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্। তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্" (ভগঃ সঃ ৩) তাঁহার যত কিছু শক্তি, সমস্তই ভগবচ্ছব্দবাচ্য, অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় ভগবান্ হইতে তাহারা পৃথক্ নহে :—

"জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥"

এইরূপ অসংখ্য প্রমাণে শক্তিবর্গের স্বাভাবিকত্ব দেখান হইয়াছে। যখন সাধকের শ্রীভগবৎ-

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন ঐ সকল স্বাভাবিক শক্তিবর্গও অনুভূত হইয়া থাকে; তাই গ্রন্থকার এস্থলে 'পূর্ণচন্দ্রমপশ্যৎ' এই উদাহরণ দিলেন। চন্দ্র দর্শন যেমন কান্তির সহিত হইয়া থাকে, তেমনি ভগবদ্দর্শনও তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিতই হয়। এখন তাঁহার স্বরূপ শক্তি কি? তাহাই সংক্ষেপে দেখান যাইতেছে:—

শ্রুতি বলেন: -

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়েতি"।

পরম পুরুষ ভগবানের স্বাভাবিকী পরা শক্তি—জ্ঞান-বল-ক্রিয়া ভেদে ত্রিবিধা, এই তিনকেই—"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা গুণসংশ্রয়ে" এই বাক্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আধারশক্তি—সন্ধিনী, জ্ঞানশক্তি—সম্বিৎ, এবং আনন্দশক্তি - হ্লাদিনী। এই শক্তিত্রয়বিশিষ্ট বলিয়াই ভগবান্—সচ্চিদানন্দ। তিন্ শক্তির স্বরূপশক্তি—নির্ব্বিশেষে পরস্পরের তারতম্য না থাকিলেও ক্রিয়াংশে কিছু তারতম্য আছে। ভগবান্ স্বয়ং সদ্রূপ; অথচ সমস্ত দেশ কাল বস্তুতে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন এবং অপরকে সত্তা দান করেন, ইহার হেতুই 'সন্ধিনী'। তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও করামলকবৎ ইচ্ছামাত্রেই নিখিল বিষয় জানিতে পারেন এবং ভক্তগণকেও জানাইয়া থাকেন—ইহার হেতু 'সম্বিৎ'। স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও যাহার দ্বারা নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই—'হ্লাদিনী'। এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিতে গেলেও 'হ্লাদিনী'রই শ্রেষ্ঠতা পাওয়া যায়। শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চরসের বিভাগেও উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য রীতি অবলম্বনে 'মধুর' রসেরই তো শ্রেষ্ঠতা—রসিক ভক্তগণ দেখাইয়াছেন! এখন দেখিতে হইবে—'মধুর' রসের শ্রেষ্ঠতা কেন? অবশ্য এক বাক্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে—যে বস্তু আস্বাদনে আনন্দের—আধিক্য, সেই 'মধুর!' যদি আনন্দ থাকাতে রস 'মধুর' হয় এবং তজ্জন্য তাহারই শ্রেষ্ঠতা সাধিত হয়, তখন স্বয়ং আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী আনন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনে আর তো প্রয়াস পাইবার কোন আবশ্যকতা নাই!

ভগবান্ এই হ্লাদিনী শক্তি হইতেই আনন্দলাভ করেন। জগতে আনন্দের বস্তুটিই অত্যন্ত প্রিয় হয়, অপরকে ফেলিয়া অতি আদরের সহিত তাহাকে সকলেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বদাই হ্লাদিনী শক্তির সহিত বিরাজমান আছেন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য! তবে আশঙ্কা হইতে পারে—তিন্‌টিই তো স্বরূপশক্তি, হ্লাদিনীর সহিত যদি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন, তবে কি অপর দুই শক্তিকে পরিত্যাগ করেন? না—তা নয়, ভগবচ্ছক্তির দুইরূপে অবস্থিতি, ভাবরূপে এবং মূর্ত্তিরূপে। শক্তিবর্গ ভাবরূপে ভগবানে তো আছেনই, আবার মূর্ত্তিরূপেও ভগবদ্ধামে বিরাজমান আছেন। তাই হ্লাদিনীর নিরুক্তিতে স্থানান্তরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন:—"হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি।"

ভাবরূপ-শক্তিতে তিনি 'হ্লাদাত্মা' আর মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং আহ্লাদিত হয়েন এবং ভক্তগণকেও আহ্লাদ দান করেন। এই মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি অপেক্ষাতেই বলা হইল—ভগবান্ 'সর্ব্বদাই হ্লাদিনীশক্তির সহিত বিরাজমান।' বলা বাহুল্য হ্লাদিনী শক্তির ন্যায় সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তিরও ভাবরূপতা এবং মূর্ত্তিরূপতা রহিয়াছে, তাহা স্থলবিশেষে ব্যক্ত হইবে। তবেই বুঝিতে হইবে, সেই হ্লাদিনী-শক্তির সারাংশরূপিণী মূর্ত্তিমতী শ্রীরাধিকার সহিতই স্বয়ম্ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিদ্যমান। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা, বিভ্রাজন্তে জনেম্বা" (ঋক্ পরিশিষ্ট) সুতরাং ব্যাসের সমাধিতেও তিনি ঐ প্রেয়সীর সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, ব্যাস তাঁহাকেও দেখিয়াছিলেন; ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে।

ভক্তির স্বরূপ শক্তিত্ব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভক্তি শব্দে এস্থানে প্রেম—"ভক্ত্যধিষ্ঠিত-মনোবৃত্তিরেব প্রেমা" এই প্রেমই শ্রীভগবান্‌কে বিষয় করিতে সমর্থ ইহারই বশীভূত ভগবান্! এই প্রেমভক্তিই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ। হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ ভক্তি যাহাতে অধিষ্ঠান করেন, তাদৃশ 'মনোবৃত্তি'কেই প্রেমাখ্যা ভক্তি বলা হইল।

"আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্। কৃষ্ণাদিকর্ম্মকাস্বাদ-হেতুত্বং প্রতিপাদ্যতে।

(ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু)

এখন এ স্থলে মনোবৃত্তি কাহাকে বলা যায়—ইহাই বিচার্য্য, সাধারণতঃ—সংকল্পবিকল্পাত্মক মন সংকল্প করিল—'আমি ভ্রমণ করিতে যাইব', আবার তার পরক্ষণেই তাহার বৈকল্পিক ভাব হইল—'না, আমি এখন ভ্রমণ করিব না!'—এইটিই মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে মনের আত্মাকারে পরিণতিরূপ জ্ঞানই আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাকে এ স্থানে মনোবৃত্তি বলা যায়।

অথ প্রাক্‌প্রতিপাদিতস্যৈবাভিধেয়স্য প্রয়োজনস্য চ স্থাপকং জীবস্য স্বরূপত এব পরমেশ্বরাদ্বৈলক্ষণ্যমপশ্যদিত্যাহ—যয়েতি। যয়া—মায়য়া সম্মোহিতো জীবঃ স্বয়ং চিদ্রূপত্বেন ত্রিগুণাত্মকাজ্জড়াৎ পরোঽপ্যাত্মানং ত্রিগুণাত্মকং জড়ং দেহাদি-সংঘাতং মনুতে, তন্মননকৃতমনর্থং সংসারব্যসনঞ্চাভিপদ্যতে। তদেবং জীবস্য চিদ্রূপত্বেঽপি, "যয়া সম্মোহিত" ইতি "মনুত" ইতি চ স্বরূপভূতজ্ঞানশালিত্বং ব্যনক্তি, প্রকাশৈকরূপস্য তেজসঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ,

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" (ভাঃ ৫, ১৫) ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ। তদেবং 'উপাধেরেব জীবত্বং, তন্নাশস্যৈব মোক্ষত্বম্' ইতি মতান্তরং পরিহৃতবান্। অত্র "যয়া সম্মোহিত" ইত্যনেন তস্যা এব তত্র কর্ত্তৃত্বং, ভগবত-* স্তত্রোদাসীনত্বং মতম্। বক্ষ্যতে চ ;—"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ" (ভাঃ ২, ৫, ১৩) ইতি।

অত্র 'বিলজ্জমানয়া' ইত্যনেনেদমায়াতি ;—তস্যা জীবসম্মোহনং কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি, তথাপি—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য" (ভাঃ ১১, ২, ৩৭) ইতি দিশা জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমানা স্বরূপাবরণমস্বরূপাবেশঞ্চ† করোতি ॥৩২॥

---

* "ভগবতস্তু" ইতি বা পাঠঃ। † "অস্ফুরণ" ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

জীবো যেনেশ্বরং ভজেৎ ভক্ত্যা চ তস্মিন্ প্রেমাণং বিন্দেত্ততো মায়য়া বিমুক্তঃ স্যাত্তমীশ্বরাজ্জীবস্য বাস্তবং ভেদমপশ্যদিতি ব্যাচষ্টে ;—অথ প্রাগিত্যাদিনা। জীবস্যেতি, বৈলক্ষণ্যমিতি ;—সেবকত্ব-সেব্যত্বাণুত্ববিভুত্বরূপনিত্যধর্ম্মহেতুকং ভেদমিত্যর্থঃ। নমু "চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইত্যাদৌ চিন্মাত্রত্বশ্রবণাৎ, ন তস্য ধর্ম্মভূতং নিত্যং জ্ঞানমস্তি, যেন মোহমননে বর্ণনীয়ে? তস্মাৎ,—"সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং" ইত্যাদিবাক্যাৎ সত্ত্বে যা চৈতন্যস্য ছায়া, তদেব সত্ত্বোপহিতস্য তস্য জ্ঞানং, যেন মোহ-মননে ব্যাসেন দৃষ্টে স্যাতাম্? ইতি চেত্তত্রাহ,—তদেবমিত্যাদিনা। ছায়াভাবাচ্চ ন তৎকল্পনং যুক্তমিতি ভাবঃ। নমু স্বরূপভূতং জ্ঞানং কথমিতি চেত্তত্রাহ,—প্রকাশৈকেতি, অহি-কুণ্ডলাধিকরণে ভাষিতমেতদ্দ্রষ্টব্যম্। তৃতীয়সন্দর্ভে বিস্তরীষ্যাম এতৎ। তদেবমুপাধেরিতি,—'অন্তঃকরণং জীবঃ,অন্তঃকরণনাশো জীবস্য মোক্ষঃ' ইতি শঙ্কর-মতং দূষিতম্। তথা সতি পরোঽপীত্যাদি ব্যাকোপাদিতি ভাবঃ। অত্রেতি—তত্র জীবমোহনে কর্ম্মণি। তস্যাঃ—মায়ায়াঃ। বিলজ্জেতি,—ব্রহ্মবাক্যম্। অমুয়া—মায়য়া। অসহমানেতি, দাস্যা উচিতমেতৎ কর্ম্ম, যৎ স্বামিবিমুখান্ দুঃখাকরোতীতি। ঈশবৈমুখ্যেন পিহিতং জীবং মায়া পিধত্তে, ঘটেনাবৃতং দীপং যথা তম আবৃণোতীতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অভিধেয়স্য—সাধনভক্তেঃ। প্রয়োজনস্য—প্রেমসেবায়াঃ স্থাপকমিতি, জীব-পরমেশ্বরয়োরভেদে তয়োরনুপপত্তেরিতি ভাবঃ। চিদ্রূপং - চেতনং, * পরোঽপি—ভিন্নোঽপি। মনুতে—আত্মত্বেন জানাতি, তজ্জ্ঞানে ভ্রমরূপে দোষবিশেষতয়া মায়ৈব হেতুরিতি ভাবঃ। অনর্থং—রূপাদিবিষয়গ্রহণং, সংসারব্যসনং—পুনঃপুনঃশরীরসম্বন্ধে হেতুঃ ধর্ম্মাধর্ম্মসুখদুঃখাদিকম্। স্বরূপভূতজ্ঞানশালিত্বমিতি—এতেন বিষয়সম্বন্ধরহিতস্য পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারসুখানুভবো ভবতীতিসূচিতম্। তৎ --তস্মাৎ, আত্মন এব সুখ দুঃখাদিমত্ত্বাদিতি যাবৎ। জীবত্বং—জ্ঞানসুখদুঃখাদিমত্ত্বং, মোক্ষত্বং—আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিসাধনত্বং ; ন মোক্ষপদবাচ্যত্বম্। পরিহৃত-বানিতি —নিত্যসুখসাক্ষাৎকারস্য স্বতঃপ্রয়োজনতয়া মোক্ষত্বাৎ তস্য নিত্যচেতনাত্মন্যেব সম্ভবাৎ তাদৃশ-মোক্ষকামে দুঃখনিবৃত্তেরপ্যবশ্যম্ভাবাৎ দুঃখনিবৃত্তৌ সুখস্যাবশ্যম্ভাবাৎ ন দুঃখনিবৃত্তেঃ স্বতঃ প্রয়োজনত্বং, উপাধিনাশস্যাপি স্বতো নেচ্ছাবিষয়ত্বমিতি, আত্মনি নিত্যসুখাভ্যুদয়স্যৈব মোক্ষত্বম্, উপাধেশ্চানিত্যত্বাৎ তদসম্ভব ইতি ভাবঃ। ব্রহ্মণঃ কৃষ্ণস্বরূপত্বঞ্চ। তস্যা এব—প্রকৃতেরেব, কর্ত্তৃত্বং—জীবসম্মোহকত্বম্। তত্র—জীবসম্মোহনে। বক্ষ্যতে চেতি—মায়য়া এব মোহকত্বং ন তু ভগবত ইতি শেষঃ। বিলজ্জমানয়েতি,—যস্য ভগবত ঈক্ষাপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা জীবা বিকত্থন্তে ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতাঃ—পুত্রাদৌ 'মম' ইতি, শরীরে 'অহং' ইতি দুর্ধিয়ঃ সন্তঃ,বিকত্থনং—সংসারব্যসনেনেতি। লজ্জা চ—ভগবৎসন্বিচ্ছক্তিমপেক্ষ্য নিকৃষ্টত্বেন, তথা চ ভগবদনুমতিং বিনৈব জীবসম্মোহঃ ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। ভাবার্থমাহ—অত্রেতি, স্বয়ং জানাতীতি—জীবসম্মোহনে ভগবদনভিরুচিম্। ভয়ং—বাধ্যবাধকতানিবন্ধনং, দ্বিতীয়াভি-নিবেশতঃ --দেহাভিমানতঃ, ঈশাদপেতস্য—ঈশবিমুখস্য। ইতি দিশা—ইতিদিগ্দর্শনেনেতি। অস্বরূপা-বেশং—দেহাবেশম্ ॥ ৩২ ॥

---

* "চিদ্রূপং চেতনং" ইতি ব্যাখ্যাতঃ পাঠান্তরমনুভূয়তে, তত্তু চিন্ত্যং সুধীভিঃ।

অনুবাদ।

পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য। যে ভেদ-ভাব অঙ্গীকারে জীব পরমেশ্বরকে ভজন করে, পরে তদ্দ্বারায় প্রেমলাভ করিয়া মায়া হইতে বিমুক্ত হয়; বেদব্যাস সমাধিতে পরমেশ্বর হইতে জীবের সেই বাস্তব ভেদ দেখিয়াছিলেন—ইহাই ব্যাখ্যা করা হইতেছে :— পরমেশ্বর হইতে যে, জীবের স্বরূপতই বৈলক্ষণ্য; (ভেদ-ভাব) ইহা পূর্ব্বে যে অভিধেয় (সাধন ভক্তি) এবং প্রয়োজন (প্রেমসেবা) স্থাপন করা হইয়াছে; তদ্দ্বারাতেই অনুমিত হইতেছে! কারণ, জীব ও ঈশ্বরে যদি ভেদ না থাকে, তবে ভক্তি এবং প্রেমের প্রয়োজনীয়তাই দেখা যায় না! সুতরাং বেদব্যাস ঐ রূপেই বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছিলেন, 'যয়া' এই পদের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ জীব স্বয়ং চিদ্রূপ (চেতন) এবং ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি হইতে পর (পৃথক্) হইলেও, যে মায়া দ্বারা সম্মোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জড় দেহাদি বলিয়া মনে করে এবং এই জ্ঞানে অনর্থ সংসার দুঃখও লাভ করিয়া থাকে।

জীবের বিদ্রূপত্ব (জ্ঞান-স্বরূপত্ব) থাকিলেও "যয়া সম্মোহিতঃ" "মনুতে" এই দুইটি পদ তাহার স্বরূপভূত-জ্ঞানশালিত্ব প্রকাশ করিতেছে। তেজ প্রকাশরূপ হইলেও যেমন আপনার ও অন্যের প্রকাশকারিণী শক্তি গ্রহণ করে, তেমনি জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও স্বরূপভূতজ্ঞানশালী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও পাওয়া যায়,—"অজ্ঞান (অবিদ্যা) দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলে, জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয়।" সুতরাং—"উপাধিরই জীবত্ব; তাহার নাশই মোক্ষ অর্থাৎ অন্তঃকরণে উপস্থিত চৈতন্যই জীব, আর সেই জীবোপাধিরূপ অন্তঃকরণ নাশই জীবের মোক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ"; ইত্যাদি মতান্তর (শাঙ্কর মত) খণ্ডন করা হইয়াছে।

এ স্থলে 'মায়াকর্তৃক মোহিত' এই কথা বলায়, জীবের মোহন সম্বন্ধে মায়ার কর্তৃত্ব এবং শ্রীভগবানের তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য স্পষ্টতই প্রতীত হইতেছে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ব্রহ্মার বাক্যেও পাওয়া যায়;—"যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করে, অবোধ জীব সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া 'আমি আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।" এখানে 'বিলজ্জমানা' এই বিশেষণের এই অর্থই বোধ হয় যে—মায়ার জীব-সম্মোহন কার্য্য শ্রীভগবানের রুচিকর নহে; ইহা যদিও মায়া অবগত আছেন, তথাপি 'জীব যেমন নিজের আরাধ্য দেব শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ করে, অমনি তাহার ভয় উপস্থিত হয়' এই নিয়মের অধীন জীবগণের অনাদি কাল হইতে ভগবদজ্ঞানময় বৈমুখ্য ভাব চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মায়া জীবের স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি এবং অস্বরূপের আবেশ করিতেছে। এই কারণেই মায়া কিছু লজ্জিত হইয়া শ্রীভগবানের সম্মুখে আসিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।

(৩২) শ্রীবেদব্যাস জীব এবং ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছিলেন, এই বৈলক্ষণ্য (ভেদ) কিরূপ তাহাই সংক্ষেপে দেখান যাইতেছে, ক্রমে মূলেই ইহার বিস্তার হইবে। জীব—পরমেশ্বরের 'সেবক,' পরমেশ্বর—জীবের 'সেব্য।' জীব—সূক্ষ্ম, "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" (শ্রীগীতা) ঈশ্বর—বিভু, ইত্যাদি নিত্য ধর্ম্মহেতুক ভেদ উভয়েই বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ এ ভেদ, জীব ও ঈশ্বরে নিত্যই বর্ত্তমান।

"গ্রন্থকার জীবকে চিদ্রূপ বলিলেন এবং ভাগবতীয় ব্যাস-সমাধির শ্লোক দ্বারা তাহার মায়া কর্তৃক মোহ এবং দেহাদি বিষয়ে আত্মত্বে মনন স্থাপন করিলেন, কিন্তু চিদ্রূপ (জ্ঞানময়) পদার্থে মোহ নাই অর্থাৎ যাহার ধর্ম্মভূত নিত্য জ্ঞানই নাই, কারণ জীব জ্ঞানরূপ ; তাহার মোহ ও মনন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? শ্রুতিও জীবকে চিদ্রূপ বলিয়াছেন :—"চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" জীব চিন্মাত্র, যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া বিজ্ঞান যজ্ঞের বিস্তার করিতেছেন, এই স্থানে তাহার 'চিৎ' ধাতুত্বের কথাই পাওয়া যায় সুতরাং "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং"এই প্রমাণ অনুসারে—সত্ত্বে চেতনের যে ছায়া (প্রতিবিম্ব) উহাই সত্ত্বোপহিত জীবের জ্ঞান, যাহা দ্বারা ব্যাস কর্তৃক জীবের মোহন ও মনন দৃষ্ট হইয়াছিল'—এই কল্পিত পূর্ব্ব পক্ষের—"তদেবং জীবস্য চিদ্রূপত্বেঽপি" এই বাক্যে নিরাস করিলেন। জীবে যে ধর্ম্মভূত নিত্য জ্ঞানাদি আছে, তিনি জ্ঞানরূপ নহেন ; তাহা—'সম্মোহিতঃ' এবং 'মনুতে' এই সম্মোহন ও মনন ক্রিয়াই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং জীবের জ্ঞানরূপত্ব না বলিয়া স্বরূপভূত—জ্ঞানশালিত্ব বলাই সুসঙ্গত হইতেছে। তাই গ্রন্থকার দৃষ্টান্ত দিলেন 'প্রকাশৈকরূপস্য' ইত্যাদি। সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ হইয়াও প্রকাশের আশ্রয়, সে আপনাকে এবং অপরকেও প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকে, তেমনি এ স্থানেও জীবের প্রকাশ ধর্ম্মত্ব স্বীকার্য্য। প্রকাশময় বস্তুব অপরকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই।

জীব যখন বিষয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই তাহার পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার জনিত সুখানুভব হইয়া থাকে, এইটি "স্বরূপভূত জ্ঞানশালিত্বং" ইহা দ্বারা সূচনা করা হইল সুতরাং ঐ বাক্যে আত্মার সুখ-দুঃখাদিমত্ব থাকায় অর্থাৎ জীবাত্মা সুখদুঃখাদিযুক্ত এই অর্থ নিশ্চয় হওয়ায়, যাঁহারা বলেন— 'জ্ঞান, সুখ এবং দুঃখাদিমত্ব অবস্থাই জীবত্ব আর তাহার (ঐ উপাধির) নাশই মোক্ষত্ব অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সাধনত্ব, কিন্তু মোক্ষপদের বাচ্যত্ব—অভিধেয়ত্ব নাই, তাঁহাদের উক্ত মত পরিহার করা হইল ; এই মত—শঙ্কর সম্প্রদায়ের বুঝিতে হইবে।

বাস্তবিক পক্ষে—দুঃখ নিবৃত্তির সাধন মোক্ষ হইতে পারে না, নিত্য সুখের সাক্ষাৎকার—জীব-মাত্রেরই স্বতঃ প্রয়োজনীয়, তাহাই মোক্ষ। চেতনস্বরূপ আত্মাতেই এই মোক্ষের সম্ভাবনা। যে এইরূপ মোক্ষ ইচ্ছা করে, তাহার দুঃখের নিবৃত্তি তো আপনা আপনি হইবে ! এবং যদি দুঃখ নিবৃত্ত হইল, তবে সুখপ্রাপ্তিও অবশ্যই হইতে হয়, সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তির স্বতঃ প্রয়োজনত্ব কিছুই দেখা যায় না। বিচার করিতে গেলে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে কেবল সুখের কামনাই পাওয়া যায়। আত্মাতে নিত্য সুখের অভ্যুদয়ই যখন মোক্ষ, তখন 'জীবত্ব' উপাধি নাশেরও তো স্বতঃ ইচ্ছা-বিষয়ত্ব নাই ? কারণ উপাধি অনিত্য, জীবে তাহার সম্ভাবনা কিছুই নাই।

অনাদি ভগবদ্বহির্ম্মুখতা দোষে জীব সংসারে মায়িক সুখ দুঃখ মোহাদিতে অভিভূত হইয়াছিল, পরে যখন আত্যন্তিক সুখলাভের বলবতী ইচ্ছা হইল, তখন এই প্রেমসুখের সাধন—সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে আপনাতে নিত্য প্রেম-সুখের অভ্যুদয় হইল !—ইহার প্রতিই জীবের চরম লক্ষ্য, উপাধি নাশের কামনা তো কোন জীবেরই দেখা যায় না !

জীব যেমন নিত্য কৃষ্ণদাস, তেমনি মায়াও তাঁহার দাসী। অথচ জীব অনাদি বহির্মুখ, কিন্তু মায়া জীবের এ ভগবদ্বিমুখতা আর দেখিতে পারেন না, তাই তাহাকে শিক্ষা দান করিবার উদ্দেশে, প্রজ্বলিত দীপকে কোন পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া দিলে, যেমন অন্ধকার আবার তাহাকে আবৃত করে,

তেমনি ভগবদ্বহির্মুখতায় আবৃত জীবকে 'পুত্রাদিতে মমতা ও শরীরে আমি এই অস্বরূপের আবেশে বিপন্ন করিলেন। ইহাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ ; অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ।" (চৈঃ চঃ মধ্য, ২০)

'শ্রীভগবানের বিনা অনুমতিতে জীবকে সংসারে মোহিত করিয়াছি, এই জন্যও মায়ার লজ্জা বটে ; আবার ইহার আরও একটি কারণ এই—'চিচ্ছক্তিও প্রভুর শক্তি, আমিও তাঁহার শক্তি, কিন্তু প্রেয়সী চিচ্ছক্তিকে তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়া আছেন, এ দাসীর প্রতি একবার কটাক্ষও করেন না ?' এইটি মনে হওয়ায় মায়া সপত্নীর সৌভাগ্য দর্শনে লজ্জিত হইয়া চিচ্ছক্তি-আলিঙ্গিত প্রভুর সম্মুখে গমন করেন না।

শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি। তথা তদ্ভয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছন্নুপদিশতি ;—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

(গীতা ৭, ১৪)

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতীতি'।" (ভাঃ ৩, ২৫, ২৫)

লীলয়া শ্রীমদ্ব্যাসরূপেণ তু বিশিষ্টতয়া তদুপদিষ্টবানিত্যনন্তরমেবায়াস্যতি, - অনর্থোপশমং সাক্ষাদিতি। তস্মাদ্দ্বয়োরপি * তত্তৎ সমঞ্জসং জ্ঞেয়ম্। ননু মায়া খলু শক্তিঃ, শক্তিশ্চ কার্য্যক্ষমত্বং, তচ্চ ধর্ম্মবিশেষঃ, তস্যাঃ কথং লজ্জাদিকং ? উচ্যতে ;—এবং সত্যপি ভগবতি তাসাং শক্তীনামধিষ্ঠাতৃদেব্যঃ শ্রূয়ন্তে, যথা কেনোপনিষদি মহেন্দ্র-মায়য়োঃ সংবাদঃ। তদাস্তাং প্রস্তুতং ; প্রস্তূয়তে॥ ৩৩॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

নন্বীশ্বরঃ কথং তন্মোহনং সহতে ? তত্রাহ—ভগবাংশ্চেতি—তর্হি কৃপালুতাক্ষতিঃ ? তত্রাহ—তথেতি, তদ্ভয়েনাপীতি—মায়াতো যজ্জীবানাং ভয়ং তেনাপি হেতুনেত্যর্থঃ। ততশ্চ ন তৎক্ষতিরিত্যর্থঃ। দৈবীতি—প্রপত্তিশ্চেয়ং সৎপ্রসঙ্গহেতুকৈব তদুপদিষ্টা, যয়া সাম্মুখ্যং স্যাৎ, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" ইত্যাদি তদ্বাক্যাৎ, "সতাং প্রসঙ্গাৎ" ইত্যাত্মগ্রিমবাক্যাচ্চ। লীলয়েতি—লীলাবতারেণ। বিশিষ্টতয়েতি—আচার্য্য-রূপেণেত্যর্থঃ। তস্মাদিতি, দ্বয়োঃ—মায়া-ভগবতোরপি। তত্তদিতি—মোহনং সাম্মুখ্য-বাঞ্ছা চেত্যর্থঃ। ননু মায়ায়া মোহন-লজ্জনকর্তৃত্বমুক্তং,তৎ কথং জড়ায়াস্তস্যাঃ সম্ভবেৎ ? ইতি শঙ্কতে—ননু মায়েতি ; ধর্ম্মবিশেষঃ— উৎসাহাদিবদিত্যর্থঃ।- সিদ্ধান্তয়তি—উচ্যত ইতি। অধিষ্ঠাতৃদেব্য ইতি। বিন্ধ্যাদিগিরীণাং যথাধি-ষ্ঠাতৃমূর্ত্তয়স্তদ্বৎ। কেনেতি—তস্যাং, "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে" ইত্যাদিবাক্যমস্তি। 'তত্রাগ্নিবায়ুমঘোনঃ সগর্ব্বান্ বীক্ষ্য তদ্গর্ব্বমপনেতুং পরমাত্মাবিরভূৎ। তমজানন্তস্তে জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ। তেষাং বীর্য্যং

পরীক্ষমাণঃ স তৃণং নিদধৌ। সর্ব্বং দহেয়মিত্যগ্নিঃ, সর্ব্বমাদদীয়েতি বায়ুশ্চ ব্রুবংস্তন্নির্দগ্ধুমাদাতুঞ্চ নাশকৎ। জ্ঞাতুং প্রবৃত্তাম্মঘোনস্ত স তিরোধত্ত। তদাকাশে মঘবা হৈমবতীমুমামাজগাম, কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ। সা চ 'ব্রহ্মৈতৎ' ইত্যুবাচ' ইতি নিষ্কৃষ্টম্॥" ৩৩॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্য-কৃত-টীকা।

প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং—প্রপঞ্চসৃষ্ট্যাদৌ নিযুক্তায়াম্, দাক্ষিণ্যং—সাক্ষাদনুগ্রহং, জীবসম্মোহনে স্বাতন্ত্র্যং ন শক্লোতীতি। তথা চ করুণয়া ভগবতা স্বয়ং জীবসম্মোহনাশনে মায়ায়াঃ অঙ্গনাভঙ্গো * ভবতীতি ন তৎকৃতমিতি ভাবঃ। নমু যদি জীবসম্মোহনে ভগবদনভিপ্রায়স্তদা কথং প্রপঞ্চসৃষ্ট্যাদৌ নিয়োগঃ জীবভোগার্থমেব তন্নিয়োগাদিতি চেন্ন,

"বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ"॥ (ভা০ ১০, ৮৭, ২)

ইতি দশমোক্তপদ্যেন জনানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং ভগবতঃ প্রপঞ্চসৃষ্টিবোধনাৎ, ন তু জীবানাং সম্মোহনার্থমপি নিয়োগ ইতি ভাবঃ। তদ্ভয়েনাপি—মায়াভয়েনাপি। যদ্বা, জীবানাং মায়াকৃতভয়েনাপি মায়াকৃতদর্শনেনাপি ইতি যাবৎ। স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছন্নিত্যর্থঃ † উপদিশতীতি—করুণয়েত্যাদিঃ। ব্যাসোপদেশং দর্শয়তি,—অনর্থোপশমং সাক্ষাদিতীতি—অনর্থোপশমং সাক্ষাদিত্যাদীত্যর্থঃ। তস্মাৎ—ভজনোপদেশাৎ, দ্বয়োরেব—মায়া-জীবয়োরেব, সমঞ্জসং—সমানং, মায়ায়া অধিকারস্থাপনেন জীবস্য ভয়নিবৃত্ত্যা চেতি ভাবঃ। এবং—মায়ায়া ধর্ম্মত্বে, ভগবতীত্যাধারে সপ্তমী, তথা চ ভগবন্নিষ্ঠানাং তাসাং শক্তীনামিত্যর্থঃ। সংবাদ ইতি—মায়ায়া অধিষ্ঠাতৃদেব্যভাবে তয়া সহেন্দ্রস্য মিথঃ-কথনরূপসম্বাদাসম্ভব ইতি ভাবঃ।

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ" (ভা০ ১০, ১, ২৫) ইতি "প্রকৃতিস্বঞ্চ সর্ব্বস্য জগত্রয়হিতৈষিণী"—

ইত্যাদি বহুতরং প্রমাণং অস্তীতি বোধ্যং। অথ জড়ানাং ক্ষিত্যাদিকার্য্যাণামুপাদানতয়া জড়ায়াঃ প্রকৃতেঃ সিদ্ধিরিতি তস্যা জড়ত্বেন স্বতোঽক্ষমতয়া তৎপ্রবর্ত্তকস্য চেতনপরমেশ্বরস্য সিদ্ধিঃ, তদুক্তং—"স-ঐক্ষত" (ঐত০ ১, ১, ১) "বহুস্যাম্" ছান্দো০ ৬, ২, ৩) ইত্যাদি শ্রুতিভিস্তস্যা অধিষ্ঠাতৃদেবী-স্বীকারে তয়ৈব সৃষ্ট্যাদিসম্ভবে কিমীশ্বরকল্পনয়েতি, "কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ" ইত্যাদিবচনবিরোধশ্চ ইতি চেৎ? ন ;—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" (শ্বেতাশ্ব০ ৪, ৫)

ইতি সর্ব্বপ্রমাণবরীয়স্যা শ্রুত্যা প্রকৃতিভোক্তুরাত্মনোঽজত্বেন প্রতিপাদনাৎ প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যপুরস্কারে-নাত্মবোধকতায়ামেব স্ত্রীলিঙ্গপ্রয়োগাৎ আত্মমাত্রবোধকত্বেন 'অজঃ' ইতি পুংলিঙ্গপ্রয়োগঃ। অন্যঃ অজঃ—পরমেশ্বরঃ সর্ব্বব্যাপকতয়া প্রকৃত্যন্তরস্থোঽপি ভুক্তভোগাং—কৃতনিয়মলক্ষণভোগাং তাং জহাতি—নাত্মত্বে-নাভিমন্যতে। এতদ্ভোগাভিপ্রায়েণৈব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যচরণৈরানন্দলহর্য্যাং দুর্গায়াঃ পরমব্রহ্মমহিষীত্বমুক্তম্। অন্তর্য্যামিতয়া প্রকৃতৌ প্রবেশাভিপ্রায়েণৈব কারণোপাধিরীশ্বর ইত্যুক্তং, সুখদুঃখমোহস্বভাবসত্ত্বরজস্তমো-গুণময়প্রকৃত্যভিমানিদেবতায়াঃ স্বতন্ত্রতানুপপত্ত্যা—শুদ্ধসত্ত্বাখ্য-চিন্ময়-সুখময়শরীরস্বতন্ত্রস্য লোকবত্তু লীলা-

---

* ইদমেতদবস্থমেবাদর্শে দৃশ্যতে।

† এতদ্ব্যাখ্যা দৃষ্ট্যা মূলে 'বাঞ্ছন্' ইত্যস্যাসত্ত্বাবোঽনুমীয়তে কিন্তু পাঠোঽয়ং বহুত্র দৃশ্যতে চ।

কৈবল্যন্যায়েন নিত্যলীলাস্পদস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃতয়া সিদ্ধিঃ, লীলানুরোধেন নিত্যধাম-তৎপরিকরাণাং সিদ্ধিঃ, তাদৃশধামাদিকং চিচ্ছক্ত্যাখ্যপরশক্তিবিলাস এব, চিচ্ছক্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেব্যপি বর্ত্ততে, সা চ রাধাদ্যা সচ্চিদানন্দময়ী অচিন্ত্যা ভগবল্লীলোপযোগিনীতি ভগবদ্ভক্তানাং ভজনসিদ্ধানাং নিত্যসিদ্ধানাঞ্চ চিচ্ছক্তিবিলাসরূপাণি শরীরাণীতি দিক্। অত্রায়মদ্বৈতবাদিনাং সাত্বতানাং নিষ্কর্ষঃ;—অদ্বয়ং জ্ঞানং ব্রহ্ম, তদেব প্রকৃত্যুপাধিরীশ্বরঃ পরমাত্মা চ। প্রকৃতিশ্চ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী সত্ত্বপ্রধানা, তস্যাঃ সমগ্রসত্ত্বাংশোপাধির্বাসুদেবঃ, সমুদিতরজোগুণোপাধির্ব্রহ্মা, তমোগুণোপাধিঃ শিব ইতি মূর্ত্তিত্রয়ম্। তদুক্তম্—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ"(ভাগঃ ১,২,১৩) ইত্যাদি। তত্র পরঃ পুরুষঃ—প্রকৃত্যুপাধিরীশ্বরঃ। তত্র চ বাসুদেবস্য সঙ্কর্ষণাখ্যপুরুষঃ প্রথমোঽবতারঃ, সঙ্কর্ষণস্য প্রদ্যুম্নঃ, তস্য চানিরুদ্ধ ইতিব্যূহচতুষ্টয়ম্। তদুক্তম্—"একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তচ্চতুষ্টয়ম্" ইতি। বাসুদেবস্য লীলাবিগ্রহো বৈকুণ্ঠনাথো নারায়ণো ভগবানিতি। স চ বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণাখ্যেনাংশেন প্রকৃতিক্ষোভেণ মহত্তত্ত্বাদিক্রমেণ বিশ্বং সসৃজে।

"স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া। সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ॥" ইতি।

তত্র মহত্তত্ত্বাদিক্রমেণ হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মসমষ্ট্যাত্মকঃ, ততঃ স্থূলরূপো বৈরাজঃ রজোগুণপ্রধানতয়া ব্রহ্মণঃ স্থূল-সূক্ষ্মরূপাবেতৌ, ব্রহ্মণো লীলাবিগ্রহশ্চতুরাননঃ, শিবস্য চ লীলাবিগ্রহা একাদশ বিজ্ঞেয়াঃ, বাসুদেবস্য চ লীলাবিগ্রহাঃ—"স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাস্থিতঃ" (ভাঃ ১, ৩, ৬) ইত্যাদিনা দর্শিতাঃ। তেষু চ কেচিৎ সঙ্কর্ষণস্য চাংশাঃ, কেচিচ্চ তৎকলাঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণ এবাবতীর্ণঃ, তদুক্তং—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"ইতি। (ভাঃ ১, ৩, ২৮)

অত্র স্বামিটীকা—"তত্র মৎস্যাদীনামবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞান-ক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণং, কুমারনারদাদিষ্বাধিকারিকেষু যথোপযোগমংশকলাবেশঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্নারায়ণ এব, আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ" ইতি। প্রকৃতিশ্চ মায়াশক্তির্বিশ্বাবরিকা তদুপাধির্দুর্গা, লক্ষ্মীস্তু শুদ্ধসত্ত্বাংশোপাধিরিতি॥ ৩৩॥

অনুবাদ।

যদি আশঙ্কা হয়—মায়া নির্দ্দয় ভাবে জীবকে সংসার পেষণীতে নিষ্পেষিত করিতেছে; ইহা ভগবান্ কি করিয়া সহ্য করিতেছেন? তৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতে প্রপঞ্চ সৃষ্টিতে নিযুক্তা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মায়ার প্রতি দাক্ষিণ্য (সাক্ষাৎ অনুগ্রহ) সঙ্কোচ করিতে সক্ষম হন না অর্থাৎ ভগবান্ যদি করুণা করিয়া স্বয়ংই জীবের মোহ নষ্ট করেন, তবে মায়ার কৃতকার্য্যে হস্তক্ষেপ হওয়ায় তাহার সম্মান নষ্ট হয়, তাই তাহাতে বিরত থাকে।

জীবের প্রতি ভগবানের করুণা। যদি ভগবান্ নিজ-দাস জীবের মোহ নাশ না করেন, তবে তাঁহার কৃপালুতার তো হানি হইল? তাহাই বলিতেছেন:—মায়া হইতে জীবের যে সর্ব্বদা ভয় রহিয়াছে, ভগবান্ তাহা বুঝিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে আপনার সম্মুখীন করিতে নিরন্তর উপদেশ দিয়া থাকেন—"আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দুরত্যয়া, কিন্তু যাহারা আমার আশ্রয় লয়, তাহারা ঐ মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।" "সাধুগণের সঙ্গ যথাবিধি করা হইলে আমার লীলা

প্রকাশক, হৃদয় এবং কর্ণের আনন্দদায়িনী কথা উপস্থিত হয়, পরে ঐ কথা শ্রবণাদি হইতে অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথরূপ আমাতে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

ভগবান্ যে লীলাবতার শ্রীমদ্ব্যাসরূপ প্রকট করিয়া আচার্য্যের ন্যায় সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন। ইহার পরে "অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ" এই ভাগবতীয় শ্লোকেই এ বিষয় আসিবে, সুতরাং (ভজনের উপদেশ দেওয়ায়) মায়ার জীব-সম্মোহন কর্ম্ম এবং শ্রীভগবানের—ভয় দূর করিয়া জীবকে আপনার সম্মুখে আনিবার ইচ্ছা—এ উভয় কার্য্যেরই সামঞ্জস্য রক্ষা হইল ! ইহা বুঝিতে হইবে।

'মায়া শব্দে শক্তিকে বোধ করায়, শক্তি শব্দে কার্য্যক্ষমতা, ঐ কার্য্যক্ষমতাও আবার ধর্ম্মবিশেষ সুতরাং তাহার লজ্জা-মোহনকর্ত্তৃত্বাদি কিরূপে সম্ভাবিত হয়?' ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, শক্তি ধর্ম্মবিশেষ হইলেও, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কথা শ্রবণ করা যায়। কেনোপনিষদে মহেন্দ্র ও মায়ার সংবাদে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। এতদ্বিষয় বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।

(৩৩) আচ্ছা ! যদি জীবসম্মোহন কার্য্যে শ্রীভগবানের অভিপ্রায়ই না থাকিবে, তবে মায়াকে প্রপঞ্চ সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত কেন করিলেন? কারণ জীবের ভোগের জন্যই তো সংসার সৃষ্টি করিতে মায়ার নিয়োগ? ইহার উত্তর এই—ভগবান্ যে মায়াকে প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে নিয়োগ করিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য—জীবগণকে ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ দান করিবেন, কিন্তু জীবকে সংসারে ফেলিয়া সম্মোহিত (স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি ও অস্বরূপের আবেশ) করিবার অভিপ্রায় নহে। শ্রীমদ্ভাগবতই বলিয়াছেন :—

"বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ ॥"

(ভা০ ১০, ৮৭, ২)

গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-স্থিত দুইটি ভগবদ্বাক্য গ্রহণ করিয়া জীবের প্রতি ভগবানের অপার করুণা দেখাইলেন। শ্রীভগবান্ অমর্য্যাদদয়ানিধি সর্ব্বেশ্বর বাৎসল্য-বারিধি, যদিও জীব প্রাচীন কর্ম্ম-বশে অনাদিকাল হইতে আপনার পরম উপাস্য বস্তুকে ভুলিয়া মায়ার পদাঘাতে বিবিধ যাতনা ভোগ করিতেছে, কিন্তু ভগবান্ নিশ্চিন্ত নহেন, সর্ব্বদাই তিনি জীবের ঐ দুঃখ নাশের জন্য কখন বা স্বমুখে কখন বা যোগ্য জীবে জ্ঞান-ভক্তি-শক্তির আবেশ করিয়া বা লীলা-অবতার প্রভৃতি প্রকট করিয়া বিবিধ সদুপদেশ দিতেছেন এবং জীবের চিত্ত আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ অন্যান্য অবতার অপেক্ষা শ্রীবেদব্যাসরূপ লীলাবতার আবির্ভাব করিয়া জীবকে অধিকরূপে সদুপদেশ দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ এবং মহাভারত ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিই ইহার জলন্ত প্রমাণ !

'লীলয়া'—এই শব্দে গ্রন্থকার, শ্রীব্যাসদেব—ভগবানের লীলাবতার ; ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। অজ্ঞানান্ধ জীবগণকে জ্ঞানালোক দেখাইয়া ভক্তিপথে লইয়া যাওয়াই এই অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেদ বিভাগ ও শাস্ত্র প্রকাশ দ্বারা উহাই সাধন করিতে শ্রীভগবান্ পরাশর এবং সত্যবতীকে নিমিত্ত করিয়া ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।—

"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" চক্রে বেদ-তরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ।"

(ভা০ ১, ৩, ২১)

ইন্দ্রের সহিত মায়াধিষ্ঠাত্রী দেবীর সংবাদ উপনিষদে এইরূপ পাওয়া যায়; "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজিগ্যে দেবাঃ—" ইত্যাদি "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম, বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি" (কেন০ ৩, ১৪—২৫)

ইহার সংক্ষেপার্থ এই—কোন সময়ে দেবগণ অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গর্ব্বিত হইলে তাহাদের গর্ব্বাপনোদন ইচ্ছায় পরমাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহার পরিচয় জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেবগণের বল পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে একগাছি তৃণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবগণের মধ্যে—অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিল না, বায়ুও তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হইল, তখন ইন্দ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্র পরমাত্মা ইন্দ্রকে স্বকীয়রূপ দেখাইয়া অন্তর্হিত হইলেন; ইতি মধ্যে হঠাৎ সেই স্থানে স্ত্রীরূপধারিণী হৈমবতী মায়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইন্দ্র ঐ বিষয় পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে মায়া বলিলেন—'তিনি ব্রহ্ম।'

মায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অস্বীকার করিলে, মহেন্দ্রের সহিত মায়ার কথোপকথন তো সিদ্ধ হয় না? শাস্ত্র যখন সত্য; তখন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত সেই মূর্ত্তিমতী মায়াকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন :—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ"

এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণেও—

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য জগত্রয়হিতৈষিণী"

সেই কনককান্তি কমনীয় মূর্ত্তি মহামায়াকে উদ্দেশ করিয়াই এ কথা বলা হইয়াছে, এইরূপ মায়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অস্তিত্ব-কল্পে বহুতর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখন একথা বলা যাইতে পারে—আমাদের পরিদৃশ্যমান পৃথিবী-জল-অগ্নি-প্রভৃতি কার্য্যরূপ বস্তু গুলি ও জড়, ইহাদের উপাদান যখন প্রকৃতি; তখন তাহাও জড়,—ইহাই সিদ্ধ হইল এবং জড়ের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা না থাকায় ইহার পরিচালক চেতন পরমেশ্বরেরও সিদ্ধি অবশ্যই হইয়া পড়িবে। শ্রুতিও বলিয়াছেন :—"স ঐক্ষত" (ঐত০ ১, ১, ১) "বহু স্যাং—" (ছান্দো০ ৬, ২, ৩)

যদি এ স্থানে আশঙ্কা হয়—'যখন প্রকৃতির একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই স্বীকার করা হইল, তখন সৃষ্ট্যাদি কার্য্যও তো তাহা হইতেই হওয়া সম্ভবপর, সুতরাং অপর একটি ঐ কার্য্যের সাহায্যকরূপে ঈশ্বরের কল্পনা করা কেন? আর যদি ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তবে "কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ" জীব—কার্য্যোপাধি এবং ঈশ্বর—কারণোপাধি, এই সমস্ত বাক্যের সহিত বড়ই বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়?' ইহার সমাধান এই—সর্ব্ব প্রমাণ বরীয়সী-শ্রুতি বলিয়াছেন :—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো যুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।

(শ্বেতাশ্ব০ ৪, ৫)

ইহার ফলিতার্থ—পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপকতা ধর্ম্মে প্রকৃতির মধ্যগত হইয়াও ভোগোৎকণ্ঠাবর্ত্তী প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ তাহাকে আপনার বলিয়া অভিমান করেন না। কিন্তু মায়া নিরন্তর

ঈশ্বর-সঙ্গ লাভে সর্ব্বদাই উৎসুকা, সেই অভিপ্রায়েই শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যপাদ আনন্দ লহরীতে শ্রীদুর্গাকে 'পরমব্রহ্ম-মহিষী' বলিয়াছেন। ঈশ্বর যে কারণোপাধি—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, তবে ঈশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন—এই অভিপ্রায়েই তাঁহাকে কারণোপাধি বলা হইয়াছে, অন্য অভিপ্রায়ে নহে। সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণ, ইহারা ক্রমান্বয়ে সুখ, দুঃখ ও মোহ-স্বভাব, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃত্যভিমানিনী দেবীর কোন স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়াই ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃস্বরূপের সিদ্ধি হইতেছে। শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিন্ময় সুখময়-শরীর ঈশ্বর—স্বতন্ত্র, তাঁহার সমস্ত লীলাই বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত, অথচ লোকের ন্যায় প্রতীয়মান, এই জন্যই তাঁহার সর্ব্বনিয়ন্তৃতার কোনই দোষস্পর্শ করে না এবং উহা সুসিদ্ধ। পক্ষান্তরে—ঈশ্বর যখন নিত্য বিবিধ লীলা-পরায়ণ, তখন তাঁহার নিত্য-ধাম এবং নিত্য-পরিকরাদিরও সিদ্ধি স্বতই হইতেছে। নচেৎ নিত্যলীলার বৈচিত্র্য কিরূপে হইতে পারে? এবং শ্রীভগবানের ঐ ধাম-লীলাও যে পরা শক্তি চিচ্ছক্তির বিলাস—ইহাও স্বীকার্য্য।

এদিকে যেমন মায়ার রাজ্যে জীব-ভোগ্য প্রাপঞ্চিক সংসার-লীলাক্ষেত্রে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দুর্গাদিনাম্নী অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তেমনি স্বয়ংভগবানের অপ্রাকৃত নিজ-ভোগ্য লীলাক্ষেত্রেও সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজদেবী—অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইঁহারা সকলেই সেই স্বরূপশক্তি—চিচ্ছক্তিদেবীর বিলাস-মূর্ত্তি, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্পাদন কর্ত্রী। ভগবানের দেহ যেমন চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ ও নিত্য, তেমনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর, ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের দেহও—চিচ্ছক্তির বিলাস এবং নিত্য।

অদ্বৈতবাদি ভক্তগণের মত। প্রস্তুত বিষয় বলিবার প্রথমে, অদ্বৈতবাদী ভক্তগণের মতের সংক্ষেপ কিছু বলা যাইতেছে;—শ্রীশ্রীধরস্বামি প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী ভক্তগণ বলেন:—"এক অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব—ব্রহ্মই, প্রকৃত্যুপাধি ঈশ্বর ও পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন, প্রকৃত্যুপাধি এক ঈশ্বর—প্রকৃতির সত্ত্বগুণের নিয়ামকরূপে—'বাসুদেব', রজোগুণের নিয়ামকরূপে—'ব্রহ্মা' এবং তমোগুণের নিয়ামকরূপে—'শিব'; এই তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সেই বাসুদেব হইতে 'সংকর্ষণ', তাঁহা হইতে 'প্রদ্যুম্ন' এবং তাঁহা হইতে 'অনিরুদ্ধ'—এই চারটি ব্যূহ। শাস্ত্রেও আছে—"একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তচ্চতুষ্টয়ম্।" শ্রীবাসুদেবেরই লীলাবিগ্রহ—বৈকুণ্ঠনাথ 'নারায়ণ।' সেই বাসুদেবই 'সঙ্কর্ষণ' নামক নিজ অংশদ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করিয়া মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

"স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্ম-মায়য়া। সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ॥"

মহত্তত্ত্বাদির সূক্ষ্মাবস্থার সমষ্টিস্বরূপ—'হিরণ্যগর্ভ' আর স্থূলরূপ 'বৈরাজ।' রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মারই ঐ দুইটি সূক্ষ্ম-স্থূল রূপ। ব্রহ্মার লীলাবিগ্রহ—চতুরানন 'ব্রহ্মা।' শিবের লীলাবিগ্রহ—'একাদশ রুদ্র'। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে "স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাস্থিতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যে সকল অবতারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারাই শ্রীবাসুদেবের লীলাবিগ্রহ। ইহার মধ্যে কোন কোন অবতার বাসুদেবের অংশ বা কলা;—কিন্তু স্বয়ং নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি পাদও বলিয়াছেন—"যে সকল মৎস্যাদি অবতারের কথা বলা হইল, তাঁহাদের সকলেরই সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্ব-শক্তিমত্ত্ব থাকিলেও যেস্থানে যে পরিমাণে জ্ঞান এবং ক্রিয়া-শক্ত্যাদির আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য, তাহাই করিয়াছেন। যেমন জ্ঞান-ভক্তিশক্ত্যাদির অধিকারপ্রাপ্ত সনকাদি কুমার এবং নারদ প্রভৃতি যোগাজনে উপযোগিতা বোধে অংশ-কলার আবেশ হইয়াছে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ নারায়ণই, কারণ—ইঁহাতে

নিখিল শক্তিরই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের আবরিকা মায়োপাধি দুর্গানাম্নী শক্তিই প্রকৃতির বিলাস-মূর্ত্তি। আর নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী—শুদ্ধসত্ত্বাংশোপাধি।"

গ্রন্থকারের ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মায়াশক্তি এবং চিৎশক্তির অনেক ভেদ পরিলক্ষিত হয়। স্বরূপশক্তি—পট্টমহিষীর ন্যায় ভগবানের অতিপ্রেয়সী এবং মায়াশক্তি ভগবদ্ধামের বহির্দ্বার-সেবিকার ন্যায় বাহ্যকর্ম্ম-চারিণী দাসী ; সুতরাং দাসীর উচিত কর্ম্ম—স্বামিবিমুঢ় জনকে দুঃখদান করা, তাই মায়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীবগণকে সংসারে ফেলিয়া নানা দুঃখ দিয়া থাকেন।

তত্র জীবস্য তাদৃশচিদ্রূপত্বেঽপি পরমেশ্বরতো বৈলক্ষণ্যং, তদপাশ্রয়ামিতি, যয়া সম্মোহিত ইতি চ দর্শয়তি॥ ৩৪॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

তত্র জীবস্যেতি ;—"মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্"ইতীশ্বরস্য মায়ানিয়ন্তৃত্বং "যয়া সম্মোহিতো জীবঃ" ইতি জীবস্য মায়ানিয়ম্যত্বঞ্চ। তেন স্বরূপত ঈশাজ্জীবস্য ভেদপর্য্যায়ং বৈলক্ষণ্যং দৃষ্টবানিতি প্রস্ফুটম্। 'অপশ্যৎ'ইত্যনেন কালোঽপ্যানীতঃ। তদেবমীশ্বর-জীব-মায়াকালাখ্যানি চত্বারি তত্ত্বানি সমাধৌ শ্রীব্যাসেন দৃষ্টানি। তানি নিত্যান্যেব।

"অথ হ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কালঃ" ইত্যেবং ভাল্লবেয়শ্রুতেঃ।

"নিত্যো নিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"(কঠ০ ৫,১৩) ইতি কাঠকাৎ।

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।

"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" (শ্বেত০ ৪, ৫) ইতি শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রাচ্চ।

"অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে। সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে॥
প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥
অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্।
অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ! বিদ্যতে। অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ" ইতি শ্রীবৈষ্ণবাচ্চ

তেম্বীশ্বরঃ শক্তিমান্ স্বতন্ত্রঃ, জীবাদয়স্তু তচ্ছক্তয়োঽস্বতন্ত্রাঃ।

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" ইতি শ্রীবৈষ্ণবাৎ।

"স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি" (ভা০ ১০, ১, ২২) ইতি শ্রীভাগবতাচ্চ। তত্র বিভুবিজ্ঞানং—ঈশ্বরঃ, অণুবিজ্ঞানং—জীবঃ। উভয়ং—নিত্যজ্ঞানগুণকম্। সত্ত্বাদিগুণত্রয়বিশিষ্টং জড়ং দ্রব্যং মায়া। গুণত্রয়শূন্যং ভূতবর্ত্তমানাদিব্যবহারকারণং জড়ং দ্রব্যং তু কালঃ। কর্ম্মাপ্যনাদি বিনাশি চাস্তি ; "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" (ব্র০ ২, ১ ৩৫) ইতি সূত্রাদিতি বস্তুস্থিতিঃ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধা বেদিতব্যা॥ ৩৪॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

জীবেশ্বরয়োর্দ্দেহসম্বন্ধে বৈলক্ষণ্যং দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে টীকায়ামাহ ;—"অয়ং ভাবঃ, জীবস্যাবিদ্যয়া মিথ্যাদেহ-সম্বন্ধঃ ঈশ্বরস্য তু যোগমায়য়া চিদ্ঘনলীলাবিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ" ইতি। মায়াকৃতাবরণেন মিথ্যাদেহসম্বন্ধঃ কার্য্যদেহাভিমানং, যোগমায়য়া চিচ্ছক্ত্যা তিরস্কৃতমায়য়া চিদ্ঘনলীলাবিগ্রহে আবির্ভাবো ন তু তদভিমানং, বিগ্রহস্য চিন্ময়ত্বং—শুদ্ধসত্ত্বরূপত্বেন নিয়তজ্ঞানাবির্ভাবকত্বমিতি। যদ্বা, যোগমায়য়া—যোগাখ্যমায়য়া, স্বেচ্ছয়েতি যাবৎ। তদুক্তং—"স্বেচ্ছাময়স্য" ইতি, স্বেচ্ছা—স্বীয়েচ্ছা, তন্ময়স্য—তদনুরূপশরীরস্য ; ন ত্বদৃষ্টাকৃষ্টশরীরস্যেতি। "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা" ইতি বচনাচ্চ। এবং "অক্ষয্যং হি * চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতৌ যথাঽক্ষয্যপদস্য—"ইহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, তে অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদিন্যায়ানুগৃহীত-শ্রুত্যা বলবত্যা বাধেন কল্পপর্য্যন্তস্থায়িপরতা, তথা—"যৎ সাবয়বং তদনিত্যং" "যদ্দৃশ্যং তদনিত্যম্" ইত্যাদি ন্যায়ানুগৃহীতয়া বলবত্যা—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসনার্থং লোকানাং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"
"আকাশবৎ সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা, অরূপমস্পর্শং নিষ্ক্রিয়ং নিরঞ্জনম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুত্যা বাধেন, "নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বিদ্ধি বৃন্দাবনং তথা"
"সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী," "নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।"
"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য মহাত্মনঃ॥"

"অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ,"—ইত্যাদিবচনানামন্যার্থপরতা কল্প্যত ইতি। অত্রোচ্যতে;—যথা প্রপঞ্চোপাদানত্বেন সিদ্ধা প্রকৃতিরনির্ব্বচনীয়া• সাবয়বা নিত্যা প্রত্যক্ষগম্যা সিদ্ধ্যতি, তস্যা অনিত্যত্বে তদুপাদানস্যাবশ্যকত্বে পুনরনবস্থা স্যাৎ, নিরবয়বত্বেন পরিণামাসম্ভব ইতি; তথা প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকতয়া সিদ্ধস্য চেতনস্যাশরীরত্বে ইষ্টত্বানুপপত্তিরিতি। তচ্ছরীরস্যানিত্যত্বে তৎকারণশরীরাঙ্গীকারে পুনরনবস্থা স্যাদিতি নিত্যশরীরসিদ্ধিঃ, তথা "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ইতি ন্যায়েন তদ্ধামাদিকমপ্রাকৃতং সিধ্যতীতি। বৈকুণ্ঠধাম্নস্তথাত্বমাহ দ্বিতীয়স্কন্ধে,—

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পদং ন যৎ পরম্॥
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ॥
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ"ইতি॥

তস্মৈ—ব্রহ্মণে। এবং বৃন্দাবনাদিকমপি নিত্যধাম,—কৃষ্ণসন্দর্ভাদৌ বক্তব্যং। পরমানন্দস্য ভগবতো যথা প্রয়োজনমনপেক্ষ্য সৃষ্টি-লীলাদৌ প্রবৃত্তিস্তথা নিজপরিকরৈঃ সহ ক্রীড়াদৌ প্রবৃত্তিঃ, তথোক্তং মাধ্বভাষ্যে ;—

"দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা"ইত্যাদীতি দিক্। বৈলক্ষণ্যং বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসেন ভেদং ;—ইদং দর্শনক্রিয়া-কর্ম্ম, "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" ইত্যাদি দ্বয়ং—কর্ত্তৃ॥ ৩৪॥

* "হবৈ" ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ।

পূর্ব্বপ্রকারে জীব চিদ্রূপ হইলেও "তদপাশ্রয়াম্" ও "যয়া সম্মোহিতঃ" এই দুইটি বচনের দ্বারা পরমেশ্বর হইতে জীবের পার্থক্য দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ 'মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্' মায়া ঈশ্বরের অতি-দূরে অবস্থিত, এই কথা বলায় ঈশ্বর মায়ার অধীন নহেন; সুতরাং মায়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না এবং 'যয়া সম্মোহিতঃ জীবঃ, এই কথায় জীব মায়ার অধীন সুতরাং মায়া তাহাকে মোহিত করিয়া থাকে ;—ইহা প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।

(৩৪) মায়া ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে থাকেন, তাঁহার সম্মুখে আসিতে পারেন না ; এ-কথা বলায়, ঈশ্বর মায়ার নিয়ম্য নহেন, তিনি মায়ার নিয়ন্তা। জীব মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত—মায়ার নিয়ম্য সুতরাং এইরূপে পরমেশ্বর ও জীব—উভয়ের 'নিয়ন্তা' 'নিয়ম্য'রূপ—স্বরূপগত ভেদ স্পষ্টই রহিয়াছে। বেদব্যাস সমাধিতে এই প্রকার উভয়ের স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাসকেই ভেদরূপে দেখিয়াছিলেন।

শ্রীবেদব্যাস সমাধি অবস্থায় ঈশ্বর, জীব এবং মায়া দেখিয়াছিলেন, ইহাতো স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে এবং 'অপশ্যৎ' এই অতীত কালবোধক ক্রিয়া থাকায় নিত্য বলিয়া শাস্ত্রবিদিত যে 'কাল' বিদ্যমান আছেন, তিনি সমাধিতে তাঁহাকেও দেখিয়াছিলেন। সুতরাং ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং কাল—এই চারটি নিত্য পদার্থ ব্যাসের দর্শনীয় বস্তু। ঐ বস্তু চতুষ্টয়ের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিও পাওয়া যায় :—"অথহ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কালঃ।" (ভাল্লবেয় শ্রুতি)—এই শ্রুতোক্তি উক্ত চার বস্তুর নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে।

> "অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে। সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে ॥
> প্রধানপুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥
> অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥
> অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ ! বিদ্যতে। অবিচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ ॥

এই শ্রীবিষ্ণু পুরাণের বচনগুলির তাৎপর্য্যেও—ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং কাল এই চার বস্তুর অনাদিত্ব এবং নিত্যত্ব সাধিত হইল। কেবল ইহাই নহে;—ঐ বচনের—"অবিচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্ত-সংযমাঃ" এই অংশে কর্ম্মকেও অনাদিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং "ন চ কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" (ব্রঃ ২ । ১ । ৩৫) এই ব্রহ্মসূত্রেও সমস্ত ভাষ্যকারই কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

অনাদি পঞ্চতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ঈশ্বর চেতন, জ্ঞানরূপ; অথচ জ্ঞাতা, বিভু; তথাপি যোগমায়া-বিলসিত চিদ্ঘন লীলা-বিগ্রহবান্ হইয়াও ঐ দেহে অভিমান শূন্য, কারণ ভগবৎ শরীরের চিন্ময়ত্ব এবং শুদ্ধ-সত্ত্বরূপত্ব থাকায় নিয়ত জ্ঞান-প্রকাশকত্ব সুতরাং তাহাতে দেহ-দেহি-বিভাগ নাই বলিয়া অভিমানেরও সম্ভাবনা নাই। "দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ" জীবের সম্বন্ধেই ঐ ভাব, ঈশ্বরে উহার অসম্ভব। এইরূপ তিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ-শক্তিমান্ প্রকৃতি নিয়ন্তা

জীবের ভোগের জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মুক্তিরও উপায় নির্দ্দেশ করেন, "একোঽপি সন্ বহুধা বিভাতি" তিনি এক হইয়াও স্বরূপশক্তির বৈচিত্রীবশতঃ চিজ্জগতে এবং মায়িক জগতে বহুরূপে প্রতিভাত, তথাপি তিনি অব্যক্ত, অথ চ "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্" ভক্তের প্রেমের নিকটে গ্রাহ্য—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্।

জীব—নিত্যজ্ঞানগুণ ঈশ্বরের তটস্থশক্তি, অণুবিজ্ঞান; তাই অল্পজ্ঞ। অবিদ্যা-বিলসিত মিথ্যা দেহসম্বন্ধ সুতরাং মায়াকৃত স্বরূপাস্ফূর্ত্তি ও অস্বরূপের আবেশে দেহাভিমানী, সেইজন্য বিবিধ অবস্থাপন্ন। ভগবদ্বিমুখতাই উহার এ দুরবস্থার হেতু, আবার শ্রীভগবদুপদিষ্ট ভক্তিই ঐ দুর্দ্দশা মোচনের অনন্য উপায়।

মায়া—সত্ত্বাদি গুণত্রয়বিশিষ্ট জড় দ্রব্য, নিত্যা, অনাদি, বিবিধ জগৎসৃষ্টিকারিণী, জীব সম্মোহিনী প্রকৃতি।

কাল—অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যুগপৎ, ক্ষিপ্র, মান্দ্য প্রভৃতি ব্যবহারাত্মক শব্দের কারণ। ক্ষণ-লব-দণ্ড-মুহূর্ত্ত-প্রহর-দিবা-রাত্রি-পক্ষ-মাস-অয়ন-বৎসরাদির নিমিত্তভূত অনাদি নিত্য অথচ জড়-দ্রব্য।

কর্ম্ম—অদৃষ্টাদি শব্দে যাহাকে ব্যবহার করা হয়, এমন অনাদি অথচ—বিনাশশীল জড়রূপ।

যদ্যেব যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং, তদ্যেব তন্মায়া-বিষয়তাপন্নঽবিদ্যাপরিভূতঞ্চেত্যযুক্তমিতি জীবেশ্বর-বিভাগোঽবগতঃ। ততশ্চ স্বরূপ-সামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন তদ্দ্বিতয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেবেত্যাগতম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

যত্তু—"একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছান্দোগ্য০ ৬, ২, ১) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ০ আ০ ৩, ৯, ২৮) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ০ আ০ ৪, ৪, ১৯) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যো নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাদ্বৈতং ব্রহ্ম বাস্তবং, অথ সদসদ্বিলক্ষণত্বাদনির্ব্বচনীয়েন বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিকেনাজ্ঞানেন সম্বন্ধাত্তস্মাদ্বিদ্যোপহিত-মীশ্বরচৈতন্যমবিদ্যোপহিতং জীবচৈতন্যঞ্চাভূৎ, স্বরূপজ্ঞানেন নিবৃত্তে ত্বজ্ঞানে ন তত্রেশ্বরজীব-ভাবঃ, কিন্তু নির্বিশেষাদ্বিতীয়চিন্মাত্ররূপাবস্থিতির্ভবেদিত্যাহ মায়ী শঙ্করঃ; তত্রাহ—যদ্যেব যদেকমিতি, বিস্ফুটার্থম্। ইত্যুক্তমিতি। যুগপদেবাকস্মাদেবাজ্ঞানযোগাদেকস্য ভাগস্য বিদ্যাশ্রয়ত্বমন্যস্যাবিদ্যাপরা-ভূতিরিতি কিমপরাদ্ধং তেন ব্রহ্মণা, যেন বিবিধবিক্ষেপক্লেশানুভবভাজনতাভূৎ? পুনরপ্যাকস্মিকাজ্ঞান-সম্বন্ধস্যাশক্যত্বাদক্ষুণ্ণিতি ন তদুক্তরীত্যা তদ্বিভাগো বাচ্যঃ, কিন্তু শ্রীব্যাসদৃষ্টরীত্যৈব সোঽস্মাভিরবগত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তত্র "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" ইত্যনেন পরমেশ্বরস্য মায়াকৃতমোহরাহিত্যং, "যয়া সম্মোহিতো জীবঃ" ইত্যনেন জীবস্য মায়ামোহিতত্বমিত্যুক্তমিতি। মোহিতত্বতদভাবরূপবিরুদ্ধধর্ম্ময়োরেকস্মিন্ন-সম্ভবাদীশ্বর-জীবয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ ইতি দর্শয়তি—যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্মেতি। মায়াশ্রয়তেতি—মায়াশ্রয়ো

হি মায়ামপেক্ষ্য ব্যাপকতয়া মায়াকৃতমাবরণরূপং তদ্বিষয়ত্বং নার্হতি, অতো বিদ্যাময়ং—অপ্রতিরুদ্ধজ্ঞানং, তেন দেহাভিমানরূপাঽবিদ্যাকৃতবিষয়ভোগাদি পরাভবঞ্চ নাপ্নোতীতি ভাবঃ। জীবেশ্বর-বিভাগঃ—জীবেশ্বরয়োর্মিথো ভেদঃ। ততশ্চেতি—মায়াশ্রয়ত্বাদিমায়ামোহিতাদ্যোর্মিথো বিরোধাজ্জীবেশ্বর-বিভাগাচ্চেত্যর্থঃ। স্বরূপসামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন,—স্বরূপয়োঃ—স্বাভাবিকয়োঃ মায়ানিয়ন্তৃত্বপ্রযোজকসামর্থ্য-মায়াকৃতাবরণনিবর্ত্তনাক্ষমসামর্থ্যয়োর্বৈলক্ষণ্যেন, মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেব তৎ দ্বিতয়ং—ঈশ্বরজীবো-ভয়মিত্যাগতমিত্যর্থঃ। ভগবদ্ভজনকৃতশক্ত্যা জীবানামপি মায়ানিরাসাৎ—'স্বরূপ' ইত্যুক্তম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

যে কালে একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, মায়াশ্রয় বা মায়ানিয়ন্তা (ঈশ্বর) বলিয়া কথিত হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই আবার ঐ ব্রহ্ম মায়ার বিষয় এবং অবিদ্যা পরাভূত (জীব) ইহাও বলা হইতেছে, সুতরাং ঐরূপ জীবও ঈশ্বরের বিভাগ নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। উক্তরূপ জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ বিষয়ে একই বস্তুর মায়াশ্রয়ত্ব এবং মায়ামোহিতত্ব স্বীকারহেতু পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, স্বরূপগত সামর্থ্যের বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ঈশ্বর ও জীবের বিলক্ষণ-স্বরূপত্বই লাভ করা যায় অর্থাৎ উভয়েই স্বরূপতঃ চেতনই বটে; কিন্তু ঈশ্বরের মায়া-নিয়মন সামর্থ্য, জীবের মায়াকৃত স্বরূপাবরণ দূর করিতে অক্ষমতা, এইরূপ উভয়ের শক্তির বিভিন্নতা থাকায় যে বিলক্ষণ স্বরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয় ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।

(৩৫) "যর্হ্যেব যদেকং" ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায় এই :—"মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং" এই বাক্যে 'মায়া ঈশ্বরকে মোহিত করিতে পারেন না' বলা হইল, "যয়া সম্মোহিতো জীবঃ" এ বাক্যে জীবের মায়ামোহিতত্ব দেখান হইল। মোহিত হওয়া এবং তাহার অভাব (মোহিত না হওয়া)—এই দুটিই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এক বস্তুতে হইতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বর আর জীবের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে—এই সিদ্ধান্তই উল্লিখিত বাক্যে দেখান হইয়াছে।

গ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ নিরাস অভিপ্রায়েই ঐ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়াছেন, সুতরাং ঐ বিষয়ের পূর্ব্বপক্ষজ্ঞানের জন্য অতি সংক্ষেপে মায়াবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত দেখান যাইতেছে; শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের মত :—"নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই বাস্তব তত্ত্ব। শ্রুতিগণ বলেন :—"একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই।" সৎ-ও নয় অসৎ-ও নয়; এমন একটি লক্ষণাক্রান্ত অতএব অনির্ব্বচনীয় বিদ্যা ও অবিদ্যাবৃত্তিক অজ্ঞানের সম্বন্ধে, বিদ্যায় উপহিত চৈতন্য—ঈশ্বর, অবিদ্যায় উপহিত চৈতন্য—জীব। স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, আর ঈশ্বর-জীব ভাব থাকে না; তখন নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় চিন্মাত্ররূপে অবস্থিতি হয়।"

উল্লিখিত মায়াবাদে এককালেই ব্রহ্মে হঠাৎ অজ্ঞানের যোগ হওয়ায় এক ভাগ বিদ্যাশ্রয় হইয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হইল অপর ভাগ অবিদ্যা পরাভূত হইয়া জীব হইল। হায়! ব্রহ্ম এমন কি অপরাধ করিলেন, যে তাঁহার ঐরূপ বিবিধ বিক্ষেপ-জন্য ক্লেশ অনুভব করিতে হইল? ব্রহ্মের

আকস্মিক অজ্ঞান সম্বন্ধ কখনই বলা যাইতে পারে না সুতরাং মায়াবাদিগণের উক্তরীতি অনুসারে জীব-ঈশ্বরের বিভাগও স্বীকার করা যায় না, তবে শ্রীব্যাসদেবের সমাধিতে দৃষ্ট রীতি অনুসারেই উহা আমরা নিশ্চয় করিব।

ন চোপাধি-তারতম্যময়পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বত্বাদিব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

যত্তু "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃ০ আ০ ২, ৫, ১৯) ইত্যাদিশ্রুতেস্তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো মায়য়া পরিচ্ছেদাদীশ্বরজীববিভাগঃ স্যাৎ। তত্র বিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো মহান্ খণ্ড 'ঈশ্বরঃ', অবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ খণ্ডস্তু 'জীবঃ'। যথা ঘটেনাবচ্ছিন্নঃ শরাবেণাবচ্ছিন্নশ্চাকাশখণ্ডো মহদল্পতাব্যপদেশং ভজতি। "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিত্ত্বা বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।

"উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা ॥"—

ইত্যাদিষু ব্রহ্মণস্তস্য প্রতিবিম্বশ্রবণাত্তদ্বিভাগঃ স্যাৎ। বিদ্যায়াং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ, অবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বস্তু জীবঃ। যথা সরসি রবেঃ প্রতিবিম্বঃ, যথা চ ঘটে প্রতিবিম্বো মহদল্পত্বব্যপদেশং ভজতে, তদ্বৎ—ইত্যাহ শঙ্করঃ। তদিদং নিরসনায় দর্শয়তি—ন চেতি, অনয়া রীত্যা তয়োর্বিভাগো ন চ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অদ্বৈতবাদিমতং নিরস্যতি,—নচেতি। উপাধিঃ—লিঙ্গশরীরং,—তস্য তারতম্যং—ধর্ম্মাধর্ম্মবিশেষ-কৃতসুখদুঃখাদিবৈচিত্র্যং,—তন্ময়ং,—তদধ্যাসেন বিলক্ষণত্বপ্রয়োজকং,—যঃ পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বত্বাদি,—তদ্ব্যবস্থয়া—ব্রহ্মণি তৎ-কল্পনয়া। তয়োঃ—জীবেশ্বরয়োঃ, বিভাগঃ স্যাৎ—ভেদব্যবহারঃ স্যাদিত্যর্থঃ। আদিনা—অপরিচ্ছিন্নত্ব-বিম্বত্বযোর্গ্রহঃ। অত্রৈব 'ন চ' ইত্যস্যান্বয়ঃ। এতন্মতপোষকং দ্বাদশস্কন্ধবচনং যথা;—"ন হি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে। নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব ॥" (ভাঃ ১২, ৪, ২৯) ইতি। অত্র স্বামি-টীকা,—"নন্ু সত্যস্যাপ্যাত্মনো জীবব্রহ্মরূপনানাত্বমস্ত্যেব? তত্রাহ; যদ্যেবং নানাত্বং মন্যতে,তর্হ্যবিদ্বান্। কথং তর্হি তয়োর্ভেদব্যবহারঃ? উপাধিকৃতঃ, ইত্যাহ—নানাত্বমিতি, তত্র ছিদ্রয়োঃ ঘটাকাশ-মহাকাশযোরিবেতি পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তঃ। জ্যোতিষোঃ জলস্থাকাশস্থ-সূর্য্যয়োরিবেত্যুপাধিকৃতবিকারসদ্ভাবে, বাতয়োঃ বাহ্যশরীরস্থয়োঃ বায্বোরিবেতি ক্রিয়াভেদে দৃষ্টান্তঃ।"

শ্রুতিশ্চ—"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিত্ত্বা বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা" ইতি। অয়মর্থঃ,—জ্যোতির্ম্ময়ো বিবস্বান্—সূর্য্যঃ একঃ—গগনে স্থিতঃ সন্নপি অপো ভিত্ত্বা অনুগচ্ছন্, বহুধা—নানারূপঃ প্রতীয়তে। কথং? উপাধিনা—তত্তজ্জলবৃত্তিত্বাদিনা, ভেদরূপঃ—ভিন্ন ইব ক্রিয়তে। এবং—এবংরূপেণ, ক্ষেত্রেষু—স্থূল-সূক্ষ্মদেহেষু অজোঽয়মাত্মেতি। এতেনাত্মন ঐক্যং শ্রুতিসিদ্ধং, নানাত্বমৌপাধিকমিতি চ। তত্র চ মত-দ্বয়ং—যথা ঘটাদ্যুপাধিনা মহাকাশবিভাগেনেব ঘটাকাশঃ ক্রিয়তে; এবং দেহেনাত্মনো বিভাগেনেব জীবঃ পৃথগিব

ক্রিয়তে—ইত্যেকং মতম্। মতান্তরঞ্চ—সূর্য্যস্য জলবৃত্তিত্বরূপবিলক্ষণসম্বন্ধেন প্রতিবিম্বত্বং, গগনবৃত্তিত্বেন বিম্বত্বম্। ন চ তত্র বিম্ব-প্রতিবিম্বয়োর্ভেদঃ—পারমার্থিকঃ; গগনস্থসূর্য্যস্যৈব জলবৃত্তিত্ব-স্বীকারাৎ জলে সূর্য্যান্তরকল্পনে গৌরবান্মানাভাবাচ্চ। ন চ—জলে চক্ষুঃসংযোগে কথং প্রতিবিম্ব-প্রত্যক্ষং, সূর্য্যে চক্ষুঃ-সংযোগাভাবাৎ? ইতি বাচ্যং, জলস্য স্বচ্ছতয়া তত্র চক্ষুষঃ সংযোগে চক্ষুরুচ্ছলিতং গগনস্থসূর্য্যে লগতি, তেন দোষবশান্মিথ্যাজলবৃত্তিত্বমবগাহ্য সূর্য্যপ্রত্যক্ষং জায়ত ইতি সিদ্ধান্তাদিতি। এবমন্তঃকরণরূপোপাধৌ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বলক্ষণ একঃ সম্বন্ধঃ—তেন জীবত্বং, বিম্বত্বলক্ষণসম্বন্ধশ্চাপরঃ—তেন পরমাত্মত্বমিতি বিলক্ষণসম্বন্ধদ্বয়ং শ্রুতিবলাৎ কল্প্যতে। ন চ—তন্মতে ঈশ্বরপরিগৃহীতশরীরেঽপি এতাদৃশসম্বন্ধদ্বয়স্যাবশ্যকতয়া ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাদীনামপি জীবত্বং স্যাৎ—ইতি বাচ্যং, প্রতিবিম্বত্বলক্ষণদেহসম্বন্ধং প্রতি ধর্ম্মাধর্ম্মসম্বলিতলিঙ্গশরীরস্য হেতুতয়া তদভাবাদেব শরীরিণোঽপীশ্বরস্য জীবত্বাভাবাৎ। ব্রহ্মাদীনাঞ্চ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং বিলক্ষণং, ন তু স্বাদৃষ্টপরিগৃহীতং কিন্তু লোকাদৃষ্টসহকারেণ স্বেচ্ছয়া তত্তদ্‌গুণময়মাবিস্কৃতং, তত্র চ কেবলং বিম্ববৎ সম্বন্ধ ইতি তে ন সংসারিণ ইতি সংক্ষেপঃ॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ। অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন :—"ইন্দ্র (ব্রহ্ম) মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান" এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মায়া দ্বারা পরিচ্ছেদ হওয়ায় 'ঈশ্বর' এবং 'জীব' এই দুই বিভাগ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে বিদ্যাবৃত্তি মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহান্ (বৃহৎ) খণ্ড—'ঈশ্বর।' অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অল্প খণ্ড—'জীব', যেমন এক মহাকাশ নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে, একটি ঘটের দ্বারা তাহার কতক অংশ আবৃত হইয়া তাহা 'ঘটাকাশ' আখ্যা লাভ করে। আবার ঐ মহাকাশেরই তদপেক্ষা কিছু অল্প অংশ সরাবের (সরার) দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার 'সরাবাকাশ' নাম হয় অর্থাৎ এইরূপে উভয়ের বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব ব্যবহার করা হয়। ইহাই 'পরিচ্ছিন্ন' বা 'পরিচ্ছেদবাদ।' আবার "এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য যেমন জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া, উপাধি—আধারের বিভিন্নতায় বহুভেদে প্রতীয়মান হয়, তেমনি অজ—জন্মাদি বিকারশূন্য আত্মাও বিবিধক্ষেত্রে বিবিধরূপে প্রতীত হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে সেই অদ্বয় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বত্ব শ্রবণ করা যায়; সুতরাং তাঁহার ঐরূপ বিভাগও অসম্ভাবিত নহে। যেমন সূর্য্যের সজল সরোবরে প্রতিবিম্ব এবং জলযুক্ত ঘটে প্রতিবিম্ব ক্রমান্বয়ে বৃহৎ এবং অল্প আকারে দেখা যায়, ব্রহ্ম ও তেমনি বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া বৃহৎরূপে 'ঈশ্বর' এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া অল্পাকারে 'জীব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—ইহাই 'প্রতিবিম্ববাদ'।"

উল্লিখিত পরিচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন উদ্দেশে বলিতেছেন :—(জীব ও ঈশ্বরের সামর্থ্যের বৈলক্ষণ্য থাকায়, যেমন তাহাদের ঐরূপ বিভাগ হইতে পারে না) এইরূপ উপাধি—লিঙ্গশরীর, ইহার তারতম্য—ধর্ম্মবিশেষের দ্বারা কৃত সুখাদি ও অধর্ম্ম বিশেষের কৃত দুঃখাদির বৈচিত্র; এই সুখ দুঃখাদি—বৈচিত্রময় অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির অধ্যাস করিয়া একটা বৈলক্ষণ্য সম্পাদক—পরিচ্ছেদ এব প্রতিবিম্বরূপ ব্যবস্থা ব্রহ্মে কল্পনা করিয়া জীব ও ঈশ্বরের বিভাগও হইতে পারে না॥ ৩৬॥

তাৎপর্য্য।

(৩৬) পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদের পোষকতা কল্পে শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বাদশ-স্কন্ধের এই বচন অনেকেই গ্রহণ করেন :—

"নহি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে। নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব॥" (১২, ৪, ৩০)

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা :—"নমু সত্যস্যাপ্যাত্মনো জীবব্রহ্মরূপনানাত্বমস্ত্যেব ? তত্রাহ—যদ্যেবং নানাত্বং মন্যতে তর্হ্যবিদ্বান্। কথং তর্হিতয়োর্ভেদব্যবহারঃ ? উপাধিকৃতঃ, ইত্যাহ নানাত্বমিতি। তত্র ছিদ্রয়োঃ ঘটাকাশ-মহাকাশয়োরিতি পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তঃ। জ্যোতিষোঃ জলস্থা-কাশস্থসূর্য্যয়োরিবেত্যুপাধিকৃতবিকারসদ্ভাবে, বাতযোর্বাহ্য-শরীরস্থয়োঃ বায়্বোরিবেতি ক্রিয়াভেদে দৃষ্টান্তঃ।"

"যদি বল—আত্মার জীব-ব্রহ্মরূপ নানাত্ব আছেই ? তাই বলিতেছি :—যদি কেহ ঐরূপ নানাত্ব মনে করে, তবে বলিব—সে অনভিজ্ঞ। আচ্ছা, তবে তাহার ভেদ ব্যবহার কেন ? উত্তর—ভেদ ব্যবহার সত্য নহে, উপাধিকৃত। ইহাই সদৃষ্টান্ত বলিতেছেন,—যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ– এইটি পরিচ্ছেদ এবং অপরিচ্ছেদ অংশে দৃষ্টান্ত অর্থাৎ মহাকাশের ন্যায় ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, ঘটাকাশের ন্যায় জীব পরিচ্ছিন্ন। আর যেমন জলস্থ এবং আকাশস্থ জ্যোতি—সূর্য্যাদি ; এইটি জীবের উপাধিকৃত বিকার অংশে দৃষ্টান্ত অর্থাৎ জলস্থ প্রতিবিম্ব জলের কম্পনাদি ধর্ম্ম লাভ করে সুতরাং সবিকার, আকাস্থ সূর্য্যাদির ঐ ধর্ম্ম না থাকায় নির্ব্বিকার। এ বিষয়ের অপর দৃষ্টান্ত—যেমন শরীরস্থ বায়ু এবং বাহ্য বায়ু, এটি ক্রিয়াভেদে দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ুরই ক্রূরতা সরলতা প্রভৃতি নানা ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় কিন্তু বাহ্য বায়ুর উক্ত ক্রিয়া দেখা যায় না।" এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন :—"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈবানুগচ্ছেৎ। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা॥"

উল্লিখিত শ্রুতি পুরাণাদির বচনে আত্মার ঐক্য সাধিত হইল এবং তাঁহার নানাত্ব—ঔপাধিক ; ইহাও প্রতিপাদিত হইল। ইহার মধ্যে দুইটি মত, প্রথম – যেমন ঘটাদি-উপাধি দ্বারা মহাকাশের যেন একটি বিভাগ করিয়াই 'ঘটাকাশ' করা হয়,—তেমনি দেহের দ্বারা আত্মার যেন বিভাগ করিয়াই জীব পৃথক্ পদার্থের ন্যায় কল্পিত হয়। দ্বিতীয় মত—সূর্য্যের জলবৃত্তিত্বরূপ বিলক্ষণ একটি সম্বন্ধ হেতু 'প্রতিবিম্বত্ব' এবং তাহারই আকাশ-বৃত্তিত্বরূপে বিম্বত্ব, কিন্তু বিম্বত্ব ও প্রতিবিম্বত্বের ভেদ পারমার্থিক নহে, কারণ সূর্য্যেরই জল বৃত্তিত্ব স্বীকার্য্য, জলে অপর একটি সূর্য্যের কল্পনা করা কেবল গৌরব মাত্র অর্থাৎ বাহুল্য মাত্র এবং তদনুকূলে কোন প্রমাণও নাই। তবে এখানে একটি আশঙ্কা এই – যদি জলে সূর্য্যান্তর কল্পনা না হয়, তবে—সূর্য্যে চক্ষুর সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল জলে চক্ষুর সংযোগেই প্রতিবিম্বের প্রত্যক্ষ কি করিয়া হয়, ইহার সমাধান এই,—জল অতি স্বচ্ছ, দ্রষ্টার চক্ষুর তাহাতে সংযোগ হওয়া মাত্রই চক্ষু উচ্ছলিত হইয়া আকাশস্থ সূর্য্যে সংলগ্ন হয়, এই নিমিত্ত চক্ষুর দোষে সূর্য্যের মিথ্যা জলবৃত্তিত্ব বোধ হইয়া প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ অন্তঃকরণাত্মক উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ একটি সম্বন্ধ হয় বলিয়াই তাহার জীবত্ব। এবং বিম্বত্বরূপ অপর একটি সম্বন্ধ হওয়ায় তাঁহার পরমাত্মত্ব—এই বিলক্ষণ দুইটি সম্বন্ধে শ্রুতি বলে কল্পনা করা যায়।

উল্লিখিত মতে ঈশ্বরের পরিগৃহীত শরীরেও ঐরূপ দুইটি সম্বন্ধের আবশ্যকতা মনে করিয়া তাঁহারা বলেন—'ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবাদিরও জীবত্ব হইবে' কিন্তু একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না,

কারণ—ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বলিত লিঙ্গ শরীরই প্রতিবিম্বরূপ দেহসম্বন্ধের প্রতি মূল হেতু অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আচরণে যে একটি অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তদনুসারেই প্রতিবিম্ব—জীব দেহের প্রাপ্তি। কিন্তু ঈশ্বরের দেহের কারণ ঐরূপ অদৃষ্ট হইতে পারে না, জীবেই উহার সম্ভাবনা, ঈশ্বরে সর্ব্বথাই জীবত্বের অভাব। গুণাবতার ব্রহ্মাদি দেবতা ঈশ্বরকোটি জীবকোটি নহেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বিলক্ষণ, জীবের ন্যায় নিজের অদৃষ্ট পরিগৃহীত নয়, কিন্তু লোকের অদৃষ্ট সহকারে নিজের ইচ্ছানুসারে তাঁহারা ঐরূপ গুণময় দেহ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কেবল বিম্ববৎ সম্বন্ধ, সুতরাং জীব যেমন সংসারী, তাঁহরা তেমন সংসারী নহেন। এস্থানে সংক্ষেপেই এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল।

তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং, তর্হ্যবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ। নির্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি ; উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ, দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে, ন ত্বাকাশস্য, দৃশ্যত্বাভাবাদেব ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

কুতো ন বাচ্য ইতি চেদনুপপত্তেরেবেত্যাহ,—তত্র যদ্যুপাধেরিতি, পরিচ্ছেদপক্ষং নিরাকরোতি—অনাবিদ্যকত্বেন, রজ্জুভুজঙ্গবদজ্ঞানরচিতত্বাভাবেন বস্তুভূতত্বে সতীত্যর্থঃ। অবিষয়স্যেতি—"অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইতি (বৃ০ আ০ ৩, ৯, ২৬) শ্রুতেঃ সর্ব্বাস্পৃশ্যস্য তস্য—ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্ ;—ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবদ্বাস্তবোপাধিচ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডবিশেষ ঈশ্বরো জীবশ্চ, ব্রহ্মণোঽচ্ছেদ্যত্বাদখণ্ডত্বাভ্যুপগমাচ্চ, আদিমত্বাপত্তেশ্চেশ্বরজীবয়োঃ, যতঃ—'একস্য দ্বিধা ত্রিধা বিধানং ছেদঃ' নাপ্যচ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ এব স সঃ, উপাধৌ চলত্যুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশচলনাযোগাৎ প্রতিক্ষণমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাদনুক্ষণমুপহিতত্বানুপহিতত্বাপত্তেঃ। ন চ কৃৎস্নং ব্রহ্মৈবোপহিতং স সঃ, অনুপহিতব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধেঃ। নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানম্, উপাধিরেব স সঃ, মুক্তাবীশজীবাভাবাপত্তেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ।

অথ প্রতিবিম্বপক্ষং নিরাকরোতি—নির্ধর্ম্মকস্যেত্যাদিনা, নির্ধর্ম্মকস্যোপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, ব্যাপকস্য বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদাভাবান্নিরবয়বস্য দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ, ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্ব ঈশ্বরো জীবশ্চ নেত্যর্থঃ। রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য পরিচ্ছিন্নস্য সাবয়বস্য চ সূর্য্যাদেস্তদ্বিদূরে জলাদ্যুপাধৌ প্রতিবিম্বো দৃষ্টঃ, তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ। নন্বাকাশস্য তাদৃশস্যাপি প্রতিবিম্বদর্শনাদ্ব্রহ্মণঃ স ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ - উপাধীতি, গ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলস্যেত্যর্থঃ। অন্যথা বায়ু-কাল-দিশামপি স দর্শনীয়ঃ। যত্তু ধ্বনেঃ প্রতিধ্বনিরিব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ স্যাদিত্যাহ—তন্ন চারু, অর্থান্তরত্বাদিতি প্রতিবিম্ববাদোঽপ্যতিতুচ্ছঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

এতন্মতদ্বয়োপরি ক্রমেণ দোষমাহ ;—তত্রেতি—পরিচ্ছেদপক্ষে ইত্যর্থঃ। তর্হি—তদা, অবিষয়স্য—নির্গুণত্বেন প্রমাণাগোচরস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবাৎ আকাশস্য সাদিদ্রব্যত্বেন পরিণামিত্বেন—চ উপাধিপরিচ্ছেদসম্ভবঃ। তথা ব্রহ্মণোঽংশভেদাপবাস্তবপরিচ্ছেদপরিণামিত্বাপত্তিঃ, পরিচ্ছিন্নাংশস্য মধ্যমপরিমাণত্বেনানিত্যত্বাপত্তিরদ্বৈতবিরোধশ্চেতি। ব্যাপকস্যেতি—জলদর্পণাদৌ জলদর্পণাদিগতবস্তুনাং প্রতিবিম্বত্বাদর্শনাৎ সর্ব্বব্যাপকত্বেন তত্তদুপাধৌ বিম্ববৎস্থিতস্য ব্রহ্মণস্তত্র প্রতিবিম্ববৎ তৎপ্রতিবিম্বিতত্বং আরোপিততদ্বৃত্তিত্বং, বাস্তব-তদ্বৃত্তিপদার্থস্যারোপিত-তদ্বৃত্তিত্বং বক্তুমশক্যমেবেতি। ন চ—নিরুক্তশ্রুতি-বলাৎ সম্বন্ধদ্বয়কল্পনেন—একসম্বন্ধেন বাস্তবোপাধিবৃত্তিত্বং, অন্যসম্বন্ধেনাবাস্তবোপাধিবৃত্তিত্বং ব্রহ্মণঃ কল্প্যতে ইত্যত আহ—নিরবয়বস্যেতি। ন চ—স্ফটিকাদৌ জবালৌহিত্যস্য নিরবয়বস্য প্রতিবিম্বত্বদর্শনান্নিরবয়বস্য ব্রহ্মণোঽপি প্রতিবিম্বত্ব-সম্ভবঃ—ইতি বাচ্যং, স্ফটিকাদৌ সন্নিহিতজবাদেরেব প্রতিবিম্বিতত্ব-স্বীকারাৎ। এতদস্বরসেনৈববাহ—উপাধিসম্বন্ধাভাবাদিতি। ব্রহ্মণ ইত্যাদি * ব্রহ্মণোঽসঙ্গত্বশ্রুতিবলাদিতি। নমু ব্রহ্মণো-ঽসঙ্গত্বং বাস্তবসম্বন্ধশূন্যত্বং অবাস্তবসম্বন্ধশ্চ স্বীক্রিয়তে, তত্র মূলাবিদ্যাকৃতবিলক্ষণঃ অবাস্তবসম্বন্ধমাদায় বিম্বত্বং, অদৃষ্টবিশেষাদীনাবাস্তবসম্বন্ধবিশেষং প্রতিবিম্বত্বনিযামকঃ † ইত্যত আহ—দৃশ্যত্বাভাবাচ্চেতি। জলে চক্ষুঃসংযোগে চক্ষুরুচ্ছলিতমাকাশস্থজ্যোতির্ষি লগ্নং জলবৃত্তিত্বেনাকাশস্থজ্যোতিরংশং দর্শয়তি, বস্তুনোঽদৃশ্যত্বে চক্ষুষোঽসদ্বৃত্তিত্বেন তদ্বস্তুবোধনাসম্ভবাৎ লিঙ্গদেহস্যাপাদৃশ্যতয়া তদ্বৃত্তিতয়া ব্রহ্মণশ্চক্ষুষা বোধনাযোগাৎ ন হি চক্ষুরস্তবেণ প্রতিবিম্বে মানান্তরমস্তি। অদৃশ্যস্য প্রতিবিম্বত্বাযোগে দৃষ্টান্তং দর্শয়তি—উপাধিপরিচ্ছিন্নেতি। নমু নিরুক্তশ্রুতিরেব ব্রহ্মপ্রতিবিম্বে মানং মায়ানিয়ন্তৃত্ব-মায়ানিয়ম্যত্বাদিবিরুদ্ধ-ধর্ম্মনিবন্ধনেশ্বর-জীবভেদকসাধকন্যায়ানুগৃহীতয়া বলবত্যা—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকসীতি" (মুণ্ডক৹ ৩, ১) ইত্যাদি শ্রুত্যা।

"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" (শ্বেতাশ্ব৹ ৪, ৫) ইত্যাদি শ্রুত্যা,

"এবং হৈবমপস্যেনাবিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নয়তে ব্রহ্মলোকং, অত্র তস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" (প্রশ্ন৹ ৫, ৫) ইত্যাদিশ্রুত্যা চ বিরোধাৎ "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্" ইত্যাদি-শ্রুতেরর্থান্তরপরত্বাৎ, তথাহি—অজোঽয়মাত্মা স্বগতচিৎকণজীবাখ্যাংশবৃন্দদ্বারা ক্ষেত্রেষু বহুরূপঃ প্রতীয়তে, তেষাং জীবানামপি চেতনত্বেনাত্মত্বেন প্রতীতেরাত্মন এব নানাত্বপ্রবাদঃ—ইতিশ্রুতিসিদ্ধমাত্মৈক্য' সঙ্গচ্ছতে। শ্রুতৌ 'ব্রহ্মলোকম্' ইত্যস্য ব্রহ্মৈব লোকম্—আলোচনীয়মিত্যর্থঃ।

তথাহি মাধ্বভাষ্যধৃতপদ্মপুরাণবচনং,—

"চেতনস্ত দ্বিধা প্রোক্তো জীব আত্মেতি চ প্রভো। জীবা ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকস্তু জনার্দ্দনঃ॥
ইতরেষ্বাত্মশব্দস্তু সোপচারো বিধীয়তে"ইতি।

---

* "ব্রহ্মণ ইত্যাদি" ইত্যস্য গ্রহণেন পাঠান্তরমনুভূয়তে তত্তু সুধীভিশ্চিন্ত্যম্।

† অত্র 'তত্র' ইত্যারভ্য—'নিয়ামকঃ' ইত্যন্তা পংক্তিশ্চিন্তনীয়া।

সোপচারঃ—চেতনত্বলক্ষণসাদৃশ্যেন লাক্ষণিকঃ। "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" ইত্যুক্তব্যাপকত্বলক্ষণযোগস্য জীবেষ্বসম্ভবাৎ, তেষাং সূক্ষ্মত্বেন শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ। তথা হি শ্রুতিঃ—

"যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" (বৃহ, ২, ১, ২০) ইতি।

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ" ইতি চ,

জলে তৎস্বভাবেন সূর্য্যাদ্যাকারেণ পরিণতসূর্য্যাংশপ্রভাবিশেষস্য প্রতিবিম্বত্বমতে নিরুক্ত-শ্রুতের্যথাশ্রুতার্থতাসম্ভবোঽপি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি মতের উপর ক্রমে দোষ আরোপ করিতেছেন:—পরিচ্ছেদ পক্ষে উপাধির অবিদ্যাকল্পিতত্ব স্বীকার না করিয়া যদি বাস্তবতা বলা যায়, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প বোধের ন্যায় অজ্ঞান-কল্পিত না বলিয়া বস্তুভূতত্ব বলা যায়, তাহা হইলে নির্গুণ হেতু প্রমাণের অগোচর সেই ব্রহ্মের পরিচ্ছেদবিষয়তা সম্ভব হয় না। এবং ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, ব্যাপক এবং নিরবয়ব সুতরাং তাহার প্রতিবিম্বও হইতে পারে না। কারণ—যাহার কোন ধর্ম্মবিশেষ নাই তাহার উপাধির সম্ভাবনা কোথায়? যে সর্ব্বব্যাপক, তাহার বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদ কিরূপে হইতে পারে? যাহার অবয়ব নাই, তাহাকে দেখাও যায় না; তবে আবার তাহার প্রতিবিম্ব কি? উপাধি-পরিচ্ছিন্ন আকাশে যে জ্যোতিষ্ক—চন্দ্র সূর্য্যাদি দেখা যায়, তাহারই প্রতিবিম্ব হয়। আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, কারণ—আকাশ নিরাকার! ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।

(৩৭) পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ববাদকে অস্বীকার করিবার কারণ যে—অনুপপত্তিই, তাহাই "তত্র যদ্যুপাধেঃ" এই বাক্যে বলা হইয়াছে। উপাধির বাস্তবতা স্বীকারে যে দোষগুলি উপস্থিত হয় ক্রমে তাহাই "তর্হি অবিষয়স্য" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রুতি বলিয়াছেন:—

"অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" অর্থাৎ 'অগ্রাহ্য বস্তুর কখনই গ্রহণ হইতে পারে না। যেমন ছিন্ন প্রস্তর খণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড দেখা যায়, তেমনি বাস্তব উপাধি দ্বারা ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মের একখণ্ড ঈশ্বর এবং একখণ্ড জীব হইয়াছে; এ কথা স্বীকার করা যায় না। কারণ ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য এবং অখণ্ড বলিয়াই জানা যায়। বিশেষতঃ এক বস্তুর দুই তিন ভাগ করাই ছেদ, ঐরূপ জীব ও ঈশ্বরকে ব্রহ্মের ছিন্ন অংশ স্বীকার করিলে; তাঁহারা অনাদি না হইয়া আদিমান্ হইয়া পড়েন। ইহা স্বীকার না করিয়া, 'অচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের এক একটি প্রদেশই ঈশ্বর এবং জীব'—এ কথা বলিলেও অসঙ্গত হয়, কারণ—উপাধি বিষয়ে 'চলতি' এই উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশের চলনের অনুপযোগিতা, প্রতিক্ষণ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশের ভেদ হওয়ায় অনুক্ষণ উপহিতত্ব এবং অনুপহিতত্ব এইরূপ দোষ আসিয়া পড়ে। তবে 'ব্রহ্মের সর্ব্বাংশই উপহিত হইয়া জীব-ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়'—এ কথাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে অনুপহিত ব্রহ্ম বলিয়া একটা বস্তুই থাকে না। যদি বল 'ইহার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম নহেন, উপাধিই উক্ত জীব-ঈশ্বর ভাবে বর্ত্তমান আছেন?' ইহাতেও দোষ হয়। যেহেতু—শুদ্ধ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান স্বীকার না করাতে মুক্তি অবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বর ভাব থাকিয়াই যায়! আরও দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে অদ্বৈতবাদিগণ মহাকাশকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া

সম্ভব হয়! ব্রহ্ম—অবিষয় সুতরাং নির্গুণ, তাঁহার পরিচ্ছেদ-বিষয়তার সম্ভাবনা কোথায়? তবে আকাশ সাদি দ্রব্য বলিয়া পরিণামবিশিষ্ট; তাহার ঐরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হয়। যদি ব্রহ্মের অংশভেদে বাস্তব পরিচ্ছেদ স্বীকার হয়, তবে তাঁহার পরিণামিত্বের আপত্তি হয় এবং তাহাতে পরিচ্ছিন্নাংশের (জীব-ঈশ্বরের) মধ্যম পরিমাণতা উপস্থিত হওয়ায় অনিত্যত্বের আপত্তি অনিবার্য্য সুতরাং 'অদ্বৈতবাদের' সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল! এইরূপ কোন ক্রমেই পরিচ্ছেদবাদ স্বীকারে জীবেশ্বরের বিভাগ না হওয়ায় উহা অতি তুচ্ছ!

ইহার পর গ্রন্থকার—"নির্ধর্ম্মকস্য"—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রহ্ম—নির্ধর্ম্মক, উপাধিধর্ম্মশূন্যকেই নির্ধর্ম্মক বলা যায়, জ্যোতির একটা প্রধান ধর্ম্ম-রূপ, শব্দ-স্পর্শও তাহাতে অপ্রধানরূপে নিশ্চয়ই আছে। তাহার জলোপাধিবশতঃ প্রতিবিম্ব স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু উক্ত প্রকারে ব্রহ্মে তাহার তো কোন সত্তা নাই?

"ব্যাপকস্য"—ব্রহ্ম—সর্ব্বব্যাপক, জল-দর্পণাদি প্রতিবিম্বের আধারেও তাঁহার সত্তার অভাব নাই অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকতা ধর্ম্মে ঐ সমস্ত জল-দর্পণাদি বস্তুতেও ব্রহ্ম বিম্বের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন? তবেই জিজ্ঞাস্য—প্রতিবিম্বের আধার—জল-দর্পণাদিতে তদ্‌গত বস্তুর প্রতিবিম্ব হয় কি? ব্রহ্ম যে জল-দর্পণাদিতে বিম্বরূপে প্রতিনিয়তই বর্ত্তমান, তাহাতেই আবার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববৎ বিম্বের প্রতিবিম্বিতত্ব স্বীকার করায় 'আরোপিততদ্বৃত্তিত্ব' স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিবিম্বের আধারে বিম্ব থাকিলে, তাহার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। এস্থলে ব্রহ্ম ব্যাপকতাধর্ম্মে জল দর্পণাদিতেও আছেন, সুতরাং তাঁহার তাহাতে যে কোন প্রতিবিম্বরূপে বর্ত্তমানতা—এটি আরোপসিদ্ধ। তাই বলা হইতেছে, যে বস্তু—বাস্তব, তাহার যে কোন বস্তুতেই বৃত্তি (বর্ত্তন) হউক না কেন, তাহাও বাস্তব! সুতরাং তাহার বর্ত্তনের আরোপসিদ্ধত্ব বলা যাইতে পারে না।

"নিরবয়স্য"—"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা—" ইত্যাদি শ্রুতি বলে দুইটি সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া, একের (ঈশ্বরের) সম্বন্ধে—ব্রহ্মের বাস্তব উপাধি স্বীকারপূর্ব্বক প্রতিবিম্বাকারে বৃত্তিত্ব, অপরের (জীবের) সম্বন্ধে ব্রহ্মের অবাস্তব উপাধি কল্পনা করিয়া প্রতিবিম্বাকারে বৃত্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন;—এ কথাও বলা যায় না, কারণ ব্রহ্ম—'নিরাকার,' নিরাকার বস্তুর বাস্তব-অবাস্তব কোনরূপ সম্বন্ধই তো হইতে পারে না?

যদি বল—'স্ফটিকাদি স্বচ্ছ পদার্থে তো জবাপুষ্পের নিরাকার লৌহিত্যের (রক্তিমার) প্রতিবিম্ব দেখা যায়, অতএব নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কেন না হইবে?' না,—এ কথা বলিতে পার না। ঐ প্রতিবিম্ব সাকার জবাপুষ্পের। জবাকুসুম স্ফটিকাদি দ্রব্যের নিকটে থাকে বলিয়াই তাহার প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়ে। জবার গুণ—রক্তিমা; তাই উহাও প্রতিফলিত হয়। এই নিমিত্তই গ্রন্থকার হেতু বিন্যাস করিলেন—"উপাধি-সম্বন্ধাভাবাৎ।" শ্রুতি ব্রহ্মকে 'অসঙ্গ' বলিয়াছেন—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃহদারণ্যক—৪, ৩, ১৫) সুতরাং তাঁহার উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে না।

যদি প্রতিপক্ষ আবার আশঙ্কা উত্থাপন করেন:—'ব্রহ্মের অসঙ্গত্ব অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু সে অসঙ্গত্ব—বাস্তবসম্বন্ধশূন্যত্ব। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিষয়ে অবাস্তব সম্বন্ধ স্বীকার করায় আপত্তি কি? অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই—মূলাবিদ্যাকৃত বিলক্ষণ ব্রহ্মের অবাস্তব সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া বিম্বত্ব এবং অদৃষ্ট বিশেষের অধীন অবাস্তব সম্বন্ধ বিশেষই প্রতিবিম্বত্বের নিয়ামক, ইহাই স্বীকার করিব?

এই আশঙ্কা নিরাশ করিতে হেতু দিয়াছেন :—"দৃশ্যত্বাভাবাৎ" যে বস্তু দৃশ্য নয়, তাহার জল-দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত কিরূপে হইবে? চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব-প্রত্যক্ষে দেখা যায়—জলে চক্ষুর সংযোগ হওয়া মাত্র চক্ষু উচ্ছলিত হইয়া আকাশস্থ জ্যোতিঃ পদার্থে গিয়া লাগে, তাহার পর চক্ষু জলবৃত্তিত্বরূপে আকাশস্থ জ্যোতিঃ—অংশকে দেখাইয়া থাকে। এখন এ স্থলে ব্রহ্মবস্তু-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে 'অদৃশ্য' বলিতেছ, আবার প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্তকল্পে যে জ্যোতিষ্ক দেখান হইল, সে জ্যোতিষ্কও উক্ত প্রকারে চক্ষুর গ্রাহ্য হইল কিন্তু প্রতিবিম্ব চক্ষুর গ্রাহ্য হইল না। এদিকে চক্ষুও অসদ্‌বৃত্তিক অর্থাৎ অসদ্বস্তু গ্রহণ করিবারই তাহার শক্তি! সুতরাং ঐরূপ চক্ষুর ব্রহ্মদর্শন কিরূপে সম্ভাবিত হয়! লিঙ্গদেহও তো অদৃশ্য! সুতরাং চক্ষু লিঙ্গদেহে বর্ত্তনশীল উপহিত ব্রহ্মকেই বা কি করিয়া গ্রহণ করিবে? যেরূপেই হউক, চক্ষু ব্যতিরেকে প্রতিবিম্ব গ্রহণের আর কোন প্রমাণ নাই। আবার প্রতিবিম্বত্ব স্বীকারেও ব্রহ্ম দৃশ্য হইয়া পড়েন। তবেই—রূপাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন সাবয়ব সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থেরই দূরবর্ত্তী সরোবরে প্রতিবিম্ব দেখা যায়; কিন্তু সূর্য্যাদির বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কোন প্রকারেই বলা যায় না।।

আকাশও তো অবয়বশূন্য, তাহার যখন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তখন নিরাকার ব্রহ্মেরইবা প্রতিবিম্ব কেন দেখা যাইবে না? এই আশঙ্কার নিরাস করিয়া বলিলেন :—"উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিঃ—" আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, আকাশে সাকার যে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক আছে, তাহারই প্রতিবিম্ব হয়। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে—বায়ু, কাল, দিক্ প্রভৃতি বস্তুরও প্রতিবিম্ব হইতে হয়? অতএব নিরুপাধি নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সম্বন্ধে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অতীব তুচ্ছ।

এ কথা বলিতে পারা যায় না—"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্—" ইত্যাদি শ্রুতিই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিষয়ে প্রমাণ! কারণ ঈশ্বরের মায়া নিয়ন্তৃত্ব, জীবের মায়া-নিয়ম্যত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্ম-নিবন্ধন উভয়ের ভেদসাধক ন্যায়ের অনুকূলে বলবৎশ্রুতিও রহিয়াছে :—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" (মণ্ডুক—৩, ১)
"অজো হ্যেকো যুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" (শ্বেতাশ্ব° ৪, ৫)

"দৈবমপশ্যেনাবিনির্মুক্তঃ সমামভিরুন্নয়তে ব্রহ্মলোকং, অত্র তস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরংপুরি শয়ং পুরুষমীক্ষতে।" (প্রশ্ন° ৫, ৫)

প্রথম শ্রুতির তাৎপর্য্য—পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই দেহে বিরাজমান কিন্তু জীবাত্মা কর্ম্মফলভোগী পরমাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না। দ্বিতীয় শ্রুতির আশয়—পরমাত্মা বা ব্রহ্ম মায়াতীত, জীব মায়াবদ্ধ। তৃতীয় শ্রুতির মত—দেহে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান ব্রহ্ম, জীবঘন হইতেও পর বস্তু। ঐ বলবৎ শ্রুতিগুলির অভিপ্রায় বুঝিতে গেলে, জীব-ব্রহ্মের বিলক্ষণ ভেদ পাওয়া যায়, তবেই ঐ শ্রুতিগুলির সহিত প্রতিবিম্ব-বাদের অনুকূলে স্থাপিত—"যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উহার অর্থান্তর করিয়াই বলবতী অধিক পরিমিত শ্রুতির মতের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং, এই অজ—আত্মাই স্বগত চিৎকণ জীব-নামক অংশ সকলের দ্বারা নানাক্ষেত্রে বহুরূপে প্রতীত হন। সমস্ত জীবই চেতনস্বরূপ, সেই জন্যই তাহাদিগকে আত্মা বলা হয়। আত্মার নানাত্ব প্রবাদও জীবের আত্মমূলকই বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত যে জীবাত্মার ঐক্য বোধ হয়; তাহা আত্মতাংশেই।

আত্মধর্ম্ম চেতনতা জীবে আছে বলিয়া জীবও আত্মা, জীবেরই নানাত্ব কিন্তু ঐ নানাত্ব আবার, জীবের সহিত পরমাত্মার আত্মত্বাংশে ঐক্য আছে বলিয়া তাঁহারও নানাত্ব প্রবাদ রহিয়াছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য নিজকৃত ভাষ্যে পদ্মপুরাণীয় বচন ধরিয়াছেন :—

"চেতনস্তু দ্বিধা প্রোক্তো জীব আত্মেতি চ প্রভো ! জীবা ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকস্তু জনার্দ্দনঃ। ইতরেষ্বাত্মশব্দস্তু সোপচারো বিধীয়তে ॥"

জীব এবং আত্মা উভয়েই চেতন। জীব শব্দে 'ব্রহ্মাদি,' আর আত্মা শব্দে —একমাত্র 'জনার্দ্দন।' হরি ব্যতীত অন্য স্থলে আত্ম শব্দ সোপচার—অর্থাৎ চেতনত্বের সাদৃশ্যে লাক্ষণিক। ব্যাপকতা লক্ষণ ধর্ম্ম যাহাতে আছে, তাহাতেই আত্ম শব্দের মুখ্যা বৃত্তি, "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।"

কিন্তু জীবে ঐ ব্যাপকত্ব ধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, কারণ সমস্ত শ্রুতিতেই জীবকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে :—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি।" "কেশাগ্রশতভাগস্য শতধা-কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ।" (পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ৮১)

বিশাল অগ্নি হইতে যেমন অনন্ত স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়, তেমনি পরিপূর্ণরূপ তেজোময় বিগ্রহ ভগবান্ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত জীবাত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেশাগ্র শতভাগে বিভক্ত করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগ হয়, তেমনি জীব অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন :— "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ।" এই সমস্ত প্রমাণে জীবের সূক্ষ্মতা এবং তাহার ভগবানের অংশতাও স্থাপিত হইল।

এখন সূর্য্যাংশের প্রভাবিশেষই যদি সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইয়া জলে নিপতিত হয় এবং তাহাকেই প্রতিবিম্ব বলা যায়, তবে সে মতে ঐ নিরুক্ত শ্রুতির অর্থান্তর না করিয়া যথাশ্রুত অর্থও করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ শ্রুতির মায়াবাদীর কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য বলবৎ শ্রুতির সহিত বিরুদ্ধার্থ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। জীব-ঈশ্বরের ভেদভাব সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং অনাদি-সিদ্ধ। জীব ভগবানের চিৎকণ, সূর্য্যের কিরণাবলী বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গই ইহার উপমা-স্থল। মূল—সূর্য্য বা অগ্নি হইতেই কিরণ বা স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, এ অংশে অর্থাৎ চিৎ অংশে জীব ও ভগবানের অভেদত্ব থাকিলেও স্বরূপগত অনেক ভেদ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ইহার পরে গ্রন্থকার স্বয়ংই বিস্তার করিয়া বলিবেন, তবে সাধারণতঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখে জীবেশ্বরে যে ভেদ বলিয়াছেন, তাহা দেখান যাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে লক্ষ্য করিয়া মথুরাবাসি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন :—

"সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব কিরণকণ-সম ; ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।
জীব ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম ; জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।"

তথাহি ;—"হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।"
(বিষ্ণুস্বামী)

"যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বরের সম ; সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম।" (চৈঃ চঃ মধ্য০ ১৮)
"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।"
(শ্রীহরিভক্তি-বি০ ১।৭৩)

তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সমানাধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেণ ন তত্ত্যাগশ্চ ভবেৎ। তৎপদার্থপ্রভাবস্তত্র কারণমিতি চেদস্মাকমেব মতসম্মতম্ * ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

'ব্রহ্মৈবাহম্' ইতি জ্ঞানমাত্রেণ তদ্রূপাবস্থিতিঃ স্যাদিতি যদভিমতং, তৎ খলূপাধের্বাস্তবত্বপক্ষে ন সম্ভবতীত্যাহ ;—তথা বাস্তবেতি, আদিনা প্রতিবিম্বো গ্রাহ্যঃ। ন খলু নিগড়িতঃ কশ্চিদ্দীনঃ 'রাজৈবাহম্' ইতি জ্ঞানমাত্রাদ্রাজা ভবন্ দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। নমু ব্রহ্মানুসন্ধিসামর্থ্যাদ্‌ভবেদিতি চেত্তত্রাহ,—তৎপদার্থেতি। তথা চ ত্ব(ত)ন্মতক্ষতিরিতি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

বাস্তবপরিচ্ছেদপক্ষে দূষণান্তরমবাস্তবাপরিচ্ছেদাদৌ সতীতি †। সামানাধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেণ ইতি—"তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যা তৎপদার্থপরমেশ্বর-ত্বম্পদার্থজীবয়োরৈক্যগ্রহমাত্রেণেত্যর্থঃ। তৎত্যাগঃ—বাস্তব-পরিচ্ছেদনাশঃ, পরিচ্ছেদকারণস্য বাস্তবোপাধিসম্বন্ধস্য ব্রহ্মমাত্রসাক্ষাৎকারেঽপি নাশাসম্ভবাৎ ব্রহ্মণি উপাধেরারোপিতত্ব এব তৎসাক্ষাৎকারেণ তন্নাশো ভবেদিতি ভাবঃ। তৎপদার্থপ্রভাব ইতি—শ্রুতি-ঘটক-তৎপদার্থপরমেশ্বরস্য প্রভাবঃ ;—স্বস্মিন্ জীবৈক্যসাক্ষাৎকারঃ, তত্র—বাস্তবোপাধিসম্বন্ধনাশদ্বারা পরিচ্ছেদকনাশে, কারণং—শ্রুতিসিদ্ধমিতি ভাবঃ। অস্মাকমেবেতি ;—শ্রুতৌ তৎপদেন পরমেশ্বর-তটস্থাংশ-লক্ষণয়া তদংশত্বমিত্যভেদবোধঃ। 'স্থূলসূক্ষ্মদেহসম্বন্ধনাশে জীবানাং মুক্তিহেতুঃ' ইতি শ্রুতিসিদ্ধমস্মাকং মতমেব ভবতামপি সম্মতমাপদ্যেতেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ।

উপাধির বাস্তবত্বে দোষ। বাস্তব পরিচ্ছেদ পক্ষে অপর একটি দোষ দেখান হইতেছে :—যদ্যপি উপাধির বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তথাপি সামানাধিকরণ্য জ্ঞান মাত্রেই অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতি অনুসারে 'তৎপদার্থ'—পরমেশ্বর এবং 'ত্বম্পদার্থ'—জীবের ঐক্য গ্রহণ মাত্রেই বাস্তব পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের ত্যাগ (নাশ) হয় না অর্থাৎ পরিচ্ছেদাদির কারণ উপাধি-সম্বন্ধ হইল বাস্তব, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও তাহার নাশের সম্ভাবনা হইতে পারে না, যদি ঐ উপাধি-সম্বন্ধ বাস্তব না হইয়া ব্রহ্মে আরোপিত হইত, তবে তাহার নাশের সম্ভাবনা করা যাইত। কিন্তু যদি শ্রুতিসিদ্ধ তৎ-পদার্থ পরমেশ্বরের প্রভাব অর্থাৎ আপনাতে জীবের ঐক্য দর্শনই বাস্তব উপাধি সম্বন্ধ নাশের দ্বারা পরিচ্ছেদাদি নাশে কারণ হয়, তবে আমাদের মতই তোমাদেরও সম্মত হইতে পারে ॥৩৮॥

* "মতং সম্মতং" ইতি বা পাঠঃ।

† "বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি" ইতি মূলপাঠঃ, অত্র বিকৃতত্বাদর্শান্তরাভাবাচ্চ চালিতঃ।

তাৎপর্য্য।

(৩৮) "অস্মাকমেব"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য—"তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিতে যে 'তৎ' পদটি আছে, তাহার, পরমেশ্বরের তটস্থ-অংশে লক্ষণা স্বীকার করিয়া অংশত্বপুরস্কারে জীবের সহিত পরমেশ্বরের অভেদ বোধ হয় অর্থাৎ "তৎ—তস্য,—তটস্থাংশঃ ত্বং অসি" যেমন—"গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যে 'গঙ্গা পদের দ্বারা তীর লক্ষিত হইয়া 'গঙ্গাতীরে ঘোষপল্লী আছে', এই অর্থের সঙ্গতি করিতে হয়, এ স্থলেও 'ঈশ্বরই তুমি' এ বাক্যের সঙ্গতি হয় না? কারণ—নিগড়বদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তি কখন 'রাজা আমি' এ কথা মনে করিয়া রাজা হইতে পারে না। সুতরাং ঐ 'তৎ' পদের অবয়বত্ব স্বীকারে 'তস্য' এই অর্থ করিতে হইবে এবং ঐ তৎপদের দ্বারাই অংশ বোধ করাইবে অর্থাৎ 'তুমি (জীব) তাঁহার (ব্রহ্মের) তটস্থ অংশ স্বরূপ' এই অর্থে পর্য্যবসিত হইবে। বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই মত—জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহার মুক্তি হইল, তাহাও উল্লিখিত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার-প্রভাবেই সংঘটিত হয়,—এই মতই যদি বিপক্ষবাদীর সম্মত, তবে আর তাহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই; কারণ উহা আমাদের মতেরও অনুকূল। পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারের শক্তি স্বীকার করিয়াও আবার ব্রহ্মকে যে তাঁহারা নিধর্ম্মক ও নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি বলিতেছেন; এটি তাঁহাদেরই মতের ক্ষতি হইতেছে, ইহাও অনুমান করিতে হইবে।

উপাধেরাবিদ্যকত্বে তু তত্র তৎপরিচ্ছিন্নত্বাদেরপ্যঘটমানত্বাদাবিদ্যকত্বমেবেতি ঘটাকাশাদিষু বাস্তবোপাধিময়তদ্দর্শনয়া ন তেষামবাস্তবস্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তঃ সিধ্যতি, ঘটমানাঘটমানয়োঃ সঙ্গতেঃ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। ততশ্চ তেষাং তত্তৎ সর্ব্বমবিদ্যাবিলসিতমেবেতি * স্বরূপমপ্রাপ্তেন তেন তেন (চ) তত্তদ্ব্যবস্থাপয়িতুমশক্যম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথোপাধেরাবিদ্যকত্বপক্ষে পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়ং নিরাকরোতি—উপাধেরিতি, আবিদ্যকত্বে—রজ্জুভুজঙ্গাদিবন্মিথ্যাত্বে সতীত্যর্থঃ। তত্রোপাধিপরিচ্ছিন্নত্ব তৎপ্রতিবিম্বিত্বয়োরপ্যনুপপদ্যমানত্বান্মিথ্যাত্বমেবেতি হেতোঃ, ঘটাকাশাদিষু ঘটপরিচ্ছিন্নাকাশে ঘটাম্বুপ্রতিবিম্বাকাশে চ বাস্তবোপাধিময়-তদুভয়দৃষ্টান্তদর্শনয়া তেষাং চিন্মাত্রাদ্বৈতিনামেকজীববাদপরিনিষ্ঠত্বাদবাস্তবস্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তো ন সিধ্যতি। উপাধের্মিথ্যাত্বে তেন পরিচ্ছেদঃ প্রতিবিম্বশ্চ ব্রহ্মণো মিথ্যৈব স্যাৎ, অতো মিথ্যোপাধিদৃষ্টান্তত্বেন সত্যঘটঘটাম্বুনোঃ প্রদর্শনমসমঞ্জসমেব। ঘটঘটাম্বুদৃষ্টান্তপ্রদর্শনং—ঘটমানং, বিদ্যাঽবিদ্যাবৃত্তিরূপদার্ষ্টান্তিকপ্রদর্শনং ত্বঘটমানম্। তয়োঃ সঙ্গতিঃ সাদৃশ্যবিলক্ষণা কর্ত্তুমশক্যৈব, সাদৃশ্যাভাবাৎ। ততশ্চেতি,—তত্তৎ সর্ব্বং—পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বকল্পনং, অবিদ্যাবিলসিতং—অজ্ঞানবিজৃম্ভিতমেব, ইতি--এবমুক্তরীত্যা, স্বরূপমপ্রাপ্তেন—

---

* "অবিদ্যাবিলাস এবেতি" ইতি শ্রীমদ্ গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

অসিদ্ধেন, তেন—পরিচ্ছেদবাদেন, তেন—প্রতিবিম্ববাদেন চ তত্তদ্‌ব্যবস্থাপয়িতুং—প্রতিপাদয়িতুমশক্যম্‌। ততশ্চ হন্ত হতন্যায়েন ব্যাসদৃষ্টপ্রকারকস্তদ্বিভাগো ধ্রুবঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অঘটমানত্বাৎ—বাস্তবিকত্বাসম্ভবাৎ, উপাধিময়েতি—বাস্তবোপাধিকৃতেত্যর্থঃ। তদ্দর্শনয়া—পরিচ্ছেদদৃষ্টান্তেন। যদ্যপি তন্মতে ঘটাদেরাকাশস্য তৎপরিচ্ছেদস্য চাবাস্তবত্বাৎ তদ্দৃষ্টান্ততাসম্ভবঃ, তথাপি মিথ্যাভূতানামপি ব্রহ্মাতিরিক্তানাং দ্বিবিধং সত্ত্বং,—কেষাঞ্চিদ্ব্যাবহারিকং ঘটাদিদেহাদীনাং, কেষাঞ্চিচ্চ প্রাতিভাসিকং যথা রজ্জুসর্পাদেরিতি। তথা চাকাশস্য সাবয়বত্বেন বিকারিত্বেন চ ব্যাবহারিকস্য তৎপরিচ্ছেদস্যোপাধিকৃতস্য ঘটমানত্বং, ব্রহ্মণশ্চ নিরবয়বত্বেন নির্ব্বিকারত্বেন তদুপাধেরাবিদ্যকত্বেন চ তৎপরিচ্ছেদকস্য ব্যাবহারিকস্যাঘটমানত্বমিতি প্রাতিভাসিকপরিচ্ছেদ এবাঙ্গীকার্য্যঃ ইতি ন ঘটাকাশস্য দৃষ্টান্ততাসম্ভবঃ, ঘটাকাশপরিচ্ছেদস্য তত্ত্বাস্তবিকত্বমুক্তং তদ্ব্যাবহারিকস্য সত্ত্বমেবেতি ভাবঃ। স্বপ্নস্য দৃষ্টান্ততা চ তন্মতে সম্ভবঃ। তথাহি 'দেহাদি-তৎকৃতব্রহ্মপরিচ্ছেদো মিথ্যা স্বপ্নদেহাদিবৎ' ইত্যেবং স্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তঃ—ব্যাবহারিক-ব্রহ্মপরিচ্ছেদো ন সিধ্যতীত্যর্থঃ। অত্র হেতুমাহ—অঘটমান-ঘটমানয়োরিতি, † সঙ্গতেরেতি—তুল্যতয়া সিদ্ধেরিত্যর্থঃ, ততশ্চেতি—দেহাদ্যুপাধিকৃত-ব্রহ্মপরিচ্ছেদস্য প্রাতিভাসিকত্বাচ্চেত্যর্থঃ। অবিদ্যাবিলাস এব—খপুষ্পাদিবদারোপবিষয় এব। স্বরূপমপ্রাপ্তেন—ব্যাবহারিকসত্ত্বমপ্রাপ্তেন, তেন তেনেতি—তত্তদুপাধিকৃতপরিচ্ছেদবিশিষ্টব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ, তত্তদিতি—সংসারবৈচিত্র্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ।

উপাধির অবাস্তব পক্ষে দোষ। উপাধির অবাস্তবতা পক্ষে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব—এই দুইটী বাদ খণ্ডন করিতেছেন :—উপাধির অবিদ্যা-মূলকত্ব হইলে অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা হইলে ব্রহ্ম উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং উপাধি দ্বারা প্রতিবিম্বিত—এই দুই এর বাস্তবিকতার সম্ভাবনা না হওয়ায়, উহা মিথ্যাই হইয়া পড়ে, সুতরাং ঘট-পরিচ্ছিন্ন আকাশে এবং ঘট-জলে প্রতিবিম্বিত আকাশে বাস্তব উপাধিকৃত পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণের অবাস্তব স্বপ্ন দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্তটী সিদ্ধ হইতেছে না, কারণ তাঁহারা একজীববাদে পরিনিষ্ঠ ঐ দৃষ্টান্তও তদনুকূলেই প্রদত্ত হইয়াছে। যে হেতু উপাধির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ববাদও মিথ্যা হইতেছে। অতএব মিথ্যা-উপাধির দৃষ্টান্ত কল্পে সত্য ঘট ও ঘটজলকে দেখান উচিত হয় নাই। কেন বলি—ঘট ও ঘটজলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন—ঘটমান (ঘটনার যোগ্য) বিদ্যা অবিদ্যারূপ দার্ষ্টান্তিক প্রদর্শন অঘটমান (অঘটনীয়)—এই দুইএর সাদৃশ্য না থাকায় দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সহিত সঙ্গতি করা যায় না এই সমস্ত কারণে মায়াবাদিগণের জীব ও ঈশ্বরের পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব কল্পনা—অবিদ্যা-বিলসিত অর্থাৎ অজ্ঞান বিজৃম্ভিত। যে রীতি স্বরূপকেই পাইল না অর্থাৎ যাহার স্বরূপের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অবলম্বনে জীব ঈশ্বর প্রতিপাদন কখনই হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

---

† শব্দদ্বয়মিদং মূলাদ্বিপর্য্যয়েণোক্তং, মর্ম্মস্ত্বেক এব।

তাৎপর্য্য।

(৩৯) অদ্বৈতবাদ-গুরু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যপাদের মতে জীব ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। যে ভেদ দেখা যায়—তাহা উপাধিপ্রসূত। উহার মূল কারণও উপাধি এবং উপাধিই পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদের ভিত্তি। ঐ বাদদ্বয় অবলম্বনেই জীব ব্রহ্মের ভেদ কল্পনা; যে সময়ে ঐ উপাধি—জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, তখন আর জীব ঈশ্বরের ভেদ থাকে না, 'ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে' অদ্বয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। এইবিভাগের নিদান—উপাধির বাস্তবত্ব কি অবাস্তবত্ব? ইহাই নিশ্চয় করিতে পূর্ব্ববাক্যে উহার বাস্তব পক্ষে দোষ দেখান হইয়াছে, এই বাক্যে অবাস্তব পক্ষে দোষ দেখাইয়া উক্ত পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

"বাস্তবোপাধিময়তদ্দর্শনয়া"—মায়াবাদিগণ পরিচ্ছেদাদি বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, সেই ঘটাকাশাদি বাস্তব উপাধিকৃত অর্থাৎ ঘট ও জল এ দুই উপাধি বাস্তব সত্য সুতরাং তাহাদের অবাস্তব স্বপ্ন দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে; যদিও অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঘটাদির এবং সেই ঘটাদি-পরিচ্ছিন্ন আকাশাদির অবাস্তবত্ব হওয়ায় তাহার দৃষ্টান্ততার সম্ভাবনা আছে, তথাপি ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুগুলি মিথ্যাভূত হইলেও তাহাদের দুই প্রকার সত্তা দেখা যায়। পার্থিব—ঘট এবং দেহাদির 'ব্যবহারিক সত্তা' এবং তন্মধ্যে কোন কোন বস্তুর 'প্রাতিভাসিক সত্তা'—যেমন রজ্জুতে সর্পের সত্তা! তাহা হইলেই—আকাশের সাবয়বত্ব এবং বিকারিত্ব ধর্ম্ম থাকায় ব্যবহারিক সত্তাবান্ সুতরাং তাহার উপাধিকৃত পরিচ্ছেদের 'ঘটমানত্ব' অর্থাৎ ঘটনা হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম নিরাকার নির্ব্বিকার হওয়ায় তাঁহার পরিচ্ছেদের অঘটমানত্ব অর্থাৎ ঐ কারণে পরিচ্ছেদের সম্ভাবনা না থাকায় ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক পরিচ্ছেদই স্বীকার করিতে হইবে সুতরাং ঘটাকাশের দৃষ্টান্ত হইতে পাবে না। ঘটে যে মহাকাশের পরিচ্ছেদ; তাহার বাস্তবিকত্ব বলা হইয়াছে, কারণ—তাহাতে ব্যবহারিক সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্বপ্নের সহিত ব্রহ্ম পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত যাঁহারা দিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্বপ্নে যেমন নানাবিধ দেহাদি দেখা যায়; অথচ তাহা মিথ্যা, তেমনি দেহাদি দ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদও মিথ্যা বিলসিত। তাঁহাদের মতে উহা সম্ভব হয় বটে; কিন্তু তাহাতেও দোষ অপরিহার্য্য। কারণ—ঘটমান ও অঘটমানের সঙ্গতি করা যায় না বলিয়া ঐ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের ব্যবহারিক পরিচ্ছেদ সিদ্ধ হয় না। স্বপ্নের সহিত দৃষ্টান্ত দিয়া আবার আকাশের সহিত দৃষ্টান্ত কি সঙ্গত হয়? অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ কল্পে যে আকাশাদির দৃষ্টান্ত দিলেন, বিচারে তাহা ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া ঘটমানত্ব স্থাপন করা হইল অর্থাৎ তাহার (আকাশের) ঘটাদিতে পরিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। কিন্তু দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মের ব্যবহারিক সত্তা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না, সুতরাং রজ্জুতে সর্পের সত্তার ন্যায় ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক সত্তাই অগত্যা মানিতে হইবে। যদি ইহাই হয়, তবে নির্ব্বিকার নিরাকার ব্রহ্মের পরিচ্ছেদবিধায়ক অবিদ্যাকৃত উপাধির ব্যবহারিক সত্তার অঘটনমানত্ব হইবে অর্থাৎ কোনরূপেই ঐ সত্তা ঘটান যাইবে না। এখন এই ঘটমান ও অঘটমান এই বিরুদ্ধায়মান দুইটির সঙ্গতি করিতে হইলে দৃষ্টান্ত (আকাশ) দার্ষ্টান্তিক (ব্রহ্ম) তুল্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বাংশে সাম্য না থাকিলেও আংশিক ভাবে থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ তো কোন অংশেই প্রাকৃত বস্তুর সহিত ব্রহ্মের তুল্যভাব স্বীকার করেন না! তখন তাঁহাদের ঐ দৃষ্টান্তগুলি কি করিয়া সিদ্ধ হয় এবং উহার সঙ্গতিই বা কিরূপে হয়?

এখন দেখা যাইতেছে দেহাদি উপাধিকৃত ব্রহ্মের পরিচ্ছদ—প্রাতিভাসিক সত্তাবান্‌, আকাশ কুসুমের ন্যায় আরোপসিদ্ধ। ব্যবহারিক সত্তার সহিত উহার সম্বন্ধ নাই সুতরাং দেহাদি উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের বিবিধ সংসার বৈচিত্রী কি করিয়া ঘটাইতে পারা যায় ?

———

ইতি ব্রহ্মাবিদ্যয়োঃ পর্য্যবসানে সতি যদেব ব্রহ্ম চিন্মাত্রত্বেনাবিদ্যাযোগস্যাত্যন্তাভাবাস্পদত্বাচ্ছুদ্ধং তদেব তদ্‌যোগাদশুদ্ধ্যা * জীবঃ, পুনস্তদেব জীবাবিদ্যাকল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরস্তদেব চ তন্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। তত্র চ শুদ্ধায়াং চিত্যবিদ্যা, তদ্‌বিদাকল্পিতোপাধৌ † তস্যামীশ্বরাখ্যায়াং বিদ্যেতি, তথা বিদাবত্ত্বেঽপি মায়িকত্বমিত্যসমঞ্জসা চ কল্পনা সাদিত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্‌ ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

নমু পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়েনাস্মাকং তাৎপর্য্যং, তস্যাজ্ঞবোধনায় কল্পিতত্বাৎ, কিন্ত্বেকজীববাদ এব তদস্তি।

"স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্‌।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টিমেতি॥" (কৈবল্য০ ১২)—ইত্যাদি

কৈবল্যোপনিষদি তস্যৈবোপপাদিতত্বাৎ। তদ্বাদশ্চেত্থম্‌; "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" ইত্যাদ্যুক্তশ্রুতিভ্যোঽদ্বিতীয়চিন্মাত্রো হ্যাত্মা। স চাত্মন্যবিদ্যয়া গুণময়ীং মায়াং তদ্বৈষম্যজাং কার্য্যসংহতিঞ্চ কল্পয়ন্নস্মদর্থমেকং, যুষ্মদর্থাংশ্চ বহূন্‌ কল্পয়তি। তত্রাস্মদর্থঃ—স্বস্বরূপঃ পুরুষঃ। যুষ্মদর্থশ্চ—মহদাদীনি ভূম্যন্তানি জড়ানি, স্বতুল্যানি পুরুষান্তরাণি, সর্ব্বেশ্বরাখ্যঃ পুরুষবিশেষশ্চ—ইত্যেবং ত্রিবিধঃ।

"জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি" (নৃসিংহ০ ৯) ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। গুণযোগাদেব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে তত্রাত্মন্যধ্যস্তে, যথা স্বপ্নে কশ্চিদ্রাজধানীং রাজানং তৎপ্রজাশ্চ কল্পয়তি,তন্নিয়ম্যমাত্মানঞ্চ মন্যতে, তদ্বৎ। জাতে চ জ্ঞানে, জাগরে চ সতি, ততোঽন্যন্ন কিঞ্চিদস্তীতি চিন্মাত্রমেকমাত্মাবতিষ্ঠিতি। তমিমং বাদং নিরাকর্ত্তু্মাহ—ইতি ব্রহ্মেতি, ইতি—এবং পূর্ব্বোক্তরীত্যা পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য প্রত্যাখ্যানে জাতে, ব্রহ্ম চ অবিদ্যা চ—ইতি দ্বয়োঃ পর্য্যবসানে সতীত্যর্থঃ। অত্যন্তাভাবাস্পদত্বাদিতি—"অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" (বৃ০ আ০ ৩,৯,২৬) ইত্যাদি শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। বিরোধস্তদবস্থ ইতি—বিরোধস্তাদেবাশক্যব্যবস্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ ‡। তত্র চ শুদ্ধায়ামিতি—'শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যকস্মাদবিদ্যাসম্বন্ধস্তৎসম্বন্ধাত্তস্য জীবত্বম্‌। তেন জীবেন কল্পিতায়া মায়ায়া আশ্রয়ো ভূত্বা তদ্‌ব্রহ্মৈবেশ্বরঃ। তস্যেশ্বরস্য মায়য়া পরিভূতং ব্রহ্মৈব তজ্জীবঃ।' ইত্যাদি বিপ্রলাপোঽয়মবিদুষামেব, ন তু বিদুষামিতি ভাবঃ। মায়িকত্বং—প্রতারকত্বমিত্যর্থঃ। "স এব মায়া" ইতি

* "তদ্‌যোগাদশুদ্ধঃ" ইতি বা পাঠঃ।

† "অবিদ্যা তদ্বিদ্যাকল্পিতোপাধৌ" ইত্যত্র "অবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ" ইতি পাঠান্তরম্‌।

‡ "অশক্যব্যবস্থাপন ইত্যর্থঃ" ইতি বা পাঠঃ।

শ্রুতিস্তু ব্রহ্মাদ্যন্তবৃত্তিকত্ব-ব্রহ্মব্যাপ্যত্বাভ্যাং ব্রহ্মণোঽনতিরিক্তো * জীব ইত্যেব নিবেদয়ন্তী গতার্থা, † "জীবেশৌ" ইতি শ্রুতিস্তু মায়াবিমোহিততার্কিকাদিপরিকল্পিতজীবেশপরতয়া গতার্থেতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

দূষণান্তরমাহ ব্রহ্মাবিদ্যয়োরিতি। পর্য্যবসানে—বিচারেণ স্বরূপনির্ণয়ে সতীতি,—'বিরোধস্তদবস্থ এব' ইত্যগ্রেণান্বয়ঃ। চিন্মাত্রত্বেন স্বপ্রকাশসুখাত্মকত্বেন, অবিদ্যাযোগস্য অবিদ্যায়া নিরাসেন তৎকৃতমোহাদেঃ। তদ্যোগাদিতি—অবিদ্যাযোগেন পরিচ্ছিন্নত্বাৎ প্রতিবিম্বরূপত্বাদ্বা ইত্যর্থঃ। অশুদ্ধ্যা—মুগ্ধতয়া, রাগদ্বেষাদিমত্ত্বেন জীবা ইতি। তথা চ মোহামোহয়োঃ সঙ্গাসঙ্গয়োশ্চ বিরোধঃ। বিরোধান্তরমাহ—পুনরিতি, —তথেত্যর্থঃ। জীবাবিদ্যাকল্পিতেতি—তথা চ জীবভাবং বিনা ন মায়াশ্রয়ত্বমীশ্বরস্য, তথা ঈশ্বরাশ্রিতমায়াকৃতমোহং বিনা ন জীবভাবঃ—ইত্যন্যোন্যাশ্রয় ইতি ভাবঃ। শুদ্ধায়াং চিতীতি—নিরুপাধৌ ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। তস্যামিতি—চিতীত্যর্থঃ। তথা চৈকস্যাবিদ্যা-বিদ্যয়োর্বিরোধঃ স্ফুটঃ—ইতি দর্শয়তি,—বিদ্যাবত্ত্বেঽপীতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ।

উক্ত বাদ সম্বন্ধে পুনরায় আর একটি দোষ আরোপ করিতেছেন :—উল্লিখিতরূপে ব্রহ্ম ও অবিদ্যার স্বরূপ নির্ণয় হইলে বিরোধ সেইরূপই থাকে, কারণ—যে স্বপ্রকাশ সুখাত্মক ব্রহ্মের অবিদ্যা নিরাস হওয়ায় অবিদ্যাকৃত মোহাদির অত্যন্ত অভাব বলিয়া তাঁহার শুদ্ধত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, আবার সেই ব্রহ্মই অবিদ্যা সম্পর্কে পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্বরূপ হইয়া অশুদ্ধ—মুগ্ধ, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি যুক্ত হওয়ায় 'জীব' হইয়া পড়িলেন ! এই প্রকার একই বস্তুতে 'মোহ-অমোহ, এবং অবিদ্যার 'সঙ্গ-অসঙ্গ, রূপ একটি মহান্ বিরোধ উপস্থিত হইল।

এ বিষয়ে আরও একটি বিরোধ দেখাইতেছেন :—

আবার সেই ব্রহ্মই যখন জীবের অবিদ্যা কল্পিত মায়াকে আশ্রয় করেন, তখন 'ঈশ্বর' হয়েন, এবং ঐ মায়ার বিষয় হইয়া 'জীব' এই উপাধিপ্রাপ্ত হন্—এ অর্থেও বিরোধ ঐ অবস্থাতেই থাকিল ! এখন দেখা যাইতেছে ; জীব-ভাব ব্যতিরেকে ঈশ্বরের মায়াশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয় না এবং ঈশ্বরাধীন মায়াকৃত মোহ ব্যতীত জীবভাবেরও সিদ্ধি হইতে পারে না—এইরূপে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে !

সেই শুদ্ধ চিন্মাত্র নিরুপাধি ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ-হেতু কল্পিত—উপাধিযুক্ত চিন্মাত্র ঈশ্বরে বিদ্যার কল্পনা। এইরূপে ঈশ্বরের বিদ্যাবত্তা অঙ্গীকার করিয়াও আবার ঈশ্বরকে মায়িক বলা হইল ! এবম্বিধ বহুতর কল্পনার অসামঞ্জস্য—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান করিলে পাইবেন ॥৪০॥

---

* "নাতিরিক্তঃ" ইতি বা পাঠঃ।

† "নিবেদয়দ্গতার্থা" ইতি বা পাঠঃ।

তাৎপর্য্য।

(৪০) **একজীববাদ খণ্ডন।** শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাক্যের ব্যাখ্যায় 'একজীববাদ' উল্লেখ করিয়া যে ভাবে উহার খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা দেখান যাইতেছেঃ—প্রতিপক্ষ যদি বলেন; পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিম্ববাদে আমাদের তাৎপর্য্য নহে, যেহেতু ঐ দুই বাদ অজ্ঞলোকের বোধের জন্যই কল্পিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের বাক্যের তাৎপর্য্যই 'একজীববাদে' অর্থাৎ সাধারণকে 'একজীববাদ'টিই বুঝাইবার উদ্দেশে প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদের কল্পনা মাত্র করা হইয়াছে। কারণ কৈবল্য শ্রুতিতে (উপনিষদে) ঐ 'একজীববাদ'ই পাওয়া যাইতেছে—"সেই এক আত্মাই মায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া শরীর পরিগ্রহণ পূর্ব্বক স্ত্রী-অন্ন-পান প্রভৃতি বিচিত্র ভোগ্য বিষয়াদি উপভোগ করেন, আবার সেই আত্মাই জাগ্রত হইলে অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিলে পরম সুখ পাইয়া থাকেন।"

"স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥" (কৈবল্য০ ১২)

এক জীববাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে যে অদ্বৈত চিন্ময় আত্মাকে গ্রহণ করা যায়; তিনিই নিজের ত্রিগুণময়ী মায়াকে এবং মায়ার গুণত্রয়ের বৈষম্য সম্ভূত কার্য্য সংহতির কল্পনা করিয়া 'অস্মদ্' অর্থে এক এবং 'যুষ্মদ্' অর্থে বহুর কল্পনা করিয়া থাকেন। তার মধ্যে অস্মদর্থ—আপনার পুরুষাখ্য স্বরূপ, যুষ্মদর্থ—আপনা হইতে অতিরিক্ত মহত্তত্ত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত জড় বস্তুনিচয়, আপনার তুল্য অন্যান্য পুরুষ এবং সর্ব্বেশ্বর নামক বিশেষ পুরুষ—এই ত্রিবিধ কল্পনা করিয়া থাকেন। এক আত্মাই যে মায়ার দ্বারা ঐরূপে প্রকাশ পান, তাহা অপরাপর শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—

"জীবেশাবাভাসেন করোতি, মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি।" (নৃসিংহোত্তর০ ৯)

আত্মা অসঙ্গ কিন্তু মায়ার তিন গুণের সহিত যোগ হওয়ায় কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়। যেমন স্বপ্নে কোনও দরিদ্রব্যক্তি—রাজা,রাজধানী এবং প্রজা-পুঞ্জ দেখিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া অভিমান করে, পরে স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে আর সে অভিমান থাকে না, তখন স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ জীবের যখন আত্মতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন আর অন্য কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল চিন্মাত্র এক আত্ম-বস্তুর বোধই হইয়া থাকে। জীবাত্মা এক, বিষয়ের বহুত্ব, গুণযোগে সেই সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অভিমান আপনাতে অধ্যস্ত হওয়ায় বহুরূপে প্রতীয়মান হয়, ইহাই একজীববাদের সিদ্ধান্ত;—তাই এই একজীববাদ খণ্ডন অভিলাষে গ্রন্থকার ঐ বাক্যের অবতারণা করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে তোমার অবতারিত পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডিত হইল, এখন থাকিল মাত্র—ব্রহ্ম ও অবিদ্যা! তথাপি আবার বলিতেছ?—'ব্রহ্ম শুদ্ধই বটে; তবে অকস্মাৎ অবিদ্যার সম্বন্ধ হওয়ায় ব্রহ্মের 'জীবত্ব' হইয়া পড়ে। ঐ জীবকল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়া সেই ব্রহ্মই পুনরায় ঈশ্বর আখ্যা লাভ করেন।' স্মরণ যেন থাকে—ব্রহ্ম সেই ঈশ্বরাশ্রিত মায়া কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া জীব হয়েন! 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্' বিরোধ তো তোমার পূর্ব্বের মতই থাকিল? এ যে তোমার সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা! ব্রহ্ম শুদ্ধ—তাঁহাতে আবার অবিদ্যার সম্বন্ধ! ঈশ্বরে বিদ্যার কল্পনা, আবার তাঁহারই মায়িকত্ব স্থাপন? এ সমস্ত অজ্ঞের প্রলাপ ভিন্ন আর ইহাকে কি বলা যাইতে পারে!

"স এব মায়া"--ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য এই:—জীব ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিক অর্থাৎ জীব এক ব্রহ্ম হইতেই আপনার যাবতীয় ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির বিষয় গ্রাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং জীব—ব্রহ্মের ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, অর্থাৎ ব্রহ্ম জীবকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকেন। "জীবেশাবাভাসেন"—ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য এই—মায়ামোহিত তার্কিকগণ জীব এবং ঈশ্বরকে যে ভাবে বলেন, তাহাই শ্রুতি প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু ঐ বাক্যে জীবেশ্বরের তত্ত্ব বলা হয় নাই। সুতরাং উল্লিখিত দুইটি শ্রুতির এইরূপ অর্থই সঙ্গত, তাহা হইলে আর কোনই বিরোধ থাকে না।

কিঞ্চ, যদ্যত্রাভেদ এব তাৎপর্য্যমভবিষ্যত্তর্হ্যেকমেব ব্রহ্মাজ্ঞানেন ভিন্নং, জ্ঞানেন তু তস্য ভেদময়ং দুঃখং বিলীয়ত ইত্যপশ্যদিত্যেবাবক্ষ্যৎ। তথা শ্রীভগবল্লীলাদীনাং বাস্তবত্বাভাবে সতি শ্রীশুকহৃদয়-বিরোধশ্চ জায়তে ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অনুপপত্ত্যন্তরমাহ;—কিঞ্চেতি। অত্র—শ্রীভাগবতে শাস্ত্রে। ইত্যেবেতি,—'পূর্ণঃ পুরুষঃ কশ্চিদস্তি, তদাশ্রিতয়া মায়য়া জীবো বিমোহিতোঽনর্থং ভজতি, তদনর্থোপশমনী চ পূর্ণস্য তস্য ভক্তিঃ' ইত্যপশ্যৎ—ইত্যেবং নাবক্ষ্যদিত্যর্থঃ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

যদ্যত্রেতি, অত্র—শ্রীভাগবতে,—"অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" ইতি বচনে। অপশ্যদিতি—ব্যাস ইত্যাদিঃ, অবক্ষ্যদিতি—সূত ইত্যাদি, তথোক্তাবেব স্পষ্টার্থঃ স্যাদিতি ভাবঃ। 'সূতস্যাদ্বৈতমত-স্বীকারস্তদ্‌গুরু-শুকসম্মতিং বিনা ন' ইতি বিভাব্য দূষণান্তরমাহ,—তথেতি—অদ্বৈতবাদস্য সূতসম্মতত্বে ইত্যর্থঃ। বাস্তবত্বাভাবে অদ্বৈতভঙ্গভিয়া বাস্তবত্বাস্বীকারে, শুকহৃদয়বিরোধশ্চেতি—শুকহৃদয়গ্রন্থে শ্রীভগবল্লীলায়া বাস্তবিকত্বেন কথনাদিতি ভাবঃ। তথা চ সর্ব্বতোঽতিশয়জ্ঞানস্য শুকস্যাদ্বৈতবাদস্বীকারেণ তন্মতং ন সমীচীনমিতি ভাবঃ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ববাদ বিষয়ে অপর একটি অনুপপত্তি দেখাইতেছেন;—যদি ঐ অভেদবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" এই বচনের তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে 'এক ব্রহ্মই অজ্ঞান দ্বারা ভেদযুক্ত হন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার ভেদময় দুঃখ বিলীন হইয়া যায়' ইহাই শ্রীবেদব্যাস সমাধিতে দেখিয়াছিলেন—এই কথা সূত বলিতেন এবং ঐরূপ অর্থও তাহাতে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইত? (কিন্তু 'কোন এক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পুরুষ আছেন, তাঁহারই আশ্রিতা মায়ায় বিমোহিত হইয়া জীব অনর্থ ভোগ করে, এবং সেই পূর্ণপুরুষের ভক্তিই অনর্থ বিনাশিনী'—এ কথা বলিতেন না।)

সূতের সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ স্বীকার, তাঁহার গুরু—শ্রীশুকদেবের সম্মতি ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ইহাই চিন্তা করিয়া অপর একটি দোষ বলিতেছেন ;—'অদ্বৈতবাদ সূত-সম্মত' হইলে অদ্বৈত ভাব নষ্ট হইয়া যায় ; এই ভয়ে শ্রীভগবানের লীলাদির বাস্তবত্বের অস্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে আবার 'শ্রীশুকহৃদয়' গ্রন্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ—ঐগ্রন্থে শ্রীভগবল্লীলার বাস্তবিকত্ব দেখান হইয়াছে। অতএব জ্ঞানিকুল চূড়ামণি শ্রীশুকদেবই যখন অদ্বৈতবাদী নহেন, তখন অদ্বৈতবাদিগণের তন্মতপোষক পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদও যে সমীচীন নহে ; ইহা বলাই বাহুল্য ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বত্বাদি—প্রতিপাদকশাস্ত্রাণ্যপি কথঞ্চিত্তৎসাদৃশ্যেন গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তেরন্। "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" (ব্র০ সূ০ ৩, ২, ১৯) "বৃদ্ধিহ্রাস-ভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" (ব্র০সূ০ ৩,২,২০) ইতি পূর্ব্বোত্তরপক্ষময়ন্যায়াভ্যাম্ ॥৪২॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

তস্মাদিতি ;—তৎসাদৃশ্যেন—পরিচ্ছিন্নপ্রতিবিম্বতুল্যত্বেনেত্যর্থঃ। 'সিংহো দেবদত্তঃ' ইত্যত্র যথা গৌণ্যা বৃত্ত্যা সিংহতুল্যত্বং দেবদত্তস্যোচ্যতে, ন তু সিংহত্বং, তদ্বদিত্যর্থঃ। নম্বেবং কেন নির্ণীতম্? ইতি চেৎ, 'সূত্রকৃতা শ্রীব্যাসেনৈব'ইতি তৎ সূত্রদ্বয়ং দর্শয়তি। তত্রৈকেন তদ্বাদদ্বয়মসম্ভবান্নিরস্যতি,—অম্বুবদিতি ; যথাম্বুনা ভূখণ্ডস্য পরিচ্ছেদঃ, এবমুপাধিনা ব্রহ্মপ্রদেশস্য স স্যাৎ? ন, অম্বুনা ভূখণ্ডস্যেব উপাধিনা ব্রহ্মপ্রদেশস্য গ্রহণাভাবাৎ। "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" (বৃহ০, ৩,৯,২৬) ইতি হি শ্রুতিঃ। অতো ন তথাত্বং, ব্রহ্মণ উপাধিপরিচ্ছিন্নত্বং ন ইত্যর্থঃ। যদ্বা, অম্বুনি যথা রবেঃ প্রতিবিম্বঃ পরিচ্ছিন্নস্য গৃহ্যতে, এবমুপাধৌ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো ব্যাপকস্য ন গৃহ্যতে; অতো ন তথাত্বং—তস্য প্রতিবিম্বো ন ইত্যর্থঃ। তর্হি শাস্ত্রদ্বয়ং কথং সঙ্গচ্ছতে? তত্রাহ ;—বৃদ্ধীতি দ্বিতীয়েন। তদ্দ্বয়ং ন মুখ্যবৃত্ত্যা প্রবর্ত্ততে, কিন্তু বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং গুণাংশমাদায়ৈব, যথা মহদল্পৌ ভূখণ্ডৌ, যথা চ রবিতৎপ্রতিবিম্বৌ বৃদ্ধিহ্রাসভাজৌ, তথা পরেশজীবৌ স্যাতাম্। কুতঃ? অন্তর্ভাবাৎ, এতস্মিন্নংশে শাস্ত্রতাৎপর্য্যপূর্ত্তেঃ। এবং সত্যুভয়োঃ—দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ, সামঞ্জস্যাৎ—সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বন্যায়েন পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য খণ্ডনম্, উত্তরন্যায়েন তু গৌণবৃত্ত্যা তস্য ব্যবস্থাপনমিতি। 'ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো বা জীব এব' ইতি সূত্রকৃতাং মতম্, 'ঈশোঽপি ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো বা'ইতি মায়িনামীশবিমুখানাং মতমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

"অম্বুবদগ্রহণাৎ"ইতি পূর্ব্বপক্ষবেদান্তসূত্রম্। অস্যার্থঃ—পরমাত্ম-জীবাত্মনোরৈক্যং, অগ্রহণাৎ—ভেদস্যাগ্রহণাৎ অভেদস্য শ্রবণাদিতি যাবৎ, "সর্ব্ব একীভবন্তি" (প্রশ্ন০ ৪, ২) ইতি শ্রুতেঃ, "স ঐক্ষত" "বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। তথা চৈকমেব ব্রহ্ম তত্তদুপাধিভেদেন ভিন্নমিব, তত্তদুপাধিবিগমে পুনরৈক্যং—অম্বুবৎ, একস্মাজ্জলাদুদ্ধৃতং জলং পুনস্তত্রৈব জলে নিহিতমেকীভবতীতি—তদ্বদিতি। অত্র সিদ্ধান্তসূত্রম্—

"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" ইতি। জলাদুদ্ধৃতং জলং অবয়ববিভাগেন পূর্ব্বজলনাশেন জলান্তরং উৎপন্নং, ন তু তয়োরৈক্যং তদাধারভূতজলস্য হ্রাসাৎ। পুনস্তত্র নিক্ষিপ্তং তজ্জলং মিলিতমুভাভ্যাং জলান্তরমুৎপন্নং, বৃদ্ধিদর্শনাৎ। তদাহ,—"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্" ইতি। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং যতো ভবতি, অতো মিলিতজলয়োর্ভেদঃ পরমার্থঃ।

নমু কথং তদা মিলিতজলয়োরেকত্বপ্রতীতিঃ? ইত্যত আহ—"অন্তর্ভাবাৎ" একস্মিন্ জলেঽপরজলস্যান্তর্ভাবাৎ বিলক্ষণসম্বন্ধাদুভয়সামঞ্জস্যাৎ তয়োর্ভেদস্য তয়োরৈক্যপ্রতীতেশ্চ, ইতি দ্বয়োরুপপত্তিরিত্যর্থঃ। তথা চাভেদপ্রতীতির্ন পারমার্থিকী, পরিমাণভেদেন দ্রব্যভেদস্য সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। এবং জীবাত্ম-পরমাত্মনোরপি ভেদঃ পারমার্থিকঃ, প্রাগুক্তবিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাৎ। অভেদপ্রতীতিস্তু—অন্তর্ভাবাৎ উপাধিবিগমে বিলক্ষণসম্বন্ধাপায়াৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি" (কঠ০ ৪, ১৫) ইতি।

স্কান্দে চ—"উদকে তূদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে। এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ" ইতি। তাদাত্ম্যং—মিশ্রতাং। নাসৌ ভবতীতি—ন পরমাত্মা ভবতি। স্বাতন্ত্র্যাদীতি,—আদিনা—নির্ব্বিকারত্বাদিপরিগ্রহস্তেন তয়োর্মিলনে পদার্থান্তরতাপত্তিরপীতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।

অতএব পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রগুলি—গৌণীবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং প্রতিবিম্ব-বাদের কথঞ্চিৎ (আংশিক) সাদৃশ্য স্বীকার করিয়া ব্রহ্ম-নিরূপণে প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ "সিংহো দেবদত্তঃ" এ কথা বলিলে যেমন শব্দের গৌণী বৃত্তি দ্বারা দেবদত্তের সিংহতুল্যত্ব বোধ হয় কিন্তু তাহার সিংহত্ব কখনই বোধগম্য হয় না, তেমনি এ স্থলেও গৌণী বৃত্তি স্বীকারেই পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ব বাদের ন্যায্যতা অর্থ বুঝিতে হইবে। "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্"—এই বেদান্তের পূর্ব্বপক্ষ সূত্র এবং "বৃদ্ধিহ্রাস-ভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" এই উত্তর পক্ষ সূত্রের গৌণবৃত্তি দ্বারাই উক্ত বাদদ্বয়ের প্রবৃত্তি দেখান হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য

(৪২) উদ্ধৃত সূত্রদ্বয়ের বিদ্যাভূষণ মহাশয়কৃত ব্যাখ্যা—গ্রন্থকার নিজ-সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণার্থে শ্রীবেদব্যাসকৃত দুইটি সূত্র দেখাইয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব—"অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" সূত্রের অর্থ—"যেমন কোন জলাশয়গত জলের দ্বারা তাহার আয়ত্তীকৃত ভূমি খণ্ডের পরিচ্ছেদ হয়, তেমনি ব্রহ্ম প্রদেশের পরিচ্ছেদ—এ কথা বলিতে পার না,—'অম্বুবদগ্রহণাৎ' তুমি যেমন জলের দ্বারা ভূমি খণ্ডের পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতেছ, তেমনি ব্রহ্মপ্রদেশের গ্রহণ হইতে পারে না, কারণ শ্রুতি বলেন ;—"অগ্রহ্যো নহি গৃহ্যতে" গ্রহণের অবিষয়কে কখনই গ্রহণ করা যায় না। অতএব "ন তথাত্বম্"—ব্রহ্মের উপাধি পরিচ্ছিন্নত্ব হইতে পারে না। অথবা জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব—পরিচ্ছিন্ন বস্তুর বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এইরূপ উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—ব্যাপক বস্তুর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অতএব "ন তথাত্বম্" ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না।"

দ্বিতীয়—"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" সূত্রের অর্থ—"যদি বল—'পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিম্ব-

বাদবিধায়ক শাস্ত্রের সঙ্গতি কিরূপে হইবে?' তাই বলিতেছি—ঐ দুইটি বাদ ব্রহ্মে মুখ্য বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত হয় না কিন্তু "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্'' বৃদ্ধি হ্রাস গুণাংশ গ্রহণ করিয়াই গৌণবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন বৃহৎ ও অল্প ভূখণ্ড এবং সূর্য্য ও তাহার প্রতিবিম্ব, ইহারা বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত অর্থাৎ বৃহৎ ভূখণ্ড ও সূর্য্যের মহত্ত্ব আর অল্প ভূখণ্ড এবং প্রতিবিম্বের ক্ষুদ্রত্ব,তেমনি পরমেশ্বর ও জীব—গুণাংশের তারতম্যে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা এবং অল্পজ্ঞতাদি গুণের তারতম্যে বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত হইয়া থাকেন। কোথায়? "অন্তর্ভাবাৎ" ঐরূপ তারতম্যাংশেই পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিম্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। "এবং"এইরূপ অর্থ হইলে "উভয় সামঞ্জস্যাৎ" দৃষ্টান্ত—ভূখণ্ড সূর্য্যাদি এবং দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্ম; ইহার সঙ্গতি হয়। এইরূপে পূর্ব্ব ন্যায় (সূত্র) দ্বারা পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন এবং উত্তর ন্যায়ে গৌণবৃত্তি দ্বারা ঐ বাদদ্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া সমন্বয় করা হইল। ব্রহ্মসূত্রের কথিত সিদ্ধান্ত সমালোচনায় বুঝিতে হইবে—'জীব ব্রহ্মের খণ্ড বা প্রতিবিম্ব' ইহা সূত্রকার বেদব্যাসের মত নয়, তবে 'ঈশ্বরও যে ব্রহ্মের খণ্ড বা প্রতিবিম্ব'—এইমত ঈশ্বর-বিমুখ মায়াবাদিগণেরই কল্পিত।

উক্ত সূত্রদ্বয়ের শ্রীমদ্ গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা—"অম্বুবদগ্রহণাৎ"—এইটি পূর্ব্বপক্ষরূপ বেদান্ত সূত্র। পূর্ব্বপক্ষ এই :—"পরমাত্মা এবং জীবাত্মার ঐক্য অর্থাৎ অভেদ ভাবই স্বীকার্য্য, কারণ কোথাও ভেদের গ্রহণ দেখা যায় না অর্থাৎ অভেদ ভাবই শ্রবণ করা যায়। যেহেতু "সর্ব্ব একীভবন্তি" "স ঐক্ষত বহু স্যাং" এই সকল শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্ম এক, আকাশ জলাদি উপাধি ভেদে বহুরূপে প্রকাশ পান, সেই সেই উপাধির নাশ হইলে পুনরায় ঐক্য হয়। ইহার দৃষ্টান্ত—"অম্বুবৎ'' যেমন কোনও স্থান হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার সেই স্থানে রাখিয়া দিলে পূর্ব্ব জলের সহিত এক হইয়া যায়, সেইরূপ উপাধির নাশে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভেদ হইয়া পড়ে।''

ঐ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর পক্ষরূপ সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—"বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্", জল হইতে কিঞ্চিৎ জল উঠাইলে ঐ উদ্ধৃত জলের অবয়ব বিভাগ হওয়ায় পূর্ব্ব জলের ধর্ম্ম আর তাহাতে থাকিল না, তখন একটি পৃথক্ জল উৎপন্ন হইল মানিতে হইবে সুতরাং "ন তথাত্বম্" তাহার পূর্ব্ব জলের সহিত ঐক্য—অভেদত্ব থাকিল না। কেন বলি?—পূর্ব্বস্থিত আধারভূত জল হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করায়, তাহার হ্রাস হইল আবার ঐ উদ্ধৃত জল তাহাতে নিক্ষেপ করিলে উভয়ে মিলিত হইয়া অপর একটি জলান্তর উৎপন্ন হইল, কারণ জলের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে! ইহাই সূত্রকার বলিলেন :—"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্" সুতরাং যখন বৃদ্ধি হ্রাস দেখা যাইতেছে, তখন সম্মিলিত উভয় জলের ভেদ পারমার্থিক। যদি আশঙ্কা হয় 'তবে কেন উভয় জলের ঐক্য প্রতীতি হয়?' তাহার নিরাস করিয়া বলিতেছেন :—"অন্তর্ভাবাৎ" এক জলে অপর জলের অন্তর্ভাব হওয়াতেই ঐক্য প্রতীতি হয় অর্থাৎ অভেদ ভাবের বোধ হয় কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিলক্ষণ সম্বন্ধ থাকায় "উভয়সামঞ্জস্যাৎ'' উভয় পদার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা কল্পে দুইএর ভেদ প্রতীতি ও হইতেছে! এইরূপে উভয় পদার্থের আপাততঃ 'ভেদাভেদ' প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু অভেদ ভাবটি পারমার্থিক নয়, কারণ পরিমাণ-ভেদে দ্রব্য-ভেদ সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ যখন উদ্ধৃত জলাংশ জলাধারে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন তো আধারস্থ জলের বৃদ্ধিগামিত্ব স্বাভাবিক! সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষায় পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ বৃদ্ধ্যংশে তাহার ভেদ প্রতীতি কেন হইবে না! এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস হওয়ায় জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদই পারমার্থিক,তবে জীব যখন পরমাত্মার সহিত মিলিত

হয় অর্থাৎ তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় ; তখন মায়াকৃত স্বরূপাস্ফূর্ত্তি অস্বরূপাবেশ প্রভৃতি বিলক্ষণ সম্বন্ধগুলি নষ্ট হইলে, তাহার পরমাত্মার সহিত অভেদ-প্রতীতি হয় মাত্র কিন্তু উহা বাস্তবিক নয়। শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—"শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।" (কঠ০ ৪, ১৫)

স্কন্দ পুরাণেও এই শ্রুতির অর্থই পরিস্ফুট হইয়াছে ঃ—

"উদকে তূদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে ॥
এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ ॥"

জলে জল মিশ্রিত হইলে, মিশ্রিত জল পূর্ব্বস্থিত জলের সহিত অভেদ হইয়া যায় না, যেহেতু তাহার বৃদ্ধিরূপে বৃত্তি দেখা যায়। এইরূপে জীবও সাধনবশে পরমাত্ম-তাদাত্ম্য (মিশ্রণত্ব) লাভ করিলে সে পরমাত্মা হইয়া যায় না, কারণ—'স্বতন্ত্র নির্ব্বিকার প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় জীবের সহিত তাঁহার ভেদ স্বাভাবিক। সুতরাং উভয়ের (জীব-পরমাত্মার) মিলনেও জীবকে অন্য পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি করা যায়।

উক্ত দুইটি সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বেদান্ত সূত্রের বৈষ্ণবভাষ্যগুলি যে ভাবে প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ বাদ খণ্ডন করিয়াছেন, ক্রমে তাহা দেখান যাইতেছে ; উক্ত প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন ঃ—

"অম্বুবদিতি সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ। অম্বুদর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে। অম্ব্বাদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যতে, ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ। ইহ তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্॥ (বৃ০ আ০ ৫। ৭। ৩, ৪, ২২) ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে। অতঃ সূর্য্যাদেরম্বু-দর্পণাদিপ্রযুক্ত-দোষাননুসঙ্গস্তত্র তত্র স্থিত্যভাবাদেব। অতো ন তথাত্বং—দার্ষ্টান্তিকস্য ন দৃষ্টান্ততুল্যত্বমিত্যর্থঃ।"

"এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, যেমন রবি বস্তুতঃ জলের মধ্যে বর্ত্তমান না থাকিলেও ভ্রান্তিবশতঃ লোকে তাহাকে জলস্থিত মনে করে মাত্র, জলাদির দোষ সূর্য্যে না থাকাই সম্ভবপর, কিন্তু পরমাত্মার সম্বন্ধে সেরূপ প্রতীতি হয় না। পক্ষান্তরে "যিনি পৃথিবীতে থাকেন" "যিনি জলের মধ্যে আছেন" যিনি "আত্মার মধ্যে বিরাজ করেন"ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ নিচয় দ্বারা সত্যসত্যই পরমাত্মাকে পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব জলদর্পণাদির সম্বন্ধজনিত দোষ যে সূর্য্যাদিকে স্পর্শ করে না, সেই সকল স্থানে অবস্থিতির অভাবই প্রধান কারণ। অতএব দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মার তুল্যতা সংঘটিত হইল না ?"

উক্ত দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা—

"পৃথিব্যাদিস্থানান্তর্ভাবাৎ স্থানিনঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতো গুণতশ্চ পৃথিব্যাদিস্থানগ বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষভাক্ত্বমাত্রং সূর্য্যাদিদৃষ্টান্তেন নিবর্ত্ত্যতে। কথমিদমবগম্যতে? উভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ উভয়দৃষ্টান্তসামঞ্জস্যাদেবমিতি নিশ্চীয়তে। "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ ভবেৎ" "জলাধারেষিবাংশুমান্" [যাজ্ঞবল্ক্য০ প্রায়শ্চিত্ত০ ১৪৭] ইতি দোষবৎস্বনেকেষু বস্তুষু বস্তুতোঽবস্থিতস্যাকাশস্য বস্তুতোঽনবস্থিতস্যাংশুমতশ্চোভয়স্য দৃষ্টান্তস্য উপাদানং হি পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিগতদোষভাক্ত্বনিবর্ত্তন মাত্রে প্রতিপাদ্যে সমঞ্জসং ভবতি। ঘটকরকাদিষু যথা বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ষু পৃথক্ পৃথক্ সংযুজ্যমানমপ্যাকাশং
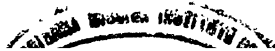
বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে; যথা চ জলাধারেষু বিষমেষু দৃশ্যমানঃ অংশুমান্ তদ্‌গতবৃদ্ধিহ্রাসাদিভির্ন স্পৃশ্যতে; তথায়ং পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু নানাকারেষ্বচেতনেষু চেতনেষু চ স্থিতস্তদ্‌গতবৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টঃ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানোঽপ্যেক এবাস্পৃষ্টদোষগন্ধঃ কল্যাণগুণাকর এব। এতদুক্তং ভবতি—যথা জলাদিষু বস্তুতোঽবস্থিতস্যাংশুমতো হেত্বভাবাজ্জলাদিদোষানভিষঙ্গঃ, তথা পৃথিব্যাদিষ্ববস্থিতস্যাপি পরমাত্মনো দোষপ্রত্যনীকাকারতয়া দোষহেত্বভাবান্ন সম্বন্ধঃ—ইতি।" (শ্রীভাষ্যম্)

উক্ত ভাষ্যের তাৎপর্য্যার্থ——

"পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহার উদ্দেশে বলা হইতেছে—না, এ প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ পরমাত্মা পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে থাকিলেও পৃথিব্যাদিগত বৃদ্ধি ও হ্রাস-সম্বন্ধই উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারণ করা হইতেছে; আকাশ ও সূর্য্যাদি -এই দুই দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য করাতে বোধ হইতেছে যে সূর্য্যাদি যেমন জলাদিতে বাস্তবিকপক্ষে না থাকিয়া তদ্‌গত দোষে সম্পৃক্ত হয় না, তেমনি পরমাত্মা পৃথিবী জল প্রভৃতি বস্তুতে থাকিয়াও তত্তৎ বস্তুগত দোষে লিপ্ত হন না। আবার আকাশ যেমন দোষযুক্ত বহু পদার্থে থাকিয়াও স্বয়ং দোষযুক্ত নহে, তেমনি আত্মাও প্রাকৃত চেতনাচেতন বিবিধ পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্‌গত বৃদ্ধিহ্রাস প্রভৃতি দোষে অসংস্পৃষ্ট। এইরূপে পরমাত্মার বিষয়গত দোষ-নিবৃত্তিমাত্রাংশেই প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত এবং ঐ অংশেই শাস্ত্রবাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় কিন্তু জীবেশ্বরের কাল্পনিক অবিদ্যা-বিস্তার সম্বন্ধাংশে উক্ত বাদদ্বয় বলা হয় নাই। অন্যথা তত্ত্বাংশে অনেক প্রকার দোষ উপস্থিত হয়।"

উল্লিখিত প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীনিম্বার্কস্বামী বলেন :—

শঙ্কতে—সূর্য্যাদম্বু দূরস্থং গৃহ্যতে, তদ্বদংশিনঃ সকাশাৎ স্থানস্য গ্রহণাদ্দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি।

ভাবার্থ—"এস্থলে আশঙ্কা হইতেছে—ব্রহ্মের তো প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির সহিত তুল্যতা নাই? কেন বলি—"অম্বুবদগ্রহণাৎ" সূর্য্য হইতে জল অতিদূরে অবস্থিত, তাহাতে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইলেও জল-গত দোষে সম্পৃক্ত হয় না। কিন্তু তদ্রূপ চেতনাচেতন নিখিলবস্তু নিচয়—ব্রহ্ম হইতে তো দূরে থাকে না! "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইত্যাদি স্মৃতি হইতে ব্রহ্মের সর্ব্ববস্তুতেই অবস্থিতি পাওয়া যাইতেছে। অতএব দৃষ্টান্তের বৈষম্য হওয়ায় পরমপুরুষের প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির সহিত তুলনা হইতে পারে না।"

পরসূত্রের নিম্বার্কভাষ্য—

"তত্রাহ—স্থানিনঃ স্থানান্তর্ভাবাৎ তৎপ্রযুক্তবৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং দৃষ্টান্তেন নিরাক্রিয়তে, উভয়-সামঞ্জস্যাদেবং বিবক্ষিতাংশমাত্রং গৃহ্যতে।"

ভাবার্থ—"আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন; "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি নিয়ম [অনু]সারে ব্রহ্ম সর্ব্বস্থানেই বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু ঐ সকল স্থানের দোষ—বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি তাঁহাকে [স্প]র্শ করে না; এই প্রকার সূর্য্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা নিবারণ করিলেন। ফলত সূর্য্য যেমন জলে [প্র]তিবিম্বিত হইয়াও তাহার কম্পনাদিদোষে নির্লিপ্ত, তেমনি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদি বহুপদার্থে থাকিয়াও তদ্‌গত [দো]ষে নির্লিপ্ত—এই নির্লেপাংশেই প্রতিবিম্বাদি কিন্তু সর্ব্বাংশে নহে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিক এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে আপনার বিবক্ষিত 'বস্তুগত সাধর্ম্ম্য' ব্রহ্মে নাই; এই অংশই গ্রহণ করা হইয়াছে। অপর দৃষ্টান্ত—যেমন আকাশ বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত ঘটাদিতে বস্তুতঃ বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্‌গত

বৃদ্ধি-হ্রাসাদি দোষে লিপ্ত হয় না ; এইরূপ পরব্রহ্মও বৃদ্ধি হ্রাসাদিযুক্ত বহু পদার্থে অবস্থিত থাকিয়াও তত্তন্নিষ্ঠ দোষে লিপ্ত হন না—ইহাই পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ব বিষয়ক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে।"

উল্লিখিত প্রথম সূত্রের শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য—

"তু অবধারণে ষষ্ঠ্যন্তাৎ সপ্তম্যন্তাদ্বা বতিঃ। অম্বুবদ্বিপ্রকৃষ্টস্যোপাধেরগ্রহণান্ন তথাত্বম্। পরমাত্মনো বিভুত্বেন তদ্বিদূরপদার্থাসিদ্ধেরুপমেয়কোটেরুপমানকোটিতুল্যত্বং নেত্যর্থঃ। বিম্ব-বিদূরে জলাদ্যুপাধৌ পরিচ্ছিন্নস্য সূর্য্যাদেরাভাসো গৃহ্যতে, নৈবং পরমাত্মনঃ ; তস্যাপরিচ্ছেদাৎ। অতো ন তথাত্বমিতি বা পরমাত্মনঃ প্রতিবিম্বো জীবো ন ভবতি। "অলোহিতচ্ছায়ম্" ইতি শ্রুতেঃ। কিন্তু তদ্বচ্চেতন এব সঃ। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইতি শ্রুতেঃ। ইত্থঞ্চাকাশদৃষ্টান্তোঽপি নিরস্তঃ। তদ্গত-পরিচ্ছিন্নজ্যোতিরংশস্যৈব তত্তয়া প্রতীতিরবৈদুষী। ইতরথা দিগাদেরপি তদাপত্তিঃ। ন চাত্র শব্দোঽপি দৃষ্টান্তঃ, বৈধর্ম্ম্যাৎ। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রতিবিম্বো নেতি।"

"তু শব্দটি অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত, 'অম্বুবৎ' এই 'বতু' প্রত্যয়টি ষষ্ঠী বা সপ্তমী অর্থে হইয়াছে। দূরবর্ত্তী সূর্য্যের ও তাহার আভাসের আশ্রয়ভূত জলের সহিত, পরমাত্মার ও তাহার উপাধির সমতা না থাকায় জীবকে চিদাভাস বলা যায় না। অবিদ্যা পরমাত্মার শক্তিবিশেষ ; সূর্য্য হইতে জল যত দূরবর্ত্তী, অবিদ্যা তদ্রূপ পরমাত্মার দূরবর্ত্তিনী নহে। সুতরাং জীব পরমাত্মার আভাস হইতে পারে না। পরমাত্মা বস্তুত—বিভু, তাঁহা হইতে অতিদূরে যে, কোন পদার্থ আছে তাহার প্রসিদ্ধি নাই। অতএব উপমান ও উপমেয়ের পরস্পর সাদৃশ্য ঘটিতেছে না। বিম্ব হইতে দূরবর্ত্তী জলাদি উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদির আভাস গ্রহণ করা যায় কিন্তু পরমাত্মার ঐরূপ হইতে পারে না, কারণ—পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার আভাসই হইতে পারে না ; সুতরাং জীব কখনই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহে। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন :—"পরমাত্মা অলোহিত এবং অচ্ছায়," যাহার ছায়া নাই, তাহার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। কিন্তু জীবের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, জীব পরমাত্মার ন্যায় চেতন বস্তু। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং"—এইরূপ আকাশের দৃষ্টান্তও নিরস্ত হইতেছে। আকাশস্থ পরিচ্ছন্ন জ্যোতির অংশগুলিই প্রতিবিম্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা উহাকেই আকাশের প্রতিবিম্বরূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছে। যদি আকাশের প্রতিবিম্ব স্বীকার করা হয়, তবে দিক্ বায়ু প্রভৃতির প্রতিবিম্বও স্বীকার করিতে আপত্তি কি? অরূপ শব্দের প্রতিধ্বনি হয় বলিয়া অরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকার্য্য নহে, কারণ—পরমাত্মা ও শব্দের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য সুপ্রসিদ্ধ। প্রতিবিম্ব সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিধ্বনির উদাহরণ দিতে গেলে, দৃষ্টান্ত বিষম হইয়া পড়ে! অতএব বিষ্ণুর (পরমাত্মার) প্রতিবিম্ব হইতে পারে না।"

দ্বিতীয় সূত্রের শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য—

"প্রতিবিম্বশাস্ত্রেণ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা নায়ং দৃষ্টান্তঃ প্রযুজ্যতে, কিন্তু গৌণবৃত্ত্যৈব বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্। সাধর্ম্ম্যাংশমাশ্রিত্য উপলক্ষণমেতৎ। কুতঃ? অন্তর্ভাবাৎ। এতস্মিন্নেবাংশে শাস্ত্র-তাৎপর্য্যপরিসমাপ্তে-রিত্যর্থঃ। এবং সত্যুভয়সামঞ্জস্যাৎ। উপমানোপমানয়োঃ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—পূর্ব্বসূত্রে প্রতিবিম্বভাবস্য মুখ্যস্য নিরাসাৎ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমাদায় প্রকৃতে তদ্ভাবঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। তচ্চেত্থং বোধ্যম্—সূর্য্যো হি বৃদ্ধিভাক্ জলাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ, তৎপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যকাঃ তদ্ভাসভাজো জলাদ্যুপাধি-ধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চ ভবন্ত্যেবং পরমাত্মা বিভুঃ প্রকৃতিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ, তদংশকা জীবাস্ত্বণবঃ

প্রকৃতিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চেতি। তস্মাদিয়মুপমা তদ্ভিন্নত্ব-তদধীনত্ব-তৎসাদৃশ্যৈরেব ধর্ম্মৈঃ সিদ্ধা। ন তূপাধিপ্রতিফলিতরূপাভাসত্বেন ধর্ম্মেণেতি। অতএব 'নিরুপাধিপ্রতিবিম্বো জীবঃ' ইত্যাহ পৈঙ্গীশ্রুতিঃ—

"সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেষ্যতে। জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেঃ॥"

এখন প্রতিবিম্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সঙ্গতি বলা হইতেছেঃ—প্রতিবিম্ব শাস্ত্রে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বনে ঐ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নাই, কিন্তু গৌণবৃত্তি দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বের মুখ্য সাদৃশ্য পরিত্যক্ত হইলেও, বৃদ্ধি হ্রাসাদিরূপ কতকগুলি সাধর্ম্ম্য আশ্রয়েই গৌণ সাদৃশ্য স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ এই অংশেই শাস্ত্র-তাৎপর্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এইরূপ হইলেই উপমান ও উপমেয়ের সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, জল প্রভৃতি উপাধি ধর্ম্মে উহা সংসক্ত হয় না; যেহেতু ঐ বস্তু স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সকল ক্ষুদ্রবস্তু, জলাদি উপাধি ধর্ম্মে উহারা সংযুক্ত হয়, বিশেষতঃ উহারা পরাধীন। এইরূপ পরমাত্মা বিভু প্রকৃতি-ধর্ম্মে অসম্পৃক্ত এবং স্বতন্ত্র, কিন্তু জীবগণ তাঁহার অংশ, অণু, প্রকৃতি ধর্ম্মযুক্ত এবং পরতন্ত্র। অতএব তদ্‌ভিন্নত্ব, তদধীনত্ব ও তৎসাদৃশ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা এই উপমা সিদ্ধ হইতেছে কিন্তু উপাধিতে প্রতিফলিত রূপাভাসাত্মক ধর্ম্মে ঐ উপমার সিদ্ধি হয় না। এই কারণেই পৈঙ্গী শ্রুতিতে জীবকে নিরুপাধি প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে। "প্রতিবিম্ব দুই প্রকার, সোপাধি এবং নিরুপাধি। ইন্দ্রধনু যেমন সূর্য্যের নিরুপাধি প্রতিবিম্ব; তেমনি জীব ঈশ্বরের নিরুপাধি প্রতিবিম্ব।" এ স্থলে জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বস্বরূপ অংশ জানিতে হইবে। পরমাত্মার 'প্রতিবিম্বাংশক এবং 'স্বরূপাংশক' ভেদে দুই প্রকার অংশ। জীব-সকল পরমাত্মার প্রতিবিম্বাংশক, কারণ উহাতে পরমাত্মার সাম্যের অল্পতা; তাই অংশের 'প্রতিবিম্ব' বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার ভগবানের 'স্বরূপাংশক,' ইঁহাদিগেতে মূল ভগবৎ স্বরূপের অধিক সাম্য রহিয়াছে।

"দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ। প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ।
প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ। প্রতিবিম্বে স্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চ॥"

(বারাহে)

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্র, তাহার ভাষ্য এবং শ্রুতি পুরাণাদি সমালোচনায় বোধ হইতেছে যে—প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদাদি জীবেশ্বরের তত্ত্বমূলক নয়, তবে গৌণবৃত্তি স্বীকারে—মাত্র সাদৃশ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তত এবাভেদশাস্ত্রাণ্যুভয়োশ্চিদ্রূপত্বেন * জীবসমূহস্য দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগণস্থানীয়ত্বাত্তদ্ব্যতিরেকেণাব্যতিরেকেণ চ বিরোধং পরিহৃত্যাগ্রে † মুহুরপি তদেতদ্ব্যাসসমাধিলব্ধসিদ্ধান্তযোজনায় যোজনীয়ানি ॥ ৪৩ ॥

---

* "চেতনত্বেন" ইতি শ্রীমদ্ গোস্বামিভট্টাচার্য্য-ধৃতঃ পাঠঃ। † "পরিহৃত্যৈবাগ্রে" ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

তত ইতি—পরিচ্ছেদাদিশাস্ত্রদ্বয়স্য তৎসাদৃশ্যার্থকত্বেন নীতত্বাদেব হেতোঃ "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেব! অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসি" ইত্যাদীন্যভেদশাস্ত্রাণি তদেতদ্ব্যাসসমাধিসিদ্ধান্তযোজনায় মুহুরপ্যগ্রে যোজনীয়ানীতি সম্বন্ধঃ। কেন হেতুনা? ইত্যাহ—উভয়োঃ—ঈশ-জীবয়োশ্চিদ্রূপত্বেন হেতুনা। যথা গৌর-শ্যাময়োস্তরুণকুমারয়োর্ব্বা বিপ্রয়োর্বিপ্রত্বেনৈক্যম্। ততশ্চ জাত্যৈবাভেদো, ন তু ব্যক্ত্যোরিত্যর্থঃ। তথা জীবসমূহস্য দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা তদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগণস্থানীয়ত্বাত্তদ্ব্যতিরেকেণ, অব্যতিরেকেণ চ হেতুনা বিরোধং পরিহৃত্যেতি। পরেশস্য খলু স্বরূপানুবন্ধিনী পরাখ্যা শক্তিরুষ্ণতেব রবেরস্তি—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ, "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইতি স্মরণাচ্চ। সা হি তদিতরান্নিখিলান্নিয়ময়তি। যস্মাৎ তদন্যে সর্ব্বেঽর্থাঃ স্ব-স্বভাবমত্যজন্তো বর্ত্তন্তে। প্রকৃতিঃ কালঃ কর্ম্ম চ স্বান্তঃস্থিতমপীশ্বরং স্পষ্টুং ন শক্নোতি, কিন্তু ততো বিভ্যদেব স্বস্বভাবে তিষ্ঠতি। জীবগণশ্চ তৎসজাতীয়োঽপি ন তেন সংপর্চিতুং শক্নোতি কিন্তু তমাশ্রয়ন্নেব বৃত্তিং লভতে, মুখ্যপ্রাণমিব শ্রোত্রাদিরিন্দ্রিয়গণ ইতি। তথা চ "যদ্বৃত্তির্যদধীনা স তদ্রূপঃ" ইত্যভেদশাস্ত্রস্যাপি ভেদশাস্ত্রেণ সার্দ্ধমবিরোধোঽয়ং শ্রীব্যাসসমাধিলব্ধসিদ্ধান্তসব্যপেক্ষ ইতি। তথা চাত্রেশ-জীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধম্॥ ৪৩॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তত এব—গৌণ্যা লক্ষণয়া প্রবর্ত্তিতত্বাদেব, অভেদশাস্ত্রাণি—যোজনীয়ানীত্যন্বয়ঃ। 'সাদৃশ্যে লক্ষণা গৌণী, ইতি তাং প্রদর্শয়তি,—উভয়োঃ—ঈশ-জীবয়োঃ 'চেতনত্বেন' ইত্যস্য 'জীবসমূহস্য তদেকত্বেঽপি' ইত্যনেনান্বয়ঃ *। 'চেতনত্বেন' ইত্যভেদে তৃতীয়া। তথা চ চেতনত্বরূপৈকধর্ম্মত্বমেব ঈশ্বরজীবয়োরেকত্ব-মিত্যর্থঃ। যদ্যপি তয়োর্নৈকং চেতনং, ঈশ্বরস্য নিত্যসর্ব্ববিষয়মেকং চৈতন্যং, জীবানাঞ্চানিত্য-মসর্ব্ববিষয়কং নানাবিধং, তথাপি তদুভয়োরেকং চৈতন্যাশ্রয়ত্বমঙ্গীকৃত্য সমাধেয়ম্। স্বভাবত এব কারণং বিনা নিত্যদৈব তদ্রশ্মিপরমাণু-গণস্থানীয়ত্বাৎ তস্যেশ্বরস্য রশ্মিপরমাণুগণতুল্যধর্ম্মত্বাৎ রশ্মিতুল্যতা চ, প্রকাশময়ত্বেন নিরবয়বস্য ব্রহ্মণস্তেজস্বিতান্নপপত্ত্যা ন বাস্তবরশ্মিতা তেষাম্। নম্ন নিরবয়বত্বে ব্রহ্মণঃ কথং জীবাশ্রয়ত্বম্? ইত্যত আহ—স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যেতি। তথা চ—যথৈকস্য সূর্য্যস্য তেজোময়স্য বহির্নিগচ্ছন্তো রশ্মিগণাঃ সূর্য্যমণ্ডলে পুনঃ প্রবিশন্তোঽপি ন দৃশ্যন্তে, সূর্য্যমণ্ডলাদ্ভিন্না অভেদেনোপচর্য্যন্তে, তথাঽদৃষ্টাদিবশাদ্ ব্রহ্মণঃ সকাশান্নিঃসরন্তো দেহসঙ্গেন সংসারিণঃ কদাচিদ্বিদ্যোৎপত্ত্যা দেহসঙ্গনির্ম্মুক্তা ব্রহ্মণি পুনঃ প্রবিশন্তো ব্রহ্মতো ভিন্না অপি অভেদেনোপচর্য্যন্ত ইত্যর্থঃ। নম্ন ব্রহ্মতো যদি জীবা নিঃসরন্তি, তদা কিং ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নম্? ইত্যত আহ—তদ্ব্যতিরেকেণেতি। যদ্যপি তদ্ব্যতিরেকস্থলমপ্রসিদ্ধং, তথাপি জীবানাং দেহসম্বন্ধদশায়ামপি ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বাদিত্যত্র তাৎপর্য্যম্। যদ্বা, তস্য—ব্রহ্মণঃ, ব্যতিরেকেণ—ব্যতিরিক্তদেহসম্বন্ধকৃতভেদেন, অব্যতিরেকেণ—দেহসম্বন্ধাভাবে তদৈক্যপ্রায়েণ, বিরোধং পরিহৃত্য—ভেদাভেদবোধকশ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়াদিবিরোধং পরিহৃত্যেত্যর্থঃ। তথাচ কচিচ্চেতনত্বেনৈক্যবিবক্ষয়া, কচিচ্চ ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদ-বিবক্ষয়াঽভেদবচনানি ব্যাখ্যেয়ানীতি ভাবঃ॥ ৪৩॥

---

* এতদংশ-দৃষ্ট্যা মূলে "তদেকত্বেঽপি" ইতি পাঠস্য সত্তানুভূয়তে, সম্ভবেদেব কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকে।

অনুবাদ।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ। পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র গৌণী লক্ষণা স্বীকারে সাদৃশ্যার্থে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাবের উপদেশক শাস্ত্রগুলিকেও ব্যাস-সমাধিলব্ধ সিদ্ধান্তের সহিত যোজনা করিবার অভিপ্রায়ে ইহার পরেও বারংবার দেখান যাইবে। এখন সাদৃশ্যে গৌণী লক্ষণা দেখান হইতেছে :—ঈশ্বর এবং জীবের 'চেতন' অংশে একত্ব—অভেদত্ব পাওয়া যায়। ইহার হেতু—দুর্ঘট-ঘটনাপটীয়সী ভগবানের স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি। জীবসমূহ স্বভাবতই রশ্মি ও পরমাণু গণস্থানীয় অর্থাৎ রশ্মিপরমাণু-তুল্যধর্ম্মক সুতরাং 'ব্যতিরেক' এবং 'অব্যতিরেক' এই দ্বৈবিধ্যভাবই ব্রহ্মের সহিত জীবের রহিয়াছে, এই ভাবে উক্ত অচিন্ত্য-শক্তিই জীব ব্রহ্মের তাদৃশ ভেদাভেদ ভাবের বিরোধ পরিহার করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।

(৪৩) **জীবেশ্বরের সাদৃশ্যে লক্ষণা-গৌণী**। জীব এবং ঈশ্বর উভয়েই চিদ্রূপ—চেতন, এই নিমিত্ত অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের চেতনাংশের সাদৃশ্যেই উভয়ের 'একত্ব।' যদিও তাহাদের চৈতন্য এক প্রকার নয়, কারণ ঈশ্বরের চৈতন্য—নিত্য সর্ব্ববিষয়নিষ্ঠ অথচ এক, আর জীবের চৈতন্য—অনিত্য, কিন্তু সর্ব্ববিষয়নিষ্ঠ নয়, এককালে এক বস্তুর তত্ত্বই তদ্দ্বারা গ্রহণ হয়, অথচ নানাবিধ; তথাপি উভয়ের চৈতন্যধর্ম্ম পুরস্কারে একত্ব গ্রহণ করিয়া সমাধান করিতে হইবে। যেমন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ কুমারের ব্রাহ্মণ-জাতি-গত ভেদ না থাকিলেও ব্যক্তিগত ভেদ থাকে। এখন দেখা যাইতেছে—ব্রহ্ম বৃহৎ, সর্ব্বজ্ঞ, স্বাধীন এবং অবাধজ্ঞান। জীব—অনু, অল্পজ্ঞ, পরাধীন ও প্রতিহতজ্ঞান। এইরূপে উভয়ের বহু অংশে ভেদ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু—"ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেব ত্বে অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রগুলির সমন্বয় কল্পে কেবল কথঞ্চিৎ চেতনাংশের সাদৃশ্যে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদত্ব গৌণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। 'গঙ্গাতে গোপপল্লী' একথা বলিলে যেমন গঙ্গাতে গোপপল্লীর অসম্ভাবনা জন্য 'গঙ্গাতীর' লক্ষিত হয় এখানেও ঐরূপ বহুভেদ সত্ত্বেও চেতনাংশের সাদৃশ্যে লক্ষণা বুঝিতে হইবে।

জীব নিত্যই ব্রহ্মের রশ্মি-পরমাণুগণস্থানীয়, ইহা কোন কারণে উৎপন্ন হয় না, এটি স্বাভাবিক! তবে আশঙ্কা হইতে পারে—মায়াবাদী বেদান্তীরা ব্রহ্মকে নিরাকার বলেন, তাঁহার জীবাশ্রয়ত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হয়? তাই ঐ আশঙ্কার নিরাস করিয়া বলিয়াছেন—"স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যা" এই শক্তি পরব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধা, ইনি দুর্ঘট কার্য্যের ঘটনায় সমর্থা এবং ঐ কার্য্যের যে তিনি কিরূপে সমাধান করেন; তাহা জীবের চিন্তার বিষয় নহে, তাই তাঁহাকে অচিন্ত্যশক্তি বলা হয়। যেমন সূর্য্যের উষ্ণতা তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপানুসন্ধিনী পরাখ্যা শক্তি। শাস্ত্রেও :—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ," "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি স্থলে এই পরাশক্তির কথাই বলা হইয়াছে।

জীব এবং ব্রহ্ম উভয়েই চিৎপদার্থ হইলেও এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই জীব ব্রহ্মের রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়; সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। যেমন এক তেজোময় সূর্য্য হইতে অনন্তরশ্মি বাহির হয়, আবার যথাকালে তাহাতেই প্রবেশ করে কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে রশ্মিজাল প্রবেশ করিয়া পৃথক্ অনুভূত হইয়াও

তাহার অভেদ উপচরিত হইয়া থাকে। তেমনি অদৃষ্ট বশে জীবগণ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া সংসারী হয়, পরে কখন জ্ঞান লাভ করিলে দেহ-সঙ্গ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু তখন জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াও অভেদরূপে উপচরিত হয়।

'জীবগণ ব্রহ্ম হইতে নির্গত হয়, তবে কি ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন?' এই আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিয়াছেন—"তদ্ব্যতিরেকেণাব্যতিরেকেণ চ" জীব ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়া তদ্ব্যতিরিক্ত (ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত) দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় তজ্জন্য তাহার সুস্পষ্টই ভেদ লাভ করা যায়। তাহার পর জীবের জ্ঞানোদয়ে যখন দেহ-সম্বন্ধ নাশ হয়, তখন 'অব্যতিরেকেণ' ব্রহ্মের সহিত তাহার প্রায় ঐক্য উপলব্ধি হয়, এইরূপে ভেদাভেদ-বোধক শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়াদির বিরোধ—সেই এক দুর্ঘটঘটনা-পটীয়সী মায়া দ্বারাই পরিহরণীয়। বস্তুতঃ জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বাভাবিক, তবে শাস্ত্রগণ—কোথাও চেতনাংশের ঐক্য বিবক্ষায়, কোথাও বা ধর্ম্ম ধর্ম্মীর অভেদ বিবক্ষায় অভেদ-সাধক বচনগুলি বলিয়াছেন।

পাঠকগণ! আমাদের সমুন্নত শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবদর্শনের এই সূক্ষ্মতম "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।" তাই বলিয়া আমাদের আচার্য্যপাদগণের এইমত—'স্বকপোল-কল্পিত' ইহা যেন কেহ মনে না করেন। অদ্বৈতগুরু শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও জীবকে ব্রহ্মের অংশ স্বীকার করিয়া এই ভাবেরই দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন:— "চৈতন্যঞ্চাবশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ। কুতশ্চাংশত্বাবগমঃ? "মন্ত্রবর্ণাচ্চ" (ব০ সূ০ ২, ৩, ৪৪) মন্ত্রবর্ণশ্চৈতমর্থমবগময়তি—"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি। অত্র ভূতশব্দেন জীবপ্রধানানি স্থাবরজঙ্গমানি নির্দ্দিশতি, 'অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। ইতি প্রয়োগাৎ। অংশঃ পাদো ভাগ ইত্যনর্থান্তরম্। তস্মাদপ্যংশত্বাগমঃ॥"

"জীব-ব্রহ্মের চৈতন্যাংশে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, যেমন অগ্নি ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতাংশে ভেদ প্রতীত হয় এইরূপ ভেদাভেদ বোধ হওয়ায় অংশের অবগতি হইয়া থাকে। ভেদ ও অভেদ দ্বারা কিরূপে জীবের অংশত্ব বোধ হয়? "মন্ত্রবর্ণাৎ" পুরুষসূক্তের "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে 'ভূত' শব্দের দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" এস্থলেও ভূত শব্দে উহাই স্বীকৃত হইয়াছে। 'অংশ' 'পাদ' 'ভাগ' এ সকল শব্দও অর্থান্তর প্রকাশ করে না; সুতরাং মন্ত্রে পাদশব্দের অংশ অর্থ স্বীকারে, জীব ব্রহ্মের অংশ—ইহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ শ্রীভাষ্য শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রভৃতিতেও মন্ত্রের 'পাদ' শব্দের 'অংশ' ও 'ভূত' শব্দের 'জীব' অর্থ স্বীকার করিয়া 'ব্রহ্মের অংশ জীব' ইহা সমর্থন করা হইয়াছে। এবং উক্ত সমস্ত ভাষ্যই "অপি চ স্মর্য্যতে" এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই শ্রীভগবদ্‌বাক্য উল্লেখ করিয়াও জীবকে ভগবদংশরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাই শ্রীগোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি ভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবস্যৌপাধিকত্বং নিরস্তম্। তস্মাৎ তৎসম্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি।"

উল্লিখিত শ্রীভগবদ্গীতার শ্রীভগবদ্বাক্যে 'জীবনামধেয় বস্তু আমার অংশ কিন্তু সে সনাতন—নিত্য' এইরূপ থাকায় জীবের ঔপাধিকত্ব নিষেধ হইয়াছে, যদি তাহাই (ঔপাধিকই) হইত; তবে শ্রীভগবান্ 'জীবভূতঃ সনাতনঃ' এইরূপ কথা বলিতেন না, সুতরাং ভগবানের নিকট নিত্যই জীবরূপ সম্বন্ধে জীব পরিচিত হইয়া আসিতেছে। জীব ঈশ্বরের স্বজাতীয় হইলেও তাঁহার সহিত অভেদ সম্পর্ক করিতে পারে না,

তবে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ যেমন মুখ্যপ্রাণ আশ্রয়ে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; তেমনি জীবও ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া আপনার বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং জীব-ঈশ্বরের স্বরূপগত কোন অভেদ নাই—ইহাই শ্রীবেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে।

তদেবং মায়াশ্রয়ত্ব-মায়ামোহিতত্বাভ্যাং স্থিতে দ্বয়োর্ভেদে * তদ্ভজনস্যৈবাভিধেয়ত্বমায়াতম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

তদেবমিতি স্ফুটার্থম্। তদ্ভজনস্য—মায়ানিবারকস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তদেবং—নিরুক্তৈতৎপ্রকারেণ, তয়োর্ভেদে ইতি—সিদ্ধে সতীতি শেষঃ। অভিধেয়ত্বমিতি—শ্রীভাগবতে ইত্যাদিঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র এবং শ্রীব্যাস-সমাধি অনুসারে ঈশ্বর মায়ার আশ্রয়, জীব মায়াদ্বারা মোহিত—এই দুই বিপরীত ধর্ম্ম হেতু জীব-ঈশ্বরের নিত্য ভেদ থাকাতে পরমেশ্বরের ভজনই মায়ানিবারক; সুতরাং শ্রীভাগবতে তাহারই (শ্রীভগবদ্ভজনেরই) অভিধেয়তা সুসিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

অতঃ শ্রীভগবত এব সর্ব্বহিতোপদেষ্টৃত্বাৎ, সর্ব্বদুঃখহরত্বাৎ, রশ্মীনাং সূর্য্যবৎ সর্ব্বেষাং পরমস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বাধিকগুণশালিত্বাৎ, পরমপ্রেমযোগত্বমিতি প্রয়োজনঞ্চ স্থাপিতম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

মায়ামোহ-নিবারকত্বাদ্যস্য ভজনমভিধেয়ং, স ভগবানেব ভজতাং প্রেমযোগ্য ইত্যর্থাদাগতমিত্যাহ;—অত ইতি। অতঃ—মায়ামোহনিবারকভজনত্বাদ্ভগবত এব পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি সম্বন্ধঃ। জীবাত্মা প্রেমযোগ্যঃ, পরমাত্মা ভগবাংস্তু পরমপ্রেমযোগ্য ইত্যর্থঃ। কুতঃ? ইত্যপেক্ষায়াং হেতুচতুষ্টয়মাহ—সর্ব্বেতি। রশ্মীনামিত্যাদি—সূর্য্যো যথা রশ্মীনাং স্বরূপং ন, কিন্তু পরমস্বরূপমেব ভবতি এবং জীবানাং ভগবান্—ইতি স্বরূপৈক্যং নিরস্তম্। অন্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ সৌবালব্রাহ্মণাচ্চ 'জীবাত্মানঃ পরাত্মনঃ শরীরাণি ভবন্তি, স তু তেষাং শরীরী' ইতি ভেদঃ প্রস্ফুটো জ্ঞাতঃ। অতঃ সর্ব্বাধিকেতি ॥ ৪৫ ॥

---

* "তয়োর্ভেদে" ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

সূর্য্যবৎ—সূর্য্যস্যেব, সর্ব্বেষাং—জীবানাং, পরমস্বরূপত্বাদিতি—অত্রৈব সূর্য্যদৃষ্টান্তঃ, পরমত্বাৎ স্বরূপত্বাচ্চেত্যর্থঃ। পরমত্বঞ্চ—নিরতিশয়সুখময়ত্বং আত্মনঃ স্বতঃ প্রেমাস্পদত্বং ততোঽপ্যধিকপ্রেমাস্পদত্ব-সূচকমিদমিতি বোধ্যম্। প্রয়োজনমিতি—ভগবৎপ্রাপ্তিরূপমিত্যর্থঃ। চকারাৎ তৎপ্রেমাপি তৎপ্রয়োজনম্। যদ্বা; ইতি—ভগবতঃ প্রেমযোগ্যত্বাৎ তৎসূচনেন প্রাগুক্তং প্রেমাখ্যপ্রয়োজনং সুষ্ঠুত্বেন স্থাপিতমিত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

অনুবাদ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রেমযোগ্য। পূর্ব্বে যে শ্রীভগবানের ভজন মায়া-মোহনিবারক বলিয়া অভিধেয়রূপে স্থাপন করা হইয়াছে, সেই শ্রীভগবান্ই ভক্তের প্রেম-যোগ্য—ইহা অর্থতই স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে; এই বিষয়ে বলিতেছেন যে—ভগবানের ভজন মায়া-মোহনিবারক হওয়ায় তিনিই পরমপ্রেম-যোগ্য! কেন বলি ভগবানই সকলের হিতোপদেষ্টা, তিনিই সর্ব্বদুঃখহরণকর্ত্তা। সূর্য্য যেমন তাহার কিরণাবলীর পরমস্বরূপ, তেমনি ভগবান্ সমস্ত জীবের পরমস্বরূপ, এবং তিনিই সমস্ত জীব হইতে অধিকগুণশালী। এইরূপে পরমানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরম প্রেমের পাত্ররূপে স্থিরীকৃত হওয়ায়, তাঁহার প্রেমকেই সুদৃঢ়তার সহিত প্রয়োজনরূপে স্থাপন করা হইল॥ ৪৫॥

তাৎপর্য্য।

(৪৫) "পরমস্বরূপত্বাৎ" ইহার তাৎপর্য্য এই সূর্য্য রশ্মিস্বরূপ নহে, কারণ—রশ্মি অপেক্ষা তাহার অনেকাংশে পার্থক্য, সুতরাং সূর্য্য—রশ্মির পরমস্বরূপ। সেই প্রকার ভগবান্ জীবের পরম-স্বরূপ কিন্তু স্বরূপ নহেন; ইহা দ্বারা উভয়ের স্বরূপের ঐক্য নিরস্ত হইল।

এ স্থানে গ্রন্থকার প্রেমের পূর্ব্বে 'পরম' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীভগবানের নিরতিশয় সুখময়ত্ব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ আত্মার স্বতই প্রেমাস্পদত্ব, পরমাত্মার তদপেক্ষাও অধিক প্রেমাস্পদত্ব সূচনা করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন :—

"তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতৎ চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥"
(ভা০ ১০, ১৪, ৪৪-৪৫)

"মহারাজ! দেহ জীর্ণ হইতেছে, তথাপি যে বাঁচিবার ইচ্ছা; ইহার কারণ—প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ আত্মাই প্রিয়তম, দেহ প্রিয়তম নয়; তবে সেই আত্মপ্রীতির অনুকূলেই দেহ-পুত্র-কলত্র-গৃহ-বসন-ভূষণ-প্রভৃতি প্রিয় হয়। কিন্তু পরীক্ষিৎ! শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণকে তুমি নিখিল শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার পরম স্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই পরম প্রেমাস্পদ, এমনকি—আত্মারাম এবং তাঁহার প্রিয়জনেরও আত্মাধিক নিরুপাধি পরম প্রেমাস্পদ। তাই ব্রজবাসিগণ আপন আপন পুত্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন, এই গোবৎস-হরণ ব্যাপারেই তো অনুভব করিলে! আজ সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাত্ম-পরম-স্বরূপ হইয়াও আপনার পরমকারুণিকত্ব এবং পরম কল্যাণগুণত্ব প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিতে দেহীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন।"

অন্যান্য অবতার থাকিতেও শ্রীকৃষ্ণকে পরমপ্রেমাস্পদ বলিবার উদ্দেশ্য—শ্রীনারায়ণাদি যত শ্রীমূর্ত্তি আছেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ কলাদিরূপে অবতার, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারী মূল-স্বরূপ। আনন্দধনি হ্লাদিনী শক্তির তিনিই পরমাশ্রয় সুতরাং তাঁহাতেই আনন্দাতিশয্যের চমৎকারিত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই নিখিলকলা-বিদগ্ধ কোটিকন্দর্প-লাবণ্যময় সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ—নিজ প্রিয়ভক্ত-গণের সমুজ্জ্বল-উজ্জ্বল প্রেমবাসিত অন্তঃকরণে ক্ষীরে সিতোপলার ন্যায় পরমপ্রেমাস্পদ স্বভাবে নিজ অনির্ব্বচনীয় মাধুরী দ্বারায় অধিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এই জন্যই এ স্থানে গ্রন্থকার—"শ্রীভগবত এব···পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি প্রয়োজনঞ্চ স্থাপিতম্" এই বাক্যে স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিই জীবের প্রয়োজন—ইহা স্থাপন করিলেন এবং 'চ' কারের উল্লেখ করিয়া 'প্রেম'কেও প্রয়োজনরূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

তত্রাভিধেয়ঞ্চ তাদৃশত্বেন দৃষ্টবানপি, যতস্তৎপ্রবৃত্ত্যর্থং শ্রীভাগবতাখ্যামিমাং সাত্বতসংহিতাং প্রবর্ত্তিতবানিত্যাহ,—অনর্থেতি। ভক্তিযোগঃ—শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণঃ সাধনভক্তিঃ; ন তু প্রেমলক্ষণঃ। অনুষ্ঠানং হ্যুপদেশাপেক্ষং, প্রেম তু তৎপ্রসাদাপেক্ষমিতি তথাপি তস্য তৎপ্রসাদহেতোস্তৎপ্রেমফলগর্ভত্বাৎ সাক্ষা-দেবানর্থোপশমনত্বং, * ন ত্বন্য † সাপেক্ষত্বেন, "যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ, (ভাঃ ১১, ২০, ৩২,)—

"সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গম্" (ভাঃ ১১,২০,৩৩) ইত্যাদেঃ জ্ঞানাদেস্তু ভক্তিসাপেক্ষত্বমেব, "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিম্" (ভাঃ ১০, ১৪, ৪) ইত্যাদেঃ। অথবা; অনর্থস্য—সংসারব্যসনস্য তাবৎ সাক্ষাৎ অব্যবধানেনোপশমনং, সম্মোহাদিদ্বয়স্য তু ‡ প্রেমাখ্যস্বীয়ফলদ্বারেত্যর্থঃ। অতঃ পূর্ব্ববদেবাত্রাভিধেয়ং দর্শিতম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

তত্রাভীতি, তাদৃশত্বেন মায়ানিবারকত্বেন। দৃষ্টবানপি শ্রীব্যাসঃ। অনুষ্ঠানং—কৃতিসাধ্যম্। তৎপ্রসাদেতি—ভগবদনুগ্রহেত্যর্থঃ। তস্য—শ্রবণাদিলক্ষণস্য। অন্যসাপেক্ষত্বেন—কর্ম্মাদিপরিকরত্বেন। জ্ঞানাদেস্ত্বিতি—জ্ঞানমত্র "যস্য ব্রহ্ম" ইত্যুক্তব্রহ্মবিষয়কম্। সম্মোহাদীত্যাদিপদাদাত্মনো জড়দেহাদি-রূপতামননং গ্রাহ্যম্। অত ইতি। অত্র—অনর্থেতি বাক্যে ॥ ৪৬ ॥

---

* "অনর্থোপশমত্বম্" ইতি শ্রীমদ্গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

† "ন ত্বন্য" ইত্যত্র "স ত্বন্য" ইতি পাঠান্তরং শ্রীমদ্গোস্বামিভট্টাচার্য্যসম্মতম্।

‡ "মোহাদিদ্বয়স্য তু" ইতি শ্রীমদ্গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তত্র—সমাধৌ, অভিধেয়ং—ভক্তিযোগং, তাদৃশত্বেন—পরমপ্রেমাস্পদভগবৎপ্রাপ্তিহেতুত্ব-পুরস্কারেণ। যতস্তৎপ্রবৃত্ত্যর্থং—ভজনরূপাভিধেয়প্রবৃত্ত্যর্থং প্রবর্ত্তিতবান্, অতো দৃষ্টবানপীত্যর্থঃ। শ্লোকস্থ 'চক্রে' ইত্যস্য বিবরণং—প্রবর্ত্তিতবানিতি। আহেতি—সূত ইতি শেষঃ। অনুষ্ঠানং—সাধনক্রিয়া, তৎপ্রসাদসাপেক্ষং—সাধনাধীনভগবদনুগ্রহসাপেক্ষম্। নমু সাধনভক্তের্ন সাক্ষাদনর্থোপশমনত্বম্, ইতি কথং 'অনর্থোপশমং' ইত্যুক্তম্? ইত্যত আহ,—তথাপীতি,—ভজনস্য ভগবৎপ্রসাদব্যবধানে-নানর্থোপশমত্বেঽপি। তস্য—ভজনস্য, তৎপ্রসাদহেতোঃ—ভগবৎপ্রসাদহেতোঃ, প্রেমফলগর্ভত্বাৎ—প্রেমফলতাৎপর্য্যকত্বাৎ; তথা চ ব্যাপারেণ ব্যাপারিণো নান্যথাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। অনর্থোপশমত্বং—মায়োপশমত্বম্। স তু—প্রসাদলভ্যপ্রেমা। অস্য—ভজনস্য সাপেক্ষত্বেনেতি। তথাচ ভজনং বিনা নানর্থশমনং, প্রসাদঃ প্রেমা চ দ্বারমেবেতি ভাবঃ। প্রেমা চ স্বতঃসিদ্ধ এব, সাধ্যতা চ তস্য প্রাকট্যমাত্রম্—ইতি নিরপেক্ষকত্বকথনং তস্যেতি। তত্র হেতুমাহ—'যৎ কর্ম্মভিঃ' ইত্যাদি। তথা চ—"সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" ইত্যনেন ভক্তের্জ্ঞানাদিনিরপেক্ষেণ সর্ব্বফলজনকত্বোক্ত্যাঽনর্থোপশমনত্বমিতি ভাবঃ। 'জ্ঞানাদিকং ভক্তিং বিনা নিরর্থকম্ ইতি নাদরঃ' ইত্যাহ—জ্ঞানাদেস্থিতি। নমু 'সাক্ষাৎসাধনত্বং দ্বারান-পেক্ষম্—ইতি সিদ্ধান্তঃ ইত্যত আহ,—অথবেতি, মোহাদিদ্বয়স্য তু—ইত্যস্য 'উপশমম্'ইত্যনুষঙ্গেণান্বয়াৎ 'তু'কারেণ সাক্ষাদ্ব্যবচ্ছেদঃ, 'মোহাদি' ইতি 'আদি'পদেন দেহাভিমানপরিগ্রহঃ॥ ৪৬॥

অনুবাদ।

সাধন ভক্তির প্রয়োজনীয়তা। শ্রীবেদব্যাস সমাধি অবস্থায় ভক্তিযোগকে মায়া-নিবারক এবং পরম প্রেমাস্পদ-ভগবৎপ্রাপ্তির হেতুরূপেও দেখিয়াছিলেন। কারণ; জীবগণের শ্রীভগবদ্ভজনরূপ অভিধেয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য—এই শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য সাত্বতসংহিতা প্রচার করিয়াছেন—ইহা "অনর্থোপশমং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীসূত মহাশয় বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে যে 'ভক্তিযোগ' শব্দ আছে ঐ ভক্তিশব্দে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণ—সাধন-ভক্তি, 'প্রেমভক্তি' নহে। যেহেতু—অনুষ্ঠান (সাধন-ক্রিয়া) উপদেশকে অপেক্ষা করে। কারণ—শাস্ত্র বা গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে জীবের সাধনে প্রবৃত্তি হয় না কিন্তু প্রেম -সাধনাধীন ভগবৎ-অনুগ্রহাপেক্ষী অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ সাধন ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া ভক্তকে প্রেম দান করেন। 'তবে ভক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনর্থ-নিবর্ত্তকত্ব নাই?'—এইরূপ সন্দিহান ব্যক্তির সন্দেহ নিরাস করিয়া বলিতেছেন:—ভক্তির ভগবদনুগ্রহ ব্যবধানে অনর্থ-নিবর্ত্তকত্ব থাকিলেও ভক্তি যে ভগবৎ-প্রসাদের হেতুস্বরূপ এবং ভগবৎ-প্রেমময় ফলেই উহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ প্রেম উৎপাদন করাই ভক্তির কার্য্য—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই! সুতরাং সাক্ষাদ্ ভাবেই ভক্তি মায়ানিবর্ত্তক কিন্তু কর্ম্মাদিকে অপেক্ষা করিয়া ভক্তি মায়া নিরাস করেন না। কারণ—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন:—"যজ্ঞ কর্ম্ম তপস্যা জ্ঞান বৈরাগ্য যোগ দান-ধর্ম্ম অথবা অন্যান্য তীর্থ-যাত্রা এবং ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, এবং স্বর্গ মুক্তি ও বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতি যাহা আছে; এই সকল বস্তুতে যদি আমার ভক্তের ইচ্ছা থাকে; তবে লাভ করিতে পারে"

তবেই ভক্তিযোগ জ্ঞানকর্ম্মাপেক্ষী নয়; ইহা নিশ্চিত হইল! কিন্তু জ্ঞানাদি ভক্তিকে অপেক্ষা করে, ইহার হেতু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম্মাদি বিবিধ সাধনলভ্য ফলের প্রাপক ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক কেবল শুষ্ক জ্ঞান লাভের জন্য পরিশ্রম করে, তাহার স্থূল তুষাবঘাতী ব্যক্তির ন্যায় কেবল ক্লেশমাত্রই লাভ হয়।" সাক্ষাৎ সাধন তো কোন দ্বারকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ কোন সাধন একটি বস্তুর সাহায্যে ফলোৎপাদন করিলে; তাহাকে তো সাক্ষাৎ সাধন বলা যায় না?—এই আশঙ্কার সমাধান উদ্দেশে পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা করিতেছেন:—ভক্তি যে সংসার দুঃখ নিবৃত্তি করেন; ইহা কোন বস্তুকে ব্যবধানে না রাখিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবেই করিয়া থাকেন কিন্তু প্রেমাখ্য স্বীয় ফলের দ্বারা জীবের মোহ এবং দেহাভিমান নষ্ট করেন। অতএব "অনর্থোপশমং" এই বাক্যে পূর্ব্বের মতই অভিধেয় দেখান হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥*

তাৎপর্য্য।

(৪৬) মূলে "ন ত্বন্যসাপেক্ষত্বেন" এই পাঠ আছে, কিন্তু শ্রীপাদ গোস্বামিভট্টাচার্য্য ঐ অংশ উল্লেখ করিয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে "স ত্বন্য সাপেক্ষত্বেন" এই পাঠ বোধ হয়। তাঁহার অনুমোদিত ব্যাখ্যা এই—ভক্তি সাক্ষাৎরূপে অনর্থনাশ করেন, কারণ—ভক্তি ভগবৎ প্রসাদের হেতু এবং প্রেমফলোৎপাদনেই উহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ ভক্তি ভগবৎ-প্রসাদ সঞ্চার করেন, তাহা হইতে প্রেমফল লাভ হইয়া থাকে, প্রেম হইলেই অনাদিকালজ মায়াকৃত দুঃখ হইতে জীব পরিত্রাণ পায়। কিন্তু সেই ভগবৎপ্রসাদ-লভ্য প্রেম, ভক্তির অপেক্ষা রাখিয়া অনর্থ নিবৃত্তি করেন অর্থাৎ ভজন (ভক্তি) ব্যতীত অনর্থ নিবৃত্তি হয় না, ভগবৎপ্রসাদ এবং প্রেম দ্বারমাত্র। প্রেম সাধন ভক্তির সাধ্য হইলেও সাধনভক্তিবাসিত নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রেম সূর্য্যের প্রকট হয়, এই প্রাকট্যাংশেই সাধ্যতা বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক প্রেম—স্বতঃসিদ্ধ,—"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা" (রসামৃতসিন্ধু পূ০ ২, ২); ইহাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন:—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়; শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়। (চৈঃ চঃ, মধ্য০ ২২)

সুতরাং এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা প্রেমকে নিরপেক্ষও বলা হইল। গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতীয় "যৎকর্ম্মভিঃ—" ইত্যাদি শ্লোককেই নিরপেক্ষতার হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সর্ব্বং মদ্ভক্তি-যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" এই বাক্যে জ্ঞানাদির অপেক্ষা না রাখিয়া ভক্তির সর্ব্ব-ফলজনকত্ব দেখাইয়া মায়ানিবর্ত্তকত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জ্ঞান-যোগাদি ভক্তি ব্যতিরেকে নিরর্থক, সুতরাং কেবল জ্ঞানাদিতে আমাদের আদর নাই—এই কথা "জ্ঞানাদেস্তু" এই বাক্যের হেতুরূপ "শ্রেয়ঃ সৃতিং" এই ভাগবতীয় বচন উল্লেখ করিয়া সুদৃঢ় করিয়াছেন।

---

*, গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাত ভাগবতীয় শ্লোক—"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥" (ভা০ ১, ৭, ৬)

অথ পূর্ব্ববদেব প্রয়োজনঞ্চ স্পষ্টয়িতুং, পূর্ব্বোক্তস্য পূর্ণপুরুষস্য চ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপত্বং ব্যঞ্জয়িতুং, গ্রন্থফলনির্দ্দেশদ্বারা তত্র তদনুভবান্তরং প্রতিপাদয়ন্নাহ,—যস্যামিতি। ভক্তিঃ—প্রেমা, শ্রবণরূপয়া সাধনভক্ত্যা সাধ্যত্বাৎ। উৎপদ্যতে—আবির্ভবতি। তস্যানুষঙ্গিকং গুণমাহ – শোকেতি, অত্রৈষাং সংস্কারোঽপি নশ্যতীতি ভাবঃ।

"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ" ইতি (ভাঃ ৫, ৫, ৬) শ্রীঋষভদেববাক্যাৎ। পরমপুরুষে পূর্ব্বোক্তপূর্ণপুরুষে। কিমাকারে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ, কৃষ্ণে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"ইত্যাদি শাস্ত্রসহস্রভাবিতান্তঃকরণানাং পরম্পরয়া তৎপ্রসিদ্ধিমধ্যপাতিনাঞ্চাসংখ্যলোকানাং তন্নামশ্রবণমাত্রেণ * যঃ প্রথমপ্রতীতিবিষয়ঃ স্যাৎ, তথা তন্নাম্নঃ প্রথমাক্ষরমাত্রং মন্ত্রায় কল্প্যমানং যস্যাভিমুখ্যায় স্যাৎ—তদাকারে ইত্যর্থঃ। আহুশ্চ নামকৌমুদীকারাঃ ;—

"কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িঃ"ইতি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথেতি ;—প্রয়োজনং ভগবৎপ্রেমলক্ষণম্। তত্রেতি,—তত্র সমাধৌ শ্রীব্যাসস্যানুভবমিত্যর্থঃ। আবির্ভবতীতি—প্রেম্নঃ পরাসারাংশত্বেনোৎপত্ত্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। তস্যেতি—প্রেম্নঃ। অত্র—প্রেম্নি সতি। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্"ইতি—শ্রীসূতাদীনাং শ্রীজয়দেবাদীনাঞ্চাসংখ্যলোকানামিত্যর্থঃ। 'তন্নাম'ইতি, 'তন্নাম্নঃ' ইতি চোভয়ত্র কৃষ্ণেতি নাম বোধ্যম্। রূঢ়িরিতি,—প্রকৃতিপ্রত্যয়সম্বন্ধং বিনৈব যশোদাসুতে প্রসিদ্ধির্মণ্ডপশব্দস্যেব গৃহবিশেষে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

প্রীতিঃ - প্রেমা, শ্রীকৃষ্ণবিশেষণপরমপুরুষপদস্য পূর্ব্বোক্তপূর্ণপুরুষপরত্বং বর্ণনীয়ত্বেন সমাধিলব্ধপূর্ণ-পুরুষোপক্রমেণ ব্যক্তীকৃতগ্রন্থস্যাভিধেয়ভজনসম্বন্ধিত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য কথনাৎ সুখগম্যমেবেতি। নমু কৃষ্ণপদার্থ এব কঃ ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ,—কৃষ্ণস্ত্বিত্যাদি, যন্নামমাত্রেণেতি—কৃষ্ণেতি নামমাত্রেণেত্যর্থঃ। প্রথমপ্রতীতি-বিষয়ঃ স্যাদিতি—ঔৎসর্গিকপ্রতীতিবিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ। আভিমুখ্যায়—অভিমুখীকরণায়। তদাকার ইতি—স আকারঃ—স্বাভাবিকশরীরবিশেষবিশিষ্ট-ব্রহ্মকৃষ্ণপদার্থ ইত্যর্থঃ। যশোদা-স্তনন্ধয়ে—যশোদা-স্তনপানকর্ত্তরি, রূঢ়িঃ—মুখ্যাবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধা, বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণমুপক্রম্য "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যুক্তত্বাদ্ বাসুদেবেতি নামান্তরমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। যশোদাস্তনন্ধয় ইতি—শরীরপরিচয়ায়, ন তু তদঘটিতং কৃষ্ণপদ-প্রবৃত্তিনিমিত্তং, কিশোরমূর্ত্তৌ যশোদা-স্তনপানাভাবাৎ যশোদাবিশেষণাপরিচয়াচ্চ। স্বয়ং ভগবতা

* "যন্নামমাত্রেণ" ইতি শ্রীমদ্গোস্বামি ভট্টাচার্য্য ধৃতঃ পাঠঃ।

কৃষ্ণেন যস্যাঃ স্তনপানং কৃতং, তত্ত্বেনোক্তৌ পরম্পরাশ্রয়াৎ। ন চ যশোদাখ্যত্বেনৈব যশোদানিবেশ ইদানীন্তনযশোদাতনয়বারণায় নবতমালেতি বিশেষণমিতি বাচ্যম্, কৃষ্ণপদেন যশোদাস্তনপাতৃত্বেনানুপস্থিতেঃ, 'পপৌ যস্যাঃ স্তনংহরিঃ' ইত্যাদৌ কৃষ্ণপর্য্যায়হরিপদেন তথোপস্থিতৌ 'পপৌ যস্যাঃ স্তনম্' ইত্যনেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ, "কৃষির্ভূবাচকং শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ' ইত্যাদি শাস্ত্রলিঙ্গব্যুৎপত্ত্যা বিরোধাপত্তেশ্চেতি বোধ্যম্॥ ৪৭॥

অনুবাদ।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত "অনর্থোপশমং" ইত্যাদি শ্লোকের ন্যায় প্রয়োজন—ভগবৎ প্রেমকেই সুস্পষ্ট বুঝাইবার উদ্দেশে এবং পূর্ব্বোক্ত "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং"—এই পূর্ণ পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ ইহাই প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতের ফল নির্দ্দেশ দ্বারা সমাধিতে শ্রীবেদব্যাসের অন্য একটি অনুভব প্রতিপন্ন করিতে শ্রীসূত মহাশয় বলিতেছেন:—"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং" * ইত্যাদি। উক্ত শ্লোকে 'ভক্তি' শব্দে 'প্রেম' বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণরূপ সাধন হইতে 'ভক্তি' উৎপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ 'শ্রূয়মাণ' পদের লক্ষিত শ্রবণাত্মিকা সাধন-ভক্তি, তাহা হইতে সঞ্জাত 'ভক্তি' শব্দে 'প্রেম' ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? 'উৎপদ্যতে' এই ক্রিয়ার অর্থ—আবির্ভাব, কারণ প্রেম নিত্যসিদ্ধ, তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারেনা। "শোক-মোহ-ভয়াপহা"—এই বিশেষণে প্রেমের আনুষঙ্গিক গুণ বলা হইয়াছে। প্রেমের দ্বারা কেবল শোক-মোহ-ভয় নাশই হয় না, ইহাদিগের সংস্কার (বীজ) পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে। কারণ—শ্রীঋষভদেবের বাক্যেই উহা প্রমাণিত হইতেছে:—"যত দিন জীবের বাসুদেব আমাতে প্রেম না হয়, তত দিন পুনঃ পুনঃ স্থূল দেহ প্রাপ্তির বীজ লিঙ্গশরীর থাকিয়াই যায়" সুতরাং প্রেম লাভ হইলে আর শোক মোহ ভয় সমূহের বীজস্বরূপ লিঙ্গ শরীর থাকে না। এস্থানের 'পরমপুরুষ' শব্দ—পূর্ব্বোক্ত 'পূর্ণপুরুষের'ই বাচক। এই পরমপুরুষ কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন; 'কৃষ্ণে'—অর্থাৎ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ইত্যাদিরূপ সহস্র সহস্র শাস্ত্রানুশীলনে ভাবিতচিত্ত শ্রীসূত প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং পরম্পরারূপে তাঁহাদের প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত মধ্যবর্ত্তী শ্রীজয় দেবাদি-অসংখ্য মহানুভব জনগণের, 'কৃষ্ণ' নাম শ্রবণ মাত্রে যিনি প্রথম প্রতীতির বিষয় হন এবং ঐ 'কৃষ্ণ' নামের প্রথম অক্ষর মাত্র মন্ত্রোদ্দেশে কল্পিত হইলে সেই অক্ষরটি যাঁহার অভিমুখীকরণের নিমিত্ত হয় অর্থাৎ ভক্ত—মন্ত্রে প্রযুক্ত কৃষ্ণ নামের প্রথম অক্ষরটী জপ করিতে থাকিলে—'কে আমায় আহ্বান করিতেছে', এই মনে করিয়া যিনি ভক্তের প্রতি অভিমুখীন হয়েন—এই প্রকার স্বাভাবিক শরীরবিশেষবান্ পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণে—। এ সম্বন্ধে নাম কৌমুদীকারও বলিয়াছেন:—তমালতরু সদৃশ শ্যামলকান্তি শ্রীযশোদাস্তনপানকর্ত্তা নরাকৃতি পরব্রহ্মেই 'কৃষ্ণ' নামের মুখ্যা বৃত্তি প্রসিদ্ধ আছে॥ ৪৭॥

তাৎপর্য্য।

(৪৭) সংস্কার—বীজ অর্থাৎ যাহা হইতে পুনরায় শোক-মোহ ভয়াদির উৎপত্তি হয়, ভক্তি শোকাদি নাশ করিয়াই নিবৃত্ত হন না; উহার সংস্কার পর্য্যন্ত নষ্ট করেন, যাহাতে পুনরায় শোকাদির উদ্গম না হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে:—

* যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা। (ভাঃ ১, ৭, ৭)

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা।
ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তত্ত্রিধা। অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধঞ্চেতি তত্ত্রিধা।

ভক্তি জীবের ক্লেশ নষ্ট করেন, শুভ ফলদান করেন, মোক্ষবাসনার ক্ষয় করেন এবং তিনি নিবিড় আনন্দময়-স্বরূপে ভক্তের হৃদয়ে উদিত হইয়া কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। উক্ত ক্লেশ—পাপ, পাপের বীজ এবং অবিদ্যা-ভেদে তিন প্রকার। সে পাপও প্রারব্ধ এবং অপ্রারব্ধ ভেদে দুই প্রকার। যাহার ভোগ হইতেছে সেই পাপ—প্রারব্ধ। যাহার ভোগ আরম্ভ হয় নাই, অথচ ফলদানে উন্মুখ; সেই পাপ—অপ্রারব্ধ। পাপাদি তিন প্রকার ভেদ করার তাৎপর্য্য—অবিদ্যা মূল কারণ, তাহা হইতে অহঙ্কার, বীজ বা সংস্কার; উহা হইতেই পাপের উৎপত্তি, শ্রীভগবদ্ভক্তি সে সমস্তই বিনাশ করিয়া থাকেন।

রূঢ়ি ঃ—প্রকৃতি—প্রত্যয়ার্থমনপেক্ষ্য শাব্দবোধজনকঃ শব্দঃ—রূঢ়ঃ, রূঢ়শব্দনিষ্ঠশক্তিঃ—রূঢ়িঃ।
"লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্‌যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ॥" (কুমারভট্টকারিকা)

প্রকৃতি এবং প্রত্যয়গত অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দবোধের কারক এমন যে শব্দশক্তি তাহাকেই রূঢ়ি বলা হয়; অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় ব্যতীত আপনার আকৃতি উৎপন্ন হয় না, অথচ প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থকে আদর না করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র একটি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—'মণ্ডং পাতি' এই বাক্যে 'মণ্ডপা' প্রকৃতির উত্তর 'ড' এই প্রত্যয় করিয়া 'মণ্ডপ' আকৃতি উৎপন্ন হইল। ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়জাত অর্থ—মণ্ড (মাড়) পানকারী, কিন্তু ঐ অর্থ না বুঝাইয়া 'মণ্ডপ' শব্দে গৃহবিশেষকে বুঝাইল; এই জ্ঞানের কারণ—'রূঢ়ি' নাম্নী শব্দের শক্তি, ইহাকে 'মুখ্যা' শক্তি বলে, এ শক্তি কখনই বাধা প্রাপ্ত হয় না। এ স্থানে 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কৃষ্‌' ধাতুর উত্তর 'ণ' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইলেও সে অর্থ প্রকাশ না করিয়া শ্রীযশোদাতনয়েই 'কৃষ্ণ' শব্দের মুখ্যা বৃত্তি দেখান হইয়াছে। শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র যে বস্তুর বোধ হয়, বুঝিতে হইবে—সেই বস্তুতেই ঐ শব্দের মুখ্যশক্তি। এখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণের কথা দূরে থাক, ইদানীন্তন স্ত্রী-বালক যুবক বৃদ্ধ—আর্য্য সন্তানগণ! (একবার 'কৃষ্ণ' শব্দটি উচ্চারণ করিয়া দেখুন) ঐ শব্দে আপনাদের হৃদয়-মন্দিরে সেই তমালশ্যামলকান্তি ললিতত্রিভঙ্গ দ্বিভুজ শ্রীযশোদানন্দন উদিত হইবেন; সুতরাং বিদ্বদনুভব বা সাক্ষাদনুভবের নিকটে বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করা—পিষ্টপেষণ মাত্র।

"এস্থলে 'যশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ঃ' শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ দেবকীনন্দনও দ্বিভুজ তমাল শ্যামলকান্তিতেই প্রায় মথুরা দ্বারকাদিতে থাকেন, সুতরাং তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে শ্রীমূর্ত্তির পরিচয় দিতে 'যশোদাস্তনন্ধয়' বিশেষণ দেওয়া হইল, কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্তে নয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের কিশোর মূর্ত্তিতে শ্রীযশোদার স্তনপানের অভাব রহিয়াছে।" (শ্রীগোস্বামি ভট্টাচার্য্য)

———

অথ তস্যৈব প্রয়োজনস্য ব্রহ্মানন্দানুভবাদপি পরমত্বমনুভূতবান্। যতস্তাদৃশং শুকমপি তদানন্দবৈশিষ্ট্যলম্ভনায় তামধ্যাপয়ামাসেত্যাহ,—স সংহিতামিতি। কৃত্বানুক্রম্য চেতি—প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষেপেণ কৃত্বা, পশ্চাত্তু শ্রীনারদোপদেশাদনুক্রমেণ বিবৃত্যেত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতং ভারতানন্তরং যদত্র শ্রূয়তে, যচ্চান্যত্রাষ্টাদশপুরাণানন্তরং ভারতমিতি, তদ্দ্বয়মপি সমাহিতং স্যাৎ। ব্রহ্মানন্দানুভবনিমগ্নত্বাৎ নিবৃত্তিনিরতং—সর্ব্বতো নিবৃত্তৌ নিরতং, তত্রাব্যভিচারিণমপীত্যর্থঃ ॥৪৮॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথেতি ;—ব্রহ্মানন্দাৎ—যস্য ব্রহ্মেত্যুক্তবস্তুসুখাদপি। পরমত্বং—উৎকৃষ্টত্বমনুভূতবান্ শ্রীব্যাসঃ। তাদৃশং—তদানন্দানুভবিনমপি। তদানন্দেতি—কৃষ্ণপ্রেমানন্দপ্রাপণায়েত্যর্থঃ। অত এবেতি। যদত্রেতি ; অত্র—শ্রীভাগবতে। অন্যত্র মাৎস্যাদৌ ;—

"অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। চক্রে ভারতমাখ্যানং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্"—

ইত্যনেনেত্যর্থঃ। তত্রেতি—নিবৃত্তাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অনুভূতবানিতি—সূত ইতি শেষঃ। তাদৃশং—ব্রহ্মানন্দানুভবশালিনম্। অতএবেতি—আদৌ সংক্ষেপেণ কৃতস্য ভাগবতস্যানন্তরং বিবৃত্য কৃতত্বাদেব। অত্র—শ্রীভাগবতে, অন্যত্র,—"অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে বেদোপবৃংহিতম্" ইতি বচনে। সমাহিতম্—অবিরুদ্ধং, তথাচ—ভাগবতং পূর্ব্বং সংক্ষেপেণ কৃতং, ভারতানন্তরং বিস্তরতঃ—ইতি ভাবঃ। কেচিত্তু—অনুক্রম্য অনুক্রমেণ কৃত্বেতি ব্যাখ্যানং—অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা ভারতাখ্যানং অখিলং—পূর্ণং চক্রে ইতি নিরুক্তবচনার্থঃ, "মন্ত্রে তদ্দর্শনং খিলম্" ইত্যত্র খিলশব্দস্যোপার্থকত্বাদিতি ভারতানন্তরমেবাষ্টাদশ পুরাণানীত্যাহুঃ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ।

নির্ব্বিশেষ জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা। পরে শ্রীবেদব্যাস সেই প্রয়োজনাত্মক প্রেমকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দানুভব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন এবং ঐ ধারণাবশে ব্রহ্মানন্দানুভবী শ্রীশুকদেবকেও সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেমানন্দের বিশেষতা আস্বাদন করাইবার অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন—এই বিষয়কেই শ্রীসূত মহাশয় "স সংহিতাং" † এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। ব্যাসদেব প্রথমে সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন পরে (ভারত প্রণয়নের পর) দেবর্ষি শ্রীনারদের উপদেশ অনুসারে বিষয়ানুক্রমে তাহাকেই বিস্তার করিয়াছিলেন ; এই অর্থ করিলেই—শ্রীভাগবতে বর্ণিত—'ভারতের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইয়াছে' এবং মৎস্য পুরাণে বর্ণিত 'অষ্টাদশ পুরাণের পরে ভারত হইয়াছে'—এই দুই বাক্যের সমাধান হয়। শ্রীশুকদেব ব্রহ্মানন্দানুভবে নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া

* "ব্রহ্মানন্দাৎ" ইতি পাঠঃ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণসম্মতইব লক্ষ্যতে কিন্ত্বস্মদবলম্বিতেষুগ্রন্থেষু ন স দৃশ্যতে।

† স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্। শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্ ॥ (ভাঃ ১।৭।৮)

তদিতর সমস্ত বিষয় হইতেই নিবৃত্ত ছিলেন অর্থাৎ সেই নিবৃত্তিমার্গে এমনই পরিনিষ্ঠিত ছিলেন যে, কখনই ব্রহ্মেতর বস্তুতে তাঁহার আসক্তি হইত না ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য

(৪৮) **শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবের সময়।** শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণের বচনের সহিত আপাততঃ ভাগবতের কিছু মত বিরোধ বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতস্থ ব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ নির্দ্দেশক "ভারত-ব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ" এই বাক্যে বুঝা যাইতেছে ; ভারত প্রণয়ন করিয়াও ব্যাসের মন প্রসন্ন হয় নাই। "কৃতবান্ ভারতং যস্তং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতম্" "তথাপি শোচস্যাত্মানং" ইত্যাদি নারদের বাক্যেও উহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পর দেবর্ষি নারদ ভগবদ্ গুণবর্ণন-প্রধান শাস্ত্র প্রকাশ করিতে অনুমতি করিলে ব্যাসদেব বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়া নিজ-তনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন—ইহাই "স সংহিতা ভাগবতীং" এই শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার মৎস্য পুরাণে বলা হইল—"অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে বেদোপবৃংহিতম্।" বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের পর ভারত প্রকাশ করেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীজীব গোস্বামী ঐ দুই বিরোধি বাক্যের এইরূপে সমন্বয় করিলেন ;—'প্রথমে বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণই প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অতিসংক্ষেপে—মাত্র অভিধেয়াংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশ ক্রমে শ্রীভগবানের গুণ লীলাদি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য—শ্রীমদ্ভাগবতের সবিস্তার বর্ণনের পূর্ব্বে এবং সংক্ষেপ ভাগবত সহিত অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশের পরে ব্যাসদেব মহাভারত প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও জানিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর ক্রমে যখন কলির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন ব্যাসদেব ভাবিলেন—'আধুনিক লোক দুর্ম্মেধ ও অল্পায়ু বলিয়া বেদ বিভাগ এবং সরল ভাবে মহাভারতে সর্ব্ব বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম প্রকাশ করিলাম ; তথাপি জীব আপনার মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়া উচ্ছৃঙ্খল ও অধার্ম্মিক হইতে লাগিল ! এ জন্যও তিনি চিত্তের অপ্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন, পরে দেবর্ষির উপদেশে ভাগবত প্রকাশ পূর্ব্বক কলি-জীবের মঙ্গল বিধানের উপায় করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। তাই শ্রীসূত মহাশয় বলিলেন—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥"

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের অব্যবহিত পর তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতসূর্য্য ব্যাসরূপ উদয়াচলকে নিমিত্ত করিয়া অজ্ঞানান্ধ কলিহত জীবগণকে কৃতার্থ করিতে জগদাকাশে সমুদিত হইয়াছেন ; ইহাই সিদ্ধান্ত।

কেহ কেহ—উক্ত মৎস্যপুরাণীয় বচনের 'অখিল' শব্দের ঊনার্থ স্বীকার করিয়া "অষ্টাদশ পুরাণের পূর্ব্বে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছেন"—এই কথা বলেন অর্থাৎ "সত্যবতীসুতঃ অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা ভারতাখ্যানং অখিলং—পূর্ণং চক্রে"—সত্যবতীনন্দন অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া পূর্ব্বকৃত ভারতকে পূর্ণ করিয়াছেন। কারণ—"মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্" (ভা০ ১, ৫, ৮) এই শ্রীনারদের বাক্যে 'খিল' শব্দকে 'ঊন' অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং 'অখিল' শব্দে 'পূর্ণ' অর্থই স্বীকার্য্য !

তমেতং শ্রীবেদ-ব্যাসস্য সমাধি-জাতানুভবং শ্রীশৌনক-প্রশ্নোত্তরত্বেন বিশদয়ন্ সর্ব্বাত্মারামানুভবেন সহেতুকং সংবাদয়তি,—আত্মারামাশ্চেতি। নির্গ্রন্থাঃ—বিধিনিষেধাতীতাঃ, নির্গতাহঙ্কারগ্রন্থয়ো বা। অহৈতুকীং—ফলানুসন্ধিরহিতাম্। অত্র সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ;—ইত্থম্ভূতঃ—আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণস্বভাবো গুণো যস্য স ইতি। তমেবার্থং শ্রীশুকস্যাপ্যনুভবেন সংবাদয়তি, হরের্গুণেতি। শ্রীব্যাসদেবাদ্ * যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতেন গুণেন পূর্ব্বমাক্ষিপ্তা মতির্যস্য সঃ, পশ্চাদধ্যগাৎ মহদ্বিস্তীর্ণমপি। ততশ্চ তৎসংকথাসৌহার্দ্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্য তথাভূতো বা, তেষাং প্রিয়ো বা স্বয়মভবদিত্যর্থঃ।

অয়ং ভাবঃ ;—ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ পূর্ব্বং তাবদয়ং গর্ভমারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বৈরিতয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাতবান্। ততঃ স্বনিযোজনয়া শ্রীব্যাসদেবেনানীতস্য তস্যান্তর্দ্দর্শনাত্তন্নিবারণে সতি, কৃতার্থম্মন্যতয়া স্বয়মেকান্তমেব গতবান্। তত্র শ্রীবেদ-ব্যাসস্তু তং বশীকর্ত্তুং তদনন্যসাধনং শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা, তদ্‌গুণাতিশয়-প্রকাশময়াংস্তদীয়পদ্যবিশেষান্ কথঞ্চিৎ শ্রাবয়িত্বা, তেন তমাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা, তদেব পূর্ণং তমধ্যাপয়ামাসেতি শ্রীভাগবতমহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ।

তদেবং দর্শিতং—বক্তুঃ শ্রীশুকস্য বেদব্যাসস্য চ সমানহৃদয়ম্। তস্মাদ্বক্তু-হৃদয়ানুরূপমেব সর্ব্বত্র তাৎপর্য্যং পর্য্যালোচনীয়ং, নান্যথা। যদ্যত্তদন্যথা পর্য্যালোচনং, তত্র তত্র কুপথগামিতৈবেতি নিষ্টঙ্কিতম্। ১। ৭ শ্রীসূতঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

সমাধিদৃষ্টস্যার্থস্য সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ-সম্মতত্বমাহ,—তমিত্যাদিনা। নির্গতাহঙ্কারেতি, মহতত্ত্বাজ্জাতোঽহঙ্কারঃ, ন তু স্বরূপানুসন্দিনীতি বোধ্যং, দ্বিতীয়ে সন্দর্ভে এবমেব নির্ণেষ্যমাণত্বাৎ। তদীয়পদ্যবিশেষানিতি—পূতনাধাত্রীগতিদান-পাণ্ডবসারথ্য-প্রতীহারত্বাদিপ্রদর্শকান্ কতিচিৎ শ্লোকানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শুকো যোনিজাতঃ, ভারতে ত্বযোনিজাতঃ কথ্যতে, দারগ্রহণং কন্যাসন্ততিশ্চেতি। তদেতৎ সর্ব্বং কল্পভেদেন সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তং—ব্রহ্মানন্দাদপ্যধিকতয়া কৃষ্ণবিষয়কং, এবং—শুকমধ্যাপয়ামাসেতি বচনসূচিতং, সর্ব্বাত্মারামানুভবেন—তাদৃশানুভবমূলকহরিভজনেন, 'সহেতুকং—কৃষ্ণোৎকর্ষরূপতদ্ধেতুবোধকং বচনং, সংবাদয়তি—জ্ঞাপয়তি। আক্ষিপ্তা—শিথিলা। নিষ্টঙ্কিতং—জ্ঞাপিতং,—'তস্মাৎ'ইত্যনেনাস্যান্বয়ঃ। শ্রীসূত ইতি—সম্বাদয়তীতি প্রাক্তনেনান্বয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

* "শ্রীব্যাসাদেব" ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ।

ব্যাস-সমাধিদৃষ্ট সমস্ত তত্ত্বই তত্ত্বজ্ঞের সম্মত। শ্রীশুকদেবের অধ্যয়নের বিষয় হওয়ায় ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টতম সেই শ্রীবেদব্যাসের সমাধিতে অনুভূত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক তত্ত্বনিচয়কে শ্রীশৌনক ঋষির প্রশ্নের উত্তররূপে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিবার জন্য শ্রীসূত-মহাশয় ঐটি আত্মারামগণের অনুভবমূলক শ্রীহরিভজনরূপে "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" * ইত্যাদি শ্লোকে হেতুর সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষাত্মক হেতুবোধক বাক্য উল্লেখ করিয়া জানাইতেছেন ;—উক্ত শ্লোকের 'নির্গ্রন্থ' শব্দের অর্থ—বিধিনিষেধের অতীত অথবা যাহাদের অহঙ্কার রূপ গ্রন্থি নষ্ট হইয়াছে। 'অহৈতুকী' শব্দের অর্থ—ফলানুসন্ধানরহিত। এ বিষয়ে সমস্ত লোকের আক্ষেপ অর্থাৎ আত্মারামগণ কেন ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে? এইরূপ আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিলেন,—আত্মারামগণের চিত্তকে আকর্ষণ করা শ্রীহরির গুণের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীসূত ঐ অর্থকেই শ্রীশুকদেবের অনুভবের দ্বারা জানাইতেছেন :—"হরেগু´ণাক্ষিপ্তমতিঃ।" † এই শ্লোকে শ্রীশুক শ্রীব্যাসদেবের মুখে পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ ভগবানের গুণ শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত শিথিল অর্থাৎ আর্দ্রীভূত হইয়াছিল, পরে এই শ্রীমদ্‌ভাগবত বিস্তীর্ণ আখ্যান হইলেও অধ্যয়ন করেন। তাহার পর শ্রীশুকদেবের শ্রীহরি-কথায় অতিশয় প্রীতি হওয়ায় বিষ্ণু-ভক্তগণ তাঁহার প্রিয় হইয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ আলাপ করিতে তিনি অনেক সময় হরিভক্তের সঙ্গ করিতেন, অথবা 'বিষ্ণুজনপ্রিয়' শব্দে হরিভক্তগণের তিনি প্রিয় ছিলেন—এ অর্থও অসঙ্গত নহে।

এ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে, শ্রীশুকদেব মাতৃগর্ভবাস সময় হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন ; মায়ানিবারণে এক শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। তাহারপর শ্রীশুকদেবের নিয়োগ অনুসারে শ্রীব্যাসদেব দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করেন। শুকদেব গর্ভমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার পর "আমি প্রতিভূ (জামিন) থাকিলাম তোমাকে মায়াস্পর্শ করিবে না" এইরূপে মায়া-নিবারণ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া স্বয়ং গর্ভ হইতে বহির্গত হওয়ামাত্র একান্ত বনে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব বনগমন করিলে শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে বশীভূত করিবার অনন্য সাধনরূপে এক শ্রীমদ্ভাগবতকেই জানিতে পারিয়া, যাহাতে ভগবানের গুণের আধিক্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন শ্রীভাগবতের কয়েকটি পদ্য কাষ্ঠাহারী ব্যক্তিগণের দ্বারা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীশুকদেবের ঐ ভাগবতীয় পদ্য শ্রবণে চিত্ত আর্দ্রীভূত হওয়ায় তিনি পিতার নিকটে আগমন করেন ; তখন শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এইরূপে উক্ত শ্লোকে শ্রীভাগবতের মহিমার আতিশয্য বলা হইল। ‡

---

* "আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
(ভা° ১, ৭, ৮)

† "হরেগু´ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥"
(ভা° ১, ৭, ৯)

‡ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীশুকোৎপত্তি-বিবরণ—শ্রীভাগবতের নবমস্কন্ধের ২১অঃ ১৭ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ের দ্বারা গ্রন্থবক্তা শ্রীশুকদেব এবং গ্রন্থের কর্ত্তা শ্রীব্যাসদেব—উভয়েই যে সমান হৃদয়; তাহা দেখান হইল, সুতরাং যিনি গ্রন্থের বক্তা; তাঁহার হৃদয়ের অনুরূপ সর্ব্বত্র তাৎপর্য্যের আলোচনা করা কর্ত্তব্য, কখনই ইহার অন্যথা হওয়া উচিত নয়। তাহার অন্যথা আলোচনা হইলে উহা কুপথ-গামিত্বেরই পরিচায়ক হয়। [এই বাক্য শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন] ॥ ৪৯ ॥

অথ ক্রমেণ বিস্তরতস্তথৈব তাৎপর্য্যং নির্ণেতুং সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনেষু ষড়্ভিঃ সন্দর্ভৈর্নির্ণেষ্যমাণেষু প্রথমং যস্য বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধীদং শাস্ত্রং, তদেব—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" ইত্যাদিপদ্যে সামান্যাকারতস্তাবদাহ;—"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" (ভাঃ ১, ১, ২) ইতি ॥

টীকা চ,—"অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং, ন তু বৈশেষিকাদিবদ্দ্রব্যগুণাদিরূপম্" ইত্যেষা ॥ ১।১। শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

সংক্ষেপেণোক্তং সম্বন্ধাদিকং বিস্তরেণ দর্শয়িতুমুপক্রমতে অথেত্যাদি। তথৈবেতি - শ্রীশুকাদি-হৃদয়ানুসারেণেত্যর্থঃ। সামান্যত ইতি—অনির্দ্দিষ্টস্বরূপগুণবিভূতিকথনায়েত্যর্থঃ। বৈশেষিকাদিবদিতি—কণাদগৌতমোক্তশাস্ত্রবদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

সম্বন্ধঃ—বাচ্যবাচকতালক্ষণঃ, তত্র বাচ্যতাসম্বন্ধি - অভিধেয়ং; তচ্চ দ্বিবিধং—বাস্তবতত্ত্বং বস্তুতত্ত্বঞ্চ, বাচকতাসম্বন্ধি শাস্ত্রমিতি বিশেষতঃ সূতপ্রোক্তং, সামান্যতো ব্যাসেনোক্তমিত্যাহ—অথেতি। তথৈব—নিরুক্তৈতৎপ্রকারেণৈব, নির্ণেতুং—জ্ঞাপয়িতুং, অস্য 'নির্ণেষ্যমাণেষু' ইত্যনেনান্বয়ঃ। যস্য বাচ্যবাচকতা-সম্বন্ধীতি—যন্নিষ্ঠবাচ্যতানিরূপিতবাচকতাসম্বন্ধীত্যর্থঃ। আহেতি—শ্রীবেদব্যাস ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥৫০॥

অনুবাদ।

এখন দেখা যাইতেছে; সম্বন্ধ দুই প্রকার—বাচ্য এবং বাচকতারূপ। অভিধেয়কে বাচ্যতা-সম্বন্ধি বলা যায়, আবার ঐ বাচ্যতাসম্বন্ধি—বাস্তবতত্ত্ব এবং তাহার ভজন; এই দুই প্রকার। শাস্ত্রকেই বাচকতাসম্বন্ধ বলা হয়। এই বিষয়গুলি শ্রীসূত মহাশয়ের মুখে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে আর শ্রীব্যাসদেব ঐ তত্ত্ব সামান্যাকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই কথাই সম্প্রতি বলা হইতেছে :—

অনন্তর শ্রীশুকদেবের হৃদয়ানুরূপ তাৎপর্য্যগুলি ক্রমে বিস্তার করিয়া জানাইবার অভিলাষে ছয়টি সন্দর্ভের দ্বারা সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজন নির্ণয় করা হইবে। যে তত্ত্বের বাচ্যবাচকতা-সম্বন্ধি এই শাস্ত্র অর্থাৎ যে অদ্বয় তত্ত্বের বাচ্যতা স্বীকারে এই শাস্ত্রের বাচকতা—সেই বাস্তব তত্ত্বকে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমঃ"—ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় পদ্যের "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু"—এই অংশে শ্রীবেদব্যাস সামান্যাকারে বলিয়াছেন। ঐ অংশের টীকায় শ্রীধরস্বামি-পাদ ও বলিয়াছেন—"এই সুন্দর ভাগবতে পরমার্থভূত বস্তু জানিবার বিষয়, কিন্তু এ বস্তু—কণাদ গৌতম প্রভৃতি তার্কিকগণের শাস্ত্রসিদ্ধ দ্রব্যগুণ কর্ম্মাদির ন্যায় নহে অর্থাৎ উক্ত তার্কিকগণের শাস্ত্রে প্রায়ই দ্রব্যগুণ কর্ম্মাদি বিষয় লইয়াই বিচারের প্রাঞ্জলতা দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল পরমার্থভূত বস্তু লইয়াই বিচার হইয়াছে এবং ইহাতে তদ্বিষয়ক জ্ঞানই হইয়া থাকে।" [এই উক্তি শ্রীবেদব্যাসের] ॥৫০॥

অথ কিংরূপং তত্ত্বস্তত্ত্বমিত্যত্রাহ;—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্" (ভাঃ ১, ২, ১১) ইতি ॥

জ্ঞানং—চিদেকরূপম্। অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ, * স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ, পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। 'তত্ত্বম্' ইতি পরম-পুরুষার্থতাদ্যোতনয়া পরমসুখরূপত্বং তস্য † বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্ ॥ ১ । ২ । শ্রীসূতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

স্বরূপনির্দ্দেশপূর্ব্বকং তত্ত্বং বক্তুমবতারয়তি—অথ কিমিতি, স্বয়ংসিদ্ধেতি—আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যতে। "স্বয়ংদাসাস্তপস্বিনঃ" ইত্যত্র তপস্বিদাস্তমাত্মনা তপস্বিনৈব সিদ্ধং প্রতীয়তে, তদ্বৎ। তাদৃশঞ্চ—পরেশবন্বেব, ন তু তাদৃশমপি জীবচৈতন্যং, ন ত্বতাদৃশং প্রকৃতিকাললক্ষণং জড়বস্তু; তদভাবাদ-দ্বয়ত্বম্। তয়োঃ স্বয়ংসিদ্ধত্বাভাবঃ কুতঃ? ইত্যত্রাহ,—পরমাশ্রয়ং তং বিনেতি। স্বশক্ত্যেকসহায়েঽপ্যদ্বয়পদং প্রযুজ্যতে,—'ধনুর্দ্বিতীয়ঃ পাণ্ডুঃ' ইতি। নমু বেদান্তে 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইতি, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপং ব্রহ্ম পঠ্যতে, ইহ জ্ঞানমিতি কথং? তত্রাহ,—তত্ত্বমিতি। ইদমত্র তত্ত্বমিত্যুক্তে সারে বস্তুনি তত্ত্বশব্দো নীয়তে। সারঞ্চ সুখমেব, সর্ব্বেষামুপায়ানাং তদর্থত্বাৎ, তথা চ সুখরূপত্বমপি তস্যাগতম্। নমু জ্ঞানং সুখঞ্চানিত্যং দৃষ্টং? তত্রাহ;—অতত্রবেতি স্বয়ংসিদ্ধত্বেন ব্যাখ্যানান্নিত্যং তদিত্যর্থঃ। "সদকারণং যত্তন্নিত্যম্" ইতি হি তীর্থকারাঃ। এবঞ্চ তাদৃশব্রহ্মসম্বন্ধীদং শাস্ত্রমিত্যুক্তম্ ॥ ৫১ ॥

---

* "স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ" ইত্যত্র—"স্বতঃসিদ্ধ-তাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ" ইতি শ্রীমদ্ গোস্বামিভট্টাচার্য্যৈরুক্তম্।

† "জ্ঞানস্য" ইত্যধিক পাঠঃ কচিৎ।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

চিদেকরূপমিতি—চিতা জ্ঞানেন একরূপং—স্ব-স্বরূপভূতজ্ঞানবদিত্যর্থঃ। তদুক্তং—"গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ" ইতি। অদ্বয়ত্বঞ্চ—অদ্বয়পদবাচ্যত্বঞ্চ, স্বতঃসিদ্ধ তাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাদিতি—তথা চ তাদৃশতত্ত্বনিষ্ঠভেদাপ্রতিযোগিত্বমেবাদ্বয়ত্বমিতি ভাবঃ। নমু প্রকৃত্যাদিশক্তীনামপি তত্ত্বতা শ্রূয়তে ইতি কথমদ্বয়ত্বম্? ইত্যত আহ,—স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাদিতি - স্বাশ্রিতশক্তিরূপত্বাৎ প্রকৃত্যাদীনামপি তৎস্বরূপত্বাৎ প্রকৃতের্বহিরঙ্গত্বেঽপি তস্যানিত্যতয়া ধর্ম্মতয়া চ ব্রহ্মণৈক্যমিতি ভাবঃ। নমু প্রকৃতেঃ কথং ধর্ম্মত্বম্? ইত্যত আহ,—পরমাশ্রয়ং তং বিনেতি, অসিদ্ধত্বাৎ—অচেতনত্বেন কার্য্যাক্ষমত্বাদিতি ভাবঃ। তত্ত্বমিতীতি—তৎপদপ্রতিপাদ্যং জগৎকর্ত্তৃরূপং বাস্তবং বস্তুতত্ত্বপদার্থঃ, বাস্তবত্বং নিত্যসত্ত্বম্ আত্মপদবোধ্যমপি তদেব। তস্য পরমপ্রেমাস্পদত্বমাহ শ্রুতিঃ,—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" (বৃ০ আ০ ২, ৪, ৫) ইত্যুপক্রম্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃ০ আ০ ২, ৪, ৫) ইত্যাদিকা। ন চাত্রোপক্রমে আত্মপদং জীবপরমিতি বাচ্যং, আত্মপদেনাত্মত্বেন বোধনাৎ পরমপ্রেমাস্পদপরমাত্মাংশজীবাত্মনোঽপি প্রেমাস্পদত্বেন বোধনাৎ। তদভিপ্রায়েণৈব দশমে—"ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ"ইতি পরীক্ষিৎ প্রশ্নোত্তরতয়া শুকদেব আহ,—"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ" ইত্যুক্ত্বা—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" ইত্যুক্তং, সংসারিণাং পরমাত্মানুভববিরহেণৈব তথাপ্রিয়তানমুভবাৎ। তথা প্রিয়তাবীজঞ্চ পরমানন্দময়ত্বেনেত্যভিপ্রায়ং দর্শয়তি,—পরমপুরুষার্থদ্যোতনায়েতি। পরমসুখত্বং—নিরতিশয়-স্বাভাবিকসুখবত্ত্বং, তস্য—জ্ঞানস্য স্বাভাবিকজ্ঞানবতঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মগতজ্ঞান-সুখয়োঃ ব্রহ্মস্বরূপতয়া তয়োরৈক্যপ্রবাদঃ। অতএব -ব্রহ্মণো জ্ঞানৈকরূপতয়া কথনাদেব, তস্য—জ্ঞানস্য সুখস্য চ নিত্যত্বম্। ন চ তত্র জ্ঞানসুখয়োরৈক্যং বাস্তবং 'জানামি' ইত্যনুব্যবসায়সিদ্ধজ্ঞানস্য আত্মধর্ম্মস্য 'অহং সুখী' ইত্যনুভব-সিদ্ধাত্মধর্ম্মসুখস্য চ মিথো বৈলক্ষণ্যাবগমাৎ। ন চাত্মধর্ম্মত্বং তয়োরারোপিতং, মানাভাবাৎ। এবঞ্চ স্বাভাবিকজ্ঞানসুখবৎস্বরূপত্বং তত্ত্বস্য সিদ্ধম্॥ নিরুক্তজ্ঞানে জ্ঞানপদস্য নিরুক্তসুখে সুখপদস্য শক্তেঃ সুপ্রসিদ্ধতয়া—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ইতি (তৈত্তি০ ২, ১, ১) "আনন্দং ব্রহ্ম" ইতি (সর্ব্বোপ০ ৩) শ্রুতাবপি তাদৃশজ্ঞানসুখয়োর্জ্ঞানানন্দপদাভ্যাং বোধনাৎ তয়োরাত্মধর্ম্মত্বানুভবাদীশ্বরেঽপি তয়োর্ধর্ম্মত্বমেব—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ" ইতি ভগবদ্বচনে চ বোধিতমিতি। ব্রহ্মপদ-জ্ঞানপদানন্দপদানাং সামানাধিকরণ্যানুপপত্ত্যা জ্ঞানপদানন্দপদয়োঃ স্বাভাবিক-জ্ঞানবৎ-স্বাভাবিকানন্দবৎপরত্বাবগমাৎ। তত্ত্বপদয়োরিবেতি 'ব্রহ্মণো হি' ইত্যত্র ব্রহ্মপদং ধর্ম্মপরং, তেন জ্ঞানস্যেত্যর্থঃ। নীলকণ্ঠকৃতটীকায়াং 'ব্রহ্মপদমত্র বেদপরম্' ইতি ব্যাখ্যাতম্। কেচিত্তু—"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" (গীতা০ ১৪, ৩) ইতি বচনে ব্রহ্মপদশ্রবণাৎ "ব্রহ্মণো হি"ইত্যত্র ব্রহ্মপদং প্রকৃতিপরং, সর্ব্বত্র শ্রুতৌ শ্রীভাগবতে চ ব্রহ্ম-কৃষ্ণপদার্থয়োরৈক্যাবগমাৎ—ইত্যাহুঃ॥ ৫১॥

অনুবাদ।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু। উক্ত পদ্যে যে পরমার্থভূত বস্তু তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে; সেই তত্ত্ব কি তাহাই বলিতেছেন :—"তত্ত্ববাদিগণ যে তত্ত্বকে অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া থাকেন।"

ঐ জ্ঞানকে এস্থলে চিদেকরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত একরূপ—আপনার স্বরূপভূত জ্ঞানযুক্ত এই অর্থ জানিতে হইবে। সেই বাস্তবতত্ত্ব যেমন স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানবান্; তেমন বা অন্য কোন প্রকার অপর তত্ত্ব নাই, তিনিই একমাত্র তাঁহার শক্তিবর্গের পরমাশ্রয় এবং তদ্ব্যতীত শক্তিবর্গের অসিদ্ধি; এই সকল হেতুতে তাঁহাকে 'অদ্বয়' এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। "তত্ত্ব" এই শব্দে বাস্তব পদার্থকে 'পরম পুরুষার্থ' বলা হইল এবং তন্নিমিত্ত তিনি যে—নিরতিশয় স্বাভাবিক সুখযুক্ত ইহাও প্রকাশ করা হইল; সুতরাং ইহা দ্বারা তাঁহার নিত্যতাও দেখান হইয়াছে। [ইহা শ্রীসূতের উক্তি] ॥৫১॥

তাৎপর্য্য।

(৫১) সেই বাস্তবতত্ত্ব স্ব-স্বরূপভূত—জ্ঞানশালী কেন? তাহা শাস্ত্রেই বলিতেছেন,—"গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ।" তিনি আপনার স্বরূপভূত গুণেই গুণবান্ সুতরাং গুণ স্বরূপের অতিরিক্ত নয় বলিয়া দোষ আসিতে পারে না। 'স্বয়ংসিদ্ধ'—যে বস্তুটি আপনা আপনিই সিদ্ধ হয়; তাহাকে 'স্বয়ংসিদ্ধ' বলা যায়। যেমন "স্বয়ং দাসাস্তপস্বিনঃ" তপস্বিলোক নিজের দাস্য সম্পাদনের জন্য অপর ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করে না, সে আপনিই নিজের আবশ্যকীয় দৈহিক কার্য্যাদি সম্পাদন করে। সেইরূপ পরেশ পদার্থ সর্ব্বপ্রকারেই স্বয়ংসিদ্ধ, তাঁহার সদৃশ তিনিই আছেন, জীব তাদৃশ চৈতন্য হইলেও তাঁহার ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ নয়। প্রকৃতি-কাল প্রভৃতি তত্ত্বগুলি জড় বস্তু, অতাদৃশ ও স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারে না সুতরাং তিনি 'অদ্বয় পদবাচ্য।'

প্রকৃতি-আদি শক্তিগুলিরও তো তত্ত্বতা শ্রবণ করা যায়, তবে অদ্বয় তত্ত্ব কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"স্ব-শক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ"; অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বাশ্রিতশক্তিরূপত্ব রহিয়াছে এবং প্রকৃতি-আদিরও ব্রহ্মস্বরূপত্ব আছে, কারণ যদিও প্রকৃতি বহিরঙ্গা, সে যখন অনিত্যা, তখন মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে তো লীন হইয়াই থাকে! আচ্ছা! প্রকৃতির ধর্ম্মত্ব কেন বলা হয়? উত্তর—"পরমাশ্রয়ং তং বিনা অসিদ্ধত্বাৎ" প্রকৃতি অচেতন তাহার কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, ব্রহ্মকে আশ্রয় করে বলিয়াই তাহার জগৎ কার্য্যে ক্ষমতা জন্মে সুতরাং তাহার ধর্ম্মত্ব। ব্রহ্ম স্ব-শক্ত্যেকসহায় হইয়াও 'অদ্বয়' কেন বলি? যেমন—'ধনুর্দ্বিতীয়ঃ পাণ্ডুঃ" ধনুর কোন স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি নাই, অথচ পাণ্ডুর আশ্রিত। তাদৃশ সহায় কিছু না থাকায় পাণ্ডুও—অদ্বিতীয়। এ স্থলে ধনুর ন্যায় প্রকৃতি জড় অনিত্যা; তাহাকে আশ্রয় করিলে ব্রহ্মে অদ্বয়ত্বের কোন হানি হয় না।

যদি বলেন—বেদান্ত "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মকে বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে, এখানে তো কেবল জ্ঞানই বলা হইল? তাই বলিতেছেন—"তত্ত্বমিতি," এখানে 'তত্ত্ব' শব্দে--সার বস্তু বলা হইয়াছে। যেমন বলা হয়—"ইদমত্র তত্ত্বম্"—এখানে ইহাই সার। আবার ঐ সার বলিতেও সুখকেই বুঝিতে হইবে; কারণ,—যত কিছু উপায় আছে সকলই সুখার্থক। এখানে তত্ত্ব শব্দের সুখ অর্থেই তাৎপর্য্য। শাস্ত্রেও এই কারণে আত্মপদার্থকেই পরম-প্রেমাস্পদ বলিয়াছেন। সুখময় পদার্থই প্রেমাস্পদ হইয়া থাকেন। আত্মা পরমসুখময়; সেই জন্য পরম-প্রেমাস্পদ, তাঁহার সম্বন্ধ থাকায়, তদিতর জীবও—সুখময়। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" "আত্মা বা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ।"

পরমাত্মা পরমানন্দময় বলিয়াই নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদ; এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—"পরম-পুরুষার্থদ্যোতনয়া।"

সাধারণ জ্ঞান এবং সুখ অনিত্য হইলেও, যে জ্ঞান-সুখ পরমাত্মনিষ্ঠ; তাহার নিত্যত্ব—পরমাত্মার স্বয়ংসিদ্ধত্ব ব্যাখ্যাদ্বারাই দেখান হইয়াছে। বিশেষতঃ 'ব্রহ্ম নিত্য' ইহা শ্রুতি পুরাণপ্রসিদ্ধ, এবং ঐ ব্রহ্মও জ্ঞানৈকরূপ, সুতরাং সেই জ্ঞান সুখের নিত্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন ইহাও বুঝিয়া রাখা উচিত যে, জ্ঞান এবং সুখের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য অর্থাৎ ব্রহ্মও জ্ঞান-সুখ একবস্তু—এ-সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। কারণ—'জানামি' এই ক্রিয়ার অর্থ—আমি জানি বা জানিতেছি, এ কথায় জ্ঞানটি যে জ্ঞাতা হইতে পৃথক্; ইহা বোধ হওয়ায় জ্ঞান আত্ম-ধর্ম্ম নিশ্চয় হইতেছে। 'অহং সুখী' এ কথা বলিলে সুখও আত্মধর্ম্ম ইহা বিলক্ষণরূপে বোধ হইতেছে। কিন্তু জ্ঞান এবং সুখে আত্মধর্ম্মত্ব আরোপসিদ্ধ—এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ তদনুকূলে শাস্ত্রীয় কোনই প্রমাণ নাই। তবেই—সেই অদ্বয়তত্ত্ব স্বাভাবিক-জ্ঞান সুখশালী; এই অর্থই সুসিদ্ধ। এইরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থলেও জ্ঞান ও সুখের আত্মধর্ম্মত্ব, এবং ব্রহ্ম—জ্ঞানযুক্ত ও সুখযুক্ত এই অর্থ বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে অদ্বয়জ্ঞানবান্ পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণেই এই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি; ইহা প্রতিপন্ন হইল।

ননু নীলপীতাদ্যাকারং ক্ষণিকমেব জ্ঞানং দৃষ্টং, তৎ পুনরদ্বয়ং নিত্যং জ্ঞানং কথং লক্ষ্যতে, যন্নিষ্ঠমিদং শাস্ত্রম্? ইত্যত্রাহ*;—"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।. বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠম্" (ভা০ ১২, ১৩, ১২) ইতি ॥

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তি০ ২, ১, ১) ইতি যস্য স্বরূপমুক্তম্, "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছান্দো০ ৬, ১, ৩) ইতি "যদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতং" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছান্দো০ ৬,২,১) ইত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণতা, "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" (ছান্দো০ ৬,২,৩) ইত্যনেন সত্যসঙ্কল্পতা চ যস্য প্রতিপাদিতা, তেন ব্রহ্মণা স্বরূপ-শক্তিভ্যাং সর্ব্ববৃহত্তমেন সার্দ্ধম্, অনেন জীবেনাত্মনা ইতি তদীয়োক্তাবিদন্তানির্দ্দেশেন ততো ভিন্নত্বেঽপ্যাত্মতানির্দ্দেশেন তদাত্মাংশবিশেষত্বেন লব্ধস্য বাদরায়ণসমাধিদৃষ্টযুক্তে-রত্যভিন্নতারহিতস্য † জীবাত্মনো যদেকত্বং, ‡ "তত্ত্বমসি"(ছান্দো০ ৬,৮,৭) ইত্যাদৌ §

---

* "ইত্যাহ" ইতি গোস্বামিভট্টা র্য্য ধৃত পাঠঃ। † "অত্যন্তাভিন্নতারহিতস্য" ইতি বা পাঠঃ।

‡ অত্র "তত্ত্বৈক্যৈকবাক্যতয়া" ইতি পাঠাধিক্যং শ্রীমদ্‌গোস্বামিভট্টাচার্য্যটিপ্পনীদৃষ্ট্যানুমীয়তে।

§ "ইত্যাদিশ্রুতৌ" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

জ্ঞাতা * তদংশভূতচিদ্রূপত্বেন সমানাকারতা, তদেব লক্ষণং প্রথমতো জ্ঞানে সাধকতমং যস্য ; তথাভূতং যৎ সর্ব্ববেদান্তসারমদ্বিতীয়ং বস্তু, তন্নিষ্ঠং—তদেকবিষয়-মিদং শ্রীভাগবতমিতিপ্রাক্তনপদ্যস্থেনানুষঙ্গঃ। যথা † জন্মপ্রভৃতি কশ্চিদ্‌গৃহ-গুহাবরুদ্ধঃ সূর্য্যং ববিদিষুঃ কথঞ্চিদ্‌গবাক্ষপতিতং, সূর্য্যাংশুকণং দর্শয়িত্বা কেনচিদুপ-দিশ্যতে 'এষ সঃ' ইতি, এতত্তদংশজ্যোতিঃসমানাকারতয়া তন্মহাজ্যোতির্ম্মণ্ডলমনু-সন্ধীয়তা-‡ মিত্যর্থস্তদ্বৎ। জীবস্য তথা তদংশত্বঞ্চ তচ্ছক্তি-§ বিশেষসিদ্ধত্বেনৈব পরমাত্ম-সন্দর্ভে স্থাপয়িষ্যামঃ। তদেতজ্জীবাদিলক্ষণাংশবিশিষ্টতয়ৈবোপনিষদস্তস্য সাংশত্ব-মপি ক্বচিদুপদিশন্তি। নিরংশত্বোপদেশিকা শ্রুতিস্তু কেবলতন্নিষ্ঠা। অত্র 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্' ইতি চতুর্থপাদশ্চ কৈবল্যপদস্য শুদ্ধত্বমাত্রবচনত্বেন, শুদ্ধত্বস্য চ শুদ্ধভক্তিত্বেন পর্য্যবসানেন প্রীতিসন্দর্ভে ব্যাখ্যাস্যতে। ১২।১৩। শ্রীসূতঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

আর্থিকং নিত্যত্বং স্থিরং কুর্ব্বন্ শাস্ত্রস্য বিশিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিত্বমাহ ;—নন্বু নীলেত্যাদিনা। অনেন—জীবেনেত্যাদি। তদীয়োক্তৌ—পরদেবতাবাক্যে। তদাত্মাংশবিশেষত্বেন—তদ্বিভিন্নাংশত্বেন, ন তু মৎস্যাদিবৎ স্বাংশত্বেনেত্যর্থঃ। জীবাত্মনো যদেকত্বমিতি,—জীবস্য চিদ্রূপত্বেন জাত্যা যদ্‌ব্রহ্মসমানাকারত্বং, তদেব তস্য ব্রহ্মণা সহৈক্যমিতি ব্যক্তিভেদঃ প্রস্ফুটঃ। এবমেব যথেত্যাদিদৃষ্টান্তেনাপি দর্শিতঃ। তদেতদিতি,—উপনিষদঃ "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যাদ্যাঃ। নিরংশত্বোপদেশিকেতি,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং," (তৈত্তি° ২, ১,) "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" (শ্বেতা° ৬, ১৯) ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তু—কেবলতন্নিষ্ঠা বিশেষ্যমাত্রপরেত্যর্থঃ। অনভিব্যক্তসংস্থানগুণকং ব্রহ্ম বদতীতি যাবৎ ॥৫২॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

ইত্যাহেতি—'শ্রীসূতঃ' ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। 'ইত্যত আহ'—ইতি তদর্থঃ। 'তন্নিষ্ঠম্'ইত্যস্তমস্য কর্ম্মত্বেনান্বিতম্। সর্ব্ববেদান্তসার'—সর্ব্ববেদান্তেষু মুখ্যত্বেনাভিহিতং, ব্রহ্মণা সহাত্মনো জীবস্য যদেকত্বং—তল্লক্ষণং সাধকতমং যস্য তৎ—ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং, অদ্বিতীয়ং—ব্রহ্মনিষ্ঠাভাবাপ্রতিযোগি, তন্নিষ্ঠমিতি—তৎপরমিদং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। তথা চ—ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমেবাম্বয়ত্বং, ন তু জ্ঞাননিষ্ঠমিতি প্রাগ্-ব্যাখ্যাতার্থ এব সূতাভিপ্রেত ইতি ভাবঃ। সূতোক্তবচনং বিশেষেণ ব্যাকরোতি,—সত্যমিত্যাদি। যেন—অচিন্ত্যশক্ত্যা, ব্রহ্মণা শ্রুতেন শব্দতঃ সাক্ষাদশ্রুতমপি সর্ব্বং জগৎ তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা শ্রুতং ভবতীতি

---

* "জ্ঞাতা" ইতি তু "সমানাকারতা" ইত্যস্যান্তে পঠিতম্, তত্তু বিদ্বদ্ভিরবধেয়ম্।

† "তথা" ইতি গোস্বামি ভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ। ‡ "অনুসন্ধীয়তে" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

§ "তচ্ছক্তি—" ইত্যত্র "তদচিন্ত্যশক্তি" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ।

"যেন" ইত্যাদি শ্রুতেরর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তশ্রুতির্যথা,—"সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতম্" (ছান্দো০ ৬, ১, ৪) ইত্যাদিরূপা। অত্র তদ্দৃষ্টান্তেন জগদুপাদানত্বং লভ্যতে, উপাদানধর্ম্মস্যৈব কার্য্যে দৃশ্যতে, ন তু কারণধর্ম্মস্যেতি। ন চ—ব্রহ্মণশ্চেতনস্য নিরবয়বস্য নির্ব্বিকারস্য কথমচেতনজগদাকারেণ পরিণামঃ? ইতি বাচ্যং, তাদৃশস্যাপি ব্রহ্মণো জগদুপাদান-প্রকৃত্যাখ্যশক্ত্যাঽভেদস্যাপি তাদৃশশ্রুত্যা জ্ঞাপনাৎ শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ। ন চ—তাদৃশশক্তেঃ পরিণামিত্বয়াঽনিত্যত্বাদচেতনত্বাচ্চ তস্যা ন ব্রহ্মণা সহৈক্যমিতি বাচ্যং, যথৈকস্মিন্ শরীরে করচরণাদি-তত্তদবয়বভেদঃ—পারমার্থিকঃ, তথা মিথোবিলক্ষণসম্বন্ধকরচরণাদ্যবয়বসমুদায়াভেদোঽপি ; সমুদায়স্য প্রত্যেকাঽনতিরেকাৎ। এবং প্রত্যেকাবয়বে শরীরভেদো বর্ত্ততে, ন তু সমুদায়ে ইতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকানুযোগিতাবচ্ছেদকভেদেনাভেদ-ভেদয়োরেকত্র সত্ত্বাৎ, তথা চেতনাচেতনত্বাভ্যাং মিথো ব্রহ্ম-তচ্ছক্ত্যোর্ভেদেঽপি ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবাপন্নয়ো-স্তয়োরৈক্যমব্যভিচারিসম্বন্ধাদিতি। প্রকৃতের্নিত্যত্বমপি,—"পুরুষ এব প্রকৃতিরেব আত্মৈব ব্রহ্মৈব নাক আলোকো যোঽসৌ হরিরাদিরনাদিরনন্তোঽন্তঃ পরমঃ পরাত্বিশ্বরূপঃ" ইতি মাধ্বভাষ্যধৃতশ্রুত্যা ব্রহ্মণঃ প্রকৃতি-রূপতাবোধনাৎ "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্ব০ ৬, ৮) ইতি শ্রুতেশ্চ। তত্র স্বাভাবিকত্বং—স্বরূপভূতত্বং। যদ্বা ; ব্রহ্মণো জগদুপাদানপ্রকৃতির্ভিন্নৈব, অভেদপ্রত্যয়-স্ত্বৌপচারিকঃ। তথা চ মাধ্বভাষ্যধৃতবচনম্,—

"অবিকারো হি ভগবান্ প্রকৃতিং তু বিকারিণীং। অনুপ্রবিশ্য গোবিন্দঃ প্রকৃতিশ্চাভিধীয়তে" ইতি।

"অথৈষ আত্মা প্রকৃতিমনুপ্রবিশ্যাত্মানং বহুধা চকার তস্মাৎ প্রকৃতিরিতি ব্যাচক্ষতে" ইতি মাধ্বভাষ্যধৃতভাল্লবেয়শ্রুতিশ্চেতি। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রত্যভিবিশন্তি ; তদ্ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" (তৈত্তি০ ৩, ১, ১) ইতি শ্রুতৌ যদ্ব্রহ্মনিলয়শ্রবণং—তদ্বিশ্বলয়াশ্রয়-প্রকৃতিলয়াভিপ্রায়েণ। "অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি" ইতি শ্রুতেঃ।

"একোঽবিভক্তঃ পরমঃ পুরুষো বিষ্ণুরুচ্যতে। প্রকৃতিঃ পুরুষঃ কালস্ত্রয় এতে বিভাগতঃ।
চতুর্থশ্চ মহান্ প্রোক্তঃ পঞ্চমোঽহঙ্কৃতিস্তথা। তদ্বিভাগেন জায়ন্তে আকাশাদ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।
যো বিভাগী বিকারঃ সঃ সোঽবিকারী হরিঃ পরঃ। অবিভাগাৎ পরানন্দো নিত্যো নিত্যগুণাত্মকঃ"॥

ইতি মাধ্বভাষ্যধৃতবৃহৎসংহিতাবচনাচ্চ। এবঞ্চ—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছান্দো০ ৬,১,৩)ইতি প্রতিজ্ঞাত-শ্রুতি-তদ্দৃষ্টান্তশ্রুতিভ্যাং সাক্ষাদনির্দ্দেশ্যপরব্রহ্মোপাসনায়ামুপাস্যতাবচ্ছেদকরূপজিজ্ঞাসায়াং তাদৃশরূপ-প্রদর্শনম্। তথাহি "মায়ী বিশ্বং সৃজতে" ইত্যাদিশ্রুতিসহকারেণ নিরুক্তপ্রতিজ্ঞাশ্রুত্যা জগদুপাদানত্বেন ব্রহ্মবোধনে সাক্ষাত্তদ্বাধাৎ 'শিখী বিনষ্টঃ' ইত্যাদিবৎবিশেষণীভূতমায়ায়াং জগদুপাদানত্বং বোধ্যতে। তেন জগদুপাদানমায়াশ্রয়ত্বেন ব্রহ্মোপাস্যং, সর্ব্বাধারত্বেন জ্ঞানসুখময়ত্বেন সর্ব্বনিমিত্তকারণত্বেন ব্রহ্মৈব নিত্যমুপাদেয়ং, মায়ায়া অচেতনত্বেনাসুখত্বেন তৎকার্য্যস্য জগতস্তথাভূতত্বেনানিত্যত্বেন চানুপাদেয়ত্বঞ্চ আয়াতমিতি। "ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ইত্যনেন ব্রহ্মণো নিমিত্ততা, প্রকৃতেশ্চো-পাদানতাবোধনাৎ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃ০ আ০ ২, ৫, ১৯) ইতি শ্রুতেশ্চ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দো, ৩,১৪, ১) ইত্যাদিশ্রুতিরপি ব্রহ্মাধিষ্ঠিতত্বেন ব্রহ্মশক্তিময়ত্বেন চোপপদ্যতে। সদেবেতি,— ইদং—জগৎ, অগ্রে সদেবাসীৎ—সদ্রূপে লীনমাসীৎ ইত্যর্থঃ। তেন জগৎকারণতাপি লক্ষ্যতে, উপাদান-কারণ এব কার্য্যলয়শ্রবণাৎ। আদিপদেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈত্তি. ৩, ১, ১) ইত্যাদি শ্রুতিপরিগ্রহঃ। সত্যসঙ্কল্পতেতি—অপ্রতিরুদ্ধজ্ঞানবত্ত্বেত্যর্থঃ। যস্যেতি—যৎপদদ্যোতিতঃ

পরামৃশ্য তদর্থং বিবৃণোতি—তেন ব্রহ্মণেতি। স্বরূপং—জ্ঞানসুখাদি। শক্তিঃ—জগদুপাদানমায়াদি তাভ্যাং সর্ব্ববৃহত্তমেন—সর্ব্বত উত্তমেন, সার্দ্ধমিত্যস্য যদেকত্বমিতি পরেণান্বয়ঃ। অনেন জীবেনাত্মনেত্যাদি তদীয়োক্তৌ—"অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরণানি" (ছান্দো০ ৬, ৩, ২) ইত্যাদিশ্রুতি-বচনে, ইদন্তানির্দ্দেশেন—'অনেন' ইতি 'ইদং'পদেনাপরোক্ষত্বনির্দ্দেশেন, ততো ভিন্নত্বেঽপি—পরোক্ষ-ব্রহ্মসকাশাদ্ভিন্নত্বসিদ্ধাবপি, আত্মতানির্দ্দেশেন—'আত্মনা' ইত্যাত্মপদেন চেতনত্বনির্দ্দেশেন, ইদন্ত্বাত্মাংশ-বিশেষত্বে হেতুঃ। তদাত্মাংশবিশেষত্বেন—ব্রহ্মাংশবিশেষত্বেন অনুপ্রবিশ্য "নামরূপে ব্যাকরণানি" ইতি বাক্যং সমভিব্যাহৃতাত্মপদেন, কর্ত্তৃভূতব্রহ্মণ এবাত্মীয়ত্বরূপাংশত্ববোধনাদিতি ভাবঃ। লব্ধস্যেতি—'জীবেন' ইতি শ্রুতিপদেনেত্যাদিঃ 'জীবাত্মনঃ' ইতি পরেণাস্যান্বয়ঃ। ব্রহ্ম-জীবয়োর্ভেদে প্রাগুক্তযুক্তিমপি স্মারয়তি—বাদরায়ণেতি, অত্যভিন্নতেতি ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবতয়া, ভেদোঽপ্যতিশব্দেন সূচিতঃ। তদেকত্বমিতি—ব্রহ্মনিষ্ঠৈকত্বস্য জীবাত্মনি বাধিতত্বাৎ। তদ্বাক্যৈকবাক্যেকতয়া—ইত্যাদৌ একপদস্য সমানাকারকতা-পরত্বস্য সর্ব্বমতসিদ্ধতয়াঽত্রাপ্যেকপদস্য সমানাকারপরতামাহ,—তদংশচিদ্রূপত্বেনেতি—অভেদে তৃতীয়া; তদংশ-চিদ্রূপত্বরূপসমানাকারতেত্যর্থঃ। তদংশত্বং—তদ্ধর্ম্মত্বং, তৎপদং—ব্রহ্মপরং, চিদ্রূপত্বং—চেতনত্বম্। তথা চ তদ্ধর্ম্মত্বে সতি চেতনত্বং—একপদেন বিবক্ষিতম্। যদ্বা; তদংশত্বং—তন্নিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-কাণুত্বম্। তথা চ ব্রহ্মনিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাণুত্বে সতি চেতনত্বমত্র সমানাকারত্বং সাদৃশ্য-পর্য্যবসিতম্।

অত্র শ্রুতিং সম্বাদয়তি—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদিশ্রুতৌ জ্ঞাতেতি,—'তৎ' পদমত্র "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যাদি প্রাগুপদর্শিতব্রহ্মসদৃশে লাক্ষণিকং ব্রহ্মাভেদস্য 'ত্বং'পদবাচ্যেবোধিতত্বাৎ। 'সোঽয়ং গকারঃ।' 'তদৌষধমিদং' ইত্যাদৌ 'তৎ'পদস্য প্রাগ্বুদ্ধিস্থ-সদৃশপরত্বদর্শনাচ্চ। সাধকতমমিতি জ্ঞাপক-মিত্যর্থঃ। সর্ব্ববেদান্তসারং—প্রাগ্ দর্শিতোপনিষৎপ্রতিপাদ্যম্। সাধকতমত্বং দর্শয়তি—তথেতি। এষ স ইতি—এষ সূর্য্যাংশতেজোময় ইত্যর্থঃ। তথা চৈতজ্জ্ঞানমুপমানবিধয়া 'সূর্য্য এতাদৃশো মহান্' ইতি জ্ঞানং জনয়তি। এবমত্রাপি 'ত্বং ব্রহ্মাংশচিদ্রূপঃ' ইতি জ্ঞানমুপমানবিধয়া ব্রহ্মত্বং—'সদৃশম্' ইতি জ্ঞানজনক-মিত্যর্থঃ। ত্বৎসাদৃশ্যঞ্চ—চিদ্রূপত্বে সতি সর্ব্ববৃহত্তমত্বমিতি। যদ্বা,—'অনুসন্ধীয়তে' ইত্যনেন 'অনুমীয়তে' ইত্যর্থঃ। অনুমানাকারশ্চ;—সূর্য্যঃ—এতৎসদৃশমহাজ্যোতির্ম্মণ্ডলরূপঃ, এতদংশিত্বে সতি জ্যোতির্ম্ময়ত্বাদিত্যাদিরূপ ইতি। তদ্বদিতি,—জীবস্য যদ্ব্রহ্মসাদৃশ্যং তদপি ব্রহ্মজ্ঞাপকং, যথা ব্রহ্ম নিরতিশয়চেতনং ত্বম্পদবাচ্যত্বাংশিত্বে সতি 'চেতনত্বাৎ' ইত্যাদিরূপমনুমানমিত্যর্থঃ। নন্বু ব্রহ্মণো নিরবয়বস্য সর্ব্বব্যাপকস্যৈকস্য জীবে কথমংশত্বসম্ভবঃ? ইত্যত আহ,—'তদংশত্বঞ্চ'ইতি। তদচিন্ত্যশক্তি-বিশেষসিদ্ধত্বেনেতি—অচিন্ত্যশক্তিবিশেষো যোগমায়াদিঃ, তৎসিদ্ধত্বেনেত্যর্থঃ। তথাচ,—'অচিন্ত্য-শক্ত্যাঽনন্তজীবাশ্রয়ঃ' ইতি জীবানামপি শক্তিত্বাৎ তদ্বিশিষ্টব্রহ্মণোঽপি পরমাত্মপদবাচ্যত্বাৎ তদ্বিশেষেণ জীবানামপি পরমাত্মত্বমুপচর্য্যতে ইতি জীবস্য সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টপরমাত্মাংশত্বং, 'এব' কারেণ—কেবলব্রহ্মাংশত্বব্যবচ্ছেদ ইতি। তথা চ—"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ, সতি বিশেষ্যে বাধে" ইতি ন্যায়েন বিশেষণীভূতশক্তীনামেকস্য জীবস্য,—"মমৈবাংশো জীব-" ইতি ভগবদ্বচনাদৌ তদংশত্বেন বোধনং, যথা সাধারণধনানাং প্রত্যেকং ধনস্য লোকেঽংশত্বেন ব্যবহারঃ; ন তু চিদ্ঘনানন্দস্বরূপৈকদেশত্বরূপমংশত্বং তত্র বোধ্যতে, অসম্ভবাদিতি ভাবঃ। এবং যোগমায়াদিশক্তীনামপি শক্তিবিশিষ্টনিরূপিতমেব অংশত্বং বোধ্যম্। তদিতি—জীবানাং জীবাখ্যশক্তি-

বিশিষ্টব্রহ্মনিরূপিতাংশত্বাদেবেত্যর্থঃ। ব্রহ্মণোঽপি জীবাদিলক্ষণাংশবিশিষ্টতয়ৈব—তদ্বৈশিষ্ট্যাবচ্ছেদেনৈব, তস্য—ব্রহ্মণঃ, অংশিত্বমুপনিষদঃ কচিদুপদিশন্তীত্যর্থঃ। কেবলতন্নিষ্ঠেতি—শক্ত্যনবচ্ছিন্নব্রহ্মনিষ্ঠেত্যর্থঃ। অত্র কেচিৎ "ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্" ইত্যস্য দ্বন্দ্বোত্তরত্বপ্রত্যয়েন ব্রহ্মত্বাত্মত্বৈকত্বানি লভ্যন্তে; তানি লক্ষণানি বিশেষণানি যস্য তদিত্যর্থঃ। তত্র ব্রহ্মত্বং—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"(তৈত্তি° ২, ১, ১) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ° আ° ৩, ৯, ২৮) ইত্যাদিশ্রুত্যা স্বাভাবিকজ্ঞানসুখাদিমত্ত্বরূপং বোধ্যম্। আত্মত্বং—"এষ আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতম্" (বৃ° আ° ৩, ৭, ৩) ইত্যাদি শ্রুত্যা—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়ে স্থিতঃ। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ" (গীতা° ১০, ২০) ইত্যাদিশ্রুত্যা সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিরূপম্।

একত্বঞ্চ—মুখ্যত্বং নিরতিশয়ত্বমিতি যাবৎ; "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অদ্বয়ত্বঞ্চ—অসমত্বং, "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ" ইত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ "বসন্তি যস্মিন্ সর্ব্বম্" ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বাধারমিতি সমুদিতার্থঃ। যদ্বা,—ব্রহ্মেতি বিশেষ্যং, আত্মৈকত্বলক্ষণমিতিবিশেষণম্, তদর্থশ্চ; আত্মনঃ—জীবস্য, স্বেন একত্বং লক্ষয়তি—প্রাপয়তি স্বোপাসনদ্বারা—ইতি আত্মৈকত্বলক্ষণং, "সর্ব্ব একীভবন্তি" ইতি "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ, তত্রৈকত্বং—বাস্তবমিতি। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিনস্তেষাং সংসারিতা * ভেদঃ, মুক্তত্বদশায়াং ভেদাভাবঃ—ইতি কালবিশেষাবচ্ছেদেনৈকত্রৈব জীবানাং ভেদস্বীকারাৎ, বস্তুতঃ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরৈকবাক্যতয়া যুক্ত্যা চ সাম্যরূপমেকত্বং ব্রহ্মণি জীবানাং মুক্ততাদশায়াং স্বীকারঃ, সাম্যঞ্চ—স্বরূপাবস্থানাত্যন্তিকদুঃখাভাব-নিত্যসুখসাক্ষাৎকার-রূপম্। এবং ব্রহ্মণি জীব-বৈশিষ্ট্যমপি নাধারাধেয়ভাবরূপসম্বন্ধঃ; কিন্তু গগনে ভূতসম্বন্ধবৎ সম্বন্ধমাত্রং বোধ্যতে, "আকাশবৎ সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্" ইতি শ্রুতেঃ। স চ সম্বন্ধঃ পুষ্করপলাশে জলসম্বন্ধবৎ একতানাপাদক ইতি। ব্রহ্মণোঽসঙ্গত্বশ্রুতিসঙ্গতিঃ—সঙ্গশব্দেন সম্যকসম্বন্ধস্যৈকতাপাদকস্য বিলক্ষণস্য বোধনাৎ নির্ব্বিকারস্য ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাচ্চ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানি চ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি ভাবনাময়োপাসনা-তাৎপর্য্যকাণি, তথোপাসকানাং "কীটপেষস্কৃৎ" ন্যায়েন নিরুক্তব্রহ্মৈক্যলাভো ভবতীতি প্রাহুঃ। অত্রেতি—"সর্ব্ববেদান্তসারম্" ইত্যাদিসূতবচনে ইত্যর্থঃ। কৈবল্যশব্দস্যৈকত্বে ব্রহ্মৈকত্বপর্য্যবসন্নে জীবস্য মায়াকৃতোপাধিত্যাগেন স্বরূপাবস্থানরূপশুদ্ধত্বে চ মুখ্যতয়া মুক্তিপরত্বমেব যদ্যপ্যায়াতি; তথাপ্যস্মিন্ মুক্তেরপ্যধিকতয়া প্রেমাখ্যভক্তেরুক্ততয়া তৎপরতামাহ,—কৈবল্যপদস্যেত্যাদি। শুদ্ধভক্তত্বদশায়ামপি মায়ারাহিত্যরূপশুদ্ধসত্ত্বেন সামান্যশব্দবিশেষপরত্বাভিপ্রায়েণ তৎপর্য্যবসানমুক্তং, মুখ্যার্থকৈকপদস্বরসাৎ মুক্তিপ্রয়োজনকত্বমপি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।

ক্ষণিক জ্ঞানের নিরাস। এখানে এ আশঙ্কার উদয় হইতে পারে—নীল-পীতাদি আকারে ক্ষণিকরূপেই জ্ঞানকে দেখা যায়; সুতরাং তাদৃশ জ্ঞান অদ্বয় এবং নিত্যরূপে কি করিয়া লক্ষিত হয় যে, ঐ জ্ঞানই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য?—এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে শ্রীসূত মহাশয়

* অত্র 'সংসারিতা' ইত্যস্যান্তে "দশায়াং" ইতি পাঠে সতি অর্থঃ প্রস্ফুটঃ স্যাৎ, অস্মাকমাদর্শে তদসদ্ভাবান্নাত্র সন্নিবেশিতঃ।

বলিয়াছেন,—"যাহা সর্ব্ব বেদান্তের সার অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে মুখ্যরূপে অভিহিত হইয়াছে, এরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বলক্ষণ জ্ঞানই অদ্বিতীয় বস্তু এবং ঐ অদ্বিতীয়বস্তুনিষ্ঠই এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র। শ্রুতিতেও "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং ব্রহ্ম" ইত্যাদি রূপে যাঁহার স্বরূপ বলা হইয়াছে। "যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্ম শ্রুত হইলে, শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ অশ্রুত হইলেও সমস্ত জগৎ তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে।" "যাঁহাকে জানিলে পরে, সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।" "হে সৌম্য! যিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্রূপে বর্ত্তমান ছিলেন।" ইত্যাদি শ্রুতি নিচয়ের দ্বারা যাঁহার এই নিখিল জগতের একমাত্র কারণরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "সেই সদ্বস্তু ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব।" ইত্যাদি শ্রুতিতেও যাঁহার সত্যসংকল্পতা ও অপ্রতিরুদ্ধ জ্ঞানবত্তা সাধিত হইয়াছে। সেই স্বরূপ—জ্ঞান সুখাদি এবং শক্তি—জগদুপাদান মায়াদি শক্তি দ্বারা সর্ব্ব বৃহত্তম অর্থাৎ সকল হইতে উত্তম—ব্রহ্ম, ইহাই স্থাপিত হইয়াছে। এদিকে জীবতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় দেখা যায়;—"অনেন জীবেনাত্মনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরণানি" * এই শ্রুতি কথিত 'ইদম্' শব্দ নির্দ্দেশ করায় জীব যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইহা অনুমিত হইতেছে অর্থাৎ 'অনেন' এই ইদং শব্দটি সাক্ষাদ্দৃষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করায়, পরোক্ষ ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ বোধ করাইতেছে; তথাপি ঐ শ্রুতিতে 'আত্মা' এই আত্ম শব্দের প্রয়োগ থাকায় জীবের ব্রহ্মের অংশত্বও সাধিত হইল। তাহা হইলেই বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেবের সমাধিদৃষ্ট যুক্তি অনুসারে জীব ব্রহ্ম হইতে যে অতিশয় অভেদ রহিত—ইহা পাওয়া গেল। কারণ—ধর্ম্ম-ধর্ম্মিরূপেই জীবের সহিত ব্রহ্মে যা কিছু অভেদ বস্তুতঃ তাঁহাদের ভেদ—পূর্ব্বোক্ত ব্যাস সমাধিদৃষ্ট যুক্তি বলেই সাধিত হইয়াছে। ফলতঃ জীব—ভগবদ্দাস, সেব্য-সেবকত্ব ভাব—জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও "ব্রহ্মদাসাঃ" এই পদে জীবকে ব্রহ্মের দাস বলিয়াই স্বীকার করিতে দেখা যায়; তবে ঐরূপ জীবের ব্রহ্মের সহিত "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে একত্ব পাওয়া যায়; সেটি ব্রহ্মের চিদংশ—জীব; এই অংশভূত চিদ্রূপত্বের সহিত সমানাকারতা ধরিয়াই উভয়ের ঐক্য স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ ভাবটিই প্রথমতঃ জ্ঞান-বিষয়ে যাহার সাধকতম অর্থাৎ জ্ঞাপক হয়, তাদৃশ সর্ব্ববেদান্ত সারভূত যে অদ্বিতীয় বস্তু; সেই বস্তুনিষ্ঠই এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এবং উক্ত তত্ত্বই এই শাস্ত্রের মূল বিষয়; এইরূপে পূর্ব্ব কথিত "ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত" এই পদ্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ। সুতরাং এ জ্ঞান নীল পীতাদির ন্যায় ক্ষণিক জ্ঞান নহে।

যেমন কোন ব্যক্তি আজন্ম গৃহ-গুহাতে অবরুদ্ধ আছে, অথচ সূর্য্য দেখিতে চায়, তখন গবাক্ষ দ্বারে গৃহ মধ্যে পতিত কিরণ দেখাইয়া 'এই সেই সূর্য্য; ইহাই তাঁহার অংশ জ্যোতিঃ, ইহার সমান আকাররূপে সেই মহাজ্যোতির্ম্মণ্ডল অনুসন্ধান কর' এই বলিয়া কোন ব্যক্তি তাহাকে উপদেশ করে। এখানেও "তত্ত্বমসি" বাক্যে সেইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তুমি আপনাকে চিদ্রূপ অংশ মনে কর, ব্রহ্ম তোমার ন্যায় চিদ্রূপ হইলেও তিনি অতিবৃহৎ; এইরূপে দার্ষ্টান্তিকে বাক্য যোজনা করিতে হইবে। জীব যে এই প্রকারে ব্রহ্মের অংশ; তাহা যোগমায়াদি অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে—এইরূপে 'পরমাত্মসন্দর্ভে' স্থাপন করা হইবে।

জীবাখ্য-শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের নিরূপিত অংশই যখন জীব; তখন জীবাদি-লক্ষণ অংশবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মও তাহার অংশী—এইরূপে কোনও স্থানে উপনিষদ্গণও উপদেশ করিয়া থাকেন, তবে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি যে শ্রুতিগণ বলিয়াছেন; এ স্থলে

* এ স্থলে "ব্যাকরোৎ" পাঠও দেখা যায়।

বুঝিতে হইবে,—কোনও শক্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল বিশেষ্যমাত্র ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। সূত্রস্থানীয় ঐ বাক্যের চতুর্থপাদে যে 'কৈবল্য' পদটি আছে; উহা যদিও জীবের মায়াকৃত উপাধির পরিত্যাগে শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষপর বলিয়া বোধ হয়, তথাপি এই গ্রন্থে মুক্তি অপেক্ষা প্রেমাখ্য ভক্তিরই উৎকর্ষতা এবং উহাই শুদ্ধ ভক্তিরূপে পর্য্যবসিত সুতরাং 'কৈবল্য' শব্দকেই নিখিল জীবের প্রয়োজনস্থানীয় শুদ্ধভক্তি প্রেমরূপে প্রীতি সন্দর্ভে ব্যাখ্যা করা যাইবে। [ইহা শ্রীসূতের উক্তি] ॥৫২॥

তত্র যদি ত্বম্পদার্থস্য জীবাত্মনো জ্ঞানত্বং নিত্যত্বঞ্চ প্রথমতো বিচারগোচরঃ স্যাত্তদৈব তৎপদার্থস্য * তাদৃশত্বং সুবোধং স্যাদিতি তদ্বোধয়িতুং "অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" † (ব্র০ সূ০ ১, ৩, ২০) ইতি ন্যায়েন জীবাত্মনস্তদ্রূপত্বমাহ;

"নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥" (ভা০ ১১, ৩, ৩৮)

আত্মা—শুদ্ধো জীবঃ, ন জজান—ন জাতঃ; জন্মাভাবাদেব তদনন্তরাস্তিতা-‡ লক্ষণো বিকারোঽপি নাস্তি। নৈধতে—ন বর্দ্ধতে; বৃদ্ধ্যভাবাদেব বিপরিণামোঽপি নিরস্তঃ। হি—যস্মাৎ, ব্যভিচারিণাং—আগমাপায়িনাং,—বালযুবাদিদেহানাং দেব-মনুষ্যাদ্যাকারদেহানাং বা, সবনবিৎ—তত্তৎকালদ্রষ্টা; নহ্যবস্থাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থো ভবতীত্যর্থঃ। নিরবস্থঃ কোঽসাবাত্মা? অত আহ, উপলব্ধিমাত্রং—জ্ঞানৈকরূপম্। কথম্ভূতম্? সর্ব্বত্র—দেহে, শশ্বৎ—সর্ব্বদা অনুবর্ত্তমানমিতি। নন্বু নীলজ্ঞানং নষ্টং, পীতজ্ঞানং জাতম্, ইতি প্রতীতের্ন জ্ঞানস্যানপায়িত্বম্? তত্রাহ,—ইন্দ্রিয়বলেনেতি, সদেব জ্ঞানমেকমিন্দ্রিয়বলেন বিবিধং কল্পিতম্। নীলাদ্যাকারা বৃত্তয় এব জায়ন্তে নশ্যন্তি চ, ন জ্ঞানমিতি ভাবঃ। অয়মাগমাপায়ি-তদবধিভেদেন প্রথমস্তর্কঃ ¶। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদেন দ্বিতীয়োঽপি তর্কো জ্ঞেয়ঃ। ব্যভিচারিষ্বনুস্থিতস্যাব্যভিচারে দৃষ্টান্তঃ—প্রাণো যথেতি ॥ ৫৩ ॥

---

* শ্রীমদ্ গোস্বামিভট্টাচার্য্যটিপ্পণ্যাং "তস্য" ইতি পাঠাধিক্যং—"তৎপদার্থস্য" ইত্যস্যান্ত এব সম্ভবেৎ।

† "পরামর্শ্যঃ" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যধৃতঃ পাঠঃ। ‡ "অস্তিত্ব" ইতি গোস্বামিভট্টাচার্য্যাঃ।

¶ অত্র তর্কদ্বয়াত্মকে বাক্যে শ্রীমদ্গোস্বামিভট্টাচার্য্যটীকাদৃষ্ট্যা পাঠবৈলক্ষণ্যমনুভূয়তে, তত্তু সুধীভিশ্চিন্ত্যম্।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

জীবাত্মনি জ্ঞাতে পরমাত্মা সুজ্ঞাতঃ স্যাদিত্যুক্তং, তদর্থং জীবাত্মানং নিরূপয়িষ্যন্নবতারয়তি ;—তত্র যদীত্যাদিনা, অন্যার্থশ্চেতি ব্রহ্মসূত্রম্। দহরবিদ্যা ছান্দোগ্যে পঠ্যতে ; "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" (ছান্দো০ ৮, ১, ১) ইতি। অত্রোপাসকস্য শরীরং ব্রহ্মপুরং, তত্র হৃৎপুণ্ডরীকস্থো দহরঃ পরমাত্মা ধ্যেয়ঃ কথ্যতে, তত্রাপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকমন্বেষ্টব্যমুপদিশ্যতে ইতি সিদ্ধান্তিতম্। তদ্বাক্যমধ্যে—"স এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইতি বাক্যং পঠিতম্। অত্র সম্প্রসাদো—লব্ধ-বিজ্ঞানো জীবস্তেন যৎ পরং জ্যোতিরুপপন্নং স এব পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ। দহরবাক্যান্তরালে জীবপরামর্শঃ কিমর্থম্? ইতি চেত্তত্রাহ, অন্যার্থ ইতি। তত্র জীবপরামর্শোঽন্যার্থঃ। যং প্রাপ্য জীবঃ স্বস্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স পরমাত্মেতি,—পরমাত্মজ্ঞানার্থ ইত্যর্থঃ। ন জন্মানেতি,—'জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি চ' ইতি ভাববিকারাঃ ষট্ পঠিতাঃ তে জীবস্য ন সন্তি ইতি সমুদায়ার্থঃ। নন্থ নীলজ্ঞানমিত্যাদিজ্ঞানরূপমাত্মবস্তু জ্ঞাতৃ ভবতি, প্রকাশবস্তু সূর্য্যঃ প্রকাশয়িতা যথা। ততশ্চ স্বরূপানুবন্ধিত্বাজ্জ্ঞানং তস্য নিত্যং, তস্যেন্দ্রিয়প্রণাল্যা * নীলাদিনিষ্ঠা যা বিষয়তা—বৃত্তিপদবাচ্যা, সৈব নীলাদ্যপগমে নশ্যতীতি ॥৫৩॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

জ্ঞানত্বং—চিদ্রূপত্বং, চেতনমিতি যাবৎ। নিত্যত্বং বিনা ব্রহ্মাংশত্বং ন নির্ব্বহতীত্যভিপ্রায়েণাহ—নিত্যত্বমিতি। তস্য—ব্রহ্মণঃ, তাদৃশত্বং—নিরুক্তজীবতুল্যত্বং তদ্বোধয়িতুমিতি। অন্যার্থঃ—তদন্যার্থঃ, পরামর্শ্যঃ—'পরামৃশ্যতে' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা—পরামর্শবিষয়ঃ ; নিরূপণবিষয় ইতি যাবৎ। নাত্মেতি—শরীরবিশিষ্টস্য জন্যত্বব্যবহারেণাহ—শুদ্ধ ইতি। তদনন্তরাস্তিত্বলক্ষণেতি,—জন্যানামপি জন্মপূর্ব্বং সত্তা-নামাস্তিত্বাভাবাদাহ—তদনন্তরেতি, বিপরিণামঃ—রূপান্তরাপত্তিঃ হ্রাসশ্চ, জ্ঞানৈকরূপমিতি স্বাভাবিকজ্ঞানবৎ। এতেন জীবজ্ঞানস্যাপি নিত্যত্বং, জীবস্য মহত্ত্বং নাস্তীতি ব্রহ্মতো ভেদঃ। জ্ঞানস্যানপায়িত্বমিতি—জ্ঞানস্যাপায়িত্বে নিত্যস্য জীবস্য ন জ্ঞানস্বভাবতাসম্ভব' ইতি ভাবঃ। বিবিধং কল্পিতমিতি—ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সম্বন্ধেন জায়মানবিষয়-বিশেষাকারমনো-বৃত্তিবৈশিষ্ট্যেন বিবিধং কল্পিতং, ন তু বাস্তবম্। বিশেষেণ জন্মবিনাশাভিপ্রায়েণ বিশিষ্টজ্ঞানজন্যনাশ ইতি নীলাদ্যাকারা ইতি। দেহস্যাগমাপায়ধর্ম্মঃ ; আত্মনশ্চ তদ্বাধঃ। তদভাবঃ—ইতি বিরুদ্ধধর্ম্ময়োরেকত্র সমাবেশাভাবরূপস্তর্কস্তয়োর্ভেদসাধক ইত্যর্থঃ। দ্রষ্টৃত্বং—স্ব-পরপ্রকাশকজ্ঞানবত্ত্বং, দৃশ্যত্বং—অন্যনিষ্ঠজ্ঞানপ্রকাশ্যত্বম্। অচেতনত্বমিতি—তয়োর্বিরোধনিবন্ধনস্তয়োর্ভেদসাধকো দ্বিতীয়স্তর্কঃ ইতি শ্লোকেনানেন সূচিত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৩॥

অনুবাদ।

দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য। জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে পরমাত্মার জ্ঞানও সুলভ হয়—এই নিমিত্ত জীবাত্মার নিরূপণ অভিলাষে অবতারণা করিতেছেন ;—পরমাত্ম-নিরূপণ বিষয়ে যদি উক্ত "তত্ত্বমসি" বাক্যস্থ 'ত্বম্' পদার্থলক্ষিত জীবাত্মার প্রথমতঃ চিদ্রূপত্ব এবং নিত্যত্ব বিচার-

* "প্রণাল্যা" ইত্যত্র "প্রমাণাল্যা" ইতি বা পাঠঃ।

গোচরহয় অর্থাৎ 'জীব নিত্য বলিয়াই ব্রহ্মের অংশ' এইরূপ বিচার করা যায়, তাহা হইলে 'তৎ' পদে লক্ষিত পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব ও নিত্যত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে; ইহাই জানাইবার জন্য ব্রহ্ম সূত্রের "অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" (ব্র০ সূ০ ১, ৩, ২০) এই ন্যায়ানুসারে জীবাত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন;—

"আত্মা জন্মগ্রহণ করে না, মৃত হয় না, বৃদ্ধিলাভ করে না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কেন না—দেহাদি যেমন ব্যভিচারযুক্ত আত্মা তেমন নহে, সে ঐ সমস্ত পদার্থের সাক্ষিস্বরূপও জ্ঞানবান্‌। সর্ব্বদাই সকল দেহে বর্ত্তমান প্রাণ যেমন বিচিত্র পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়াও একরূপ; তেমনি জ্ঞানও বৃত্তিবিশেষে বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক তাহার একরূপত্বের কোন হানি হয় না।

উল্লিখিত ভাগবতীয় শ্লোকে—আত্মা বলিতে শুদ্ধ জীব বুঝিতে হইবে। 'জীব জন্ম গ্রহণ করে না', এ কথা বলাতেই— জন্মের অনন্তর জীবের সত্তানামক অস্তিতা-লক্ষণ বিকারও নিষিদ্ধ হইল। 'বৃদ্ধি নাই বলাতে' জীবের বিপরিণাম (রূপান্তরের প্রাপ্তি) নামক বিকার নিরস্ত হইল। যে হেতু তিনি ব্যভিচারী (হ্রাস-বৃদ্ধিযুক্ত) বালক-যুবাদি দেহের বা দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি আকারবিশিষ্ট দেহের সেই সেই কালের দ্রষ্টা—সাক্ষী সুতরাং ছয় প্রকার দেহের অবস্থার যে দ্রষ্টা,সে কখনই তত্তৎ অবস্থা লাভের পাত্র হইতে পারে না। অবস্থাশূন্য এ আত্মা কে?—এই আশঙ্কাগর্ভ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেনঃ— উপলব্ধিমাত্র—স্বাভাবিক জ্ঞানবান্‌ আত্মাই অবস্থাশূন্য। কিরূপ?—জীব সর্ব্বদা সমস্ত দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহ ধর্ম্মে যুক্ত নয়। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে?—জীবের জ্ঞান—নিত্য কি অনিত্য। দেখা যাইতেছে—প্রথমে একটি বস্তুর নীলগুণের জ্ঞান হইল, পরে একটি পীতবর্ণ বস্তু দেখিবামাত্র ঐ নীলজ্ঞান নষ্ট হইয়া পীত-জ্ঞান হইল! তবে জ্ঞানে অনপায়িত্ব (অবিনাশিত্ব) কিরূপে সঙ্গত হয়? তাহার নিবাস করিয়া বলিয়াছেন—এক নিত্য জ্ঞানই ইন্দ্রিয় বলে বিবিধরূপে কল্পিত হয় মাত্র, অর্থাৎ নীল-পীতাদিরূপ বৃত্তিই জন্মে এবং নষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞান কখনই নষ্ট হয় না।

এস্থলে দুইটি তর্ক;—প্রথমটি আগমাপায়িভেদে অর্থাৎ দেহের জন্ম এবং নাশরূপ ধর্ম্ম, আত্মার ঐরূপ ধর্ম্ম নাই—এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দুইটির একস্থানে সমাবেশ হইতে পারে না; এইরূপ তর্ক—উভয়ের ভেদসাধক। দ্বিতীয়টি—দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদে অর্থাৎ যে জ্ঞান আপনাকে প্রকাশ করিয়া অপরকে প্রকাশ করিতে সমর্থ; তাদৃশ জ্ঞানবান্‌ বস্তু—দ্রষ্টা, যে বস্তু অন্যের জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ্য; এইরূপ অচেতন বস্তু—দৃশ্য, সুতরাং ঐ দুই পদার্থের পরস্পর বিরোধ হওয়ায় উভয়ের ভেদসাধক; এইরূপ দুইটি তর্ক—এই শ্লোকে সূচনা করা হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

দৃষ্টান্তং বিবৃণ্বন্নিন্দ্রিয়াদিলয়েন নির্ব্বিকারাত্মোপলব্ধিং দর্শয়তি ;—

"অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ॥"

(ভা° ১১, ৩, ৩৯)

অণ্ডেষু—অণ্ডজেষু। পেশিষু—জরায়ুজেষু। তরুষু—উদ্ভিজ্জেষু। অবিনিশ্চিতেষু—স্বেদজেষু উপধাবতি—অনুবর্ত্ততে। এবং দৃষ্টান্তে নির্ব্বিকারত্বং প্রদর্শ্য দার্ষ্টান্তিকেঽপি দর্শয়তি,—কথং? তদৈবাত্মা সবিকার ইব প্রতীয়তে, যদা জাগরে ইন্দ্রিয়গণঃ, যদা চ স্বপ্নে তৎসংস্কারবানহঙ্কারঃ। যদা তু প্রসুপ্তং, তদা তস্মিন্ প্রসুপ্তে, ইন্দ্রিয়গণে সন্নে—লীনে, অহমি—অহঙ্কারে চ সন্নে—লীনে, কূটস্থঃ—নির্ব্বিকার এবাত্মা। কুতঃ? আশয়মৃতে—লিঙ্গশরীরমুপাধিং বিনা, বিকারহেতো-রুপাধেরভাবাৎ ইত্যর্থঃ। নম্বহঙ্কারপর্য্যন্তস্য সর্ব্বস্য লয়ে শূন্যমেবাবশিষ্যতে, ক তদা কূটস্থ আত্মা? অত আহ,—তদনুস্মৃতির্নঃ; তস্য—অখণ্ডাত্মনঃ সুষুপ্তিসাক্ষিণঃ স্মৃতিঃ নঃ—অস্মাকং জাগ্রদ্‌দ্রষ্টৄণাং জায়তে; "এতাবন্তং কালং সুখমহমস্বাপ্সং, ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি। অতোঽননুভূতস্য তস্যাস্মরণাদস্ত্যেব সুষুপ্তৌ তাদৃগাত্মানুভবঃ, বিষয়সম্বন্ধাভাবাচ্চ ন স্পষ্ট ইতি ভাবঃ। অতঃ স্বপ্রকাশমাত্রবস্তুনঃ সূর্য্যাদেঃ প্রকাশবদুপলব্ধিমাত্রস্যাপ্যাত্মন উপলব্ধিঃ—স্বাশ্রয়েঽস্ত্যেবেত্যায়াতম্। তথা চ শ্রুতিঃ;—

"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ দ্রষ্টব্যান্ন পশ্যতি, ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"

(বৃ° আ° ৪, ৩, ২৩) ইতি।

অয়ং সাক্ষি-সাক্ষ্যবিভাগেন তৃতীয়স্তর্কঃ। দুঃখি-প্রেমাস্পদত্ববিভাগেন চতুর্থোঽপি তর্কোঽবগন্তব্যঃ॥ ৫৪॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

দৃষ্টান্তমিতি,—প্রাণস্য নানাদেহেষ্বেকরূপ্যান্নির্ব্বিকারত্বমিত্যর্থঃ। তস্মিন্—আত্মনি। উপাধেঃ—লিঙ্গশরীরস্য, অভাবাৎ—বিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। তদাপ্যতিসূক্ষ্মায়া বাসনায়াঃ সত্ত্বান্মুক্তেরভাব ইতি জ্ঞেয়ম্। প্রাকৃতাহঙ্কারে লীনেঽপি স্বরূপানুবন্ধিনোঽহমর্থস্য সত্ত্বাত্তেন 'সুখমহমস্বাপ্সম্' ইতি বিমর্শো ভবতীতি প্রতি-পাদয়িতুমাহ;—নম্বিত্যাদি। শূন্যমেবেতি—অহংপ্রত্যয়ং বিনাত্মনোঽপ্রতীতেরিতি ভাবঃ। অখণ্ডাত্মন ইতি—অণুরূপত্বাদ্বিভাগানর্হস্যেত্যর্থঃ। নমু স্বাপাদুত্থিতস্যাত্মনোঽহঙ্কারেণ যোগাৎ 'সুখমহমস্বাপ্সম্' ইতি বিমর্শো জাগরে সিধ্যতি, সুষুপ্তৌ তু চিন্মাত্রঃ সঃ? ইতি চেত্তত্রাহ,—অতোঽননুভূতস্যেতি। অনুভব-স্মরণয়োঃ

সামানাধিকরণ্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্যামপি—'অনুভবিতৈবাত্মা' ইতি সিদ্ধম্। ননূপলব্ধিমাত্রমিত্যুক্তং, তস্যোপলব্ধৃত্বং কথং ? তত্রাহ,—অত ইত্যাদি। যদ্বৈ ইতি—তদাত্মচৈতন্যং কর্তৃ সুষুপ্তৌ ন পশ্যতীতি যদুচ্যতে, তৎ খলু দ্রষ্টব্যবিষয়াভাবাদেব, ন তু দ্রষ্টৃত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ॥ ৫৪॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

সবিকার ইবেতি—মনোবৃত্তিসম্বন্ধেন সবিকার ইব প্রতীয়তে, ন তু তৎপ্রতীতির্বাস্তবিকীতি ভাবঃ। বাস্তববিকারাভাবং দর্শয়িতুমাহ,—যদাতু প্রসুপ্তমিতি। নির্ব্বিকার ইতি—তথা চ তদানীং বিকারহেতোরভাবাৎ স্বাভাবিকজ্ঞানেনৈব পরমাত্মানুভবো বক্তব্য ইতি তজ্জ্ঞানস্যৈব জাগ্রৎস্বপ্নদশায়াং মনোবৃত্তিবৈশিষ্ট্যেন বিষয়প্রকাশকত্বং, ন তু তদানীমাত্মনি জ্ঞানং জায়ত ইতি নির্ব্বিকারত্বমাত্মন ইতি ভাবঃ। সুষুপ্তিসাক্ষিণঃ—সুষুপ্তিদশায়াং জীবং স্বসুখমনুভাবয়িতুর্ব্রহ্মণঃ। শ্রুতৌ পশ্যন্নিতি 'পরমাত্মানম্' ইত্যাদিঃ। সুখং—ব্রাহ্ম্যং সুখম্। সুখান্তরস্য সামগ্রীবিরহেণ তদানীমভাবাৎ, "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্" ইতি শ্রুতেঃ। "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি, প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" (বৃ০ আ০ ৪, ৩, ২১) ইতি। অত্র সুযুপ্তস্যাধারতয়া প্রসিদ্ধো জীবাদর্থান্তরভূতঃ। "প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা" ইতি রামানুজভাষ্যম্। অস্য পরমাত্মনস্তদানীং জীবসুখানুভব-হেতুত্বাৎ তদানীং শ্বাসহেতুপ্রাণসঞ্চারহেতুত্বাৎ পুনর্জ্জাগরণ-হেতু-শব্দশ্রবণাদিবোধ-হেতুত্বাচ্চ সাক্ষিত্বং, জীবস্য চ তন্নিয়ম্যত্বেন সাক্ষ্যত্বমিতি তয়োর্বিরোধনিবন্ধনস্তর্কঃ পরমাত্মজীবাত্মনোর্ভেদসাধকঃ। অত্রেদমবধেয়ম্,—সুষুপ্তৌ দেহেন্দ্রিয়াদের্লয়োঽদ্বৈতমতং, বস্তুতস্তেষাং লয়োত্থাপনে গৌরবান্মানাভাবাচ্চ। এবঞ্চ 'সন্নে' ইত্যস্য ক্রিয়ারহিতে ইত্যর্থঃ, তৎক্রিয়াহেত্বাত্মমনো—যোগবিরহাৎ। অহমি—অন্তঃকরণে, মনসীতি যাবৎ। প্রসুপ্তে—পুরী-তন্নাড্যাং গত্বা নিশ্চলতয়া স্থিতে। "অথ সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতানাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃত্য পুরীততি শেতে, স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে" (বৃ০ আ০ ২, ১, ১৯) ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ। তদানীং মনসাত্ম-সংযোগাভাবান্ন জ্ঞানসুখাদিরূপমনোবৃত্ত্যুৎপত্তিরিতি তদানীং ব্রহ্ম-সুখানুভবঃ, তদ্বিরোধিমায়াকৃতাবরণাভাবাৎ। এবং সূর্য্যস্য প্রকাশাত্মত্বং ন প্রকাশ্যত্বং, প্রকাশ-প্রকাশিনোর্ভেদপ্রতীতেঃ, কিন্তু পৃথিব্যাদের্ন স্বতঃপ্রকাশঃ কিন্তু তৈজসালোকসম্বন্ধাৎ কাচিৎকঃ। সূর্য্যাদেস্তু স্বতঃপ্রকাশঃ সার্ব্বদিকঃ—ইত্যেবং স্বাভাবিকপ্রকাশপ্রচুরঃ সূর্য্য ইতি। তথা চ জীবস্যাপি ন জ্ঞানরূপতা, জ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়তয়া "আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" ইতি শ্রুতিসিদ্ধব্যুচ্চারণাসম্ভবাৎ কিন্তু স্বাভাবিকজ্ঞানবত্তা যথা ব্রহ্মণঃ, তত্র ব্রহ্ম-জীবয়োর্নৈকং জ্ঞানং—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মুণ্ড০ ২, ২, ১) ইত্যাদি শ্রুত্যা "জীবোঽল্পশক্তিরল্পজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যা চ তয়োর্জ্ঞানবৈলক্ষণ্যাবগমাৎ। এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানস্যাপ্রতিরুদ্ধত্বং ; জীবস্য চ মায়াপ্রতিরুদ্ধজ্ঞানত্বং, "তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃ০ আ০ ৪, ৪, ১৬) ইত্যাদি শ্রুত্যা ব্রহ্মাধীনজ্ঞানত্বঞ্চেতি জীবানামপি মিথো বিভিন্নজ্ঞানত্বং সকলজ্ঞানসাধারণমেকং জ্ঞানত্বমাদায় ব্রহ্ম-জীবয়োঃ সাজাত্যং বর্ণনীয়ম্। অথ জীবাত্মনঃ কিং বাহ্যবিষয়কমনঃ-পরিণামবিশেষ-বৃত্ত্যাখ্য-কল্পনেনাত্মন্যেবাত্মমনঃসংযোগাদিনা জ্ঞানোৎপাদ এব স্বীক্রিয়তে। ন চাত্মনো বিকারিত্বা-পত্তিরিতি বাচ্যম্। প্রতিবিম্বপক্ষস্যাবচ্ছেদকপক্ষস্য চ দূষিতত্বাৎ মনোবৃত্তিপক্ষেঽপি জীবাত্মনি তৎসম্বন্ধ-স্বীকার আবশ্যকঃ কথমন্যথা তদুপহিতত্বং জীবজ্ঞানস্যেতি তৎসম্বন্ধস্যাপি জন্যতয়া জন্যধর্ম্মানাশ্রয়ত্বরূপং

নির্ব্বিকারত্বং বক্তুমশক্যং, কিন্তু জন্ম-মরণ-হ্রাস-বৃদ্ধিরূপান্তরাপত্তিরূপবিকারশূন্যত্বং বক্তব্যং ; তচ্চাত্মনি জ্ঞান-সুখাদ্যুৎপাদেঽপি ন ক্ষতিঃ। সুষুপ্তিদশায়াঞ্চ জ্ঞানোৎপাদকসামগ্রীবিরহে নিত্যজ্ঞানান্তরমপি স্বীকার্য্যং, সংসারিতাদশায়াং তৎসত্ত্বেঽপি জ্ঞানান্তরোৎপত্তৌ বাধকাভাবাত্তদানীং মায়য়া অসংকল্পত্বাৎ। সুষুপ্তিদশায়াং মুক্ততাদশায়াঞ্চ নানাজন্যজ্ঞানকল্পনে গৌরবাৎ। সংসারিতাদশায়াং জ্ঞানস্য কাদাচিৎকতয়া প্রামাণিকত্বাৎ নানাকল্পনং ন দূষণম্, ন চ জীবস্য ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারজ্ঞান-স্বপ্রকাশতাভঙ্গ ইতি বাচ্যম্। জীবস্য তদধীনজ্ঞানত্বেনাপি স্বপ্রকাশতোপপত্তেঃ—"ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি বচনবলাৎ তথা কল্পনাৎ। এবং জীবস্য জন্যজ্ঞানানভ্যুপগমে সংস্কারানাশ্রয়ত্বমপ্যাত্মনো বাচ্যম্ ইতি, সুষুপ্তৌ ব্রহ্মানুভবেন কুত্র সংস্কারো জননীয়ঃ ? সংস্কারাজননে সুষুপ্ত্যনন্তরং "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইতি স্মরণানুপপত্তিঃ, স্মৃতেঃ সংস্কারজন্যত্বাৎ। ন চ সুষুপ্তৌ মায়াবৃত্তিভিরতিসূক্ষ্মাভিরাবরকজ্ঞাননিবৃত্ত্যাত্মসাক্ষাৎকার ইতি বাচ্যম্, মায়াবৃত্তিজনিত-সংস্কারস্য বিদ্যায়ামেব সম্ভবেন, মনসি তদসম্ভবেন চ জাগ্রদ্দশায়াং "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইতি স্মরণস্য মনস্যসম্ভবাৎ। ন চ—সুষুপ্তৌ মনোবৃত্তিরপ্যস্তি, সংস্কারোঽপি মনস্যেব কল্পনীয়ঃ, মুক্তৌ ব্রহ্মসুখানুভবানুরোধেন নিত্য-জ্ঞানস্যাপ্যঙ্গীকারাদিতি বাচ্যম্, সুষুপ্তৌ তু শুদ্ধজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মসুখবিষয়ীকরণস্য শ্রুতত্বাৎ, অন্তঃকরণবৃত্ত্যুপহিত-চৈতন্যেন তদ্বিষয়ীকরণে বৃত্তেরপি তত্র জ্ঞানস্বীকারে দ্বৈতভানাপত্তেঃ। যদি চ সুষুপ্তৌ ন মনসো লয়ঃ, অভিমানব্যাপারকাহঙ্কারস্যৈব লয় ইতি, তদানীং স্থূলসূক্ষ্মদেহাভিমানবিরহেণেতরবিষয়াগ্রহণং ব্রহ্মাকারা বৃত্তির্মনসো জায়তে ইত্যুচ্যতে, তদাপি নিরক্তজ্ঞানাদ্যুৎপত্তিস্বীকারে যথাশ্রুতসংসারিতা-মুক্ততয়োরুপপত্তেঃ ইতি, কিং মনোবৃত্তিবৈশিষ্ট্যকল্পনয়া তয়োরুপাদানস্যাযুক্তত্বাপত্তেরিতি, "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদ-যুগাশ্রয়াঃ" (ভা০ ১০, ৪৮, ৬৭) ইত্যাদৌ বৃত্তিপদস্য জন্যজ্ঞানপরত্বান্ন মনঃ-পরিণামরূপবৃত্তিকল্পনং, মনসা আত্মনি জ্ঞানস্যৈব জননাৎ—ইতি ন কল্পনাগৌরবম্ ইতি।

এবঞ্চ শ্লোকদ্বয়ব্যাখ্যায়াং—সদেব নিত্যমেব জ্ঞানমেকং, এবকারেণ—'নিত্যান্যজ্জ্ঞানমনেকম্' ইত্যস্য লাভঃ। অত্র তাৎপর্য্যবশাৎএব-কারাদিকং পূরিতং, বিবিধং নানাবিধজ্ঞানবৃত্ত্যেকধর্ম্মবৎ জন্যজ্ঞানানাং নিত্যৈকজ্ঞানস্য চ সবিষয়কত্বসাম্যাৎ 'জানামি' ইত্যনুব্যবসায়াচ্চ তেষু জ্ঞানত্বমেকং সিদ্ধমিতি ভাবঃ। বৃত্তয় এবেতি—ইন্দ্রিয়বৃত্তিসাপেক্ষাণ্যেব জ্ঞানানীত্যর্থঃ। ন নিরুক্তং জ্ঞানং কথমিত্যাদিসংস্কারবানহঙ্কার ইত্যন্তং পূর্ব্বপক্ষঃ। যদ্বা—কথমিতি কথং নির্ব্বিকারত্বম্ ? হর্ষ-শোকাদিবিকারদর্শনাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাং ভাবার্থদ্বারা নিবর্ত্তয়ন্নাহ - তদেবেতি। বিকারহেতোরুপাধেরভাবাদিতি—বিকারাশ্রয়স্যোপাধেরভাবা-দিত্যর্থঃ। যথাশ্রুতাসঙ্গতেঃ। জাগ্রৎস্বপ্নদশায়াং বিকারহেতুসত্ত্বপ্রতীতেবিকার এব প্রতীয়তে, নতু সবিকার ইবেতি। তথাচ,—জাগ্রৎস্বপ্নদশায়ামুপাধিবিকার আত্মনি প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ।

অয়ং যথাশ্রুতোঽর্থো মায়াবাদমত এব সঙ্গচ্ছতে, স্বমতে তু—'আত্মা কথং নির্ব্বিকারঃ, লিঙ্গশরীরস্য স্বাভাবিকত্বেন লিঙ্গশরীররূপত্বাৎ ? ইত্যত আহ—সন্ন ইত্যাদি, আশয়মুতে..কূটস্থঃ কালব্যাপী আত্মা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তথাচ লিঙ্গশরীরং নাত্মনঃ স্বাভাবিকং, সুষুপ্তৌ ব্যভিচারাদিতি ভাবঃ। নন্বু তদানীমাত্ম-সত্ত্বে কিং মানম্ ? ইত্যত আহ, তদনুস্মৃতির্ন ইতি। অস্যার্থো বিবৃত এবেতি, অথ জ্ঞানং জীবস্যৈকং নিত্যং, বিকারাভিমানাত্মনো জন্যং জ্ঞানং মন্যতে কিন্তু মনঃপরিণামবৃত্তিবিশেষস্য পরম্পরাসম্বন্ধেন নিত্যজ্ঞানবিশেষণতয়া তদ্বিশিষ্টস্য ঘটাদিভাসকত্বম্। এবং কৃতীচ্ছাদ্বেষদুঃখসংস্কারা অপি মনোবিকারবিশেষাঃ স্বরূপসম্বন্ধেনাত্মনি বর্ত্তন্তে। জ্ঞানমিব সুখমপ্যাত্মনো নিত্যধর্ম্মঃ ; ব্রহ্মাংশত্বাৎ, "স্বসুখনিভৃতচেতাঃ" ইত্যাদি বচনাচ্চ। তচ্চ সুখং ব্রহ্মানুভবাদেব প্রকাশতে, অন্যদা ত্বাত্মনো মায়া-

মলিনতয়া ন তৎ প্রকাশঃ, অতএব তৎসুখানুভবরূপমুক্তিমপেক্ষ্য ভগবৎসেবাসুখস্থাধিক্যং, সংসারিতা-দশায়াঞ্চ মনোবৃত্তিবিশেষসহকারেণ তৎসুখাংশাবির্ভাবস্বীকারাৎ—ইতি চেৎ, 'জানামি' ইত্যাদ্যনুভবেন জ্ঞানবিশেষানবগাহনাৎ নিরুক্তযুক্ত্যোবোপপত্তৌ কিং নিরুক্তনানাবিধকল্পনেনেতি। জীবাত্মনি নিত্য-সুখাঙ্গীকারেঽপি জ্ঞানবজ্জন্যসুখস্যাপি স্বীকারাৎ, এবংভগবচ্ছরীরস্য তদিন্দ্রিয়াদীনাঞ্চ নিত্যতয়া নির্ব্বিকারতয়া—"বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে" (ভা০ ০, ২৯, ১) ইত্যাদিষু ভগবতো জন্যজ্ঞানস্যাপি শ্রবণাৎ তত্র কুত্র তজ্জননীয়ং? তস্য তন্মনসশ্চ নির্ব্বিকারত্বাদিতি নিরুক্তক্রমেণ জন্যজ্ঞানাদিস্বীকারেঽপি বিকারিত্বাভাব ইতি।

অত্রেদং বোধ্যম্—ব্রহ্মণো জ্ঞান-সুখ-মহত্ত্বৈকত্বানি চত্বারি স্বরূপভূতগুণাঃ, সংযোগ-বিভাগৌ তটস্থৌ সর্ব্বমতসিদ্ধৌ, ইচ্ছা-কৃত্যোঃ কার্য্যানুকূলযোস্তটস্থত্বমদ্বৈতবাদিনঃ প্রাহুঃ। দ্বৈতবাদিনাং মতে তয়োরপি স্বরূপসদ্গুণঃ, "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতেঃ। তত্র বলং—ইচ্ছা তস্যা অপ্রতিহতত্বেন বলত্বোপচারাৎ। ক্রিয়া—কৃতিঃ, কৃধাতুনিষ্পন্নত্বাৎ, "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ" ইতি মাধ্বভাষ্যধৃতবচনাচ্চ। অন্যেচ গুণা ভগবত্তত্ত্বনিরূপণে বিবরণীয়া ইতি। জীবাত্মনস্তু নিত্যসুখে মানাভাবঃ, সুষুপ্তৌ মুক্তৌ চ ব্রহ্মসুখানুভবস্য শ্রুতত্বাৎ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ড০ ৩, ২, ৯) ইতি শ্রুত্যাস্তু তথৈব তাৎপর্য্যাবগমাৎ, "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ" ইতি রসামৃতসিন্ধুধৃতবচনাচ্চ। "স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ" ইত্যাদৌ যৎ 'স্বসুখ' ইত্যুক্তং, তত্তস্য মুক্তস্য শুকস্য ব্রহ্মধ্যানাবস্থিতস্য ব্রহ্মসুখে স্বীয়ত্বোপচারাদিতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অনুবাদ।

আত্মা দেহে বর্ত্তমান থাকেন বটে; কিন্তু তাঁহার কোনরূপ ব্যভিচার দেখা যায় না অর্থাৎ আত্মার কোন প্রকার বিকার হয় না; ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান হইতেছে;—"প্রাণ যেমন অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ -এই চার প্রকার—ভেদযুক্ত শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও স্বয়ং অবিকাররূপে জীবের অনুবর্ত্তী হয়, সেইরূপ আত্মাও নির্ব্বিকারই থাকেন, তবে সবিকারের ন্যায় প্রতীত মাত্র হয়েন। যে কালে সমস্ত ইন্দ্রিয় লীন হয়, এবং অহঙ্কারও লীন হইয়া যায়; সেই সময় বিকার হেতু উপাধির অভাবে আত্মা নির্ব্বিকার হয় এবং তখন আমাদিগের সেই অখণ্ড সুষুপ্তি-সাক্ষী আত্মার স্মৃতি হইয়া থাকে।"

উক্ত শ্লোকের 'অণ্ড' শব্দে—অণ্ডজ, 'পেশি' শব্দে জরায়ুজ, 'তরু' শব্দে—উদ্ভিজ্জ, এবং 'অবিনিশ্চিত' শব্দে—স্বেদজ বলা হইয়াছে। 'উপধাবন' শব্দের অর্থ অনুবর্ত্তন অর্থাৎ প্রাণ উক্ত অণ্ডজাদি চার-প্রকার দেহে একরূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া নির্ব্বিকার। এইরূপে দৃষ্টান্ত—প্রাণে নির্ব্বিকারত্ব দেখাইয়া দার্ষ্টান্তিক—জীবাত্মাতেও নির্ব্বিকারত্ব দেখাইতেছেন,—জাগ্রৎ অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়গণ জাগরিত থাকে এবং স্বপ্নাবস্থায় যখন স্থূল দেহ সুপ্ত হইলে সূক্ষ্ম দেহ জাগ্রৎ থাকে, তখন জাগ্রৎ দেহের সংস্কারযুক্ত অহঙ্কার বর্ত্তমান থাকায় আত্মা সবিকারের ন্যায় প্রতীত হন অর্থাৎ জীবাত্মার মনোবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ থাকে বলিয়া, সে সবিকারের ন্যায় প্রতীত হয়; বাস্তবিক তাহার বিকার হয় না। কিন্তু যখন স্থূল সূক্ষ্ম দুই দেহই প্রসুপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কার-পর্য্যন্ত লীন হয়; তখন এক আত্মাই নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকে অর্থাৎ সে সময় বিকারের হেতু উপাধিরূপ লিঙ্গশরীর থাকে না, সুতরাং স্বাভাবিক জ্ঞানের উদয় হওয়ায় পরমাত্মার অনুভব হইয়া থাকে; কিন্তু জাগ্রৎ এবং

স্বপ্নাবস্থায় ঐ জ্ঞানই মনোবৃত্তিবিশিষ্ট হয়, সেই জন্য—উহা বিষয়প্রকাশক হইয়া থাকে, আত্মোপলব্ধির কারণ হয় না; তাই উক্ত অবস্থাতেই আত্মার নির্ব্বিকারত্ব বলা হইল। তবে বুঝিতে হইবে; একালেও বাসনা অতি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে বলিয়া জীবের মুক্তি হয় না। এখানে একটি আশঙ্কা এই—যদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইল, তবে শূন্য মাত্রই অবশেষ থাকে; তখন আর কূটস্থ আত্মার প্রয়োজন কোথায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন;—প্রাকৃত অহঙ্কার লীন হইলেও জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধি অহম্প্রত্যয় থাকে, তখন আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে—"আমি এত কাল সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" এই প্রকার সেই সুষুপ্তিসাক্ষী অখণ্ডাত্মার (সুষুপ্তি দশাতে যিনি জীবকে সুখানুভব করান; সেই ব্রহ্মের) অনুভব হইয়া থাকে। এ কথা বলিতে পার না—জাগরিত হইবা মাত্রই 'জীবের যখন অহঙ্কার উপস্থিত হইল, তখন তাহার—'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম' ইত্যাদি পরামর্শ জন্মিল, সুষুপ্তিতে আবার সে চিন্ময়! তবে ঐ অনুভূতি কি করিয়া হয়?' কারণ—যে বস্তুটি কখনই অনুভূত হয় নাই, তাহার অনুস্মরণ হইতে পারে না, যে অনুভব-কর্ত্তা—সেই স্মরণ কর্ত্তা সুতরাং সুষুপ্তিকালে যে তাদৃশ আত্মারই অনুভব হইয়া থাকে, এবং অনুভবও জীবই করিয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তবে তদানীং বিষয়-সম্বন্ধের অভাব থাকায় ঐ অনুভবটি সুস্পষ্ট হয় না।

অপর আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে—আত্মাকে উপলব্ধিমাত্র বলা হইল, তাহাতে উপলব্ধৃত্ব ধর্ম্ম কি করিয়া থাকে? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—সূর্য্যাদি স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহার প্রকাশ ধর্ম্মের ন্যায় উপলব্ধিমাত্র আত্মারও স্বীয় আশ্রয়-স্বরূপে যে উপলব্ধি (জ্ঞান) হয়, ইহা স্বতঃই অনুভূত হইতেছে। শ্রুতিতে আছে:—"তিনি প্রসিদ্ধ দর্শকের ন্যায় বিদ্যমান বিষয়গুলি দেখেন না, যেহেতু দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়াও দেখেন না। এই দ্রষ্টা পুরুষের কখনই দৃষ্টির লোপ হয় না।" সুষুপ্তিকালে যে আত্মা কিছুই দেখেন না—এটী দ্রষ্টব্য বিষয়ের অভাবে বুঝিতে হইবে। এই হইল, সাক্ষী—পরমাত্মা এবং সাক্ষ্য—জীবাত্মা - এই বিভাগের দ্বারা তৃতীয় তর্ক আর দুঃখী ও প্রেমাস্পদ, এই দুই বিভাগে চতুর্থ তর্ক জানিতে হইবে অর্থাৎ জীবাত্মা দুঃখী, পরমাত্মা পরম প্রেমাস্পদ, এই তর্কই উভয়ের বাস্তব ভেদের সাধকরূপে এই শ্লোকে স্থিরীকৃত হইল ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য।

(৫৪) সুষুপ্তি অবস্থায় যে দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির লয় হয়,—এ সিদ্ধান্ত এ স্থানে অদ্বৈত মত স্বীকারে বলা হইল, বস্তুতঃ পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়াদির লয় এবং ব্যুত্থান বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং মূলের 'সন্ন' এই শব্দের 'ক্রিয়া-রহিত' অর্থ করিতে হইবে, কারণ ইন্দ্রিয়ে আত্ম-মনঃ-সংযোগ ব্যতীত কোন ক্রিয়া হইতে পারে না, সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্ম-মনঃ-সংযোগ হয় না বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি ক্রিয়ারহিত হয়। মূলের 'অহমি' এই পদে—অন্তঃকরণ বা মন বুঝিতে হইবে অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে মন 'পুরীততি' নামক নাড়ীতে গমন করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে; তখন মনের সহিত আত্মমনঃ সংযোগের অভাব হওয়ায় জ্ঞান-সুখাদিরূপ মনোবৃত্তির উৎপত্তি হয় না, কেবল ব্রহ্ম সুখের অনুভবই হইতে থাকে; কারণ তখন ঐ সুখের বাধক মায়াকৃত আবরণ থাকে না।

তদুক্তম্ ;—

"অন্বয়ব্যতিরেকাখ্যস্তর্কঃ স্যাচ্চতুরাত্মকঃ। আগমাপায়ি-তদবধিভেদেন প্রথমো মতঃ ॥
দ্রষ্টৃ দৃশ্যবিভাগেন দ্বিতীয়োঽপি মতস্তথা। সাক্ষিসাক্ষ্যবিভাগেন তৃতীয়ঃ সম্মতঃ সতাম্ ॥
দুঃখিপ্রেমাস্পদত্বেন চতুর্থঃ সুখবোধকঃ। ১১।৩। ইতি শ্রীপিপ্পলায়নো নিমিম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

পদ্যয়োর্ব্যাখ্যানে চত্বারস্তর্কা যোজিতাস্তানভিযুক্তোক্তাভ্যাং সার্দ্ধকারিকাভ্যাং নির্দ্দিশতি ;—অন্বয়েতি। তর্কশব্দেন তর্কাঙ্গকমনুমানং বোধ্যম্। আগমাপায়িনো দৃশ্যাৎ সাক্ষাদ্দুঃখাস্পদাচ্চ দেহাদেরাত্মা ভিদ্যতে। তদবধিত্বাৎ, তদ্দ্রষ্টৃত্বাৎ, তৎসাক্ষিত্বাৎ, প্রেমাস্পদত্বাচ্চেতি ক্রমেণ হেতবো নেযাঃ। ব্যতিরেকশ্চোহ্যঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ।

"নাত্মা জজান—" এবং "অণ্ডেষু পেশিষু—" ইত্যাদি দুই পদ্যের ব্যাখ্যায় চারটি তর্ক উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাকেই অভিযুক্তোক্ত কারিকা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"অন্বয়-ব্যতিরেক নামক" তর্ক চার প্রকার; আগম -জন্ম ও অপায়—নাশ এবং ঐ দুই অবস্থার অতীত অবস্থা ভেদে—প্রথম তর্ক (অনুমান)। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য ভেদে দ্বিতীয় তর্ক। সাক্ষী এবং সাক্ষ্য বিভাগে তৃতীয় তর্ক আর দুঃখী এবং প্রেমাস্পদভেদে চতুর্থ তর্ক অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেহাদি স্বতই জন্ম মরণাদিবিশিষ্ট, দৃশ্য এবং দুঃখাস্পদ বলিয়া আত্মা হইতে বিভিন্ন, কারণ আত্মা জন্ম-মরণাতীত, দ্রষ্টা, দেহাদির সাক্ষী এবং প্রেমাস্পদ সুতরাং আত্মা ও দেহাদির পরস্পর ভেদ স্বাভাবিক। এদিকে ; জীবাত্মা—দুঃখী, পরমাত্মা—পরম প্রেমাস্পদ, জীব—সাক্ষ্য, পরমাত্মা—সাক্ষী—ইত্যাদি অংশে জীবের সহিত পরমাত্মার ভেদও ঐ দুই শ্লোকে অনুমান হইতেছে বুঝিতে হইবে। [উক্ত দুই বাক্য নবযোগীন্দ্রের অন্যতম পিপ্পলায়ন নিমিরাজকে বলিয়াছেন] ॥৫৫॥

এবম্ভূতানাং জীবানাং চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপং, তয়ৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ, তদভিন্নং যৎ তত্ত্বং তদত্র বাচ্যম্ ইতি ব্যষ্টিনির্দ্দেশদ্বারা প্রোক্তম্। তদেব হ্যাশ্রয়-সংজ্ঞকম্। মহাপুরাণলক্ষণরূপৈঃ সর্গাদিভিরর্থৈঃ সমষ্টিনির্দ্দেশদ্বারাপি লক্ষ্যতে ; ইত্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্ ঃ—

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ। মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্। বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥" (ভা০ ২, ১০, ১-২)

মন্বন্তরাণি চেশানুকথাশ্চ মন্বন্তরেশানুকথাঃ। অত্র সর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র চ দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং—তত্ত্বজ্ঞানার্থং, নবানাং লক্ষণং—স্বরূপং বর্ণয়ন্তি। নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তে? অত আহ, - শ্রুতেন—শ্রুত্যা কণ্ঠোক্ত্যৈব স্তুত্যাদি-স্থানেষু, অঞ্জসা – সাক্ষাদ্বর্ণয়ন্তি, অর্থেন—তাৎপর্যবৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেষু ॥ ৫৬॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

ঈশ্বরজ্ঞানার্থং জীবস্বরূপজ্ঞানং নির্ণীতম্। অথ তৎসাদৃশ্যেনেশ্বরস্বরূপং নির্ণেতুং পূর্ব্বোক্তং যোজয়তি ;—এবম্ভূতানামিত্যাদিনা। চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপমিতি—চেতয়িতৃ চেতি বোধ্যং, পূর্ব্বনিরূপণাৎ। তয়ৈবাকৃত্যেতি—চিন্মাত্রত্বে সতি চেতয়িতৃত্বং যাকৃতির্জাতিস্তয়েত্যর্থঃ। "আকৃতিস্ত্ব স্ত্রিয়াং রূপে সামান্য-বপুষোরপি" ইতি মেদিনী। তদংশিত্বেন—জীবাংশিত্বেন চেত্যর্থঃ। তদভিন্নং—জীবাভিন্নম্, যদ্—ব্রহ্মতত্ত্বম্। অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে, পুরুষাদিব দণ্ডিনো দণ্ডঃ। ব্যষ্টীতি, সমুদায়ঃ—সমষ্টিঃ, তদেকদেশস্তু—ব্যষ্টিঃ ইত্যর্থঃ। জীবাদিশক্তিমদ্ব্রহ্ম—সমষ্টিঃ, জীবস্তু ব্যষ্টিঃ। তাদৃশজীবনিরূপণদ্বারা শাস্ত্রস্য ব্রহ্মসম্বন্ধিত্ব-মুক্তম্। অথ জীবাদিশক্তিবিশিষ্টসমষ্টিব্রহ্মনিরূপণেন তস্য তথাত্বং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। দশমস্য চেশ্বরস্য। অবশিষ্টঃ স্ফুটার্থঃ ॥ ৫৬॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

আকৃত্যা—চেতনরূপয়া, তদভিন্নং—তদভিন্নত্বেন প্রতীতম্, তত্ত্বং—সর্ব্বকারণত্বেন সর্ব্বাধার-ত্বেন চ মুখ্যং বস্তু। ব্যষ্টিনির্দ্দেশদ্বারা—ব্যষ্টিনির্দ্দেশতাৎপর্য্যবৃত্ত্যা। সমষ্টিজীবঃ—বৈরাজস্তন্নির্দ্দেশদ্বারা। মন্বন্তরেশানুকথেতি লক্ষণদ্বয়ং, অন্যথা দশসংখ্যাপূর্ত্ত্যনুপপত্তেঃ ॥ ৫৬॥

অনুবাদ।

পরমাত্ম-তত্ত্ববোধ হইবার উদ্দেশে জীবের স্বরূপ জ্ঞান নির্ণীত হইল, এখন জীবনিষ্ঠ চৈতন্যের সাদৃশ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত অন্বয় তত্ত্বের যোজনা করিতেছেন :—

পূর্ব্বে জীব - চিন্মাত্র (চেতন) বলিয়া তাহার যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঐ চেতনরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াও যিনি জীব-চৈতন্যের চেতয়িতা এবং সেই জীবের যিনি অংশী ; এইরূপে (চেতনত্ব-সাদৃশ্যে) জীব হইতে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান যে তত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বকারণ এবং সর্ব্বাধাররূপে মুখ্য বস্তু—ব্রহ্মতত্ত্ব, তিনিই এই গ্রন্থের বাচ্য, এই প্রকার ব্যষ্টি জীবের নির্দ্দেশ দ্বারা সমষ্টি ব্রহ্মকে তাৎপর্য্য বৃত্তি অবলম্বনে বলা হইয়াছে ; এবং সেই বস্তুই "আশ্রয়" নামে অভিহিত। মহাপুরাণের লক্ষণ—স্বর্গ-বিসর্গ প্রভৃতি নয়টি পদার্থের দ্বারা সমষ্টিরূপেও ঐ 'আশ্রয়' বস্তুই লক্ষিত হইয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে ;—"—১ সর্গ, ২ বিসর্গ, ৩ স্থান, ৪ পোষণ, ৫ উতি, ৬ মন্বন্তর, ৭ ঈশানুকথা, ৮ নিরোধ, ৯ মুক্তি এবং ১০ আশ্রয়—এই দশটি মহাপুরাণের লক্ষণ অর্থাৎ মহাপুরাণে এই দশটি বিষয় বর্ণিত থাকে। মহাত্মগণ, ইহার মধ্যে দশম—'আশ্রয়' পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের

নিমিত্ত সর্গাদি নয়টি পদার্থের স্বরূপ ঐ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যদি আশঙ্কা হয়—আশ্রয় বস্তুই যে সর্গাদি নয়টির লক্ষ্য; ইহাতো প্রতীত হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন:—এই গ্রন্থে কোনস্থানে শ্রীভগবানের স্তুতি করিতে করিতে কণ্ঠোক্তি দ্বারা (অনায়াসে—সাক্ষাৎসম্বন্ধে) আশ্রয় তত্ত্বকে বলা হইয়াছে এবং কোথাও বা কোন উপাখ্যান অবলম্বনে তাৎপর্য্য বৃত্তিদ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ আশ্রয়তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছেন, স্নতরাং একমাত্র দশম পদার্থ প্রতিপাদনেই সর্গাদি নয়টি পদার্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে॥ ৫৬॥

তমেব * দশমং বিস্পষ্টয়িতুং তেষাং দশানাং ব্যুৎপাদিকাং সপ্তশ্লোকীমাহ;—

"ভূতমাত্রেন্দ্রিয়-ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ। ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ"॥

(ভা° ২, ১০, ৩)

ভূতানি—খাদীনি, মাত্রাণি চ—শব্দাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি চ। ধী-শব্দেন মহদহঙ্কারৌ। গুণানাং বৈষম্যাৎ—পরিণামাৎ। ব্রহ্মণঃ—পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তুর্ভূতাদীনাং জন্ম—সর্গঃ। পুরুষো বৈরাজো ব্রহ্মা, তৎকৃতঃ—পৌরুষঃ; চরাচরসর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ।

"স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ। মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ॥
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্। পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥"

(ভা° ২, ১০, ৪—৫)

বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ—সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেনোৎকর্ষঃ, স্থিতিঃ—স্থানম্। ততঃ স্থিতেষু স্বভক্তেষু তস্যানুগ্রহঃ—পোষণম্। মন্বন্তরাণি তত্তন্মন্বন্তরস্থিতানাং মন্বাদীনাং তদনুগৃহীতানাং সতাং চরিতানি, তান্যেব ধর্ম্মস্তদুপাসনাখ্যঃ সদ্ধর্ম্মঃ। তত্রৈব স্থিতৌ নানাকর্ম্মবাসনা—উতয়ঃ। স্থিতাবেব হরেরবতারানুচরিতং অস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ কথাঃ—ঈশানুকথাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ।

"নিরোধোঽস্যানু শয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥"

(ভা° ২, ১০, ৬)

স্থিত্যনন্তরঞ্চাত্মনো জীবস্য শক্তিভিঃ স্বোপাধিভিঃ সহাস্য হরেরনুশয়নং, হরিশয়নানুগতত্বেন শয়নং নিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্র হরেঃ শয়নং—প্রপঞ্চং প্রতি দৃষ্টিনিমীলনং, জীবানাং শয়নং—তত্র লয় ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈব নিরোধেঽন্যথারূপমবিদ্যাধ্যস্তমজ্ঞত্বাদিকং হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—মুক্তিঃ॥ ৫৭॥

---

* "তদেবং" ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা ।

সর্গাদীন্ দশ ব্যুৎপাদয়তি—তদেবমিত্যাদিনা । ব্রহ্মণঃ—পরমেশ্বরাদিতি । কারণসৃষ্টিঃ—পারমেশ্বরী, কার্য্যসৃষ্টিস্তু—বৈরিঞ্চীত্যর্থঃ । মুক্তিরিতি—ভগবদ্বৈমুখ্যানুগতয়াঽবিদ্যয়া রচিতমন্যথারূপং দেবমানবাদিভাবং হিত্বা, তৎসাম্মুখ্যানুপ্রবৃত্তয়া তদ্ভক্ত্যা বিনাশ্য, স্বরূপেণাপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টেন জীবস্বরূপেণ জীবস্য ব্যবস্থিতির্ব্বিশিষ্টা পুনরাবৃত্তিশূন্যা ভগবৎসন্নিধৌ স্থিতির্মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা ।

দশানাং—সর্গাদিপদার্থানাং, ব্যুৎপাদিকাং—বিশেষার্থপরতাবোধিকাম্ । গুণানাং—প্রকৃতিগুণানাং, সত্ত্বরজস্তমসাম্, ভূতাদীনাং জন্ম—হিরণ্যগর্ভ-বৈরাজয়োঃ সূক্ষ্মস্থূলশরীরাজ্জন্মেতি যাবৎ । স্থানশব্দং বিবৃণোতি—স্থিতিরিতি । তদনুগ্রহ ইত্যস্যাদৌ পূরয়তি—তত্রস্থিতেষু ভক্তেম্বিতি । অস্য—জীবস্য, অনুগতত্বেন—পশ্চাদ্ভাবিত্বেঽতিশয়েন নিয়তত্বেন বা । দৃষ্টিনিমীলনং—সৃষ্টিবিষয়ে ঈক্ষণাভাবঃ । লয়ঃ—ঐক্যম্ । তত্রৈব নিরোধ ইতি—নিরোধান্তর্গতমিত্যর্থঃ । সপ্তম্যা অন্তর্গতত্বস্য বিবক্ষণাদিতি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ ।

সৃষ্ট্যাদি দ্বারা 'আশ্রয়' তত্ত্বের নিরূপণ। পূর্ব্বোক্ত দশম 'আশ্রয়' তত্ত্বকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইতে ঐ সর্গাদি দশ পদার্থের যাহাতে উত্তমরূপে বোধ হয়; এমন সাতটি শ্লোক বলিতেছেন :—

সর্গ। প্রাকৃত—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের পরিণামে ভূত—আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, মাত্র—ঐ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গুণ—শব্দাদি ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং ধী—মহত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব; ইহাদিগের কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে যে উৎপত্তি; উহাকেই 'সর্গ' বলা হয় এবং ইহাই কারণ-সৃষ্টি।

বিসর্গ। পুরুষ—বৈরাজ অর্থাৎ ব্রহ্মা, তাঁহার কৃত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কার্য্যের সৃষ্টি—পৌরুষ; ইহাকেই 'বিসর্গ' বলা যায়।

স্থান। বৈকুণ্ঠ—ভগবানের বিজয় অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ গুলির মধ্যে যাহার যে মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের ঐ সকল মর্য্যাদা পালনেই শ্রীভগবানের বিজয় উৎকর্ষ সাধিত হয়, এ স্থানে উহাকেই 'স্থিতি' বা 'স্থান' বলা হইয়াছে।

পোষণ। শ্রীভগবান্ জগতে অবস্থিত ভক্তগণকে যে নানা উপায়ে রক্ষা করেন; এই অনুগ্রহই 'পোষণ' নামে অভিহিত হয়।

মন্বন্তর। ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে অবস্থিত শ্রীভগবানের অনুগৃহীত মনু, আদি সাধুগণের অনুষ্ঠিত ভগবানের উপাসনারূপ ধর্ম্মই সদ্ধর্ম্ম; ইহাকেই 'মন্বন্তর' বলা হইয়াছে।

ঊতি। ভগবৎসৃষ্ট জীবগণের বিবিধ প্রকার কর্ম্মের বাসনাকেই 'ঊতি' বলা হয়।

ঈশানুকথা। স্থিতি সময়ে শ্রীভগবানের অবতারাবলীর এবং তাঁহার অনুগত ভক্তগণের নানাবিধ আখ্যানাদি দ্বারা বিপুলীকৃত যে সকল চরিত্রের বর্ণনা; তাহাকেই 'ঈশানুকথা' বলা হইয়াছে।

নিরোধ। স্থিতির পরে শ্রীভগবান্‌ প্রকৃতি এবং প্রাকৃত জগৎ হইতে দৃষ্টি নিমীলন করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে ঈক্ষণ না করিয়া যখন যোগনিদ্রায় অবস্থান করেন; তখন জীবাত্মার স্বীয় উপাধি—শক্তিবর্গের সহিত সৃষ্টির বিপরীত রীতি অনুসারে যে শ্রীহরির শয়নের অনুগত হইয়া শয়ন—লয় হয় অর্থাৎ ঐক্য প্রাপ্তি হয়; তাহাকেই 'নিরোধ' বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের 'শয়ন' বলিতে প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি নিমীলন এবং জীবের 'শয়ন' শব্দে শ্রীভগবানে লয়প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

মুক্তি। জীবের শ্রীভগবদ্বিমুখতাকারিণী অবিদ্যাদ্বারা রচিত দেব-মানবাদির অজ্ঞত্বাদি ভাবকে শ্রীভগবৎসাম্মুখ্যকারিণী ভক্তিদ্বারা বিনাশ করিয়া পুনরাবৃত্তিশূন্য শ্রীভগবৎসান্নিধ্যে অপহত পাপ্মত্বাদি আটটি গুণবিশিষ্ট জীব-স্বরূপে যে জীবের অবস্থিতি—তাহাকেই 'মুক্তি' বলা যায়॥ ৫৭॥

"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যাধ্যবসীয়তে। স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥"

(ভা০ ২, ১০, ৭)

আভাসঃ—সৃষ্টিঃ, নিরোধঃ—লয়শ্চ যতো ভবতি, অধ্যবসীয়তে—উপলভ্যতে জীবানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু প্রকাশতে চ, স ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়ঃ কথ্যতে। ইতি শব্দঃ—প্রকারার্থঃ, তেন ভগবানিতি চ। অস্য বিবৃতিরগ্রে বিধেয়া॥ ৫৮॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অথ নবভিঃ সর্গাদিভিৰ্লক্ষণীয়মাশ্রয়তত্ত্বমাহ;—আভাসশ্চেতি। যত ইতি—হেতৌ পঞ্চমী॥ ৫৮॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অস্তীত্যর্থঃ—ভবতীতি। ভবতীতি পূরণং বা। অস্তীত্যস্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিতিরিতি পর্য্যবসিতম্‌। অধ্যবসীয়ত ইত্যত্রাপি যত ইত্যস্যান্বয়ঃ, তথাচ, জ্ঞানেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক ইতি॥ ৫৮॥

অনুবাদ।

আশ্রয় তত্ত্ব। এখন সর্গাদি নয়টি পদার্থের লক্ষ্য 'আশ্রয়' তত্ত্ব বলিতেছেন,—যাঁহাকে হেতু করিয়া আভাস—সৃষ্টি এবং নিরোধ—লয় হইতেছে, আবার জীব সমূহের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ঐ সৃষ্টি ও লয় প্রকাশ পাইবার হেতুও যিনি; সেই—ব্রহ্ম এবং পরমাত্মরূপে প্রসিদ্ধ তত্ত্বই 'আশ্রয়' শব্দে কথিত হইয়া থাকেন। মূল শ্লোকে 'পরমাত্ম' শব্দের সহিত যে 'ইতি' শব্দ আছে; উহার অর্থ 'প্রকার', অর্থাৎ এই প্রকার 'ভগবান্‌' বলিয়া প্রসিদ্ধ বস্তুও এখানে আশ্রয় তত্ত্ব,—এ সিদ্ধান্ত পরে বিস্তার করা হইবে॥ ৫৮॥

স্থিতৌ চ তত্রাশ্রয়স্বরূপমপরোক্ষানুভবেন ব্যষ্টিদ্বারাপি স্পষ্টং দর্শয়িতু-মধ্যাত্মাদিবিভাগমাহ ;—

"যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ। যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ॥
একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে। ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ॥"

(ভা° ২, ১০, ৮—৯)

যোঽয়মাধ্যাত্মিকঃ পুরুষশ্চক্ষুরাদিকরণাভিমানী দ্রষ্টা জীবঃ, স এবাধিদৈবিকশ্চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ। দেহস্সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং করণানামধিষ্ঠানাভাবেনাক্ষমতয়া করণপ্রকাশকর্তৃত্বাভিমানি-তৎসহায়য়োরুভয়োরপি তয়োর্বৃত্তিভেদানুদয়েন জীবত্বমাত্রাবিশেষাৎ। ততশ্চোভয়ঃ—করণাভিমানি-তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপো দ্বিরূপো বিচ্ছেদো যস্মাৎ, স আধিভৌতিকশ্চক্ষুর্গোলকাদ্যুপলক্ষিতো দৃশ্যো দেহঃ পুরুষ ইতি – পুরুষস্য জীবস্যোপাধিঃ। "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈত্তি° ২,১,১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ ৫৯॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

নন্থ করণাভিমানিনো জীবস্য করণপ্রবর্ত্তকসূর্য্যাদিত্বমত্র কথং?—তত্রাহ,—দেহস্সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমিতি করণানামিতি,—অধিষ্ঠানাভাবেন—চক্ষুর্গোলকাদ্যভাবেনেত্যর্থঃ। উভয়োরপি তয়োর্বৃত্তিভেদান্থদয়েনেতি—করণানাং বিষয়গ্রহণং বৃত্তিঃ, দেবতানান্তু তত্র প্রবর্ত্তকত্বং বৃত্তিঃ। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ,- দেহোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমপি জীবেন সার্দ্ধমিন্দ্রিয়াণি তদ্দেবতাশ্চ সন্ত্যেব, তদা তেষাং তেষাঞ্চ বৃত্ত্যভাবাজ্জীবেঽন্তর্ভাবো বিবক্ষিতঃ। উৎপন্নে তু দেহে তয়োর্ব্বিভাগো যস্তবতীত্যাহ - ততশ্চোভয় ইতি॥ ৫৯॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

দ্রষ্টা—প্রকাশকঃ। অক্ষমতয়েত্যস্য সহায়তায়াং হেতুতাকরণপ্রকাশকর্তৃত্বাভিমানীতি করণবিষয়দর্শনকর্তৃত্বয়োরভিমানীত্যর্থঃ। তৎসহায়পদেন করণপ্রকাশকর্তৃত্বাভিমানি-জীবসহায়সূর্য্যাদিলাভঃ। বৃত্তিভেদান্থদয়েনেতি—দেবতাস্সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমিত্যনেনাবৃত্ত্যাঽন্বয়ঃ, বৃত্তিভেদঃ—'বিষয়গতচক্ষুরাদিপরিণামবিশেষঃ। জীবত্বমাত্রাবিশেষাদিতি—'উভয়োরপি তয়োঃ ইত্যনেনাস্যান্বয়ঃ। ইদঞ্চ 'স এবাধিদৈবিকঃ' ইত্যত্র হেতুঃ। 'জীবত্বমাত্রবিশেষাৎ' ইত্যস্য উপাধিবৈশিষ্ট্যরূপজীবত্বাংশেঽবিশেষাদিত্যর্থঃ। তথাচ 'স এব' ইত্যস্য জীবত্বেন তত্তুল্য ইত্যর্থঃ। তৎপদস্য তত্তুল্যার্থকত্বে তাৎপর্য্যগ্রাহক এব শব্দঃ 'স এবায়ং গকারঃ' ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ। তত্র সূর্য্যাদেঃ করণক্রিয়াজননদ্বারা, করণাভিমানিনশ্চ তদ্দর্শনপ্রবৃত্তিদ্বারা করণবৃত্তিভেদজনকত্বেন তয়োরুপযোগ ইতি দর্শিতম্॥ ৫৯॥

অনুবাদ।

সৃষ্টি এবং লয়ের হেতুরূপে আশ্রয় তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করা হইল; সম্প্রতি স্থিতি সময়েও অপরোক্ষ অনুভবের নিমিত্ত ব্যষ্টি জীবের নির্ণয় দ্বারা উক্ত আশ্রয় তত্ত্বকে স্পষ্ট দেখাইবেন বলিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক; এই তিন প্রকার বিভাগ বলিতেছেন ঃ—

যাহাকে আধ্যাত্মিক পুরুষ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াভিমানী এবং দ্রষ্টা (প্রকাশক) বলা হয় অর্থাৎ আমি রূপ দেখিতেছি, শব্দ শুনিতেছি, ইত্যাদি রূপে যে দর্শন শ্রবণাদি কর্ত্তৃত্বের অভিমান করে; তাহাকেই জীব, বলা যায় এবং তাঁহাকেই আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা—সূর্য্যাদি দেবতা রূপেও কীর্ত্তন করা হয়। যদি আশঙ্কা হয়—জীব ইন্দ্রিয়াভিমানী, সে আবার ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক সূর্য্যাদি দেবতা,—একথা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তর এই—দেহ সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠান--অক্ষিগোলকাদি থাকে না সুতরাং অক্ষমতা হেতু, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ-কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীব এবং জীবের ঐ অভিমানের সহায় সূর্য্যাদি দেবতা—এই দুই-এর বৃত্তি ভেদে উদয় না হওয়ায় অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়-গ্রহণরূপ—বৃত্তি, সূর্য্যাদি দেবতাগণের ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় গ্রহণে প্রবর্ত্তন করানই বৃত্তি, সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গোলক অভাবে জীবের কর্ত্তৃতাভিমান এবং দেবতাগণের ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ে নিয়োগ করিয়া জীবের দর্শন শ্রবণাভিমানের সহায়তা করা; এই দুই বৃত্তির পরস্পর কোনই ভেদ থাকে না বলিয়া উহাদের কেবল জীবরূপেই অবস্থান হইয়া থাকে। ইহার পর যখন দেহাদি উৎপন্ন হয়; তখন—ইন্দ্রিয়াভিমানী জীব এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এই দুইপ্রকার ভেদ অনুভূত হয়, এই ভেদের হেতু -'আধিভৌতিক' এবং ইহাকেই চক্ষুরাদি গোলক-বিশিষ্ট--দৃশ্য 'দেহ' বলা যায়। ঐ আধিভৌতিকের 'পুরুষ' এই বিশেষণে, 'পুরুষ —জীবের উপাধি' এই অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ— শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈত্তি° ২, ১) অর্থাৎ সেই অন্নরসাদির বিকারে উৎপন্ন পুরুষই আধিভৌতিক নামে অভিহিত হন ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য।

(৫৯) "দেহ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য; দেহাদি সৃষ্টির পূর্ব্বেও জীবের সহিত ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ থাকেই, কিন্তু সে সময় তাহাদের স্ব-স্ব-বৃত্তির অভাবে সকলেই জীবে অন্তর্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহাদের অপর কোন বিশেষ ধর্ম্ম লক্ষিত হয় না। পরে দেহাদি উৎপন্ন হইলে করণাভিমানী জীব ও করণ-প্রবর্ত্তক সূর্য্যাদি দেবতার বৃত্তিবিভাগ হইয়া থাকে; সেই জন্যই দেহাদিকে 'আধিভৌতিক' অর্থাৎ জীবতুল্য বলা হইল।

"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" এই শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইল; প্রথমে আত্মা হইতে--আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়, পরে পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃরূপে পরিণত অন্ন হইতে হস্ত পদ-মস্তকাদিবিশিষ্ট 'পুরুষের' উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ অন্ন-রসাদির বিকারে গঠিত পুরুষ দেহই 'আধিভৌতিক' নামে অভিহিত হয়।

'একমেকতরাভাব' ইত্যেষামন্যোন্যসাপেক্ষসিদ্ধত্বে নানাশ্রয়ত্বং দর্শয়তি ;—তথাহি দৃশ্যং বিনা তৎপ্রতীত্যনুমেয়ং করণং ন সিধ্যতি, নাপি দ্রষ্টা, ন চ তদ্বিনা করণপ্রবৃত্ত্যনুমেয়স্তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ, ন চ তং বিনা করণং প্রবর্ত্ততে, ন চ তদ্বিনা দৃশ্যম্—ইত্যেকতরস্যাভাবে একং নোপলভামহে। তত্র—তদা, তৎ ত্রিতয়মালোচনাত্মকেন প্রত্যয়েন যো বেদ—সাক্ষিতয়া পশ্যতি, স পরমাত্মা আশ্রয়ঃ। তেষামপি পরস্পরমাশ্রয়ত্বমস্তীতি তদ্ব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণম্;—স্বাশ্রয়ঃ—অনন্যাশ্রয়ঃ,স চাসাবন্যেষামাশ্রয়শ্চেতি। তত্রাংশাংশিনোঃ শুদ্ধজীব-পরমাত্মনোরভেদাংশ-স্বীকারেণৈবাশ্রয় উক্তঃ। অতঃ "পরোঽপি মনুতেঽনর্থম্" ইতি,

"জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিবক্ষিতঃ" (ভা০ ১১, ১৩,২৬)

ইতি "শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ" (ভা০ ৫, ১১, ১২) ইত্যাদ্যুক্তস্য সাক্ষিসংজ্ঞিনঃ শুদ্ধজীবস্যাশ্রয়ত্বং ন শঙ্কনীয়ম্। অথবা ;—নন্বাধ্যাত্মিকাদীনামপ্যাশ্রয়ত্বমস্ত্যেব ? সত্যম্ ; তথাপি পরস্পরাশ্রয়ত্বান্ন তত্রাশ্রয়তাকৈবল্যমিতি তে ত্বাশ্রয়শব্দেন মুখ্যতয়া নোচ্যন্তে ইত্যাহ—একমিতি। তর্হি সাক্ষিণ এবাস্তামাশ্রয়ত্বম্ ? তত্রাহ,—ত্রিতয়মিতি। স আত্মা সাক্ষী জীবস্তু, যঃ স্বাশ্রয়োঽনন্যাশ্রয়ঃ পরমাত্মা, স এবাশ্রয়ো যস্য তথাভূত ইতি। বক্ষ্যতে চ হংসগুহ্যস্তবে ;—

"সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্‌জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে" (ভা০ ৬, ৪, ২৫) ইতি। তস্মাৎ 'আভাসশ্চ' ইত্যাদিনোক্তঃ পরমাত্মৈবাশ্রয় ইতি। ২।১০। শ্রীশুকঃ ॥ ৬০ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

আধ্যাত্মিকাদীনাং ত্রয়াণাং মিথঃ সাপেক্ষত্বেন সিদ্ধেস্তেষামাশ্রয়ত্বং নাস্তীতি ব্যাচষ্টে, একমেকতরেত্যাদিনা। ত্রিতয়ং—আধ্যাত্মিকাদিত্রয়ম্। নন্থ শুদ্ধস্য জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসাক্ষিত্বাভিধানেনান্যানপেক্ষসিদ্ধেস্তস্যাশ্রয়ত্বং কুতো ন ব্রূষে? তত্রাহ—অত্রাংশাংশিনোরিতি,—অংশিনাংশোঽপীহ গৃহীত ইত্যর্থঃ। অসন্তোষাদ্ব্যাখ্যান্তরং অথবেতি। তর্হি ইতি, সাক্ষিণঃ—শুদ্ধজীবস্য। সর্ব্বমিতি, পুমান্—জীবঃ ॥৬০॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অন্য সাপেক্ষসিদ্ধত্বেন—অন্যসাপেক্ষ্যানুপপত্তিমূলকসিদ্ধিত্বেন, অনাত্মত্বং—স্বপ্রকাশচৈতন্যৈকরূপাত্ম ভিন্নত্বম্। নাপি দ্রষ্টা—নাপি তদভিমানী সাক্ষী চেত্যর্থঃ, দৃশ্যং—দেহাদি ঘটাদি চ। নোপালভামহে ইতি—স্বতঃ প্রকাশো নাস্তীতি সূচিতম্। আলোচনাত্মকেন—অপরোক্ষানুভবেন। সাক্ষিতয়া—ইতি—উপাধ্যুপলক্ষিততয়া, নতু বিশিষ্টতয়া, পশ্যতীতি দর্শনক্রিয়ায়াং প্রত্যয়েনেতি তৃতীয়ার্থাভেদান্বয়ো

বোধ্যঃ। স পরমাত্মেতি—মূলস্থাত্মপদস্য পরমাত্মপরতয়া বর্ণনং—জীব-পরময়োরভেদলাভায়েতি। অত্রায়ম্ভাবঃ—উপাধেঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহস্য জড়তয়া বিষয়ানবভাসকতয়া তদ্বিশিষ্টস্যাপি ন তদ্ভাসকত্বং, বিশেষণে তদ্বাধাদিতি। উপাধ্যুপলক্ষিতচৈতন্যমাত্রস্য প্রকাশকত্বং আলোচনাত্মকজ্ঞানমেব, অভেদেঽপি যো বেদেতি বেদনক্রিয়াশ্রয়ত্বরূপকর্তৃত্বমংশাংশিভাবোপগমেন বোধ্যম্, তথাচ 'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানং স্বপ্রকাশতয়া 'ঘটমহং জানামি'ইত্যাকারকমপি বিষয়-ঘটাদিকমবভাসয়ৎ শরীরমাত্মাংশে স্থূল-সূক্ষ্মদেহাভেদ-ঘটাদ্যাকারমনোবৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্যস্বরূপঞ্চাবগাহমানমপরোক্ষং পরমাত্মশোধকমিতি ভাবঃ। তত্র দৃশ্যবস্তুভানে ইন্দ্রিয়মনোবৃত্ত্যপেক্ষাবৃত্তিভানেন বৃত্ত্যন্তরাপেক্ষাঽনবস্থাভয়াৎ। নমু চৈতন্যস্য বৃত্ত্যপেক্ষণে কথং স্বপ্রকাশকতা, ইতি চেৎ? নহি বিষয়ভাসকত্বে বৃত্ত্যপেক্ষা কিন্তু বিষয়াবরকতমোঽভিভবার্থমিত্যুপগমাৎ বিষয়াবরক-তমসোঽস্বীকারে চৈতন্যস্য নিরপেক্ষতয়া সর্ব্বদা বিষয়ভানপ্রসঙ্গাদিতি পর্য্যবসিতম্। নমু তথাপ্যদ্বৈত-বাদমতে ব্যষ্ট্যুপহিতচৈতন্যস্য পরমাত্মত্বসম্ভবে স্বমতে ব্যষ্ট্যাত্মনো ভিন্নত্বাৎ কথং পরমাত্মত্বম্? ইত্যত আহ;— অত্রাংশাংশিনোরিতি, অভেদাংশস্বীকারেণেতি—তুল্যতাভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ। তথাচ যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয় ইত্যন্বয়েনাপরোক্ষবিষয়ীভূতাত্মনাঽনন্যাশ্রয় সর্ব্বাশ্রয়স্য পরমাত্মনঃ তুল্যতাত্মকৈক্যেন তাদৃশ-পরমাত্মনো বোধ ইতি ভাবঃ। অতঃ পরমাত্মাভেদবিবক্ষয়াঽত্র জীবাত্মন আশ্রয়ত্বকথনাৎ। আসাং — জাগ্রদাদিবৃত্তীনাং, সাক্ষিত্বেন—সাক্ষাদ্দর্শিত্বেন, বিলক্ষণঃ—শুদ্ধচৈতন্যৈকরূপঃ। ন শঙ্কনীয়মিতি—তত্র পরমাত্মতাৎপর্য্যবোধকপদাভাবেন শুদ্ধজীবমাত্রপরত্বাদিতি ভাবঃ। নমু পরমাত্মাভেদবিবক্ষয়াঽপি শুদ্ধস্যা-শ্রয়ত্বং ন ঘটতে? ইত্যত আহ— অথবেতি। একমিতীতি—তথা চৈতেষাং নিরাশ্রয়ত্বাভাবান্ন মুখ্যাশ্রয়ত্বমিতি ভাবঃ। 'স আত্মা'ইতি তস্য মুখ্যাশ্রয়ত্বাভাবে হেতুভূতবিশেষণমাহ— স্বাশ্রয়াশ্রয় ইতি। তথাচ তস্যাশ্রয়ঃ পরমাত্মা, স এব নিরাশ্রয় আশ্রয়পদেনাত্র বিবক্ষিতঃ, নতু তদাশ্রিতো জীব ইতি ভাবঃ। পরমাত্মনস্তথাত্বং, নতু জীবস্য ইতি দর্শয়িতুমাহ,—বক্ষ্যতে চেতি। অন্যে তু একমিতি একতয়া ভানে একং নিরুক্তত্রয়াণাং তদন্যমপরং নেত্যুপলভামহে অনুমানেন জানীম ইতি জীবানাং ন সাক্ষাদ্দর্শিত্বম্। নচ — জীবানাং স্বাত্মসাক্ষাৎকারোঽস্তীতি বাচ্যং, তৎসাক্ষাৎকারস্য দেহাভেদেনৈব; নতু স্বরূপেণেতি। স্বরূপগ্রহস্য চ জীবস্য সংসারিতাদশায়াং অনুমানাধীনত্বাদিতি। সাক্ষাৎ তত্ত্রিতয়দর্শী সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মৈবাশ্রয়নীয় ইত্যাহ— ত্রিতয়ং তত্র যো বেদেতি। যচ্চোক্তং দেহবৈশিষ্ট্যোপহিতবৈলক্ষণ্যং জীবস্য; তন্ন অদ্বৈতবাদিনাং মতং, দেহসম্বন্ধমাত্রস্যৈব জীবানাং সংসারিতাপ্রযোজকতা, নতু তদ্বৈশিষ্ট্যস্যাপীতি। অদ্বৈতবাদিনামেব দেহবৈশিষ্ট্যস্য ব্রহ্মাংশপরিচ্ছেদেন ব্রহ্মণোঽংশেন চ জীবত্বব্যবস্থাপকত্বাৎ, এবং জীবাত্মনোঽণুতয়া যুগপৎ প্রাণেন্দ্রিয়াদিসমুদায়াত্মক-লিঙ্গশরীরবৈশিষ্ট্যাসম্ভবঃ, সম্বন্ধস্তু সাক্ষাৎপরম্পরাসাধারণং সম্ভবতীতি ন তেন সংসারিতা। এবং জীবাত্মনো দেহবিশিষ্টস্য স্থূলসূক্ষ্মদেহাদ্যভিমান-তৎকৃতানর্থো দেহাদ্যুপহিতস্য তস্যৈব তদভাব ইতি মায়ামোহিতত্ব-তদভাবয়োরেকত্র স্বীকারে পর্য্যবসিতে কথং পরাত্ম-জীবয়োর্ভেদস্বীকারঃ? উপলক্ষিতস্য শুদ্ধজীবস্য গৃহ-গৃহান্তর্ব্বর্ত্তিঘটাকাশয়োরভেদবৎ মায়োপহিতচৈতন্যাত্মকাদীশ্বরাদভিন্নতয়া মায়াশ্রয়ত্বাবিরোধাৎ॥ ৬০॥

অনুবাদ ও তাৎপর্য্য।

আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয়ত্ব নিরাস। "একমেকতরাভাবে" এই বচনে— ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীদেবতা এবং ইন্দ্রিয়াভিমানী দ্রষ্টা জীব—ইহারা দৃশ্য দেহ-ভিন্ন নিজ নিজ সত্তা অনুভব

করিতে পারে না বলিয়া ইহাদিগের পরস্পর অপেক্ষা থাকায় নানাশ্রয়ত্ব দেখান হইতেছে; অর্থাৎ দৃশ্য বস্তু না থাকিলে ঐ দৃশ্য বস্তুর প্রতীতি দ্বারা অনুমেয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি হয় না, আবার তাহাদের অভাবে দ্রষ্টা (ইন্দ্রিয়াভিমানী সাক্ষী) জীবেরও সিদ্ধি হইতে পারে না এবং ইন্দ্রিয়ের অভাবে ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-প্রবৃত্তির দ্বারা অনুমেয় উহাদিগের প্রবর্ত্তক অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি সিদ্ধ হয় না, সূর্য্যাদি দেবতা না থাকিলেও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এবং ইন্দ্রিয় না থাকিলেও বিষয় আছে কি না, তাহারও উপলব্ধি হয় না। এইরূপে ইহাদিগের মধ্যে যদি একটিরও অভাব হয়; তাহা হইলে আর অপরটির অনুভব হইতে পারে না অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোনটিরই স্বতঃ-প্রকাশকত্ব নাই কিন্তু আধ্যাত্মিকাদি ঐ তিন পুরুষকে অপরোক্ষানুভবের দ্বারা উপাধিযুক্তরূপে যিনি দেখিয়া থাকেন; তিনিই পরমাত্মা এবং 'আশ্রয়' পদার্থ।

আধ্যাত্মিকাদি তিন পুরুষও তো পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় সুতরাং ইহাদিগের 'আশ্রয়ত্ব' সিদ্ধ হইতেছে?—এই আশঙ্কায় এ সকল হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্ করিতেছেন:—"স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ" পরমাত্মা অপরকে আশ্রয় করেন না, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিকাদি পুরুষ সকলের আশ্রয়। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্যষ্ট্যুপহিত চৈতন্যই—পরমাত্মা, কিন্তু আমাদের মতে ব্যষ্ট্যাত্মা পৃথক্ সুতরাং উহাকে পরমাত্মা কেন বলা যাইবে?—এই আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বলিতেছেন:— অংশ—শুদ্ধ জীব এবং অংশী—পরমাত্মা; উভয়ের তুল্যতাভিপ্রায়েই এখানে 'আশ্রয়' বলা হইল অর্থাৎ অপরোক্ষ-বিষয়ীভূত শুদ্ধ জীবাত্মার সহিত অনন্যাশ্রয় ও সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মার তুল্যতারূপ ঐক্য থাকায় ঐ রূপেই পরমাত্মার বোধ হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা "স আত্মা" এই মূলের 'আত্ম' শব্দে নির্ব্বিশেষে জীবাত্মার লাভ হওয়ায় আপাততঃ কিয়দংশে (অংশ স্বরূপ বলিয়া) জীবেরও আশ্রয়ত্ব স্বীকার করা হইল। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ—বিবক্ষায় (বলিতে ইচ্ছা করিয়া) জীবাত্মাকে 'আশ্রয়' বলায়—"জীব ত্রিগুণাতীত হইলেও অনর্থ সংসার লাভ করে" "জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি বুদ্ধিবৃত্তি—সত্ত্ব-রজঃ এবং তমোগুণের বিকার। জীব—এগুলি হইতে স্বতন্ত্র, ইহাদিগের (জাগ্রদাদি বুদ্ধিবৃত্তির) সাক্ষীরূপে (সাক্ষাদ্দর্শীরূপে) শুদ্ধ চৈতন্য বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন।" "সেই শুদ্ধজীব মায়াকল্পিত সকল অবস্থাই দেখিতেছেন"— ইত্যাদি বচনের দ্বারা মূল গ্রন্থে যে শুদ্ধ জীবকে সাক্ষী বলা হইল; তাহার আশ্রয়ত্বের আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নয়; কারণ ঐ বচন গুলি ত পরমাত্ম-তাৎপর্য্যবোধক কোন শব্দ দেখা যায় না, কেবল শুদ্ধজীববোধক পদই রহিয়াছে।

পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদ বিবক্ষাতেও শুদ্ধ জীবের আশ্রয়ত্ব সংঘটিত হয় না? এই রূপে আশঙ্কিত হইয়া পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা করিতেছেন:—

যদি বল-"আধ্যাত্মিকাদি পুরুষের 'আশ্রয়ত্ব' আছেই?" এ কথা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহাদের আশ্রয়ত্ব থাকিলেও তাহারা পরস্পরাশ্রয়ী, অর্থাৎ একটির অভাবে অপরের স্বল্পবিষয় গ্রহণেও সামর্থ্য নাই, সুতরাং মুখ্যভাবে তাহাদের আশ্রয়ত্ব স্বীকার করা যায় না। 'আশ্রয়' শব্দের দ্বারা তাহাদিগকে যে মুখ্যভাবে বলা হয় নাই; তাহা "একমেকতরাভাবে" এই বাক্যেই প্রতীত হইতেছে। ইহার উপর আবার যদি প্রশ্ন হয়—তিনি পুরুষের 'আশ্রয়' না হইয়া কেবল সাক্ষী পুরুষেরই আশ্রয় হউন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন:—"ত্রিয়তং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ।"

আধ্যাত্মিকাদি পুরুষ ত্রয়কে যিনি জানেন; সেই আত্মা (সাক্ষী জীব) স্বাশ্রয় (অনন্যাশ্রয়) পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়াই থাকেন; এই কারণেই জীব মুখ্য আশ্রয় হইতে পারে না। জীবাত্মা স্বতন্ত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া তাহাকে আশ্রয় বলা যায় না, যে নিরাশ্রয় অর্থাৎ যাহার অপর আশ্রয় নাই, সেই বস্তুই 'আশ্রয়' হইবে; ইহাই এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। পরমাত্মারই আশ্রয়ত্ব জীবাত্মার নয়; এইটি দেখাইতে বলিতেছেন:—শ্রীমদ্‌ভাগবতের হংসগুহ্যস্তবে বলা হইবে; "জীব—প্রকৃতি, অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং সত্ত্বাদি তিন গুণ—এ সমস্তকেই জানিতে পারে; কিন্তু সেই সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত স্বয়ম্ভগবান্‌কে জানিতে পারে না, আমি তাঁহাকেই স্তব করি।" অতএব—"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাই "আশ্রয়" শব্দে কথিত হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

অস্য শ্রীভাগবতস্য মহাপুরাণত্বব্যঞ্জকলক্ষণং প্রকারান্তরেণ চ বদন্নপি তস্যৈবাশ্রয়ত্বমাহ, দ্বয়েন ;—

"সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্তরাণি চ। বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ। কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্! মহদল্পব্যবস্থয়া ॥"
(ভা° ১২, ৭, ৮—৯)

অন্তরাণি—মন্বন্তরাণি। পঞ্চবিধং—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশ্যানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্"— ইতি কেচিদ্বদন্তি।

স চ মতভেদো মহদল্পব্যবস্থয়া—মহাপুরাণমল্পপুরাণমিতি ভিন্নাধিকরণত্বেন। যদ্যপি বিষ্ণুপুরাণাদাবপি দশাপি তানি লক্ষ্যন্তে, তথাপি পঞ্চানামেব প্রাধান্যেনোক্তত্বাৎ—অল্পত্বম্। অত্র দশানামর্থানাং স্কন্ধেষু যথাক্রমং প্রবেশো ন বিবক্ষিতঃ, তেষাং দ্বাদশসংখ্যত্বাৎ। দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানাং তেষাং তৃতীয়াদিষু যথাসংখ্যং ন সমাবেশঃ; নিরোধাদীনাং দশমাদিষু অষ্টমবর্জ্জম্, অন্যেষামপ্যন্যেষু যথোক্তলক্ষণতয়া সমাবেশনাশক্যত্বাদেব। তদুক্তং শ্রীস্বামিভিরেব ;—

"দশমে কৃষ্ণসংকীর্ত্তিবিতানায়োপবর্ণ্যতে। ধর্ম্মগ্লানিনিমিত্তস্তু নিরোধো দুষ্টভূভুজাম্" ইতি, প্রাকৃতাদিচতুর্দ্ধা যো নিরোধঃ স তু বর্ণিতঃ" * ইতি। অতোঽত্র স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণরূপস্যাশ্রয়স্যৈব বর্ণনপ্রাধান্যং তৈর্বিবক্ষিতম্। উক্তঞ্চ স্বয়মেব ;

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্" ইতি

এবমন্যত্রাপ্যূহ্নেয়ম্। অতঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ সর্ব্বেষ্বেব স্কন্ধেষু গুণত্বেন বা মুখ্যত্বেন বা নিরূপ্যন্ত ইত্যেব তেষামভিমতম্। "শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা" ইত্যত্র চ তথৈব প্রতিপন্নং, সর্ব্বত্র তত্তৎসম্ভবাৎ। ততশ্চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োরপি মহাপুরাণতায়াং প্রবেশঃ স্যাৎ। তস্মাৎ ক্রমো ন গৃহীতঃ ॥ ৬১ ॥

* ইতি সার্দ্ধপদ্যং "দশমে দশমং লক্ষ্যম" ইত্যাদ্যর্দ্ধঞ্চ শ্রীদশমারম্ভে ভাগবতাবতারিকায়াং শ্রীধরস্বামিনোক্তম্।

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

অন্যেতি। প্রকারান্তরেণেতি—কচিন্নামান্তরয়াদর্থান্তরয়াচ্চেত্যর্থঃ। এতানি দশ লক্ষণানি কেচিত্তৃতীয়াদিষু ক্রমেণ স্থূলধিয়ো যোজয়ন্তি, তান্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামিতি। অষ্টাদশসহস্রিত্বং দ্বাদশস্কন্ধিত্বঞ্চ ভাগবতলক্ষণং ব্যাকুপ্যেত, অধ্যায়পূর্ত্তৌ ভাগবতত্বোক্তিশ্চ ন সম্ভবেদিতি চ বোধ্যম্। শুকভাষিতত্বেন্দ্ভাগবতং, তর্হি প্রথমস্য দ্বাদশশেষস্য চ তত্ত্বানাপত্তিঃ। তস্মাদষ্টাদশসহস্রি তৎপিতুরাচার্য্যাচ্ছুকেনাধীতং কথিতঞ্চেতি সাম্প্রতং, সংবাদাস্তু তথৈবানাদিসিদ্ধা নিবদ্ধা ইতি সাম্প্রতম্॥ ৬১॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

তস্যৈবেতি ব্রহ্মণ এবেত্যর্থঃ, তদ্বিদঃ পুরাণবিদঃ। মহাপুরাণাল্পপুরাণভিন্নাধিকরণত্বেনেতি—মহাপুরাণাল্পপুরাণয়োর্ভেদেন ভিন্নমধিকরণং যয়োস্তত্ত্বেন দশলক্ষণ-পঞ্চলক্ষণেতি লক্ষণদ্বয়মিত্যর্থঃ। তেষাং স্কন্ধানাম্। নন্থ দ্বিতীয়স্কন্ধশেষে লক্ষণান্যুক্তানি, ততঃ ক্রমেণ তৃতীয়াদিষু কিমুক্তানি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ,—দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামপি, তেষামিতি—তেষাং দশলক্ষণানাম্, তেষামপি মতং শ্রীধরস্বামিনামপি মতম্। প্রায়শঃ স্যাদিতি- তৃতীয়াদিষু ক্রমেণৈব দশলক্ষণবর্ণনেনেতি দ্বিতীয়-তৃতীয়যোস্তল্লক্ষণাক্রান্তপুরাণতা ন স্যাদিতি ভাবঃ। তস্মাৎ ক্রমবর্ণনস্যাসম্ভবাৎ ক্রমো ন বিবক্ষিত ইতি। তথা চাশ্রয়স্য পরব্রহ্মণঃ কৃষ্ণস্য মুখ্যত্বেন বর্ণনীয়তয়া উপক্রমে তস্যৈবাদৌ বর্ণনমুপক্রান্তং, মধ্যে মধ্যে অন্তে চ তস্যৈব বর্ণনং কৃতং, তৎপ্রসঙ্গাৎ তদাধিক্যতাৎপর্য্যাদ্বা যথাযোগমিতরাণি লক্ষণানি বর্ণিতানীতি ভাবঃ। তথোক্তং—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে" ইতি ক্রমেণ শ্রীকৃষ্ণপরমিদং শাস্ত্রমিতি ভাবঃ॥ ৬১॥

অনুবাদ।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণতা প্রতিপাদক লক্ষণগুলি দ্বাদশ স্কন্ধে প্রকারান্তরে বলিলেও তদ্দ্বারা পরমাত্মারই 'আশ্রয়তা' বলা হইয়াছে, উহাই দুইটি শ্লোকে কথিত হইতেছে ঃ—

"পুরাণজ্ঞ ঋষিগণ এই জগতের উৎপত্তি, অবান্তর সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, মন্বন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, প্রলয়, হেতু এবং আশ্রয়—এই দশলক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকেই পুরাণ বলিয়া জানেন। কেহবা পুরাণকে পঞ্চলক্ষণযুক্ত অর্থাৎ পুরাণের—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত—পঞ্চলক্ষণ বলেন। তবে এই মতভেদ—মহাপুরাণ ও অল্পপুরাণ—এই ভিন্নাধিকরণে বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।", যদিও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতেও ঐ দশ লক্ষণ দেখা যায়; তথাপি ঐ সকল পুরাণে পাঁচ লক্ষণের প্রাধান্য কথিত হওয়ায় তাহাদিগের অল্পত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের স্কন্ধগুলিতে যথাক্রমে ঐ দশ লক্ষণের প্রবেশ হওয়াটা বক্তার বিবক্ষা নয়, কারণ স্কন্ধগুলির সংখ্যা—দ্বাদশ, যথাক্রমে লক্ষণের প্রবেশ করাইলে দুইটি স্কন্ধ উদ্বর্ত্তিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের শেষে উক্ত দশ লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তবে তাহার পর হইতে অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায়াদি ক্রমে দশটি লক্ষণের নিবেশ হউক?—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন ঃ—দ্বিতীয় স্কন্ধের শেষে যে দশটি লক্ষণ বলা হইয়াছে; তাহাদিগের

তৃতীয়াদি স্কন্ধগুলিতে যথাক্রমে সমাবেশ হয় না, কারণ—দশম স্কন্ধে নিরোধাদি কয়েকটির উল্লেখ আছে কিন্তু অষ্টম স্কন্ধে তাহা বলা হয় নাই; এইরূপ অন্যান্য স্কন্ধেও ক্রমিকভাবে ঐ লক্ষণগুলির সমাবেশ করা যায় না।

মাননীয় শ্রীধরস্বামিপাদ দশমের আরম্ভে বলিয়াছেন:—"এই শ্রীদশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অত্যুত্তম চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে দুষ্ট রাজন্যবর্গের নিরোধ (বিনাশ) বর্ণিত হইতেছে। 'প্রাকৃত' আদি চার প্রকার নিরোধ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।" অতএব এই এই দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণরূপ আশ্রয় তত্ত্বেরই প্রাধান্য—শ্রীধরস্বামিপাদের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু—তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন:— "আশ্রিত জনের আশ্রয়-বিগ্রহ দশম—আশ্রয় তত্ত্বই এই দশম স্কন্ধের লক্ষ্য বিষয়।" এইরূপ নিয়ম অন্যান্য স্কন্ধেও ধরিয়া লইতে হইবে। তবেই প্রায় সকল স্কন্ধেই গৌণ মুখ্যভাবে ঐ সমস্ত লক্ষণগুলি বলা হইয়াছে; এইটি শ্রীধরস্বামিপাদেরও মত। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই উক্ত লক্ষণগুলির সম্ভাবনা থাকায় "শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা" এ স্থলে ঐরূপ অর্থই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ অর্থগুলি কোথাও স্পষ্ট ভাবে কোথাও বা তাৎপর্য্য বৃত্তিতে বলা হইয়াছে সুতরাং প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধও মহাপুরাণের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তবেই উল্লিখিত লক্ষণগুলির স্কন্ধাদি ক্রমে যে গ্রহণ হয় নাই; ইহা সংস্থাপিত হইল এবং এই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবেদব্যাস মুখে শ্রীশুকদেব অধ্যয়ন, করেন পরে উহাই শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করান আবার শ্রীসূত মহাশয়ও নৈমিষারণ্যে ঐ শ্রীভাগবতই শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলেন—ইহাই গ্রন্থকারের উক্তির তাৎপর্য্য ॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য্য।

(৬১) 'আশ্রয়' শব্দে সাধারণতঃ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা- এই দুই স্বরূপ লক্ষিত হইলেও, মুখ্যভাবে স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই উহার তাৎপর্য্য। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামিপাদ—"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম্" এই বাক্যে ঐ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, তবে কেবল দশম স্কন্ধের লক্ষ্যই যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই নহে, শ্রীমদ্ভাগবতের আদ্যন্ত সকল স্থানে শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যরূপে লক্ষিত হওয়ায়, এ শাস্ত্র যে সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণপর তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ঐ গ্রন্থের উপক্রম উপসংহার অভ্যাস প্রভৃতি ষড়বিধ লিঙ্গ সমালোচনা করিলে আর তদ্বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকে না। ইহার পর 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে' ঐ বিষয়ের বিবৃতি হইবে।

অথ সর্গাদীনাং লক্ষণমাহ;—

"অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ। ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে॥"

(ভা° ১২, ৭, ১১)

প্রধানগুণক্ষোভান্মহান্, তস্মাত্ত্রিগুণোঽহঙ্কারঃ, তস্মাদ্ভূতমাত্রাণাং ভূতসূক্ষ্মাণাং ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ, স্থূলভূতানাঞ্চ, তদুপলক্ষিত-তদ্দেবতানাঞ্চ সম্ভবঃ সর্গঃ; কারণসৃষ্টিঃ সর্গ ইত্যর্থঃ।

"পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ। বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্‌বীজং চরাচরম্॥"

(ভা০ ১২, ৭, ১২)

পুরুষঃ—পরমাত্মা। এতেষাং—মহদাদীনাং, জীবস্য পূর্ব্ব-কর্ম্মবাসনাপ্রধানোঽয়ং সমাহারঃ—কার্য্যভূতশ্চরাচরপ্রাণিরূপো বীজাদ্বীজমিব প্রবাহাপন্নো বিসর্গ উচ্যতে; ব্যষ্টিসৃষ্টির্বিসর্গ ইত্যর্থঃ। অনেনোতিরপ্যুক্তা।

"বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ। কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা॥"

(ভা০ ১২, ৭, ১৩)

চরাণাং—ভূতানাং সামান্যতোঽচরাণি চ-কারাচ্চরাণি চ কামাদ্‌বৃত্তিঃ। তত্র তু নৃণাং স্বেন স্বভাবেন কামাচ্চোদনয়াপি বা যা নিয়তা বৃত্তির্জীবিকা কৃতা, সা বৃত্তিরুচ্যতে ইত্যর্থঃ

'রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানুযুগে যুগে। তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ॥"

(ভা০ ১২, ৭, ১৪)

যৈঃ—অবতারৈঃ। অনেন—ঈশকথা, স্থানং, পোষণঞ্চ—ইতি ত্রয়মুক্তম্।

"মন্বন্তরং মনুর্দ্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ। ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে॥

(ভা০ ১২, ৭, ১৫)

মন্বাদ্যাচরণকথনেন সদ্ধর্ম্ম এবাত্র বিবক্ষিত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ প্রাক্তনগ্রন্থেনৈকার্থ্যম্।

"রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ। বংশ্যানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে॥"

(ভা০ ১২, ৭, ১৬)

তেষাং রাজ্ঞাং যে চ বংশধরাস্তেষাং বৃত্তং বংশ্যানুচরিতম্॥ ৬২॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

উদ্দিষ্টানাং সর্গাদীনাং ক্রমেণ লক্ষণানি দর্শয়িতুমাহ,—অথেত্যাদি। অব্যাকৃতেতি—ত্রিবৃৎপদং হতোঽপি বিশেষণং বোধ্যম্।

"সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্"ইতি শ্রীবৈষ্ণবাৎ।

রুষঃ—পরমাত্মা বিরিঞ্চান্তঃস্থঃ" ইতি বোধ্যম্। স্ফুটার্থানি শিষ্টানি॥ ৬২॥

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

অব্যাকৃতশব্দঃ—প্রধানপর ইত্যভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে, প্রধানগুণক্ষোভাদিতি। গুণঃ—সত্ত্বাদিঃ, ক্ষোভঃ—ন্যা, মহান্—মহত্তত্ত্বম্, বাসনা—সংস্কারঃ, তৎপ্রধানঃ—তদধীনঃ, 'তেন' ইত্যস্য স্বভাবেন ইত্যর্থঃ। মন্বন্তরং ়্‌বিধমিত্যর্থঃ। ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ—সন্তানং বশঃ, বংশপদেনেহ বিবক্ষিতঃ॥ ৬২॥

অনুবাদ।

প্রকারান্তরে সর্গাদির লক্ষণ। পূর্ব্ববাক্যে উদ্দিষ্ট সর্গাদির ক্রমে লক্ষণ বলিতেছেন :—"প্রধানের সত্ত্বাদি গুণক্ষোভে অর্থাৎ তাহাদের ক্রিয়ায় মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণ অহঙ্কার, ত্রিগুণ অহঙ্কার হইতে শব্দাদি সূক্ষ্মভূত—পঞ্চতন্মাত্র, স্থূলভূত—পঞ্চ মহাভূত এবং তদুপলক্ষিত উহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাবর্গের যে উৎপত্তি—উহাকেই 'সর্গ' বলা হয় এবং ইহাই কারণ সৃষ্টি।

বিরিঞ্চির অন্তঃকরণস্থ পরমাত্মার অনুগৃহীত মহৎতত্ত্ব প্রভৃতির, জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের সংস্কারাধীন বীজ হইতে বীজের ন্যায় প্রবাহপ্রাপ্ত-কার্য্যভূত চরাচর প্রাণিরূপ যে সৃষ্টি, উহাকেই 'বিসর্গ' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যষ্টি জীব সৃষ্টিই বিসর্গ। ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মের বাসনাময় 'উতি'ও গৃহীত হইল।

জঙ্গম প্রাণি-সকলের যে—জঙ্গম এবং স্থাবরাত্মকভূতনিষ্ঠ জীবিকা দেখা যায়; এটি কামনা-প্রসূত। তাহার মধ্যে স্বভাবতঃ, কামতঃ এবং বিধিবোধিত যে জীবগণের তত্তৎ স্থানে নিয়ত জীবিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তাহাকেই 'বৃত্তি' বলা হইয়া থাকে।

এই জগতের মধ্যে প্রতিযুগে শ্রীভগবান্ তির্য্যক্‌জাতি, মানুষ, ঋষি এবং দেবকুলে বিবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা করেন এবং প্রয়োজন বোধে বেদবিদ্বেষী দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া জগতের যে শান্তিবিধান করেন; ইহাই "রক্ষা" নামে অভিহিত হয়।

মনু, দেবতা, মনুপুত্র, সুরেশ্বরগণ, সপ্তর্ষি এবং শ্রীভগবানের অংশাবতার—এই ছয় প্রকার 'মন্বন্তর।' মনু প্রভৃতির আচরণ কীর্ত্তন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "সদ্ধর্ম্ম"ও ইহার অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে; সুতরাং দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত পুরাণ-লক্ষণ এবং এই স্থানের পুরাণ লক্ষণ—এই দুই-এর একই অর্থ।

ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন রাজন্যবর্গের যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকালীন বংশপরম্পরা; ইহাকে "বংশ" বলা হইয়া থাকে।

সেই মনুগণের যে সমস্ত বংশধর; তাহাদিগের অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকালীন চরিত্রবর্ণই "বংশানুচরিত" নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৬২॥

তাৎপর্য্য।

(৬২) মন্বন্তর—এক এক একটি মনুর অধিকৃত কাল। ইহার সংখ্যা—দেব-পরিমাণে একাত্তর চতুর্যুগ; এই প্রকার চৌদ্দ মন্বন্তরে অর্থাৎ চৌদ্দ মনুর ভোগকালে ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনুর অধিকার কালে—মনু, মনুপুত্র, ইন্দ্র, দেবতা, সপ্তর্ষি এবং অবতার—এই ছয় প্রকারে মন্বন্তর প্রতিপালন হয়। ঐ ছয়টি নাম—উপাধিস্বরূপ, যে মন্বন্তরে যে জীব ঐ পদগুলিতে অভিষিক্ত হয়; তাহার ঐ উপাধি হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে চতুর্দ্দশটি মনু; প্রথম—স্বায়ম্ভুব। দ্বিতীয়—স্বারোচিষ। তৃতীয়—উত্তম। চতুর্থ—তামস। পঞ্চম—রৈবত। ষষ্ঠ—চাক্ষুষ। সপ্তম—বৈবস্বত। অষ্টম—সাবর্ণি। নবম—

দক্ষসাবর্ণি। দশম—ব্রহ্মসাবর্ণি। একাদশ—ধর্ম্মসাবর্ণি। দ্বাদশ—রুদ্রসাবর্ণি। ত্রয়োদশ—দেবসাবর্ণি। চতুর্দ্দশ—ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমান সপ্তম—বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে।

মন্বন্তরাবতার—'যজ্ঞ' হইতে বৃহদ্ভানু পর্য্যন্ত চৌদ্দটি মন্বন্তর-পালক অবতার। ১ম—যজ্ঞ, ইনি স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরপালক। ২য়—বিভু; ইনি স্বারোচিষীয় মন্বন্তরপালক। ৩য়—সত্যসেন, ইনি উত্তমীয় মন্বন্তরপালক। ৪র্থ—হরি; ইনি তামসীয় মন্বন্তরপালক। ৫ম বৈকুণ্ঠ, ইনি রৈবতীয় মন্বন্তরপালক। ৬ষ্ঠ—অজিত; ইনি চাক্ষুষীয় মন্বন্তরপালক। ৭ম বামন, ইনি বৈবস্বত মন্বন্তরপালক। ৮ম—সার্ব্বভৌম; ইনি সাবর্ণীয় মন্বন্তরপালক। ৯ম—ঋষভ, ইনি দক্ষসাবর্ণীয় মন্বন্তরপালক। ১০ম—বিষ্বক্‌সেন, ইনি ব্রহ্মসাবর্ণীয় মন্বন্তরপালক। ১১শ—ধর্ম্মসেতু; ইনি ধর্ম্মসাবর্ণীয় মন্বন্তরপালক। ১২শ—সুধামা; ইনি রুদ্রসাবর্ণীয় মন্বন্তরপালক। ১৩শ—যোগেশ্বর; ইনি দেবসাবর্ণীয় মন্বন্তরপালক। ১৪শ—বৃহদ্ভানু; ইনি ইন্দ্রসাবর্ণীয় মন্বন্তরপালক। ইহার বিশেষ বিবরণ—শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে এবং শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের তৃতীয় অংশে দ্রষ্টব্য।

"নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ। সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্ধাস্য স্বভাবতঃ॥"
(ভা° ১২, ৭, ১৭)

অস্য – পরমেশ্বরস্য। স্বভাবতঃ—শক্তিতঃ। 'আত্যন্তিকঃ' ইত্যনেন মুক্তিরপ্যত্র প্রবেশিতা।

"হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্ম্মকারকঃ। যঞ্চানুশয়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে॥"
(ভা° ১২, ৭, ১৮)

হেতুঃ—নিমিত্তম্, অস্য—বিশ্বস্য, যতোঽয়মবিদ্যয়া কর্ম্মকারকঃ। যমেব হেতুং কেচিচ্চৈতন্যপ্রাধান্যেনানুশয়িনং প্রাহুঃ; অপরে উপাধিপ্রাধান্যেনাব্যাকৃতমিতি।

"ব্যতিরেকান্বয়ৌ যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু। মায়াময়েষু তদ্ব্রহ্ম জীববৃত্তিষ্বপাশ্রয়ঃ॥"
(ভা° ১২, ৭, ১৯)

শ্রীবাদরায়ণসমাধিলব্ধার্থবিরোধাদত্র চ জীব-শুদ্ধস্বরূপমেবাশ্রয়ত্বেন ন ব্যাখ্যায়তে; কিন্তু অয়মেবার্থঃ—জাগ্রদাদিষ্ববস্থাসু, মায়াময়েষু—মায়াশক্তি-কল্পিতেষু মহদাদিদ্রব্যেষু চ, কেবলস্বরূপেণ ব্যতিরেকঃ পরমসাক্ষিতয়ান্বয়শ্চ যস্য তদ্ব্রহ্ম জীবানাং বৃত্তিষু—শুদ্ধস্বরূপতয়া সোপাধিতয়া চ বর্ত্তনেষু স্থিতিষ্বপাশ্রয়ঃ,* সর্ব্বমত্যতিক্রম্যাশ্রয় ইত্যর্থঃ। 'অপ' ইত্যেতৎ খলু বর্জ্জনে, বর্জ্জনঞ্চাতিক্রমে পর্য্যবস্যতীতি। তদেবমপাশ্রয়াভিব্যক্তিদ্বারভূতং হেতুশব্দব্যপদিষ্টস্য জীবস্য শুদ্ধ-

---

* "জীবানাং" ইত্যারভ্য "অপাশ্রয়ঃ" ইত্যন্তেংশে "জীববৃত্তিষু শুদ্ধজীবস্বরূপাসু স্বশক্তিবৃত্তিষু অপাশ্রয়ঃ" ইতি পাঠান্তরমপি কচিদ্দৃশ্যতে।

স্বরূপজ্ঞানমাহ, দ্বাভ্যাম্ ;—

"পদার্থেষু যথা দ্রব্যং তন্মাত্রং রূপনামসু। বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্ ॥
বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্। যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ত্তেত ॥"
(ভা০ ১২, ৭, ২০—২১)

রূপনামাত্মকেষু পদার্থেষু ঘটাদিষু যথা দ্রব্যং পৃথিব্যাদি যুতমযুতঞ্চ ভবতি, কার্য্যদৃষ্টিং বিনাপ্যুপলম্ভাৎ। তথা তন্মাত্রং শুদ্ধং জীবচৈতন্যমাত্রং বস্তু গর্ভাধানাদি-পঞ্চতান্তাসু নবস্বপ্যবস্থাসু অবিদ্যয়া যুতং স্বতস্ত্বযুতমিতি শুদ্ধমাত্মানমিত্থং জ্ঞাত্বা নির্ব্বিণ্ণঃ সন্নপাশ্রয়ানুসন্ধানযোগ্যো ভবতীত্যাহ, —বিরমেতেতি। বৃত্তিত্রয়ং—জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্তিরূপম্। আত্মানং—পরমাত্মানম্। স্বয়ং—বামদেবাদেরিব মায়াময়ত্বা-নুসন্ধানেন দেবহুত্যাদেরিবানুষ্ঠিতেন যোগেন বা। ততশ্চ ঈহায়াঃ—তদনুশীলন-ব্যতিরিক্তচেষ্টায়াঃ। ১২।৭। শ্রীসূতঃ। উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ॥ ৬৩ ॥

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণানুচর-
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনভাজন-শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসনভারতীগর্ভে
শ্রীভাগবতসন্দর্ভে "তত্ত্বসন্দর্ভো" নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ ॥

শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত-টীকা।

পূর্ব্বোক্তায়াং দশলক্ষণ্যাং মুক্তিরেকলক্ষণম্, অস্যাস্তু চতুর্ব্বিধায়াং সংস্থায়াং আত্যন্তিকলয়শব্দিতা মুক্তিরানীতেতি। যঞ্চানুশয়িনমিতি—ভুক্তশিষ্টকর্ম্মবিশিষ্টো জীবঃ 'অনুশয়ী' ইত্যুচ্যতে। রূপেতি—মূর্ত্ত্যা সংজ্ঞয়া চোপেতেষ্বিত্যর্থঃ। কার্য্যদৃষ্টিমিতি—ঘটাদিভ্যঃ পৃথগপি পৃথিব্যাদেঃ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। অপাশ্রয়েতি—ঈশ্বরধ্যানযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। স্বয়মিতি—বামদেবঃ খলু গর্ভস্থ এব পরমাত্মানং বুবুধে, যোগেন দেবহূতীত্যর্থঃ। ৬৩॥

ইতি কলীতি,—কলিযুগপাবনং যৎ স্বভজনং, তস্য বিভজনং বিতরণং প্রয়োজনং যস্য, তাদৃশঃ অবতারঃ প্রাদুর্ভাবো যস্য, তস্য শ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য চরণয়োরনুচরৌ, বিশ্বস্মিন্ যে বৈষ্ণবরাজাস্তেষাং সভাসু যৎ সভাজনং সৎকারস্তস্য ভাজনে পাত্রে চ যৌ শ্রীরূপ-সনাতনৌ, তয়োরনুশাসনভারত্য উপদেশ বাক্যানি গর্ভে মধ্যে যস্য তস্মিন্ ॥ ০ ॥

টিপ্পনী তত্ত্বসন্দর্ভে বিদ্যাভূষণনির্ম্মিতা। শ্রীজীবপাঠসংপৃক্তা সদ্ভিরেষা বিশোধ্যতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা—
তত্ত্বসন্দর্ভ-টিপ্পনী
সমাপ্তা।

শ্রীরাধামোহন-গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত-টীকা।

বাদরায়ণেতি—তৎসমাধিলব্ধব্রহ্মজীবভেদেন বিরোধাদিত্যর্থঃ, জাগ্রদাদিষু জীববৃত্তিষু মায়াময়েষু দেহাদিষু জীবস্বরূপস্তোপাধ্যুপহিতস্তোপাধিব্যতিরেকোঽস্তি, তেন শুদ্ধস্য তস্য বিষয়াবভাসকত্বং, উপাধৌ তস্য বিলক্ষণসম্বন্ধরূপাম্বয়োঽপি জাগ্রদাদিকালেঽস্তি; তেন তদানীমভিমানিতেতি। শুদ্ধজীবোঽপি শ্লোকেঽত্র তাৎপর্য্যবিষয়ো ভবিতুমর্হতি, তথাপি তস্য ব্রহ্মত্বং ন ঘটতে; প্রাগুক্তসমাধিলব্ধার্থবিরোধাৎ সুষুপ্তে নিরুক্তান্বয়াসত্ত্বাচ্চ ন জীবপরতয়া ব্যাখ্যায়তে ইতি ভাবঃ। কেবল-স্বস্বরূপেণ নিরুপাধ্যংশেন ব্যতিরেক ইতি; তেন ব্রহ্মণস্তুরীয়ত্বং পরমসাক্ষিতয়া শুদ্ধজীবস্য সাক্ষাদ্দর্শনশক্ত্যুদ্বোধকতয়াঽম্বয়শ্চেতি, "শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে" (নৃসিংহ০ পূ০ ৪, ২) ইতি, শ্রুতেঃ তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্" ইতি স্মৃতেশ্চ,"একাদশাৎ জীবোঽল্পশক্তিরল্পজ্ঞঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা জীবস্য স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানাভাবাৎ, "বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যশ্চ চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।" ইতি গায়ত্র্যর্থবিবরণযাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ; "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়তি জীবান্" ইতি রামানুজভাষ্যধৃতশ্রুতেশ্চ, জীবস্য মুক্তাদশায়াং দশাত্রয়াতীতত্বেঽপি ন তদানীং দশাত্রয়ান্বয় ইতি তদ্ব্যাবৃত্তিঃ। রূপনামাত্মকেষু—রূপনামযুক্তেষু। পঞ্চতা—মরণং, দ্রব্যস্য—পৃথিব্যাদেঃ ঘটাদাবুপাদানতয়া ব্যাপকস্য যোগাযোগৌ সম্ভবতঃ; জীবস্যাণুত্বয়াঽনুপাদানতয়া চ কথমেকদা দেহ-যোগাযোগৌ সম্ভবতঃ? ইত্যত আদৌ পূরয়তি—অবিদ্যয়েতি, দেহবৈশিষ্ট্যাবচ্ছেদেন; নাবিদ্যয়া মোহনং; তদনুপহিতে মোহনাভাব ইতি পর্য্যবসিতম্। দৃষ্টান্তস্ত যোগমায়াংশমাত্রে। স্বতস্তু দেহাদিবিশেষণান্তর্ভাবেণ অযুতমিতি। এতেন জীবস্য ন স্বাভাবিকোঽবিদ্যাসম্বন্ধ যেন ন তত্ত্যাগঃ স্যাৎ; কিন্তৌপাধিক ইতি, জ্ঞানং বৈরাগ্যোপযোগি-তত্তরণসাধনপ্রবৃত্ত্যুপযোগীতি তদ্দর্শিতমিতি ভাবঃ। যদা চিত্তং বিরমেত, বিযুক্তং সদাত্মনিষ্ঠং ভবতি। স্বতো যোগেন বা বৃত্তিত্রয়ং—জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়ং হিত্বা আত্মানং—পরমাত্মানং বেদ—পশ্যতি, তত ঈহায়াঃ—ইতরসাধনান্নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। "যদাত্মনং বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় সংসারমনুসংসরেৎ" (বৃ০ আ০ ৪, ৪, ১২) ইতিশ্রুতেঃ। অয়মস্মি—দেহাদিব্যতিরিক্তব্রহ্মাংশচিদ্রূপোঽস্মীতি, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" ইতিশ্রবণাৎ—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ জীব-পরয়োরেব জ্ঞানং শ্রেয়ঃ-সাধনমিতি পর্য্যবসিতম্। ইত্থঞ্চ পুরাণলক্ষণে আশ্রয়পদং সর্ব্বাধারং সর্ব্বকারণং সর্ব্বান্তর্য্যামি তুরীয়-চৈতন্যৈকরূপব্রহ্মকৃষ্ণপরমিতি নির্ব্ব্যূঢ়ং, "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ" ইত্যাদি গোপালতাপন্যাদি-শ্রুতেরিতি। সম্বন্ধ ইতি—শ্রীভাগবত-তদভিধেয়-তৎপ্রয়োজনানাং মিথঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি কলিযুগপাবনাবতার-শ্রীমদদ্বৈতকুলোদ্ভব-শ্রীরাধামোহনগোস্বামি-
ভট্টাচার্য্য-কৃতা তত্ত্বসন্দর্ভ-টীপ্পণী সম্পূর্ণা।

অনুবাদ।

"পরমেশ্বরের মায়াখ্য স্বাভাবিক শক্তি হইতে এই বিশ্বের যে—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক লয় হইয়া থাকে; ইহাই কবিগণকর্ত্তৃক 'সংস্থা' শব্দে কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়-স্কন্ধে সর্গাদি

দশ লক্ষণের মধ্যে যে 'মুক্তি' শব্দ আছে; এখানকার 'আত্যন্তিক' লয়ে উহাকে পর্য্যবসিত করান হইয়াছে। জীবই এই জগতের সৃষ্টি-কার্য্যের নিমিত্ত; কারণ—জীবের ভোগের নিমিত্তই শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি হইয়াছে। এবং ঐ জীবই অবিদ্যা-বিমোহিত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে। কেহ কেহ ঐ নিমিত্তভূত জীবকে চৈতন্য-প্রাধান্যে - 'অনুশায়ী' বলেন, কেহ বা উপাধি-প্রাধান্যে—'অব্যাকৃত' বলিয়া থাকেন।

'অপাশ্রয়' শব্দে শুদ্ধ জীব বলিলে শ্রীবেদব্যাসের সমাধিতে দৃষ্ট ব্রহ্ম-জীবগত ভেদের সহিত বিরোধ হয়, সুতরাং "ব্যতিরেকান্বয়ৌ যস্য" - এই শ্লোকে শুদ্ধ জীবের 'আশ্রয়ত্ব' ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু ঐ শ্লোকের এই অর্থ :—জাগ্রদাদি অবস্থা এবং মায়াকল্পিত মহদাদি দ্রব্যরূপ জীববৃত্তিতে যাঁহার কেবল স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে ব্যতিরেক এবং ঐ সকল বস্তুতে জীবেরও পরমসাক্ষী ও দর্শনশক্তির উদ্বোধকরূপে যাঁহার অন্বয়, তিনিই ব্রহ্ম এবং শুদ্ধস্বরূপে ও সোপাধিরূপে বর্ত্তমান জীবের স্থিতিকালে তিনিই 'অপাশ্রয়' অর্থাৎ সকলকে অতিক্রম করিয়া 'আশ্রয়' রূপে বর্ত্তমান আছেন। ঐ শ্লোকে 'অতি' শব্দের বর্জ্জন অর্থ, এবং বর্জ্জন শব্দও অতিক্রম অর্থে পর্য্যবসিত; অতএব এস্থলে অতিক্রম অর্থই করা হইল।

এই প্রকার অপাশ্রয়ের অভিব্যক্তির দ্বারস্বরূপ, হেতুশব্দে কথিত জীবের শুদ্ধস্বরূপত্ব দুই শ্লোকে বলিতেছেন :—রূপ-নামাত্মক ঘট-পদাদি পদার্থে পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্য যেমন মিলিত এবং অমিলিত ভাবে রহিয়াছে; অর্থাৎ যখন কার্য্যের (ঘটের) প্রতি দৃষ্টি পড়ে; তখন উহার উপাদান-রূপে পৃথিব্যাদির উপলব্ধি হয়, সেই সময়েই পৃথিবী ঘটে যুত বা মিলিত। আবার ঘটাদি কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল পৃথিব্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে; তখন তাহাকে অযুত বা অমিলিত বলা যায়। সেইরূপ চৈতন্যমাত্র শুদ্ধ জীব—গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নয়টি অবস্থাতে অবিদ্যা দ্বারা কখন যুত কখন বা অযুতও হইয়া থাকে।

এই রূপে শুদ্ধ আত্মাকে অবগত হইয়া জীব যখন নির্ব্বিঘ্ন হয়; তখন সে অপাশ্রয়—ঈশ্বর-ধ্যানে যোগ্য হয়; ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন :—যে কালে বামদেবাদির ন্যায় সংসারের মায়াময়ত্ব অনুসন্ধানের দ্বারা অথবা শ্রীদেবহূতি প্রভৃতির ন্যায় অনুষ্ঠিত যোগের দ্বারা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ ত্রিবিধ বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত বিষয় হইতে বিরক্ত হয়; সেই কালেই জীব পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে, এবং তখনই সে স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দের ভজনানন্দে বিভোর হইয়া দেহ-দৈহিক সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়॥ ৬৩॥

তাৎপর্য্য।

(৬৩) অনুশায়ী—প্রলয়কালে যখন প্রকৃতি-ভর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী শ্রীসঙ্কর্ষণনামক প্রথম পুরুষ যোগনিদ্রায় শায়িত থাকেন—সেই সময় ভুক্তশেষ কর্ম্ম লইয়া জীব তাঁহাতে শয়ন করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত জীবকেও অনুশায়ী বলা হইল।

জীবকে সৃষ্টি প্রভৃতির 'নিমিত্ত' বলিবার তাৎপর্য্য শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণস্বরূপ, তাঁহার কোন সুখের অভাব নাই বা তদিতর বস্তুতে ভোগের আকাঙ্ক্ষাও নাই, জীবের ভোগের জন্যই তিনি বিবিধ বৈচিত্রীময় জগদ্রূপ বিষয় সৃষ্টি করেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

"জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"

অর্থাৎ বিমূঢ় জীবগণ যেমন শয্যা-আসনাদি বিষয়গুলি ভোগ করে, তেমনি চেতন-প্রকৃতি-স্বরূপ জীবের নিমিত্ত পূর্ব্বভোগবিশিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা তদনুরূপ এই জগৎ বিহিত হইয়াছে।

"তদাত্মানং বেদ"—জীবের চিত্ত সংসারে নির্ব্বিণ্ণ (বিরক্ত) হইলেই তাহার পর শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, তখন আর তাহার জাগতিক কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না, শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"যদাত্মানং বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছিন্ কস্য কামায় সংসারমনুসংসরেৎ ॥" (বৃ০ আ০ ৪, ৪, ১২)

"এই আমিই—এখন দেহাদি ভিন্ন, ব্রহ্মের চিদ্রূপ অংশস্বরূপ" এই প্রকারে জীব যখন আপনার স্বরূপ উপলব্ধির পর পরমাত্মাকে অবগত হয়, তখন আর তাহার বাসনা কোথায় যে, সে কোনও উদ্দেশে এই সংসারে পুনরায় আসক্ত হইবে?—এই কথাই শ্রুতি-স্মৃতি এক বাক্যে আরও বলিয়াছেন ঃ—

"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥" (মুণ্ডক০ ২, ২, ৮) (ভা০ ১, ২, ২১)

জীবের যখন আত্মসাক্ষাৎকার হয়; তখন জীবের হৃদয়ের চিৎ-জড়াত্মক গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায়, অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা প্রভৃতি সংশয়গুলি ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং দেহারম্ভক কর্ম্মসকলও সমূলে ক্ষয় পাইয়া থাকে। এই রূপে জীবের স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি এবং শ্রীভগবদনুভবই পরম মঙ্গলের সাধন;—ইহা স্থিরীকৃত হইল।

গ্রন্থকার পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী পুরাণের লক্ষণে যে আশ্রয় পদের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে—সর্ব্বাধার সর্ব্বকারণ সর্ব্বান্তর্য্যামী তুরীয়-চৈতন্য নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই—মুখ্য 'আশ্রয়' পদার্থ; ইহাই নির্ব্যূঢ় অর্থ এবং এই স্বয়ম্ভগবানের সহিতই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ—তাহাও ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারাই সিদ্ধান্তিত হইল।

কলিযুগ-পাবন নিজ-ভজন বিতরণই যাঁহার অবতারের প্রয়োজন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের শ্রীচরণের অনুচর এবং এই বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার সৎকারের পাত্র—শ্রীল রূপ-সনাতনের সদুপদেশময় ভারতীর মধ্যে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের "তত্ত্ব-সন্দর্ভ" নামক প্রথম সন্দর্ভ সমাপ্ত হইল।

——০——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পিতোঽস্ত্বেষঃ।

——:০:——

সাধক-কণ্ঠহার।

(চতুর্থ সংস্করণ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ে পরিপূর্ণ। বৈষ্ণবের অতি আদরের ধন। অনেক হস্তলিখিত পুস্তক মিলাইয়া সুচারুরূপে মুদ্রিত এবং বিশুদ্ধ সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। একখানি "সাধক-কণ্ঠহার" সঙ্গে থাকিলে বৈষ্ণবদিগের আর কোনও ক্রন্থের ভাবনা থাকিবে না। ইহাতে (১) হাটপত্তন, (২) বৈষ্ণবশরণ, (৩) শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন, (৪) শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, (৫) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর-শতনাম, (৬) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, (৭) প্রার্থনা (শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর কৃত) (৮) শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা (নরোত্তমদাস ঠাকুরকৃত), (৯) চৌত্রিশা-পদাবলী এবং (১০) পাষণ্ডদলন প্রভৃতি বৈষ্ণবের যাহা কিছু নিত্য প্রয়োজন ইহাতে সমস্তই আছে। সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের জন্য ইহাতে কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ, মূল শ্লোকের পাঠান্তর এবং বঙ্গানুবাদসহ বিশদ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীধামবৃন্দাবন এবং তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। এবারেও ভাল আইভরি-ফিনিস কাগজে ডবলক্রাউন ৩২ পেজি আকারে, নূতন ও বড় বড় অক্ষরে মেসিন প্রেসে ছাপা হইয়াছে, পড়িতে কোনরূপ কষ্ট হইবে না। ২৮৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভাল কাগজ এবং বড় বড় অক্ষরে ছাপা সত্বেও সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য পূর্ব্ববৎ রাখা গেল। কাগজের বাঁধাই মূল্য ।০ চারি আনা এবং সোণার জলে বড় বড় অক্ষরে লিখিত কাপড়ের বাঁধাই মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। ডাকমাশুল বা ভিঃ পিঃ খরচা স্বতন্ত্র।

একান্নপদ—অর্থাৎ প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ণ, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি এবং নিশান্ত প্রভৃতি অষ্টকালীয় পদাবলী। শ্রীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস ঠাকুর বিরচিত। শ্রীবৈষ্ণবগণের ভজনের নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। বড় বড় অক্ষরে সুন্দর ছাপা। ৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—ইহাতে চৌরাশী-ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত যাবতীয় তীর্থ ও লীলাস্থলী এবং তন্মাহাত্ম্য তথা পরিক্রমার ক্রম বিশদরূপে পদ্যচ্ছন্দে বর্ণিত আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী বিরচিত। ডবল ক্রাউন ৬৪ পৃষ্ঠায় ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে মেশিন-প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য৵০ দুই আনা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মনঃশিক্ষা।

(তৃতীয় সংস্করণ)

আমাদের দেহ-রাজ্যের রাজা হইলেন—মন; আর ইন্দ্রিয়গণ হইলেন—প্রজা। এখন এই মনঃরাজা যদি সুশিক্ষিত হন, তবেই তাঁহার অধীন প্রজাবর্গ-ইন্দ্রিয়গণ আপনা-আপনি সুশিক্ষিত হইয়া উঠে। ধন, জন সকলেই আনন্দের জন্য, কিন্তু মনরাজা হইলে ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ করা যায়। সেই আনন্দই নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ইহার অপর নাম শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সরোজের সেবানন্দ। তাই প্রেমিক-কবি প্রেমানন্দ দাস আপামর সাধারণকে সেই আনন্দের অধিকারী করিবার নিমিত্ত উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় এই মনঃশিক্ষা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

ডিমাই ১২ পেজি আকারে মুদ্রিত হইয়া ১১৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও সাধারণের সুবিধার জন্য এবারও মূল্য ৶০ তিন আনা ধার্য্য হইয়াছে। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সচিত্র

শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। গ্রাহকবর্গ তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে ভুলিবেন না। অস্পষ্ট লিখিত পত্র পাইয়া অনেক সময় আমাদিগকে বড়ই বিব্রত হইতে হয়। ২। সচিত্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা। ১ম স্কন্ধ তিন খণ্ডে, ২য় স্কন্ধ দুই খণ্ডে এবং ৩য় স্কন্ধ ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছেন। ৪র্থ স্কন্ধের চারি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য দশমস্কন্ধও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছেন। দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। ৩। শ্রীগ্রন্থ লইতে হইলে গ্রাহকদিগকে পোষ্টেজাদি খরচ বাবদ অন্ততঃ ॥০ আট আনা অগ্রিম পাঠাইয়া দিলে ভিঃ পিঃতে শ্রীগ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়া বাকী আদায় করা হয়। কারণ অনেকে ভিঃ পিতে গ্রন্থ পাঠাইতে বলিয়া শ্রীগ্রন্থ না লইয়া ফেরত দিয়া অনর্থক আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। মূল্য বাদে ভিঃ পিঃ ব্যয় গ্রাহককেই দিতে হইবে। ৪। যথাসময়ে শ্রীগ্রন্থ না পাইলে আমাদিগকে জানাইলে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি। ৫। কাহারও কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে রিপ্লাই কার্ড বা অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিবেন। ৬। যিনি শ্রীগ্রন্থের অন্ততঃ ১০ জন গ্রাহক করিয়া দিবেন, তাঁহাকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

Printed by Pulin Bihari Das, and Published by Pandit Nityaswarup Brahmachary, from Debakinandan Press, 66 Manicktolla Street, Calcutta